স্বর্ণতরী
দুইখণ্ড একত্রে
কাজী আনোয়ার হোসেন
মাসুদ রানা
সেবা
প্রকাশনা

মাসুদ রানা

স্বর্ণতরী

[দুইখণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা সিরিজে গুপ্তধনের কাহিনি?

বড় বেমানান, তাই না? ছেলেমানুষী?

শিশু-ভোলানো রূপকথা?

কয়েক পৃষ্ঠা এগোলেই টের পাবেন, কতখানি বাস্তব,

নির্মম ও চমকপ্রদ হতে পারে

মুসোলিনির সেই গুপ্তধন উদ্ধারের ভয়ঙ্কর আধুনিক রূপকথা।

পাঠক, কথা দিচ্ছি, ভাল লাগবে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
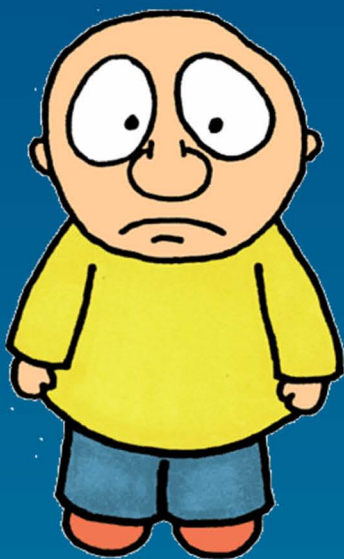
মাসুদ রানা

স্বর্ণতরী

(দুইখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7065-8

সেবা
প্রকাশনী
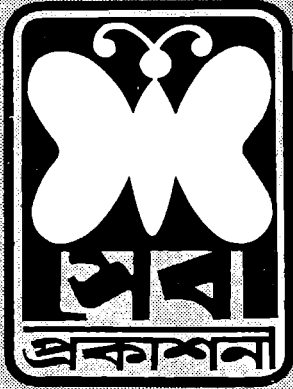
পঁয়ষট্টি টাকা

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ১৯৭৮

রচনা: বিদেশী কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশী ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন
পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana
SHWARNOTOREE
Part: I & II
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

স্বর্ণতরী-১ : ৫—৯৮
স্বর্ণতরী-২: ৯৯—২০৮

মাসুদ রানার ভলিউম

১-২-৩ ধ্বংস পাহাড়+ভারতনাট্যম+স্বর্ণমৃগ ৬৪/-
৪-৫-৬ দুঃসাহসিক+মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা+দুর্গম দুর্গ ৬৭/-
৭-৩৭২ শত্রু ভয়ঙ্কর+অরক্ষিত জলসীমা ৫৯/-
৮-৯ সাগর সঙ্গম-১,২ (একত্রে) ৩১/-
১০-১১ রানা! সাবধান!!+বিস্মরণ ৫৯/-
১২-৫৫ রত্নদ্বীপ+কুউউ ৪৯/-
১৩-১৪ নীল আতঙ্ক-১,২ (একত্রে) ৫৩/-
১৫-১৬ কায়রো+মৃত্যু প্রহর ৫৮/-
১৭-১৮ গুপ্তচক্র+মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র ৩৭/-
১৯-২০ রাত্রি অন্ধকার+জাল ৪৬/-
২১-২২ অটল সিংহাসন+মৃত্যুর ঠিকানা ৩৪/-
২৩-২৪ ক্ষ্যাপা নর্তক+শয়তানের দূত ৩২/-
২৫-২৬ এখনও ষড়যন্ত্র+প্রমাণ কই ৫১/-
২৭-২৮ বিপদজনক-১,২ (একত্রে) ৪৯/-
২৯-৩০ রক্তের রঙ-১,২ (একত্রে) ৩১/-
৩১-৩২ অদৃশ্য শত্রু+পিশাচ দ্বীপ (একত্রে) ৫৯/-
৩৩-৩৪ বিদেশী গুপ্তচর-১,২ (একত্রে) ৩৬/-
৩৫-৩৬ ব্ল্যাক স্পাইডার-১,২ (একত্রে) ৫১/-
৩৭-৩৮ গুপ্তহত্যা+তিনশত্রু ৩৮/-
৩৯-৪০ অকস্মাৎ সীমান্ত-১,২ (একত্রে) ৫১/-
৪১-৬৬ সতর্ক শয়তান+পাগল বৈজ্ঞানিক ৪৬/-
৪২-৪৩ নীল ছবি-১,২ (একত্রে) ৬২/-
৪৪-৪৫ প্রবেশ নিষেধ-১,২ (একত্রে) ৫৮/-
৪৭-৪৮ এসপিওনাজ-১,২ (একত্রে) ৪৯/-
৪৯-৫০ লাল পাহাড়+হংকম্পন ৫২/-
৫১-৫২ প্রতিহিংসা-১,২ (একত্রে) ৩৯/-
৫৩-৫৪ হংকং সম্রাট-১,২ (একত্রে) ৪৮/-
৫৬-৫৭-৫৮ বিদায়, রানা-১,২,৩ (একত্রে) ৮২/-
৫৯-৬০ প্রতিদ্বন্দ্বী-১,২ (একত্রে) ৩৩/-
৬১-৬২ আক্রমণ ১,২ (একত্রে) ৬৬/-
৬৩-৬৪ গ্রাস-১,২ (একত্রে) ৩৭/-
৬৫-৬৬ স্বর্ণতরী-১,২ (একত্রে) ৬৫/-
৬৭-১৬১ পপি+বুমেরাং ৬০/-
৬৮-৬৯ জিপসী-১,২ (একত্রে) ৫৮/-
৭০-৭১ আমিই রানা-১,২ (একত্রে) ৬৮/-
৭২-৭৩ সেই উ সেন-১,২ (একত্রে) ৬৮/-
৭৪-৭৫ হ্যালো, সোহানা ১.২ (একত্রে) ৫৭/-
৭৬-৭৭ হাইজ্যাক-১,২ (একত্রে) ৬৫/-
৭৮-৭৯-৮০ আই লাভ ইউ, ম্যান (তিনখণ্ড একত্রে) ১০৮/-
৮১-৮২ সাগর কন্যা-১,২ (একত্রে) ৬৩/-
৮৩-৮৪ পালাবে কোথায়-১,২ (একত্রে) ৬৬/-
৮৫-৮৬ টার্গেট নাইন-১,২ (একত্রে) ৪৬/-
৮৭-৮৮ বিষ নিঃশ্বাস-১,২ (একত্রে) ৫৯/-
৮৯-৯০ প্রেতাত্মা-১,২ (একত্রে) ৪৩/-
৯১-৯২ বন্দী গগল+জিম্মি ৪২/-
৯৩-৯৪ তুষার যাত্রা-১,২ (একত্রে) ৪১/-
৯৫-৯৬ স্বর্ণ সংকট-১,২ (একত্রে) ৩২/-
৯৭-৯৮ সন্ন্যাসিনী+পাশের কামরা ৪১/-
৯৯-১০০ নিরাপদ কারাগার-১,২ (একত্রে) ৩২/-
১০১-১০২ স্বর্গরাজ্য-১,২ (একত্রে) ৩৮/-
১০৩-১০৪ উদ্ধার-১,২ (একত্রে) ৬৩/-
১০৫-১০৬ হামলা-১,২ (একত্রে) ৩১/-
১০৭-১০৮ প্রতিশোধ-১,২ (একত্রে) ৩৩/-
১০৯-১১০ মেজর রাহাত-১,২ (একত্রে) ৪০/-
১১১-১১২ লেনিনগ্রাদ-১,২ (একত্রে) ৫৯/-
১১৩-১১৪ অ্যামবুশ-১,২ (একত্রে) ৩২/-
১১৫-১১৬ আরেক বারমুডা-১,২ (একত্রে) ৩৮/-
১১৭-১১৮ বেনামী বন্দর-১,২ (একত্রে) ৫৯/-
১১৯-১২০ নকল রানা-১,২ (একত্রে) ৪৩/-
১২১-১২২ রিপোর্টার-১,২ (একত্রে) ৪৫/-
১২৩-১২৪ মরুযাত্রা-১,২ (একত্রে) ৩৮/-
১২৫-১৩১ বন্ধু+চ্যালেঞ্জ ৮২/-
১২৬-১২৭-১২৮ সংকেত-১,২,৩ (একত্রে) ৮৮/-
১২৯-১৩০ স্পর্ধা-১,২ (একত্রে) ৩৫/-
১৩২-১৫৩ শত্রুপক্ষ+ছদ্মবেশী ৪৮/-
১৩৩-১৩৪ চারিদিকে শত্রু-১,২ (একত্রে) ৩৪/-
১৩৫-১৩৬ অগ্নিপুরুষ-১,২ (একত্রে) ৬৪/-
১৩৭-১৩৮ অন্ধকারে চিতা-১,২ (একত্রে) ৬৭/-
১৩৯-১৪০ মরণকামড়-১,২ (একত্রে) ৩৩/-
১৪১-১৪২ মরণখেলা-১,২ (একত্রে) ৪০/-
১৪৩-১৪৪ অপহরণ-১,২ (একত্রে) ৭৩/-
১৪৫-১৪৬ আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১,২ (একত্রে) ৩৩/-
১৪৭-১৪৮ বিপর্যয়-১,২ (একত্রে) ৪১/-
১৪৯-১৫০ শান্তিদূত-১,২ (একত্রে) ৪৩/-
১৫১-১৫২ শ্বেত সন্ত্রাস-১,২ (একত্রে) ৭৫/-
১৫৬-১৫৭ মৃত্যু আলিঙ্গন-১,২ (একত্রে) ৫২/-
১৫৮-১৬২ সর্বনাশী মধ্যরাত+মাফিয়া ৫৯/-
১৫৯-১৬০ আবার উ সেন-১,২ (একত্রে) ৪৭/-
১৬২-১৬৫ কে কেন কিভাবে+কচক্র ৭৯/-
১৬৩-১৬৪ মুক্ত বিহঙ্গ-১,২ (একত্রে) ৯০/-
১৬৬-১৬৭ চাই সাম্রাজ্য-১,২ (একত্রে) ৮৫/-
১৬৮-১৬৯ অনুপ্রবেশ-১,২ (একত্রে) ৪২/-
১৭০-১৭১ যাত্রা অশুভ-১,২ (একত্রে) ৪৩/-
১৭২-১৭৩ জুয়াড়ী ১,২ (একত্রে) ৩৫/-
১৭৪-১৭৫ কালো টাকা ১,২ (একত্রে) ৪৩/-
১৭৬-১৭৭ কোকেন সম্রাট ১,২ (একত্রে) ৪২/-
১৮০-১৮১ সত্যবাবা-১,২ (একত্রে) ৬১/-
১৮২-১৮৩ যাত্রীরা হুশিয়ার+অপারেশন চিতা ৪৩/-

বই	মূল্য
১৮৪-১৮৫ আক্রমণ '৮৯-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৮৬-১৮৭ অশান্ত সাগর-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৮৮-১৮৯-১৯০ শ্বাপদ সংকুল-১,২,৩ (একত্রে)	৬৫/-
১৯১-১৯২ দংশন-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৯৩-১৯৪ প্রলয়সঙ্কেত-১,২ (একত্রে)	৬৫/-
৯৫-১৯৬ ব্ল্যাক ম্যাজিক-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১৯৭-১৯৮ তিক্ত অবকাশ-১.২ (একত্রে)	৩৭/-
১৯৯-২০০ ডাবল এজেন্ট-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২০১-২০২ আমি সোহানা-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
২০৩-২০৪ অগ্নিশপথ-১,২ (একত্রে)	৫৯/-
২০৫-২০৬-২০৭ জাপানী ফ্যানাটিক-১,২,৩ (একত্রে)	৭৫/-
২০৮-২০৯ সাক্ষাৎ শয়তান-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২১০-২১১ গুপ্তঘাতক-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২১২-২১৩-২১৪ নরপিশাচ-১,২,৩ (একত্রে)	৬৭/-
২১৭-২১৮ অন্ধশিকারী১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২১৯-২২০ দুই নম্বর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২২১-২২২ কৃষ্ণপক্ষ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২২৩-২২৪ কালোছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২২৫-২২৬ নকল বিজ্ঞানী-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
২২৭-২২৮ বড় ক্ষুধা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২২৯-২৩০ স্বর্ণদ্বীপ-১,২ (একত্রে)	৪০/-
২৩১-২৩২-২৩৩ রক্তপিপাসা-১,২,৩ (একত্রে)	৬০/-
২৩৪-২৩৫ অপচ্ছায়া-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
২৩৬-২৩৭ ব্যর্থ মিশন-১,২ (একত্রে)	৫১/-
২৩৮-২৩৯ নীল্র দংশন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৪০-২৪১ সাউদিয়া ১০৩-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২৪২-২৪৩-২৪৪ কালপুরুষ-১,২,৩ (একত্রে)	৫৫/-
২৪৫-২৪৬ নীল বজ্র ১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৪৯-২৫০-২৫১ কালকূট-১,২,৩ (একত্রে)	৫০/-
২৫৪-২৫৫ সবাই চলে গেছে ১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২৫৬-২৫৭ অনন্ত যাত্রা ১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২৬৩-২৬৪ হীরক সম্রাট ১,২ (একত্রে)	৪২/-
২৫৮-২৬৫ রক্তচোষা+সাত রাজার ধন	৪৩/-
২৫৯-২৬০-২৬১ কালো ফাইল ১,২,৩ (একত্রে)	৬৩/-
২৬৬-২৬৭-২৬৮ শেষ চাল ১,২,৩ (একত্রে)	৫৬/-
২৬৯-২৮৫ বিগব্যাঙ+মাদকচক্র	৪৩/-
২৭০-২৭১ অপারেশন বসনিয়া+টার্গেট বাংলাদেশ	৩৮/-
২৭২-২৭৩ মহাপ্রলয়+যুদ্ধবাজ	৩৯/-
২৭৪-২৭৫ প্রিন্সেস হিয়া ১,২ (একত্রে)	৫২/-
২৭৬-২৯১ মৃত্যু ফাঁদ+সীমালঙ্ঘন	৪৫/-
২৭৯-২৮২ মায়ান ট্রেজার+জন্মভূমি	৫১/-
২৮০-২৮৯ ঝড়ের পূর্বাভাস+কালসাপ	৩৮/-
২৮১-২৭৭ আক্রান্ত দূতাবাস+শয়তানের ঘাঁটি	৪৬/-
২৮৩-২৮৮ দুর্গম গিরি+তুরুপের তাস	৪৭/-
২৮৪-৩১২ মরণযাত্রা+সিক্রেট এজেন্ট	৪২/-
২৮৬-২৮৭ শকুনের ছায়া ১,২ (একত্রে)	৪১/-
২৯০-২৯৩ গুডবাই, রানা+কান্তার মরু	৪৬/-
২৯২-২৯৮ রুদ্রঝড়+অগ্নিবাণ	৩৭/-
২৯৪-৩০৪ কর্কটের বিষ+সার্বিয়া চক্রান্ত	৪২/-
২৯৫-২৯৭ বোস্টন জ্বলছে+নরকের ঠিকানা	৩৩/-
২৯৬-৩০৬ শয়তানের দোসর+কিলার কোবরা	৪২/-
২৯৯-২৭৮ কুহেলি রাত+ধ্বংসের নকশা	৪৩/-
৩০০-৩০২ বিষাক্ত থাবা+মৃত্যুর হাতছানি	৪০/-
৩০১-৩৪৪ জনশত্রু+ক্রাইম বস	৪১/-
৩০৩-৩১৩ সেই পাগল বৈজ্ঞানিক+ভাইরাস X-99	৬৪/-
৩০৫-৩০৭ দুরভিসন্ধি+মৃত্যুপথের যাত্রী	৪৭/-
৩০৮-৩৪২ পালাও, রানা+অন্ধপ্রেম	৬৯/-
৩০৯-৩১০ দেশপ্রেম+রক্তলালসা	
৩১১-৩১৪ বাঘের খাঁচা+মুক্তিপণ	৪৭/-
৩১৫-৩১৬ চীনে সঙ্কট+গোপন শত্রু	৪৯/-
৩১৭-৩১৯ মোসাদ চক্রান্ত+বিপদসীমা	৪০/-
৩১৮-৩৪৭ চরসদ্বীপ+ইশকাপনের টেক্কা	৫০/-
৩২০-৩২১ মৃত্যুবীজ+জাতগোক্ষুর	৫৫/-
৩২২-৩৩৬ আবার ষড়যন্ত্র+অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা	৫৪/-
৩২৩-৩৫২ অন্ধ আক্রোশ+মরুকন্যা	৬২/-
৩২৪-৩২৮ অশুভ প্রহর+অপারেশন ইজরাইল	৭৬/-
৩২৫-৩৫১ কনকতরী+দুর্গে অন্তরীণ	৪৪/-
৩২৬-৩২৭ স্বর্ণখনি ১,২ (একত্রে)	৭৬/-
৩২৯-৩৩০ শয়তানের উপাসক+হারানো মিগ	৪৬/-
৩৩১-৩৪১ ব্লাইন্ড মিশন+আরেক গডফাদার	৬১/-
৩৩২-৩৩৩ টপ সিক্রেট ১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৩৩৪-৩৩৫ মহাবিপদ সঙ্কেত+সবুজ সঙ্কেত	৫০/-
৩৩৭-৩৩৮ গহীন অরণ্য+প্রজেক্ট X-15	৫৯/-
৩৩৯-৩৫৩ অন্ধকারের বন্ধু+রেড ড্রাগন	৫৪/-
৩৪০-৩৪৩ আবার সোহানা+মিশন তেল আবিব	৪৮/-
৩৪৫-৩৪৬ সুমেরুর ডাক-১,২ (একত্রে)	৫৫/-
৩৪৮-৩৪৯ কালো নকশা+কালনাগিনী	৬৬/-
৩৫০-৩৫৬ বেঈমান+মাফিয়া ডন	৪৮/-
৩৫৪-৩৫৯ বিষচক্র+মৃত্যুবাণ	৭৩/-
৩৫৫-৩৩১ শয়তানের দ্বীপ+বেদুঈন কন্যা	৭১/-
৩৫৭-৩৫৮ হারানো আটলান্টিস-১,২ (একত্রে)	৬২/-
৩৬০-৩৬৭ কমাণ্ডো মিশন+সহযোদ্ধা	৬৬/-
৩৬১-৩৬২ শেষ হাসি-১,২ (একত্রে)	৭৪/-
৩৬৩-৩৬৪ স্মাগলার+বন্দি রানা	৫৯/-
৩৬৫-৩৬৬ নাটের গুরু+আসছে সাইক্লোন	৫৪/-
৩৬৮-৩৬৯ গুপ্ত সংকেত-১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৩৭০-৩৭৬ ক্রিমিনাল+অমানুষ	৭৯/-
৩৭৩-৩৭৪ দুরন্ত ঈগল-১,২ (একত্রে)	৫৪/-
৩৭৫-৩৭৭ সর্পিলতা+অখণ্ড অবসর	১০০/-
৩৭৮-৩৭৯ স্নাইপার ১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৩৮০-৩৮১ ক্যাসিনো আন্দামান+জলরাক্ষস	৮৯/-
৩৮৪-৩৮৮ স্বপ্নের ভালবাসা+নিখোঁজ	৮১/-
৩৮৫-৩৮৬ হ্যাকার ১,২ (একত্রে)	৮৬/-
৩৮৭-৩৮৯ খুনে মাফিয়া+বুশ পাইলট	৬৭/-
৩৯০-৩৯১ অচেনা বন্দর ১,২ (একত্রে)	৮৪/-
৩৯২-৩৯৯ ব্ল্যাকমেইলার+বিপদে সোহানা	৬৪/-
৩৯৩-৩৯৪ অন্তর্ধান ১,২ (একত্রে)	৭০/-
৩৯৫-৩৯৬ ড্রাগ লর্ড+দ্বীপান্তর	৬৮/-
৩৯৭-৩৯৮ গুপ্ত আততায়ী ১,২ (একত্রে	৮৪/-
৪০০-৪০১ চাই ঐশ্বর্য ১,২ (একত্রে)	৯৪/-
৪০২-৪০৩ স্বর্ণ বিপর্যয় ১,২ (একত্রে)	৭১/-
৪০৪-৪০৫ কিল-মাস্টার+মৃত্যুর টিকেট	৭৪/-
৪০৬-৪০৭ কুরুক্ষেত্র ১,২ (একত্রে)	৮৭/-

স্বর্ণতরী-১

প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ১৯৭৮

এক

কপালে লাল সিঁদুরের বড় একটা টিপ পরেছে আটলান্টিক। তরল সোনা টলটল করছে ইয়ট বেসিনে। ছল-ছলাৎ ছলাৎ-ছল ছল! ক্লাব ঘরের বারান্দায় রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়াল রানা। নানান আকারের মাস্তুল, দড়িদড়া, ক্রেন, এরিয়ালের তার জটিল একটা জাল তৈরি করে রেখেছে আকাশের গায়ে। চোখ জুড়ানো রঙের প্রলেপ মেখে ভাসছে ছোটবড় অসংখ্য মোটর বোট, মোটর লঞ্চ, ইয়ট। গাঁ-গাঁ করে বেজে উঠল একটা জাহাজের গম্ভীর বাঁশী। শিরায় শিরায় নেচে উঠল রক্ত কণিকা। সমুদ্রগামী জাহাজের এই ডাক চিরকাল ব্যাকুল করে তোলে রানাকে। বিপুল, অথৈ নীল জলরাশির মাঝখানে উদ্দেশ্যহীন একাকী হারিয়ে যাবার অদম্য নেশাটা জেগে ওঠে আবার। ওর অস্তিত্ব ধরে টান দেয় সমুদ্রের কখনও রুদ্র কখনও শান্ত সুস্থির অপরূপ সৌন্দর্য—আয় আয়, হাতছানি দিয়ে ডাকে!

সুইডেনের স্টকহোম, নরওয়ের বারজেন, ইংল্যান্ডের ব্রিস্টল, ফ্রান্সের ব্রেস্ট হয়ে আজ সকালে পর্তুগালে পৌঁছেচে রানা। ভূমধ্যসাগরের দু'কূলের বন্দরগুলোয় এর আগেই ঢুঁ মারা হয়ে গেছে। লিসবনেই তাই যাত্রা বিরতি। এখান থেকে সোজা নিউইয়র্ক, রানা এজেন্সির হেডকোয়ার্টারে। আপাতত রেবেকার আন্তঃমহাদেশীয় জাহাজ ব্যবসা তদারকির কাজ এখানেই শেষ। আবার একবছর পর ডক ইয়ার্ডগুলোর একজিকিউটিভরা কোম্পানির চেয়ারম্যান মাসুদ রানার সুরৎ দেখার সুযোগ পাবে।

দায়িত্বের বোঝাটা কাঁধ থেকে নেমে যাওয়ায় হালকা লাগছে মনটা। চুটিয়ে ব্যবসা করছে রেবেকার কোম্পানি। সত্তর মিলিয়ন ডলার প্রফিট করেছে এক বছরে। কোথাও কোন ঘাপলা নেই, সাবলীল চলছে সবকিছু।

সত্তর মিলিয়ন ডলার! পঞ্চাশ পার্সেন্ট রানার প্রাপ্য, রেবেকার রেখে যাওয়া উইল অনুযায়ী। তার মানে পঁয়ত্রিশ মিলিয়ন ডলার। মনে মনে হিসেব করতে শুরু করল ও···না, অত দরকার নেই, দশ মিলিয়ন পেলেই রানা এজেন্সিকে শক্ত পায়ে দাঁড় করিয়ে ফেলতে পারে ও। ভাবছে। হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেয়ে হেসে উঠল। অকারণ হিসেব করে লাভ নেই। রেবেকার টাকা নেবে না ও। অনেক আগের সিদ্ধান্ত। যতই দরকার পড়ুক। ওর প্রাপ্য টাকা চলে যাবে কয়েকটা চ্যারিটি খাতে। এর নড়চড় হবে না। টাকার যত টানাটানিই থাকুক।

শব্দ শুনে সিধে হয়ে দাঁড়াল রানা। পিছনে ওয়েটার দাঁড়িয়ে। মাথা একটু নিচু করে বো করল। তার বাড়ানো হাত থেকে ছোট্ট একটা চিরকুট নিল রানা। 'ইনি

...বের মেম্বার নন, আপনার সাথে দেখা করতে চাইছেন, স্যার।'
শুধু একটা নাম লেখা রয়েছে চিরকুটে—সালমোনা পেপিনো।
চিনতে পারল না রানা। পরমুহূর্তে বেলুনের মত ফোলা একটা মুখ ভেসে উঠল চোখের সামনে। স্মৃতির সাথে গন্ধও লেপ্টে থাকে। পেপিনোর মুখটা মনে পড়তেই হুইস্কির গন্ধ পেল যেন রানা—পেপিনোর নিঃশ্বাসের সাথে বেরিয়ে আসছে। কিন্তু ও লোক আজও লিসবনে কি করছে? ও পর্তুগালে এসেছে, এ খবরই বা পেল কিভাবে সে? শেষবার অবশ্য এখানেই দেখা হয়েছিল, এই ইয়ট ক্লাবেই।
'ঠিক আছে,' ওয়েটারের দিকে তাকাল রানা। 'ঠিক আধঘণ্টা পর আমার টেবিলে নিয়ে এসো ওকে।'
'ইয়েস, স্যার।'
ওয়েটার ফিরে যেতে ঘুরে দাঁড়াল রানা ইয়ট বেসিনের দিকে। একটা সিগারেট ধরিয়ে ভর দিল রেলিঙে। মস্ত একটা লাল চাকা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সূর্যটা ঠিক দিগন্ত-রেখার উপর। বিশাল এক ঝাঁক সাদা পাখি ডানায় শেষ মুহূর্তের লালচে রোদ মেখে উড়ে যাচ্ছে। বেসিনের পানি এখন আর তরল সোনা নয়। তরল রক্তের মত দেখাচ্ছে। কেন দেখা করতে চাইছে পেপিনো? ভাবছে রানা। রেবেকার স্মৃতি ফিরিয়ে এনেছে লোকটা একপলকে। এখনও কি লোকটা মুসোলিনীর সেই···রেবেকার উজ্জ্বল, কৌতূহলে চকচকে মুখটা ভেসে উঠছে তরল রক্তের মত পানির উপর।
সালভাদরে হোটেল অ্যামব্যাসাডরের একটা সুইট। বেডরুম। রানার গা থেকে শার্ট খুলে নিচ্ছিল রেবেকা, কাগজটা পড়ে গেল। সব মনে পড়ে যাচ্ছে। ১৯-- সাল।
'পেপার কাটিং মনে হচ্ছে যেন?' কার্পেট থেকে কাগজটা তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করেছিল রেবেকা। তারপর হঠাৎ মুখ তুলে তাকিয়েছিল। 'এটা তোমার পকেটে কেন, রানা?' ইস্তিরির চাপে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে একেবারে।
কাবার্ডের সামনে দাঁড়িয়ে একটা গ্লাসে হুইস্কি ঢালছিল রানা, অন্যমনস্কতার সাথে বলল, 'কিসের পেপার কাটিং?'
'এই যে, মুসোলিনীর ব্যাপার নিয়ে,' রেবেকা বলল। 'দাঁড়াও, খবরটা পড়ছি আমি।' পা ঝুলিয়ে টেবিলের কিনারায় বসল রেবেকা, পড়তে শুরু করল, 'মুসোলিনীর হারানো গুপ্তধন সম্পর্কে তথ্য গোপন করার অভিযোগে গতকাল মিলানে ষোলোজন ইটালিয়ান কম্যুনিস্টকে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, এই গুপ্তধন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ দিকে রহস্যজনক ভাবে অদৃশ্য হয়ে গেছিল। হারানো গুপ্তধনের মধ্যে ছিল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইটালির বড় ধরনের একটা সোনার চালান এবং ইথিয়োপিয়ান রাজমুকুট সহ মুসোলিনীর অন্যান্য প্রচুর ব্যক্তিগত সংগ্রহ। ধারণা করা হয় গুপ্তধনের সঙ্গে প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় দলিল-দস্তাবেজও ছিল। শাস্তিপ্রাপ্ত ষোলোজনই নিজেদেরকে নির্দোষ বলে দাবি করে।' পড়া শেষ করে মুখ তুলে তাকায় রেবেকা। 'মানে?'
থমকে গেছে রানা। হুইস্কির গ্লাস হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে বসল ও একটা চেয়ারে রেবেকার দিকে মুখ করে। পেপিনো আর লার্দো ডি কুঁজে-র কথা

অনেকদিন হলো ভুলে গেছে ও। ভুলে গেছে ইটালিতে অনুষ্ঠিত যে নাটকটার কথা ও শুনেছিল। মৃদু হাসল রানা। 'রেবেকা, ওই খবরটা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে, ইচ্ছে করলেই বিরাট এক গুপ্তধনের মালিক হতে পারি আমি।'

টেবিলের কিনারায় নড়েচড়ে বসল রেবেকা। 'অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পাচ্ছি যেন, রানা! খুলে বলো দেখি ব্যাপারটা।'

'সে অনেক লম্বা কাহিনী,' আপত্তির সুরে বলল রানা। হাতের গ্লাসটা টেবিলের উপর নামিয়ে রাখতে যাচ্ছিল, রেবেকা সেটা নিজের হাতে নিয়ে সাহায্য করল ওকে। সিগারেট ধরাল রানা। রেবেকা বাড়িয়ে দিতে আবার নিল গ্লাসটা। চুমুক দিল ছোট্ট করে। 'অন্য একদিন শুনো।'

'না,' এদিক ওদিক মাথা নেড়ে আবদারের সুরে বলল রেবেকা, 'এখনই। সব কাজ চুলোয় যাক। গল্প পেলে আর কিছু চাই না, তুমি তো জানোই।'

সুতরাং নড়েচড়ে বসে, আয়েশ করে সিগারেটে টান দিয়ে নিয়ে পেপিনো আর তার সেই আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা বলতে শুরু করল রানা রেবেকাকে। ছাড়া ছাড়া, টুকরো টুকরো আর অস্পষ্টভাবে মনে পড়ছে সব কথা রানার। পাহাড়ের চূড়া থেকে কে পড়ে গিয়েছিল, ফার্নান্দো, নাকি ম্যাতাপ্যান তারমোলি? পড়ে গিয়েছিল, নাকি ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া হয়েছিল তাকে?

বছর তিনেক আগে লিসবন ইয়ট স্পোর্টিং ক্লাবে পরিচয় হয়েছিল পেপিনোর সাথে রানার। সময় কাটাতে এবং শরীরটাকে চাঙ্গা রাখার জন্যে এক্সারসাইজ করতে কিছুদিন নিয়মিত যেত রানা ক্লাবটায়। ক্লাবের ড্রিঙ্কিং মেম্বার ছিল পেপিনো।

চুপচাপ কোনায় একটা টেবিলে বসে মদ খেত পেপিনো। তার কোন বন্ধু ছিল না। মোটাসোটা, ভোঁতা চেহারার লোক, কিন্তু রোজ তার মাতাল হওয়া চাই। দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে এমন কিছুই ছিল না তার মধ্যে। শুধু একটি ব্যাপার ছাড়া।

পেপিনোর চোখমুখে, হাবভাবে সবসময় একটা সন্দেহের ছাপ ফুটে থাকত। কাউকে কাছে ঘেঁষতে দেখলে বাঁকা চোখে তাকাত সে। কয়েকবার কারও সাথে চোখাচোখি হয়ে গেলে টেবিল ছেড়ে উঠে চলে যেত। এই ব্যাপারটা লক্ষ করে মৃদু একটা কৌতূহল জেগেছিল রানার মনে। কিছু একটা যে গোপন রাখতে চায় লোকটা, প্রকাশ হয়ে পড়ার ভয়ে সবসময় তটস্থ থাকে—এটুকু বুঝতে অসুবিধে হয়নি রানার। তবে, আলাপ করার কোন ইচ্ছে হয়নি ওর। পরের বছর আবার যখন লিসবনে যায়, অনেকটা গায়ে পড়ে পেপিনোই নিজের পরিচয় দেয় রানাকে।

নিয়মিত সন্ধ্যার সময় আসত পেপিনো ক্লাবের বারে। জিমনেশিয়ামে ব্যায়াম করার সময়, কিংবা ব্যায়াম শেষ করে ঘাম শুকিয়ে নেয়ার পর সুইমিং পুলে সাঁতার কাটার সময় তাকে আসতে দেখত রানা। রাত আটটার দিকে ও যখন ডিনার শেষ করে বারে ঢুকত, পেপিনো ততক্ষণে গোটা একটা বোতল সাবাড় করে দ্বিতীয় বোতলের ছিপি খুলছে। গভীর রাত পর্যন্ত থাকত রানা ক্লাবে। হোটেলে ফেরার সময়ও দেখত পেপিনো গভীর অধ্যবসায়ের সাথে হাত আর মাথা স্থির রাখার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে, এবং সেই সাথে বোতল থেকে গ্লাসে, গ্লাস থেকে গলায়,

এবং গলা থেকে পেটের ভিতর মদ পাচারের রুটিন পুরোদমে চালিয়ে যাচ্ছে।

টের পেল রানা, পেপিনো ওকে বিশেষ ভাবে লক্ষ করছে। যে লোক কারও দিকে তাকায় না, তাকালেও সন্দেহে ভুরু কুঁচকে তাকায়, আর দু'বারের বেশি চোখাচোখি হলে রীতিমত শশব্যস্ত হয়ে উঠে চম্পট দেয়, সেই লোক ওর দিকে শুধু যে ঘন ঘন তাকাচ্ছে তাই নয়, চোখাচোখি হলে চোখ ফিরিয়ে নেবার কোন চেষ্টা তো করেই না, বরং আরও গভীর দৃষ্টিতে কি যেন বোঝার চেষ্টা করে।

নিঃশব্দে ঘটতে থাকল একের পর এক এই ধরনের আরও অনেক ঘটনা। ব্যায়াম করার সময় একদিন রানা লক্ষ্য করল, দূর থেকে ওকে গিলছে পেপিনো। চোখাচোখি হতেও নড়ল না জায়গা ছেড়ে।

পরদিন সাঁতারের সময়ও সেই কাণ্ড। কাফে কর্নারে বসে দেখছে লোকটা রানাকে। পরদিন সে রানাকে অনুসরণ করল হোটেল পর্যন্ত।

তার পরদিন, বিস্ময়ের উপর বিস্ময়, ক্লাবের রেস্তোরাঁ থেকে অনুসরণ করে বারে ঢুকল রানার সাথে লোকটা। রানার টেবিল পর্যন্ত এল সে। রানা না বসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল। তারপর দু'কান পর্যন্ত বিস্তৃত হাসি হেসে বলল, 'কিছু যদি মনে না করেন, আপনার টেবিলে বসতে পারি?'

'নিশ্চয়ই,' বলার যা অপেক্ষা, ধপাস করে বসল লোকটা সামনের চেয়ারে। তারপর বলল, 'এই ধরনের উত্তরই আপনার কাছ থেকে আশা করেছিলাম আমি।'

খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করল রানা লোকটাকে। 'কি বললেন?'

বোঝাবার ভঙ্গিতে তাড়াতাড়ি বলল লোকটা, 'মানে, বলতে চাইছি আপনাকে আমি ভদ্রলোক বলেই ধরে নিয়েছিলাম। দেখছি, অনুমানটা ঠিকই ছিল। আরে দুত্তোরী! পরিচয়টাই দেয়া হয়নি এখনও। আমি পেপিনো। '৪৩-এ ইটালির জেল ভাঙি। ওখানেই যুদ্ধ করেছি। তা, গলাটা আপনি আজ আমার তরফ থেকেই ভেজান। কিছু মনে করলেন না তো আবার?'

হাতে কোন কাজ ছিল না রানার। মৃদু কৌতূহলও ছিল লোকটা সম্পর্কে। তাই বলল, 'ধন্যবাদ। আমার জন্যে বিয়ার।'

রানার জন্যে বিয়ার আর নিজের জন্যে ডাবল হুইস্কির অর্ডার দিল পেপিনো। ওয়েটার চলে যেতে বলল, 'কিছু যদি মনে না করেন, একটা কথা বলব?'

মৃদু হাসল শুধু রানা। সেটাকেই অনুমতি ধরে নিল পেপিনো। হঠাৎ করেই সে তার শরীরের থলথলে মেদ দুলিয়ে হাসতে শুরু করল। 'আমি মেয়ে হলে আপনার প্রেমে পড়ে যেতাম, মাইরি বলছি। দুর্ভাগ্যবশত মেয়ে নই যখন, প্রেম নয়, আপনার প্রতি আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চাই।'

'তা, মহৎ কাজটা আমি কি করেছি জানতে পারি?'

'এই যে এমন একটা চমৎকার শরীর বাগিয়েছেন!' আন্তরিক প্রশংসা বেরিয়ে এল পেপিনোর কণ্ঠ থেকে। 'সত্যি, আপনাকে দেখে আমার চোখ জুড়িয়ে যায়। এমন ফিগার আর দেখিনি। মনে মনে ভাবি, শরীরটার মত আপনার মনটাও কি এইরকম মজবুত? দুর্জয় সাহসেরও কি আপনি অধিকারী?'

'আসল কথাটা কি বলতে চাও, বাপু?' একটু বিরক্তির সাথেই বলল রানা।

'বলতেই তো চাই,' পেপিনো বিমর্ষভাবে মাথা দোলাতে লাগল, 'কিন্তু বলব

না। বলব না অনেক কারণে। তার মধ্যে একটা হলো, যা বলতে চাই আপনি তা বিশ্বাস করবেন না।'

ওয়েটার বিয়ার আর হুইস্কি দিয়ে গেল।

কোনরকম উৎসাহ দেখাল না রানা। 'তবে থাক।'

'কথাটা, যেটা আমি বলতে চাই, খুব গোপনীয়।'

'তাহলে একটা শব্দও শুনতে চাই না।'

দু'চুমুকে ভর্তি গ্লাসটা নিঃশেষ করে ফেলে হাতছানি দিয়ে ওয়েটারকে কাছে ডাকল পেপিনো। বলল, 'কিন্তু আপনাকে যে আমার শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা করছে?'

একটা ঘুসি মারার কথা ভাবল রানা। 'করছে বুঝি?'

'আপনাকে সব কথা যদি বলতে না পারি, সেটা কি আপনাকে অশ্রদ্ধা করার সামিল হয় না?'

'জানি না,' বলল রানা। 'তবে, কারও ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবার ইচ্ছে বা সময় আমার নেই।'

ওয়েটার এল। রানার বিয়ারের গ্লাস খালি হতে দেরি আছে দেখে শুধু নিজের জন্যে আবার হুইস্কির অর্ডার দিল পেপিনো, 'পুরো এক বোতল।'

একটা সিগারেট ধরাল রানা।

'সমস্যা···হ্যাঁ, তা বটে,' একটু চিন্তা করে বলল পেপিনো। 'তবে, আপনি সেটা শোনামাত্র উপলব্ধি করবেন যে সমস্যাটা আমার একার নয়, আপনারও।'

'আমারও?'

'হ্যাঁ। আপনারও।' টেবিল থেকে রানার প্যাকেট তুলে নিয়ে একটা সিগারেট বের করে ধরাল পেপিনো। 'কিন্তু বলব কি বলব না সে ব্যাপারে আরও ভাবনা চিন্তা করতে হবে আমাকে। এক-আধ ছটাকের ব্যাপার তো আর নয়, পুরো চার টন।'

'চার টন? কি চার টন?'

যেন রানার কথা শুনতে পায়নি, গম্ভীর ভাবে মদের বোতলটা তুলে মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে ছাতের দিকে চেয়ে হাঁ করল, ঢকঢক করে গিলতে শুরু করল তরল আগুন। বোতলটা প্রায় অর্ধেক খালি করে রানার দিকে তাকাল সে। সন্দেহের ছায়া দেখল রানা তার দৃষ্টিতে। 'কি যেন বলছিলাম আমি?'

হুইস্কির বোতলটা দেখাল রানা। 'ওকে জিজ্ঞেস করো।'

'কারেক্ট!' হঠাৎ হাসতে শুরু করল পেপিনো। সায় দেবার ভঙ্গিতে মাথা দোলাতে লাগল। 'কথাটার দ্বারা তুমি যা বলতে চাইছ তা ঠিক, হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক—মদ আমি খাই না, আমাকেই মদ খায়। কিন্তু, জানো, এক কালে আমি এমন ছিলাম না। ইটালিয়ান সরকারের পতনের সময় আমি চোদ্দ শিকের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসি। তারপর মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিই।'

'তাই নাকি? মহাযুদ্ধের সময় মুক্তিযুদ্ধ! তার মানে তোমাদের যুদ্ধটা একটু আলাদা রকম ছিল। ইন্টারেস্টিং!'

উৎসাহে চিকচিক করে উঠল পেপিনোর চোখের তারা। 'সে আর বলতে! দারুণ ইন্টারেস্টিং সময় কাটিয়েছি আমরা—আমি আর লার্দো ডি'কুঁজে। লার্দো

আর আমি, আমরা অধিকাংশ সময় একসাথেই ছিলাম।'

'ফ্রেঞ্চ?'

'নামটা শুনে তাই মনে হয়, কিন্তু লার্দো আসলে দক্ষিণ আফ্রিকান। ইটালিয়ান রক্ত অবশ্য পাওয়া যাবে ওর শিরায়। মা ইটালিয়ান কিনা। যাই হোক, সত্যিকার একজন দুঃসাহসী লোক এই লার্দো। রিয়েল টাফ গাই। আমরা একসাথেই জেল খাটছিলাম।'

'তা ঘানি টানছিলে কি অপরাধে?'

'পলিটিক্স।'

'পালালে কিভাবে?'

'অনায়াসে,' বলল পেপিনো। 'গার্ডেরা সাহায্য করল আমাদের। ওদের দু'জন গাইড হিসেবে ছিল আমাদের সাথে—ফার্নান্দো আর তারমোলি। তারমোলির প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। এই যে আজও আমি বেঁচে আছি, এটা বলতে গেলে তারই অবদান।'

ভাল একজন শ্রোতা পেয়েই হোক বা মদের নেশায় কথা বলার ঝোঁকের মাথাতেই হোক, গড়গড় করে তার অতীত জীবনের কাহিনী বলে যেতে লাগল পেপিনো। ১৯৪৩ সালে সরকারের পতন ঘটার পর ইটালী হয়ে ওঠে বিশৃঙ্খলার ডিপো। পুরো দিশেহারা অবস্থায় ছিল ইটালিয়ানরা, কেউই জানত না পরবর্তী ঘটনা কি ঘটতে যাচ্ছে। জার্মানদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তারা ছিল সন্দিহান। সময়টা ছিল জেল ভাঙার জন্যে সবচেয়ে আদর্শ। বিশেষ করে, দু'জন গার্ড যখন ওদের দলে ভিড়তে রাজি হয়ে গেল তখন তো আর ইতস্তত করার কোন মানেই হয় না।

জেল ভেঙে বাইরে বেরুতে কোন অসুবিধে হয়নি, কিন্তু বিপদ দেখা দিল জার্মানরা যখন মধ্য ইটালিতে ছড়িয়ে পড়া জেল পলাতক কয়েদীদের ধরার জন্যে একটা অপারেশান চালাল।

'পেড়ে ফেলতে না পারলেও, ওই সময়ই একটা ধাক্কা দিয়ে গেল আমাকে মৃত্যু,' বলল পেপিনো। 'আমরা তখন একটা নদী পেরোচ্ছি।'

অপ্রত্যাশিত আক্রমণে ওরা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল। চারদিক নিস্তব্ধ। শুধু কুল-কুল নদীর শব্দ আর কারও পা পিছলালে নিজেকে গালাগাল দেয়ার চাপা কণ্ঠস্বর—এর মাঝখানে টান দিয়ে কাপড় ছেঁড়ার মত হঠাৎ Spandau-এর বিকট তীক্ষ্ন আওয়াজ। শত সহস্র উড়ন্ত বুলেট ঘন অন্ধকারে বাতাসে শিস দিতে দিতে ছুটে গিয়ে উন্মুক্ত নদীর ধারে পড়ে থাকা পাথরের গায়ে ধাক্কা খেতে শুরু করল। ইটালিয়ান দু'জন ঘুরে দাঁড়িয়ে তাদের সাব-মেশিনগান চালিয়ে দিল আন্দাজের উপর ভর করে। ষাঁড়ের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছিল লার্দো ডি'কুঁজে। ব্যাটল ড্রেস ট্রাউজারের পাউচ পকেট থেকে হাতড়ে মুঠোয় ভরে নিয়ে কি যেন একটা বের করে আনল সে। ডান হাতটা মাথার পিছন দিকে নিয়ে গিয়ে ক্রিকেটের বল ছোঁড়ার ভঙ্গিতে জিনিসটা ছুঁড়ে মারল। পানির কাছেই তীরে ফাটল গ্রেনেডটা। দ্বিতীয় গ্রেনেডটাও প্রায় একই জায়গায় ছুঁড়ে দিল লার্দো।

পায়ে কি যেন একটা টোকা মারতে শরীরটা মোচড় খেতে শুরু করল পেপিনোর, পরমুহূর্তে আবিষ্কার করল সে নিজেকে পানিতে, আধমরা মাছের মত

খাবি খাচ্ছে। মুক্ত হাতটা এদিক ওদিক বাড়ি খেল পানির উপর বার কয়েক, খড়কুটো কিছুই ঠেকল না তাতে। শেষবার একটা পাথরে পড়ল মাঝখানের তিনটে আঙুল। পাথরটার কিনারা ধরে কোনরকমে ভেসে থাকল সে।

তিন নম্বর গ্রেনেড ফাটার সাথে সাথেই মেশিনগানটা থেমে গেছে। ইটালিয়ান দু'জন নতুন ম্যাগাজিন ভরছে তাদের সাব-মেশিনগানে। চারদিকে আবার জমাট নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে।

'ব্যাটারা আমাদেরকেও বোধহয় নিজেদের মত জার্মান ভেবেছিল,' বলল পেপিনো। 'পলাতক কয়েদীরা গুলি করছে এটা ওদের পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব ছিল না। ভাগ্য ভাল যে ইটালিয়ান দু'জনের সাথে সাব-মেশিনগান ছিল, তা না হলে কি হত বলা যায় না!'

মাঝ নদীতে হিম শীতল পানিতে পা ঝুলিয়ে পাথরের উপর কয়েক মুহূর্ত বসে থাকল ওরা। নড়লেই গুলি হবে, এই ভয়টা কাটতে ফার্নান্দো জানতে চাইল, 'সিনর পেপিনো, আপনার অবস্থা কি?'

রাইফেলটা তখনও হাতছাড়া করেনি দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেল পেপিনো। কারও সাহায্য না নিয়ে পাথরের উপর টেনে তুলল নিজেকে। বাঁ পা-টা বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, হাত দিয়ে দেখল কোন সাড়া নেই। 'আমি ঠিক আছি।'

নেতৃত্ব দিচ্ছিল লার্দো। সে বলল, 'যা আছে ভাগ্যে, ওপারে যাবার এই-ই সময়। কিন্তু খুব সাবধানে। কোন শব্দ নয়।'

নদী পেরিয়েও বিশ্রামের জন্যে না থেমে ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে যাওয়া ঢাল বেয়ে পাহাড়ের দিকে এগোতে লাগল ওরা। খানিকপর পিছিয়ে পড়তে শুরু করল পেপিনো। ফার্নান্দো অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। 'তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি! ভোরের আগেই পাহাড় টপকাতে হবে।'

ব্যথায় ককিয়ে উঠল পেপিনো। দাঁড়িয়ে পড়েছে। 'অস্বীকার করে লাভ নেই, এখানেই আমার যাত্রা শেষ,' বলল সে। 'গুলি খেয়েছি আমি।'

বিশাল দেহ নিয়ে ঢাল বেয়ে দ্রুত নেমে এল লার্দো। 'তোমরা কি মরতে চাইছ, অ্যাঁ?'

'সিনর পেপিনো গুলি খেয়েছে,' ফার্নান্দো বলল, 'পায়ে।'

'এইটুকুই বাকি ছিল, সর্বনাশের ষোলোকলা পূর্ণ হলো এবার!' অন্ধকারে বিশাল মূর্তিটাকে নিষ্ঠুর আর নির্দয় মনে হলো পেপিনোর। 'যেভাবেই হোক, দিনের আলো ফোটার আগেই আমাদেরকে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে পৌছুতে হবে।'

নিঃশব্দে লার্দোর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে অপর ইটালিয়ান গাইড, তারমোলি। সে বলল, 'আমাদের খানিক ডানদিকে একটা জায়গা আছে যেখানে আমরা গা ঢাকা দিতে পারব। সিনর পেপিনোর সাথে কেউ একজন থাকব আমরা, বাকি দু'জন সাহায্যের সন্ধানে এদিক ওদিক যেতে পারবে।'

ডানদিকে মোড় নিয়ে খানিকদূর এগোবার পরই হঠাৎ নিচের দিকে নেমে যাওয়া একটা ঢাল দেখতে পেল ওরা, নিচে ছোট একটা পাহাড়ী নালা। নালার দু'ধারে বড় বড় পাতাওয়ালা গাছের ভিড়, নালাটাও শুকনো খটখটে। বিদায় নেবার

সময় একটা অদ্ভুত নিস্তব্ধতা নেমে এল চারজনের মাঝখানে। জোরে একটা নিঃশ্বাসও ফেলল না কেউ। নিজেই প্রস্তাব দিল তারমোলি, দেখাশোনার জন্যে পেপিনোর সাথে সেই থাকবে।

দু'জন চলে যেতে পেপিনোকে শুইয়ে দিল তারমোলি। সম্ভাব্য যত্ন নিতে কার্পণ্য করল না সে। কিন্তু কিছুতেই আরাম পাবার অবস্থা নেই তখন পেপিনোর। পায়ের ক্ষত থেকে ব্যথা হাঁটু ছাড়িয়ে উরু পর্যন্ত উঠে এসেছে। সেই সাথে জ্বর। রাত কাটল। সকালে পেটে কিছু পড়ল না। সারাটা দিন অপেক্ষায় কাটল। এবং আবার রাত নামার সাথে সাথেই প্রলাপ বকতে শুরু করল পেপিনো। দুশ্চিন্তায় থমথম করছে তারমোলির চেহারা। এই সময় ছটফট করতে শুরু করল পেপিনো। প্রায় শেষ অবস্থা।

সাহায্য যখন এসে পৌঁছুল পেপিনোর তখন জ্ঞান নেই। যখন চোখ মেলল, দেখল, সাদা চুনকাম করা একটা কামরার ভিতর নরম তুলতুলে বিছানায় শুয়ে আছে সে। জানালা দিয়ে চেয়ে দেখল এইমাত্র সূর্য দিগন্তরেখার নিচ থেকে উঁকি দিচ্ছে। পেপিনোর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ল ছোট একটা মেয়ের মুখ। বছর বারো বয়স হবে তার। কোমরে বসিয়ে এক হাতে পেঁচিয়ে ধরে রেখেছে সে বছরখানেক বয়সের একটা শিশুকে।

হঠাৎ চুপ করে গিয়ে নিজের খালি বোতলটার দিকে বিরূপ দৃষ্টিতে তাকাল পেপিনো।

যুদ্ধের গল্প ভালই লাগছিল রানার। যাতে বন্ধ হয়ে না যায় তাই মুচকি হেসে বলল, 'এবার আমার তরফ থেকে কিছু না হয় গলায় ঢালো?'

সাথে সাথেই ঘাড় কাত করে রাজি হয়ে গেল পেপিনো। ওয়েটারকে রানার জন্যে এক আউন্স আর নিজের জন্যে গোটা একটা পঁচিশ আউন্সের বোতল আনার হুকুম করল সে।

'ওটা ছিল পাহাড়ের ওপর মুক্তিযোদ্ধাদের একটা ক্যাম্প,' ওয়েটার টেবিল সাজিয়ে দিয়ে ফিরে যেতে আবার মুখ খুলল পেপিনো। 'জার্মানরা পাকাপোক্তভাবে আস্তানা গাড়ছে বুঝতে পেরে রাতারাতি এই রকম অনেক ক্যাম্প গজিয়ে উঠেছিল তখন ইটালিতে। জনসাধারণের বিপুল সমর্থন ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি। কিন্তু, একটা ব্যাপার, রাজনৈতিক দিক থেকে এক গ্রুপ ছিল আরেক গ্রুপের প্রাণের দুশমন। যাই হোক, ওই ক্যাম্পেই আমার পরিচয় হলো কাউন্টের সাথে।'

কাউন্ট মারদাস্ত্রোয়ানি ডোনান্টো ন্যাগারাস ডি আলবিনোর বয়স তখন পঞ্চাশের মত। মাস ছয়েক আগে বিপত্নীক হয়েছেন। একটা বারো আর একটা এক বছরের মেয়ে রয়েছে। বয়স হলেও কর্মতৎপরতার দিক থেকে যে কোন যুবকের ঈর্ষার পাত্র ছিলেন ভদ্রলোক। চেহারাটা ছিল রাজকীয়। ফ্রেঞ্চ কাট দাড়িটা ছিল লালচে সোনালি রঙের। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত, সবকিছুতে আভিজাত্য ফুটে বেরুত তাঁর। সেই যুদ্ধের সময়ও দারুণ সৌখিন ছিলেন মানুষটা। তার তাঁর ছিল অদ্ভুত জাদুকরী এক ব্যক্তিত্ব। মুক্তিযোদ্ধাদের একটা ছোটখাট দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তিনি।

জ্ঞান ফেরার পাঁচ মিনিট পর কাউন্ট দেখা করতে আসেন পেপিনোর সাথে।

ছোটখাট মানুষ, কিন্তু চেহারার মধ্যে দরবেশের জ্যোতি ফুটে বেরুচ্ছে। ঝরঝরে কণ্ঠে বিশুদ্ধ উচ্চারণে তিনি বললেন, 'আপনার জ্ঞান ফিরেছে বলে আমি আনন্দিত। সিনোর পেপিনো, আপনি এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ।'

'কিন্তু এটা কোন্ জায়গা?'

'তাতে কিছু এসে যায় কি?' কাউন্ট আলবিনো রসিকতার সুরে বলেন, 'আপনি এখনও ইটালিতে, কিন্তু জার্মানদের নাগালের বাইরে। কোন চিন্তা করবেন না, খান-দান আর ঘুমোন। দ্রুত গায়ে শক্তি ফিরে পেতে হবে আপনাকে। যুদ্ধ করতে হলে ওটা সবচেয়ে বেশি দরকার, তাই না?'

পেপিনো তখন এতই দুর্বল যে মেনে নেয়া ছাড়া তার আর কিছু করবার ছিল না। পাঁচ মিনিট পর লার্দো ঢুকল তার কামরায়। তার সাথে এক যুবক। যুবকের মুখটা ঘোড়ার মত লম্বাটে। 'এই ছোকরা বলছে সে একজন মেডিকেল স্টুডেন্ট।'

পেপিনোকে পরীক্ষা করে শিক্ষানবিশ বলল, 'একহপ্তার মধ্যে আপনি হাঁটতে পারবেন।'

ছোকরা তার ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে চলে যেতে লার্দোকে প্রশ্ন করল পেপিনো, 'দক্ষিণে যাবার কি হবে আমাদের?'

'কোন সুযোগ নেই,' ভণিতা না করে বলল লার্দো। 'কাউন্ট খবর পেয়েছেন দক্ষিণে নাকি ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে জার্মানরা, এবং ডিফেন্স লাইনটা এমন মজবুতভাবে তৈরি করেছে যে ওদের অজ্ঞাতে একটা পিঁপড়েও ফাঁক গলে বেরোতে পারবে না।'

'তার মানে, এখানেই...'

'মন্দ কি? খাবারের যে আয়োজন দেখছি, তুলনা হয় না। তাছাড়া, কাউন্ট অত্যন্ত খুশি হবেন তাঁর দলে যদি আমরা যোগ দিই। এদিকে তিনিই একমাত্র প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব, বাঘে-মোষে এক ঘাটে পানি খায় তাঁর হুকুমে। লোক এবং অস্ত্র ইতিমধ্যেই যোগাড় করতে শুরু করে দিয়েছেন। অন্য যে-কোন জায়গার চেয়ে এখানে থেকে যুদ্ধ করাটা সবদিক থেকে ভাল হবে বলে মনে হচ্ছে। বিশেষ করে, নিজেদের যেমন ইচ্ছা তেমনি ভাবে যুদ্ধ করার সুযোগ একমাত্র এখানেই পাব।'

বারো বছরের সেই মেয়েটি, যার নাম লরেলি আলবিনো, পেপিনোর দেখাশোনা করতে লাগল। মেয়েটি বাপের উপযুক্তই বটে। সে তার নিজের জীবনটা যেন মুক্তিযুদ্ধ আর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে উৎসর্গ করে দিয়েছে।

এমন জেদ ধরে যে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি খাওয়ার পরও সেরখানেক দুধ, আধসের আপেল গলা দিয়ে নিচে নামাতেই হবে পেপিনোকে। লরেলির যুক্তি ছিল, 'তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে হবে আপনাকে। না খেলে শক্তি পাবেন কিভাবে?'

'এই বয়সে তুমি যুদ্ধ বোঝো।'

'না, বুঝি না। কিন্তু আপনারা বোঝেন। আমি সেবা যত্ন বুঝি।'

'কথা দিচ্ছি, যত তাড়াতাড়ি পারি সেরে উঠব আমি,' প্রতিজ্ঞা করল পেপিনো। 'শুধু তোমার কথা ভেবে, লরেলি, শুধু তোমার জন্যে।'

অবাক চোখে তাকাল লরেলি। 'না-না, আমার জন্যে না। যুদ্ধের জন্যে।

যেটা বোঝেন সেটা নিয়ে মাথা ঘামাবেন, সেটাই তো স্বাভাবিক আর উচিত।'

হপ্তাখানেক পর লাঠিতে ভর দিয়ে চলাফেরা করতে শুরু করল পেপিনো। লার্দো তাকে সাথে করে নিয়ে গিয়ে আশ-পাশটা ঘুরিয়ে দেখাল। ক্যাম্পের বেশিরভাগ মুক্তিযোদ্ধাই ইটালিয়ান, তবে গ্রীক আর ফ্রেঞ্চও ছিল কিছু। বেশিরভাগই হয় আর্মি থেকে পালিয়ে এসেছে বিভিন্ন কারণে, নয়তো রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে আশ্রয় নিয়েছে মুক্তিযুদ্ধের। কাউন্ট পলাতকদের একত্রিত করে তাদের নেতৃত্বের দায়িত্ব চাপালেন লার্দোর ঘাড়ে। লার্দোর এই বাহিনীর নাম রাখা হলো ফরেন লীগ। লার্দোর অনুরোধে ফার্নান্দো এবং তারমোলিকে ফরেন লীগে নাম লেখাতে অনুমতি দিলেন কাউন্ট।

কাউন্ট ছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের স্নেহময় পিতার মত। সকলের প্রতি তাঁর ছিল অদ্ভুত আন্তরিক ভালবাসা। যোদ্ধারা প্রতিদানে শুধু কাউন্টকেই নয়, তাঁর মেয়ে দুটোকেও প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। মেয়েরা কে কোথায়, তার কোন খবরই রাখতে হত না কাউন্টকে। লরেলি আর মোনিকার মা ছিল না, কিন্তু তাদের মায়ের অভাব পূরণ করেছিল যোদ্ধারা। কখন কি লাগবে মোনিকার সে ব্যাপারে টনটনে জ্ঞান ছিল সকলের। মোনিকা ছিল তাদের শখের পুতুল, অতি আদরের ধন। যুদ্ধে যাচ্ছে ওরা, পিঠে তাকে ঝুলিয়ে নিয়েছে তারমোলি কিংবা আর কেউ। তার পিঠ থেকে চুরি হয়ে যাচ্ছে মোনিকা। এরপর কোলে চড়ে, সকলের চুমো খেয়ে, যার তার শার্ট-প্যান্ট ভিজিয়ে দিয়ে খুদে মহারানীর মত চলেছে সে। তারপর যুদ্ধক্ষেত্র, মর্টার রাইফেল আর স্টেনগানের বিকট আওয়াজ। তার ফাঁকে শোনা যাচ্ছে মোনিকার কচি গলার খিলখিল আওয়াজ। অনেক সময় হতভম্ব হয়ে গেছে শত্রুপক্ষ সেই হাসির শব্দে, মুহূর্তের জন্যে থতমত খেয়ে গেছে—সেই সুযোগে আক্রমণ করে সুবিধে আদায় করে নিয়েছে মুক্তিযোদ্ধারা।

একবার হলো কি, ঘেরাওর মধ্যে পড়ে গেল যোদ্ধারা। চারদিকে শত্রু, মাঝখানে আটকা পড়ে গেছে ওরা। তবে, ওদের আস্তানাটা ছিল দুর্গম একটা দুর্গ বিশেষ। খাবার বা পানির কোন অভাব ছিল না, মাস ছয় অনায়াসে কাটিয়ে দেয়া যেত। কিন্তু সবাই সিদ্ধান্ত নিল, শত্রুর তৈরি দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেঙে ফেলার। কারণ? কারণ মোনিকার দুধ নেই।

মোনিকার জন্যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কয়েকবারই ওরা শত্রু এলাকায় ঢুকে ছিনিয়ে এনেছে গুঁড়ো দুধ, ওষুধ। তার জন্যে এত কিছু করা হচ্ছে তা যেন বুঝতেও পারত অবোধ শিশু। তার খিলখিল অনাবিল হাসি দেখে তা বেশ বোঝা যেত।

কোল থেকে মাটিতে পড়তে দিত না ওরা বাচ্চাটাকে। কেউ না কেউ তাকে নিয়ে ব্যস্ত সারাক্ষণ। অনেকের ব্যাগ খুললেই পাওয়া যেত চুষনি, দুধের টিন, ফিডার বটল, ছেঁড়া কাঁথা। আর লরেলি ছিল সকলের চোখে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল। সে তার আশ্চর্য অক্লান্ত সেবা দিয়ে জয় করে নিয়েছিল সকলের শ্রদ্ধা।

অল্প কিছুদিন পরই পুরোদমে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। রাস্তার মাঝখানে গর্ত খুঁড়ল ওরা, উড়িয়ে দিল রেললাইন, গিরিপথ বন্ধ করে দিল ডিনামাইট ফাটিয়ে, ট্রেন লাইনচ্যুত করল, এবং সুযোগ পেলেই কনভয় আক্রমণ করে জার্মানদের নাস্তানাবুদ করতে ছাড়ল না। ঝটিকা আক্রমণই ছিল ওদের বৈশিষ্ট্য। শত্রুপক্ষ আঘাত হজম

করে নতুন শক্তিতে মাথা চাড়া দেবার আগেই পিছিয়ে এসে নিরাপদ আশ্রয়ে গা ঢাকা দিত ওরা। এইভাবে চলল।

'৪৪ সালের শেষ দিকে ফরেন লীগের শক্তি ক্ষীণ হয়ে এল। অনেকেই নিহত হয়েছে, রোম মিত্রবাহিনীর দখলে চলে যাওয়ায় দক্ষিণে চলে গেছে কেউ কেউ। লার্দোর কথা হলো, সে থাকবে—সুতরাং তার সাথে থেকে গেল পেপিনোও। ওদের সাথে রয়ে গেল আরও দু'জন, কানাডিয়ান জিয়োলজিস্ট হ্যারিস আর ইংরেজ পার্ক। মোট কথা, যুদ্ধ করার জন্যে ফরেন লীগের সামর্থ্য কমতে কমতে প্রায় শূন্যের কোঠায় এসে ঠেকল। তাই, কাউন্ট এই বাহিনীটাকে তাঁর এলাকার ভিতর খাদ্য আর অস্ত্র আনা নেয়া করার কাজে ব্যবহার করতে শুরু করলেন। এ-কাজ করার সময়ই আমরা কনভয়টার সাক্ষাৎ পাই।'

'কনভয়? কিসের কনভয়?'

রানার প্রশ্নের উত্তরে দ্রুত কথা বলতে চেষ্টা করলেও কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল পেপিনোর। মদের নেশায় চুর হয়ে গেছে তখন সে। বলতে শুরু করল, 'কাউন্টের একটা ইটালিয়ান মুক্তিযোদ্ধা দল আরেক মুক্তিযোদ্ধা দলের সাথে মিলে জার্মান সৈন্যদের ঘেরাও করে মারার একটা ছক তৈরি করেছিল। অপর দলটি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী। দু'দলের সম্পর্ক ছিল সাপে-নেউলে। কাউন্টের ভয় হলো, জার্মানদের আক্রমণ করার সময় বা পরে ওই দলটি তাঁর দলের উপর অতর্কিতে হামলা চালিয়ে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করতে পারে। এ ধরনের ঘটনা তখন বিভিন্ন মতবাদে বিশ্বাসী মুক্তিযোদ্ধা দলের মধ্যে ঘটছিল। তাই তিনি নিজের দলের কমান্ডার রায়ানের কাছে একজোড়া মেশিনগান পাঠিয়ে তার শক্তি বাড়াতে চাইছিলেন। কাউন্টের প্রস্তাব শুনে লার্দো মেশিনগান দুটো পৌছে দিতে রাজি হলো।'

চুপ করে গিয়ে গ্লাসের দিকে তাকিয়ে রইল পেপিনো।

রানা বলল, 'কনভয়ের কথা কি যেন বলছিলে?'

'বাদ দাও ওটার কথা,' মাতাল পেপিনো মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে মুখের সামনে হাত নাড়ল। 'ওগুলো তোলার কোন উপায় নেই আসলে। সবকিছু ওখানেই চিরকাল পড়ে থাকবে—অবশ্য লার্দো যদি কিছু করে তাহলে আলাদা কথা। ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয়···ঠিক আছে, বলেই ফেলি। শোনো তাহলে। রায়ানের কাছে যাবার পথে আমরা এই জার্মান কনভয়টা দেখতে পাই। তা, দুঃস্বপ্নই বলতে পারো। কেননা ওপথে কনভয় তো দূরের কথা, জার্মানদের ছায়া পর্যন্ত পড়বার কথা নয়। যাই হোক, সুযোগটা আমরা হাতছাড়া করিনি। দিয়েছিলাম খতম করে—হ্যাঁ।

একটা পাহাড়ের উপর চড়তে হবে, তাই লার্দো হুকুম করল, 'দশ মিনিট জিরিয়ে নিয়ে আমরা উঠতে শুরু করব।'

'ফার্নান্দো খানিকটা পানি খেয়ে নিয়ে শার্টের আস্তিনে মুখ মুছতে মুছতে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো পাথরের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল, বলে গেল উপত্যকাটা ভাল করে একবার দেখে আসি। দুই মিনিট পর হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল সে। কি যেন বলল লার্দোকে। লার্দো তাকে নিয়ে ছুটল তখুনি। আমরাও অনুসরণ

করলাম ওদের।

'মাত্র পঞ্চাশ গজ এগিয়ে থামলাম আমরা। ফার্নান্দো আঙুল দিয়ে দেখাল ব্যাপারটা। দক্ষিণ দিকে, বেশ অনেকটা দূরে, লালচে রঙের চিকন সূতোর মত পড়ে আছে রাস্তাটা, রোদের ঝাঁঝে কাঁপছে যেন। সেই রাস্তায় অস্পষ্ট ভাবে দেখা গেল ধুলো উঠছে খানিকটা। তাড়াতাড়ি গলার বিনকিউলারটা চোখে লাগাল লার্দো।'

'বিশ্বাস করতে পারছি না!' আঁতকে উঠে বলল সে।

'কি!'

'জার্মানদের আর্মি ট্রাক,' বলল লার্দো। 'গোটা ছয়েক। চোখ থেকে বিনকিউলার নামাল সে। 'মেইন রোডে বিপদ হতে পারে ভেবে ওরা হয়তো এই সাইড রোড ব্যবহার করছে। প্রধান সবগুলো রাস্তাতেই তো ওরা দিনের পর দিন বাধা পেয়ে আসছে আমাদের কাছ থেকে।' মেশিনগানগুলোর দিকে তাকাল সে, তারপর ফিরল পেপিনোর দিকে। চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে। 'কি করা যায়?'

পেপিনো বলল, 'আমি রায়ানের কথা ভাবছি।'

'আসলে তার ভয়ের কিছু নেই, কাউন্ট খামোকা আতঙ্ক বোধ করছেন,' বলল লার্দো। 'আমার মনে হয়, হাতের শত্রুকে ছেড়ে দেয়া উচিত হবে না। দুটো মেশিনগান রয়েছে সাথে, সুতরাং ধরে নাও আমরা জিতেই গেছি।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে পেপিনো বলল, 'আমি রাজি।'

দ্রুত একটা হিসেব কষে নিল লার্দো। মস্ত একটা বাঁক নিয়ে এদিকের রাস্তায় আসতে কনভয়টার যে সময় লাগবে তার আগেই অ্যামবুশ পাতা সম্ভব। 'অস্ত্রগুলো নামিয়ে রাস্তার ওপর নিয়ে যাও—কুইক!'

রাস্তায় নেমে এসে দ্রুত চারদিকটা জরিপ করে নিল লার্দো। 'ওই বাঁকটা নেবার সময় কনভয়ের স্পীড কমে যাবে,' বলল সে। 'ফার্নান্দো, তারমোলিকে নিয়ে ওখানে বসাও তোমার মেশিনগানটা, শেষের দুটো ট্রাক আক্রমণ করার জন্যে। শেষের দুটো ট্রাক, মনে থাকে যেন।' হ্যারিস আর পার্কের দিকে ফিরল সে। 'ওই ওদিকে, উল্টো দিকে গিয়ে বসো তোমরা। তোমাদের হাতে ছেড়ে দিচ্ছি প্রথম ট্রাকটাকে ধ্বংস করার দায়িত্ব। ব্যস, তাহলে হবে। কনভয়ের বাকি ট্রাকগুলো আটকা পড়ে যাবে মাঝখানে।'

ফার্নান্দোর কোল থেকে মোনিকাকে নিয়ে চুমো খেতে খেতে ছুটল তারমোলি, তাকে অনুসরণ করল ফার্নান্দো।

'আর আমি?' জানতে চাইল পেপিনো।

'আমার সাথে এসো,' বলেই রাস্তা ধরে ছুটতে শুরু করল লার্দো। প্রায় বাঁকটা পর্যন্ত দৌড়ে গিয়ে রাস্তা ছেড়ে পাহাড়ের গায়ে খানিকটা উঠল সে। একটা পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে দেখতে লাগল জার্মান কনভয়টাকে।

'ছয়টা নয়, ট্রাক চারটে,' বিনকিউলার দিয়ে দেখছে লার্দো। 'সামনে একটা স্টাফ কার রয়েছে, ওটার সামনে রয়েছে একটা সাইড কার ফিট করা মোটর সাইকেল। সাইড কারেই মেশিনগান থাকার কথা। তাই আছে বলেই মনে হচ্ছে।' বিনকিউলারটা পেপিনোকে দিল সে। 'দেখো তো, কনভয়ের লেজ থেকে

স্টাফ কারটা কত দূরে?'

চোখে বিনকিউলার তুলে কনভয়টাকে দেখল পেপিনো। বলল, 'পঁয়ষট্টি গজের মত।'

বিনকিউলার নিয়ে লার্দো বলল, 'ঠিক আছে। রাস্তা ধরে পঁয়ষট্টি গজ এগিয়ে গিয়ে পজিশন নাও। শেষ ট্রাকটা যখন বাঁক নেবে স্টাফ কারটা তখন থাকবে তোমার সামনে—বুঝেছ? ওটাই তোমার টার্গেট। স্টাফ কার—মনে রেখো, মোটর সাইকেলটা সম্পর্কে মাথা ঘামাতে বলছি না আমি তোমাকে। ওটাকে আমি সামলাব। যাও, সবাইকে জানিয়ে দাও প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ না পাওয়া পর্যন্ত কেউ যেন একটা গুলিও না ছোঁড়ে। বিস্ফোরণ আমি ঘটাব, যখন সময় হয়েছে বলে মনে করব। বলে দাও, সবাই যেন শুধু ট্রাকগুলোর দিকে নজর রাখে।'

লার্দোর নির্দেশ মেশিনগানধারীদের জানিয়ে দিয়ে পঁয়ষট্টি গজ পিছিয়ে এল পেপিনো, বেশ বড় একটা পাথরের আড়ালে শুয়ে পড়ে চেক করল নিজের সাব-মেশিনগানটা। খানিকপরই লার্দোর ছুটন্ত পদ-শব্দ আর চিৎকার শুনতে পেল সে।

উঁকি দিয়ে পেপিনো দেখল, রাস্তার মাঝখান দিয়ে প্রায় উড়ে আসছে লার্দো ডি'কুঁজে, গলার দু'পাশের রগ ফুলে উঠেছে তার, চিৎকার করে বলছে, 'চার মিনিট, মাত্র চার মিনিট! আর মাত্র চার মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবে ওরা। আগে কেউ গুলি কোরো না!'

পেপিনোর সামনে দিয়ে ছুটে গেল লার্দো, দশ গজের মত এগিয়ে রাস্তা ছেড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল একপাশের আড়ালে।

এই চার মিনিট আর কাটতে চায় না। হামাগুড়ি দিয়ে বসে মরা সাপের মত আঁকাবাঁকা রাস্তার দিকে চেয়ে আছে পেপিনো। জুলফি থেকে সুড়সুড়ি দিয়ে নামছে ঘামের ধারা। সাব-মেশিনগান ধরা হাতটা বুকের সাথে সেঁটে আছে, পাঁজরে বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। এই বাড়ি খাবার শব্দটা ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাচ্ছে না পেপিনো। অনেকক্ষণ পর এঞ্জিনের গম্ভীর আওয়াজ ঢুকল কানে। গিয়ারের সংঘর্ষ পরিষ্কার কানে বাজল। তারপর মোটর সাইকেলের কর্কশ আওয়াজ। পায়ের গোড়ালির কাছে একটা পেশী তির তির করে নড়ে উঠল। মুখের ভিতরটা হঠাৎ শুকনো খটখটে হয়ে গেছে অনুভব করল সে। মোটর সাইকেলের আওয়াজ ইতিমধ্যে আর সব যান্ত্রিক শব্দকে চাপা দিয়ে ফেলেছে। ঝটকা মেরে সেফটি ক্যাচ অফ করল পেপিনো।

সাইড কারটাকে টেনে নিয়ে এগিয়ে আসছে মোটর সাইকেল। গগলস্ পরা চালকটিকে পাথরের একটা জার্মান মূর্তি বলে মনে হচ্ছে। পাশেই সাইড কারে একজন ট্রুপার, মাথা ঘুরিয়ে এপাশ থেকে ওপাশ রাস্তাটা খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছে। সামনে বসানো মেশিনগানটা শক্ত হাতে ধরে আছে সে। সতর্ক।

স্বপ্নের মত লাগছে পেপিনোর। কোথাও কোন শব্দ নেই। এমন কি, মোনিকাও যেন টের পেয়ে গেছে বিপদটা। এখন আর তার হাসি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না।

একটা পাথরের ওধার থেকে লার্দোর একটা হাত বেরিয়ে এল। ধীর, মন্থর গতি। সহজ, স্বাভাবিক ভঙ্গিতে যেন বাচ্চাকে বল ফেরত দিচ্ছে লার্দো, হ্যান্ড

গ্রেনেডটা ছুঁড়ে দিল সে। মেশিনগানারের পিঠ আর সাইড কারের পিছনের দেয়ালের মাঝখানে কাপড়ের ব্যাগটার উপর পড়ল সেটা। শব্দে আকৃষ্ট হয়ে সবিস্ময়ে পিছন ফিরল গানার। ধাক্কা খেয়ে ব্যাগটা দুলে উঠল, গ্রেনেডটা গড়িয়ে নেমে গেল নিচের দিকে, সাইড কারের মেঝেতে পড়ল সেটা।

তারপর ফাটল।

মুহূর্তে টুকরো টুকরো চুরমার হয়ে গেল সাইড কার। গানারের পা দুটো সম্ভবত উরুর মাঝখান থেকে নিচের অংশ পর্যন্ত উড়ে গেছে। রাস্তার উপর আড়াআড়িভাবে ঘুরে গেছে মোটর সাইকেলটা। দু'পা এগিয়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল লার্দো। পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে মোটরসাইকেলের দিকে সাব-মেশিনগানের বুলেট ছুঁড়ছে। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর স্টাফ কারের দিকে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল পেপিনো।

স্টাফ কারের ড্রাইভারের সামনে উইন্ডস্ক্রীন গুঁড়িয়ে চুরচুর হয়ে গেল। ডান দিকের রাস্তা থেকে মেশিনগানের বিকট আওয়াজ আসছে শুনতে পেলেও ট্রাকগুলোর লম্বা সারির দিকে তাকাবার সুযোগ পেল না পেপিনো। স্টাফ কারটা ওকে লক্ষ্য করে রকেটের মত ছুটে আসছে। স্টিয়ারিঙ হুইল শক্ত করে ধরে আছে মরা মানুষের দুটো হাত।

প্যাসেঞ্জার সীটের অফিসার উঠে দাঁড়াচ্ছে। কোমরের হোলস্টার থেকে এক ঝটকায় বের করে আনল সে পিস্তলটা। লার্দোর সাব-মেশিনগান তার দিকে ঘুরল। পরাজয় স্বীকার করার ভঙ্গিতে সটান উপুড় হয়ে গেল অফিসারের লাশ উইন্ডস্ক্রীনের ভাঙা ধাতব রিমের উপর। লাফ দিয়ে সরে গেল পেপিনো। গাড়িটা পাথরের সাথে ধাক্কা খেয়ে হঠাৎ স্থির হয়ে যেতে পিছনের জার্মান সোলজার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল। মাথার উপর দিয়ে এক ঝাঁক বুলেট উড়ে যেতে সোলজারটার দিকে লক্ষ্য স্থির করল পেপিনো। ডজনখানেক বুলেট বুকে নিয়ে সীটের উপর বসে পড়ল লোকটা। চিবুকটা ঠেকল বুকের উপর। বাচ্চা ছেলে যেন বকা খেয়ে মাথা নিচু করে আছে।

চিৎকার করে উঠে ছুটতে শুরু করল লার্দো। তাকে অনুসরণ করল পেপিনো। প্রথম ট্রাকটা দাঁড়িয়ে পড়েছে আগেই। সাবধানের মার নেই ভেবে এক পশলা বুলেট ছুঁড়ল সে ট্রাকটার উইন্ডস্ক্রীন লক্ষ্য করে। মাথা নিচু করে ছুটে গেল ট্রাকের নাকটার পাশ ঘেঁষে। উত্তপ্ত রেডিয়েটরের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল সে, দ্রুত রিলোড করল সাব-মেশিনগান।

গুলি করার জন্যে আবার তৈরি হলো পেপিনো, কিন্তু যুদ্ধটা ততক্ষণে থেমে গেছে। সব ক'টা গাড়ি স্থির দাঁড়িয়ে পড়েছে। ফার্নান্দো আর তারমোলি এক জোড়া বন্দীকে পাহারা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে আসছে সামনের দিকে।

হাঁক ছাড়ল লার্দো, 'পার্ক, আর কিছু আসছে কিনা দেখে এসো। কুইক!'

সাইড কার ও মোটর সাইকেলের আরোহী আক্রমণ শুরু হতেই নিহত হয়েছে, তাদের পরপরই খতম হয়েছে স্টাফ কারের তিনজন। প্রতিটি ট্রাকের সামনের অংশে দু'জন করে আর পিছনের অংশে একজন করে সোলজার ছিল। মেশিনগানের গুলি শুরু হবার বিশ সেকেন্ডের মধ্যে ট্রাকগুলোর সামনের অংশের

সব ক'টা লোক নিহত হয়েছে। বিশ গজ দূরত্ব থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার কোন কারণই আসলে ছিল না। সতেরোজন জার্মান সেনার মধ্যে রক্ষা পেয়েছে মাত্র দু'জন, তাদের একজনের কনুইয়ের উপর আধপোয়াটাক মাংস উড়ে গেছে।

'লক্ষ করছ কিছু?' জানতে চাইল লার্দো ডি'কুঁজে।

ভুরু কুঁচকে তাকাল পেপিনো। 'কি?'

এগিয়ে গিয়ে একজন বন্দীর সামনে দাঁড়াল লার্দো। হাত তুলতেই কুঁকড়ে গেল লোকটা। লার্দো তর্জনী দিয়ে খোঁচা মারল তার কলারের ব্যাজে। 'এরা সিক্রেট সার্ভিসের লোক। এরা সবাই।'

স্টাফ কারের কাছে ফিরে এল লার্দো। অফিসারের মৃতদেহ পা দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ব্রীফকেসটা তুলে নিল সে। দেখল তালা মারা রয়েছে। 'এর মধ্যে কিছু একটা রহস্য আছে। এত থাকতে এই রাস্তাটা বেছে নিল কেন এরা?'

'বেছে নিয়ে ভুল করেছিল তা কিন্তু বলা যায় না,' কানাডিয়ান হ্যারিস আস্তিন দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল। 'ঘটনাচক্রে দেখে ফেলেছি ওদেরকে আমরা। তা নাহলে নিরাপদেই চলে যেতে পারত।'

'জানি,' বলল লার্দো। 'কিন্তু, জার্মানরা পরিচিত রাস্তা ছেড়ে এক চুল নড়ে না সাধারণত। ওরা নির্দিষ্ট রুটিন ফলো করতে অভ্যস্ত। কিন্তু এক্ষেত্রে নিয়ম ভঙ্গ করেছে। কেন?' ট্রাকগুলোর দিকে তাকাল সে। কয়েক সেকেন্ড চোখের পলক পড়ল না তার। 'দেখা দরকার কি আছে ওগুলোর ভেতর।'

তারমোলিকে রাস্তার দিকে নজর রাখার জন্যে পাঠানো হলো। ইতিমধ্যে পিঠে ঝুলিয়ে নিয়েছে সে মোনিকাকে। হাত-পা ছুঁড়ে খেলছে সে। বাকি সবাইকে নিয়ে ট্রাকগুলোর কাছে চলে এল লার্দো।

প্রথম ট্রাকটার টেইল বোর্ডটা দেখল সে। আঠারো ইঞ্চি লম্বা ছোট ছোট কাঠের বাক্স রয়েছে অনেকগুলো। ফুটখানেক চওড়া ওগুলো, ইঞ্চি ছয়েক উঁচু।

'তেমন কি আর থাকতে পারে বাক্সগুলোয়?'

কি যেন স্মরণ করার চেষ্টা করছে লার্দো, লক্ষ করল পেপিনো। পেপিনোর সাথে চোখাচোখি হতে সে বলল, 'এ ধরনের বাক্সের কি একটা তাৎপর্য যেন আছে, ঠিক মনে করতে পারছি না। ঠিক আছে, খোলো একটা, দেখাই যাক কি আছে ভেতরে।'

হ্যারিসকে নিয়ে পেপিনো চড়ল ট্রাকে। একজন জার্মানের লাশ একপাশে সরিয়ে কাছের বাক্সটা ধরল হ্যারিস তোলার জন্যে। 'মাই গড!' তুলতে না পেরে সিধে হয়ে দাঁড়াল সে, অসহায় দেখাচ্ছে তাকে। 'মেঝের সাথে পেরেক গেঁথে আটকে রাখা হয়েছে!'

কিন্তু হ্যারিসকে সরিয়ে দিয়ে পেপিনো চেষ্টা করতেই আধ ইঞ্চি নড়ল বাক্সটা। 'তা নয়। আসলে ভেতরে বোধ হয় সীসা-টিসা আছে, অসম্ভব ভারী।'

হঠাৎ উত্তেজনা ফুটে উঠল লার্দোর গলায়, 'নিচে ফেলো ওটাকে। ভাঙো। দেখব ভেতরে কি আছে।'

হ্যারিস আর পেপিনো ধরাধরি করে কিনারা পর্যন্ত আনল বাক্সটাকে, তারপর নিচে ফেলে দিল। নিহত জার্মানের কোমরের খাপ থেকে বেয়োনেটটা টেনে বের

করে লার্দোর বাড়ানো হাতে ধরিয়ে দিল পেপিনো। ইস্পাতের পাত ছিঁড়ে বাক্সটা ভাঙতে দু'মিনিট সময় নিল লার্দো। বলল, 'যা ভেবেছিলাম!'

'কি ওগুলো?' চোখ কপালে তুলে জানতে চাইল হ্যারিস।

'সোনা,' মৃদু স্বরে বলল লার্দো।

একেবারে স্থির হয়ে গেল সবাই।

তার কাহিনীর এই পর্যন্ত পৌঁছে পেপিনো পুরোপুরি মাতাল হয়ে গেছে। টেবিলের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছে দেখে রানা তার কাঁধ ধরে ফেলল। বিড়বিড় করছে সে, 'সোনা! সোনা! সোনা! সোনা!'

'বলো কি!' বলল রানা, 'কোথায় সে সব? কতটুকু ছিল?'

হিক্কা তুলে, ঢুলু ঢুলু রক্তবর্ণ চোখ মেলে রানার দিকে তাকাল পেপিনো। 'আর এক গ্লাস হুইস্কি খাওয়াতে আপত্তি আছে?'

ওয়েটারকে ইঙ্গিত করল রানা। পেপিনোকে ঝাঁকুনি দিল দু'হাত দিয়ে ধরে। 'তারপর কি ঘটল বলতে হবে তোমাকে। কৌতূহল চাপিয়ে দিয়ে পালাবে তা হবে না।'

আড়চোখে তাকাল পেপিনো। 'আসলে বলা কিন্তু উচিত হচ্ছে না। তবে··· কিইবা আসে যায়! সে তো আর উদ্ধার করা সম্ভবই নয়। তবে শোনো···'

পরস্পরের দিকে দীর্ঘক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে থাকল ওরা, তারপর লার্দো বলল, 'এই বাক্সগুলো আমার চেনা। সোনার খনিতে আমি কাজ করেছি, তাই জানি। সোনার বার এইভাবেই প্যাকিং করা হয় শিপমেন্টের জন্যে।'

প্রথম ট্রাকের সব ক'টা বাক্স একই রকম ভারী এটা আবিষ্কার করার পর তারা ছুটল অন্য ট্রাকগুলোর দিকে। দ্বিতীয় ট্রাকে শুধু কাগজপত্র, ডকুমেন্টস, ফাইল ইত্যাদি ভর্তি বাক্স দেখে নিরাশ হলো ওরা। পেপিনো দ্রুত কিছু কাগজপত্রে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'ইটালি সরকারের দলিল দস্তাবেজ। সম্ভবত টপ্ সিক্রেট ব্যাপার স্যাপার।'

হঠাৎ হ্যারিসের চিৎকার শোনা গেল ট্রাকের শেষ প্রান্ত থেকে। 'দেখে যাও আমি কি পেয়েছি!' বলতে বলতে নিজেই সে বাক্সগুলোর আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। সবাই দেখল, বুকের সাথে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আছে সে ইটালিয়ান নোটের অনেকগুলো বান্ডিল। 'অন্তত তিন বাক্স টাকা—সব পাঁচশো, এক হাজার আর দশ হাজারী নোটের তাড়া!'

তৃতীয় ট্রাকটায় সোনা ভর্তি আরও কিছু বাক্স পাওয়া গেল। কয়েকটা বাক্সের চেহারা একটু অন্যরকম, অস্বাভাবিক শক্তভাবে তৈরি। ভাঙতে গিয়ে ঘেমে নেয়ে উঠল হ্যারিস আর পেপিনো। চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে উঠল জড়োয়া গহনা, নানান ধরনের ডায়মন্ড আর এমারেল্ড বসানো অলঙ্কার।

'কি রকম দাম হবে?'

মাথায় হাত দিল হ্যারিস। 'কসম খোদার, চামড়ার চোখে জীবনে এই প্রথম দেখছি। দাম জানব কি করে?'

বাক্সগুলো খুলে নাড়াচাড়া করার সময় লার্দো একটা সোনার সিগারেট কেস তুলে নিল, বলল, 'এটাতে কি যেন লেখা রয়েছে।' লেখাটা কেসের উপর খোদাই

করা, দেখল সবাই। লার্দো মৃদু কণ্ঠে পড়ল, 'Caro Benito de parte di Adolfe–Brennero–1940.'

'১৯৪০ সালে মুসোলিনীর সাথে হিটলার Brenner pass-এ দেখা করেছিল একবার। সেখানেই মুসোলিনী জার্মানের সাথে হাত মেলাবার সিদ্ধান্ত নেয়।'

'এসবের মালিক কে ছিল বুঝলাম,' বলল পেপিনো।

'কিন্তু এখন এর মালিক কে?' ধীর কণ্ঠে জানতে চাইল লার্দো।

পরস্পরের দিকে তাকাল সবাই। কিন্তু চুপচাপ।

নিস্তব্ধতা ভাঙল লার্দো। 'চলো দেখা যাক শেষ ট্রাকটায় কি আছে।'

কাগজপত্র আর ফাইল ভর্তি আরও অনেক বাক্স পাওয়া গেল ওটাতে। শুধু একটা বাক্স থেকে বের হলো একটা মুকুট।

দু'হাত দিয়ে সেটাকে ধরে শূন্যে তুলতে হিমশিম খেয়ে গেল হ্যারিস। 'প্রবাদ কি আর সাধে তৈরি হয়েছে—"কে সে দানব যে তার মাথার এই রাজমুকুট তুলতে পারে!" ' মুকুটটা নামিয়ে রেখে হাঁপাতে লাগল সে। 'এবার? কি করব আমরা?'

'হ্যাঁ,' মাথা চুলকাতে শুরু করল লার্দো। 'রীতিমত একটা সমস্যা।'

'আমার কথা হলো, এসো নিজেরা ভাগাভাগি করে নিই সব,' কোন রকম ইতস্তত না করে বলল হ্যারিস। 'বিজয়ীর পুরস্কার হিসেবে এটা আমাদেরই প্রাপ্য।'

সকলের মনের কথা বেরিয়ে পড়েছে হ্যারিসের মুখ থেকে। মুখ ফুটে বলতে পারছিল না বলে যে অস্বস্তি দানা বেঁধে উঠছিল সকলের মনে, এক নিমেষে তা দূর হয়ে গেল।

'বাকি সবাইকে ডেকে এনে একটা ভোটের ব্যবস্থা করলে সবচেয়ে ভাল হয়,' বলল লার্দো।

'সেক্ষেত্রে ভোটের ব্যবস্থা হতে হবে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে। তা নাহলে ব্যাপারটার কোন তাৎপর্য থাকবে না।'

হ্যারিসের যুক্তিটা উপলব্ধি করল সবাই। নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবার বিরুদ্ধে যদি একজনও ভোট দেয় অর্থাৎ কেউ যদি কাউন্টকে সব কথা বলে দেবার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলেই সব ভেস্তে যাবে—বাকি সবাই চাইলেও নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবার কোন উপায় থাকবে না তখন আর।

অবশেষে পেপিনো বলল, 'হয়তো বিরুদ্ধে একটা ভোটও পড়বে না। তবু দেখা যাক।'

রাস্তায় একটা ছায়া পর্যন্ত নেই; সুতরাং ফার্নান্দো এবং তারমোলিকে ডেকে নিয়ে আসা হলো। গোপন ব্যালটের মাধ্যমেই অনুষ্ঠিত হলো ভোট।

গোণার সময় দেখা গেল লোক সংখ্যার চেয়ে ভোটের সংখ্যা একটা বেশি। 'একটা ভাগ মোনিকাও পাবে,' ঘোষণা করল তারমোলি, বোঝা গেল মোনিকার ভোটটাও সে দিয়েছে। সবাই আরেক দফা আদর করল মোনিকাকে কোলে নিয়ে।

'একটা ব্যাপার আমাদের সবাইকে মনে রাখতে হবে,' বলল হ্যারিস। 'এই বিরাট সম্পদ নিখোঁজ হয়েছে জানাজানি হবার পরপরই সর্বকালের সর্বকঠিন তদন্ত শুরু হয়ে যাবে—যুদ্ধে দু'পক্ষের যেই জিতুক। ইটালি সরকার ওই ডকুমেন্টগুলো

না পাওয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত হবে না। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, ওগুলো বিস্ফোরক।'

'অর্থাৎ ট্রাকসহ সমস্ত মূল্যবান জিনিস লুকিয়ে ফেলতে হবে আমাদের,' বলল লার্দো। 'কিছুই যেন খুঁজে না পায় কেউ, একটা কণাও নয়। সবাই যেন শেষ পর্যন্ত স্বীকার করে যে সমস্ত কিছু বাতাসে মিলিয়ে গেছে।'

'কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব!' পার্ক বলল।

ফার্নান্দো বলল, 'চারটে ট্রাককে মাটিতে পুঁতে রাখতে হলে···অসম্ভব!'

হ্যারিস বলল, 'বাতিল লেড মাইন। খুব বেশি দূরে নয় এখান থেকে ওগুলো।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল লার্দোর মুখ। 'ধন্যবাদ, হ্যারিস। আমিও ওই শূন্য খনিগুলোর কথা ভাবছিলাম।'

পার্ক বলল, 'কি বলছ তোমরা?'

'পাহাড়ের গায়ে সুড়ঙ্গ তৈরি করে ভিতর থেকে সীসা বের করা হত, প্রায় একশো বছর আগে। তারপর থেকে খনিগুলো পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। ওদিকে কেউ যায় না আজকাল।'

তারমোলি বলল, 'ট্রাকগুলো চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। ভিতরে ঢুকিয়ে···'

তার কথা কেড়ে নিয়ে লার্দো বলল, 'ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে প্রবেশ পথটা বন্ধ করে দেব ডিনামাইট ফাটিয়ে।'

'গহনা আর পাথরগুলো থেকে কিছু অন্তত নিজেদের কাছে রাখা যেতে পারে,' বলল পেপিনো।

'না,' কঠিন শোনাল লার্দোর কণ্ঠস্বর, 'সেটা মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনবে। হ্যারিসের কথাই ঠিক। হারিয়ে যাবার খবর ছড়িয়ে পড়া মাত্র কর্তৃপক্ষ নরক করে তুলবে দেশটাকে। পরিস্থিতি শান্ত না হওয়া পর্যন্ত সমস্ত জিনিস লুকিয়ে রাখতে হবে।'

স্থির হলো, সবগুলো ট্রাক, সবগুলো লাশ, সমস্ত ডকুমেন্টস, সবটুকু সোনা এবং সব গহনা আর সব পাথর সহ মোটর সাইকেলটাও খনির গহ্বরে ফেলে দেয়া হবে। দ্রুত কাজে হাত দিল ওরা। মূল্যবান যা কিছু ছিল সব তোলা হলো দুটো ট্রাকে। বাকি দুটোয় তোলা হলো ডকুমেন্টসের বাক্স, আর লাশ।

স্টাফ কারটা টানেলে ঢোকানো হবে সবার আগে, ওটার পিছনে থাকবে মোটর সাইকেলটা। তারপর ডকুমেন্টস আর লাশ সহ ট্রাক দুটো যাবে, সবশেষে যাবে সোনা আর জুয়েলারী ভর্তি ট্রাক দুটো। লার্দো বলল, 'এতে করে দামী জিনিসগুলো উদ্ধার করতে সুবিধে হবে।'

অব্যবহৃত রাস্তাটা খুঁজে বের করা গেল সহজেই। রাস্তাটা ছিল বলে রক্ষে, তা নাহলে এলাকাটা এত চড়াই-উৎরাইয়ে ভরা যে খনিগুলোর কাছে পৌঁছুতে হিমালয় টপকানোর মত পরিশ্রম করতে হত। ট্রাকগুলোকে সুশৃঙ্খলভাবে ঢুকিয়ে দেয়া হলো টানেলের ভিতর। পাহাড়ের উপর খানিকটা উঠে গেল হ্যারিসকে নিয়ে লার্দো। সুড়ঙ্গের মাথার উপর ডিনামাইট ফিট করে নেমে এল তারা। তারপর বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বন্ধ করে দেয়া হলো টানেলের প্রবেশ পথ। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে সব কাজ সুষ্ঠভাবে শেষ হয়ে গেল। ধুলোর পাহাড় সরে যেতে ওরা দেখল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে টানেলের মুখ।

'কি বলব আমরা কাউন্টকে?' প্রশ্ন করল কেউ।

'বলব, পথে একটা বিপদে পড়েছিলাম,' বলল লার্দো। দাঁত বের করে হাসতে শুরু করল সে। 'আসলেও তা সত্যি, ঠিক কিনা?'

ক্যাম্পে ফিরে এসে ওরা শুনল রায়ান সত্যি সত্যি বিপদে পড়েছিল। বেশ ক'জন লোক হারাতে হয়েছে তাকে, তবে, মুক্তিযোদ্ধাদের অপর দলটি আসেইনি। রায়ান তার বাহিনী নিয়ে একাই জার্মানদের আক্রমণ করেছিল।

রানা বলল, 'তুমি বলতে চাইছ এখনও সেখানে রয়েছে সেই সোনা?'

'হ্যাঁ,' বলল পেপিনো। প্রচণ্ড একটা ঘুসি মারল সে টেবিলে। 'আরেক গ্লাস হুইস্কি আনাচ্ছ কিনা জানতে চাই আমি।'

এরপর আর কিছু আদায় করতে পারেনি রানা পেপিনোর কাছ থেকে। বদ্ধ মাতাল হয়ে উঠেছিল সে, একই কথা বারবার আওড়াচ্ছিল।

'জার্মান বন্দী দুটোর কি হলো?'

'ওহো, তাদের কথা ভোলোনি দেখছি!' মাতাল পেপিনো গম্ভীর হবার চেষ্টা করে বলল, 'পালাবার চেষ্টা করার সময় তারা গুলি খায়। গুলি লার্দোই করেছিল।'

হেঁটে বাড়ি ফিরবে সে অবস্থা ছিল না পেপিনোর সে-রাতে। ক্লাবের ওয়েটারের কাছ থেকে ঠিকানা জেনে নিয়ে একটা ট্যাক্সি ডেকে তাতে তুলে দিয়েছিল রানা তাকে। এবং পেপিনো, আর মুসোলিনীর গুপ্তধনের কথা ভুলে গিয়েছিল বেমালুম। কিন্তু পরদিনই আবার ক্লাবে দেখা হলো তার সাথে রানার। সোজা ওর টেবিলে এসে বসল সে। 'ক'টা টাকা পাওনা আছে তোমার—ট্যাক্সির ভাড়াটা।'

'ভুলে যাও,' সংক্ষেপে বলল রানা।

'দুঃখিত—খুব বুঝি মাতলামি করেছিলাম?'

'মনে নেই তোমার?'

'একটুও না। মারামারি গালাগালি কিছু করিনি তো?'

'না। বকবক করেছ শুধু।'

ঘন ঘন চোখের পাতা নড়ল পেপিনোর। 'সোনার কথা বলেছি নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'পুরো আউট হয়ে গিয়েছিলাম। তোমাকে বলব ভেবেছিলাম, তা ঠিক। কিন্তু বলাটা বোধ হয় উচিত হয়নি। নিশ্চয়ই তুমি একটা বর্ণও বিশ্বাস করোনি?'

রানা চুপ করে থাকল।

'বিশ্বাস করো আর না করো, সমস্ত জিনিস এখনও সেখানে সেই অবস্থাতেই পড়ে আছে। ইটালির একটা পরিত্যক্ত সীসা-খনির সুড়ঙ্গের ভেতর।'

এখন কিন্তু লোকটা মাতাল নয়, ভাবছে রানা।

'যাই হোক, এ ব্যাপারে কারও সাথে তুমি আলাপ কোরো না, এটাই আমার অনুরোধ।'

'ঠিক আছে,' ছোট্ট করে উত্তর দিল রানা।

'গলা ভেজাবে?'

'না। আজ নয়।'

ম্লান হয়ে গেল মুখটা পেপিনোর। ইচ্ছে ছিল না, তবু রানার হাবভাব উৎসাহব্যঞ্জক নয় বুঝতে পেরে উঠে চলে গেল সে।

এরপর থেকে রানাকে চোখে চোখে রাখার অদ্ভুত একটা প্রবণতা দেখা গেল পেপিনোর মধ্যে। ক্লাবে এলেই রানা দেখতে পায় তাকে। যতক্ষণ ও থাকে, কাছেপিঠেই ঘুর ঘুর করে পেপিনো। সামনাসামনি পড়ে গেলে দু'ঢোক গেলার আমন্ত্রণ জানাতে ভোলে না। এবং সুযোগ পেলেই সেই পুরানো অনুরোধটা জানায়, 'সেই কথাটা আর কাউকে বলো না কিন্তু, কেমন?'

একবার তাকে প্রশ্ন করল রানা, 'আচ্ছা, অত বড় মুকুটটা কোত্থেকে এল ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'ফার্নান্দোর ধারণা ওটা ইথিয়োপিয়ার রাজকীয় মুকুট। ব্যবহার করবার জন্যে নয়, অভিষেক অনুষ্ঠানের জন্যে তৈরি করা হয়েছিল।'

কথাটা যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হলো রানার। 'টানেল থেকে ওগুলো কেউ বের করে নেয়নি তা তুমি জানছ কিভাবে? হ্যারিস বা পার্কের কথাই ধরো। কিংবা, ইটালিয়ান দু'জন—এদের পক্ষে ওগুলো উদ্ধার করা সহজ।'

অদ্ভুত একটা হাসি ফুটে উঠছিল পেপিনোর মুখে, সেটাকে সে মুছে ফেলল হঠাৎ। এদিক ওদিক মাথা দুলিয়ে বলল, 'আর কেউ নেই। আমি আর লার্দো ছাড়া।'

'মানে?' প্রায় আঁতকে উঠল রানা।

'বাকি সবাই নিহত হয়েছে,' অদ্ভুতভাবে ঠোঁট বেঁকে গেল পেপিনোর। 'প্রমাণ হয়েছে লার্দো ডি'কুঁজের ধারেকাছে থাকা বিপজ্জনক। শেষ দিকে ভয় পেয়ে আমি পালিয়ে এসেছি।'

ভুরু কুঁচকে গেল রানার। 'তুমি বলতে চাইছ ওদেরকে খুন করেছে লার্দো?'

'তাই বললাম আমি? আমি শুধু জানি লার্দোর কাছাকাছি থাকার সময় ওরা চারজন নিহত হয়েছে।' একটা আঙুল খাড়া করল পেপিনো। 'প্রথম মারা গেল হ্যারিস, টানেলে সোনার কবর রচনা করার মাত্র তিনদিন পর।'

দ্বিতীয় আঙুল খাড়া করল পেপিনো। 'এরপর ফার্নান্দোর পালা—ঘটনাটা স্বচক্ষে ঘটতে দেখলাম আমি। এর চেয়ে নিখুঁত ভাবে কোন দুর্ঘটনা কেউ সাজাতে পারবে না। তারপর গেল পার্ক। হ্যারিসের মত অ্যাকশনে থাকার সময়ই সে-ও নিহত হলো। এবং হ্যারিসের সময়ও যা, পার্কের সময়ও তাই—ওদের দু'জনের সবচেয়ে কাছে যে ব্যক্তি ছিল তাকে আমি ভয় করি যমের মত, হ্যাঁ।'

'লার্দো?'

'লার্দো ডি'কুঁজে,' ধীরে ধীরে চার নম্বর আঙুলটা খাড়া করল পেপিনো। 'সবশেষে এল তারমোলির পালা। তাকে পাওয়া গেল ক্যাম্পের কাছাকাছি চৌচির মাথা সহ। সবাই রায় দিল পাহাড় থেকে পাথরে পড়ে এই অবস্থা হয়েছে। কিন্তু আমি ভিন্ন মত পোষণ করি। অবশ্য মনে মনে। যাই হোক, আর সাহস পেলাম না। কেটে পড়লাম।'

'ফার্নান্দোকে খুন হতে দেখেছ তুমি?'

'সবটুকু শোনো তাহলে, নিজেই বুঝতে পারবে,' ওয়েটারকে ইঙ্গিতে অর্ডার

দিয়ে শুরু করল সে, 'রেইড করতে গিয়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে তাড়া খেলাম আমরা জার্মানদের। তিন দিক থেকে ঘেরাও করল ওরা আমাদের। পিছন দিক থেকে পালানো ছাড়া উপায় ছিল না। কিন্তু পিছনে উঁচু পাহাড়ের একটা গা, এই গা ধরে পালানো সম্ভব হলে তবেই সকলের প্রাণ বাঁচে। পাহাড়ী পথে লার্দো ওস্তাদ, তাই ফার্নান্দোকে নিয়ে এগোল সে। বলে গেল, নিচে নামার সহজতম পথ খুঁজতে যাচ্ছে। এর মধ্যে সন্দেহের কিছু অবশ্য ছিল না। কারণ, এর আগেও এভাবে গেছে সে, এবং পথ খুঁজে বের করতে পেরেছে।'

ওয়েটার টেবিল সাজিয়ে দিয়ে গেল। ঢক ঢক করে আধ গ্লাস হুইস্কি গলায় চালান করে দিল পেপিনো। 'একটা অপ্রশস্ত কার্নিস ধরে একা এগোল সে, অদৃশ্য হয়ে গেল দ্রুত। খানিকপর বাঁক নিয়ে ফিরে এল, ইঙ্গিতে ফার্নান্দোকে জানাল, সুন্দর একটা পথ পাওয়া গেছে।'

রানার কাছ থেকে সিগারেট চেয়ে নিয়ে ধরাল পেপিনো। 'লার্দো ফিরে এল আমাদের কাছে। বলল, জিনিসপত্র তুলে নাও সবাই। সহজ একটা পথ দেখে এসেছি আমি। তার কথা শুনে আমি আর পার্ক অনুসরণ করলাম ফার্নান্দোকে।'

ক্রমশ গম্ভীর হয়ে উঠছে পেপিনোর মুখ।

'বাঁক নিতেই আমরা দেখলাম ফার্নান্দো সেঁটে আছে পাহাড়ের গায়ের সাথে, কেউ যেন পেরেক দিয়ে গেঁথে দিয়েছে তাকে। তার সামনে মসৃণ পাহাড়ের গা, ধরবার মত কিছুই নেই। এমন এক জায়গায় গিয়ে পৌঁছেচে সে যেখান থেকে পিছিয়ে আসার আর কোন উপায় নেই। আমরা যখন দেখলাম তাকে, মনের জোর পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছে তখন। শরীরটা দুলতে শুরু করল, পা দুটো কাঁপছে থরথর করে। নিচে গভীর খাদ, মাথার ওপরে জার্মানরা যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারে।'

'লার্দো কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

'জার্মানরা অনুসরণ করে আসছে কিনা দেখার জন্যে পিছনে রয়ে গিয়েছিল সে। অবশ্য পার্ক চিৎকার করে উঠতেই ছুটে চলে এল সে। কার্নিসটা এত সরু যে কোনরকমে একজন লোকের পক্ষে হাঁটা সম্ভব। আমাদেরকে পাশ কাটাতে প্রচুর সময় লেগে গেল লার্দোর। বলল, ফার্নান্দোকে সাহায্য করতে যাচ্ছে সে। তার কাছাকাছি গেল, কিন্তু পড়ে গেল ফার্নান্দো। কসম খেয়ে বলতে পারি লার্দো তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল।'

'ধাক্কা দিতে দেখেছ তুমি?' জানতে চাইল রানা।

'না,' মাথা নাড়ল পেপিনো। লার্দো আমাদেরকে পাশ কাটিয়ে যাবার পর থেকে ফার্নান্দোকে আমরা আর দেখতে পাইনি। লার্দোকে তো দেখোনি—সে আরেকটা পাহাড় বৈ কিছু নয়। স্বচ্ছ কাঁচ দিয়েও তৈরি নয় সে। ভেবে দেখো, উদ্দেশ্য খারাপ না হলে ফার্নান্দোকে ওই পথে এগোবার ইঙ্গিত দেবে কেন সে?

'নির্ভেজাল ভুলও হতে পারে ব্যাপারটা।'

'প্রথমে তাই ভেবেছিলাম। লার্দো পরে বলেছিল ফার্নান্দোকে অতটা এগোতে বলেনি সে। যেখানে ফার্নান্দো আটকা পড়েছিল তার এদিকেই সহজ একটা পথ ছিল নিচের দিকে নামার জন্যে। সেই পথটা ধরেই আমাদেরকে নিচে নামিয়ে আনে

লার্দো।'

গ্লাসটা নিঃশেষ করল পেপিনো।

'কিন্তু পরের হপ্তায় পার্ক গুলি খেতে নতুন করে ভাবতে শুরু করলাম আমি।'

'গুলি খেল কিভাবে?'

মাংসল মুখটা রুমাল দিয়ে মুছল পেপিনো। কাঁধ ঝাঁকাল। 'যুদ্ধে এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। লড়াই থামার পর আমরা দেখলাম পার্কের মাথায় একটা গর্ত। কখন লেগেছে গুলি কেউ তা দেখেনি, কিন্তু সবচেয়ে কাছে ছিল সে, যাকে আমি সবচেয়ে ভয় পাই।' বিরতি নিয়ে রানার চোখে চোখ রাখল সে। তারপর ধীর ভঙ্গিতে বলল, 'গর্তটা ছিল তার মাথার পেছন দিকে।'

'জার্মান বুলেট?'

'পোস্ট মর্টেমের সুযোগ ছিল না। তা করা হলেও প্রমাণ হত না কিছু। আমরা সবাই তখন দখল করা জার্মান অস্ত্র ব্যবহার করছি। পার্ক মারা যেতে নিজের প্রাণের ব্যাপারে চিন্তায় পড়ে গেলাম। এরপরই গেল তারমোলি। সাহস হারিয়ে ফেললাম আমি। কাউন্ট কবে লার্দোকে দূরে কোথাও পাঠাবে সেই অপেক্ষায় ছিলাম আমি। যেদিন পাঠাল, সেদিনই নিজেও জিনিসপত্র কাঁধে ফেলে বিদায় নিয়ে কেটে পড়লাম।'

'লার্দো কি করল এরপর?'

মার্কিনীরা না পৌঁছানো পর্যন্ত কাউন্টের সাথেই ছিল সে। শেষবার তাকে আমি দেখেছি দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ টাউনে বছর দুই আগে। একটা শুঁড়িখানায় ঢুকব বলে রাস্তা পেরোচ্ছি, দেখি দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকছে যাকে সবচেয়ে বেশি ভয় করি। ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়লাম, অ্যাবাউট টার্ন করে হন হন করে হাঁটা ধরলাম নাক বরাবর। মদ আমি খেয়েছিলাম সেদিনও, তবে অন্য একটা শুঁড়িখানায়।' হঠাৎ শিউরে উঠল পেপিনো। 'যথাসম্ভব দূরে সরে থাকতে চাই আমি লার্দোর কাছ থেকে, রানা। লিসবন আর কেপ টাউনের মাঝখানে কয়েক হাজার মাইলের ব্যবধান—তবু এটা যথেষ্ট দূরত্ব বলে মনে হয় না আমার কাছে। লার্দোর হাত হয়তো আরও বেশি লম্বা।' হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল। 'আজ এখানেই উঠি। তা না হলে ট্যাক্সি ভাড়া আজও তোমাকে দিতে হবে।'

পরের বছর আবার ছুটি কাটাতে গেল রানা লিসবনে। এবার মুখ ফুটে প্রস্তাবটা দিয়েই বসল পেপিনো। 'দেখো, শ্রদ্ধেয় বন্ধু, জমা টাকা থেকে দু'হাজার পাউন্ড কোনরকমে টিকে আছে এখনও। এখনও যদি ইটালিতে না যাই, এও মদ হয়ে পেটে ঢুকবে আর পানি হয়ে নর্দমায় চলে যাবে। কিন্তু আমি তা চাই না।'

'ঠিক কি চাও তুমি?'

'একজন বন্ধু। ঠিক তোমার মত। যাকে নিয়ে আমি ইটালিতে যাব।'

'ইটালিতে কেন? সোনার জন্যে?'

'হ্যাঁ। একটা রাতও আমাকে ঘুমাতে দেয় না ওই সোনা। চার টন, মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড! তুমি আর আমি—আধাআধি বখরা।'

'লার্দো?'

'সবচেয়ে বেশি ভয় করি যাকে তার নাম মুখে আনতে চাই না আমি, বন্ধু। ওর সাথে আমি জড়াতে চাই না।'

কাহিনীটা কি সত্যি? তখনও বিশ্বাস করেনি রানা। কিন্তু ভাবল, সত্যি না হলে লোকটা নিজের গাঁটের টাকা খরচ করে ওকে ইটালিতে নিয়ে যেতে চাইছে কেন? বেশ রোমাঞ্চকর একটা অভিযানের ব্যাপার হবে, কল্পনা করতে পারল রানা। একটা শিহরণ অনুভব করল বুকে। কিন্তু মনস্থির করা এত সহজে সম্ভব নয়। ইতস্তত ভাবটা কোনমতেই দূর হচ্ছে না। চরিত্র হিসেবে পেপিনো বড় বেশি তরল, অগভীর। মানুষ হিসেবে শিশুর সারল্য আছে লোকটার মধ্যে। কিন্তু দায়িত্বজ্ঞান কতটুকু আছে সেটাই হলো প্রশ্ন।

'তুমি তো আমাকে চেনোও না। আমাকে প্রস্তাব দেবার কারণ?'

'কোন কারণ নেই,' বলল পেপিনো। 'আবার আছেও। প্রথম কারণ, একজন সঙ্গী আমার দরকার। যাকে সবচেয়ে বেশি ভয় করি তাকে বিশ্বাস করতে পারি না। অনেকদিন থেকে খুঁজছি মনের মত একজন লোক। তোমাকে দেখেই মনে হয়েছে, এই সেই লোক। দুঃসাহসী বন্ধু, একমাত্র তুমিই পারো আমাকে সাহায্য করতে। তোমাকে আমি টোটালি বিশ্বাস করি।'

হেসে উড়িয়ে দিল রানা পেপিনোর এত সাধের প্রস্তাব। মুখ কালো করে সেদিন উঠে পড়ল সে। কিন্তু তাই বলে পিছু ছাড়ল না রানার।

বিরক্ত করে মারল লোকটা রানাকে। দেখা হলেই খবর দেয়, 'দু'হাজার পাউন্ড কিন্তু পানি হয়ে নর্দমায় গিয়ে মিশতে শুরু করেছে। এখনও সময় আছে...'

শেষ পর্যন্ত লোকটাকে শান্ত করার জন্যে একদিন বলল রানা, 'ঠিক আছে, যাব, কিন্তু শর্ত আছে।'

পারলে সেদিন রানার পায়ে গড়াগড়ি খায় পেপিনো। 'পরম বন্ধু, তোমার জুতো দিয়ে মালা তৈরি করে গলায় পরব, বলো কি শর্ত?'

'মদ খাওয়াটা সম্পূর্ণ ছাড়তে হবে।'

দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় শক্ত হয়ে উঠল পেপিনোর মুখ। 'কথা দিচ্ছি, একটা ফোঁটাও আর খাব না।'

'ঠিক আছে, কিভাবে কি করা হবে তা ভেবেচিন্তে পরে তোমাকে বলব আমি।'

এরপর আরও কয়েকবার অভিযানটা সম্পর্কে পেপিনোর সাথে আলোচনা করছে রানা। পেপিনো একদিন বলল, 'লার্দোর হিসেব অনুযায়ী সোনার পরিমাণ চার টন। সোনার এখন যা বাজার দর, পনেরো মিলিয়ন পাউন্ডের বেশি হবে তো কম নয়। তার ওপর, ধরো, নগদ লিরা—নোটের বান্ডিল। প্রায় এক ডজন বাক্স ভর্তি।'

'কাগুজে টাকার কথা ভুলে যাও,' বলল রানা। 'একটাও যদি বাজারে ছাড়া হয় ইটালি পুলিস সোজা এসে ঘাড়ে হাত দেবে তোমার।'

'ইটালির বাইরে পাচার করব।'

'সেক্ষেত্রে ইন্টারপোলকে সামলাতে হবে। এবং তা সম্ভব নয়।'

'ঠিক আছে,' অধৈর্য হয়ে উঠল পেপিনো। 'নোটের কথা না হয় বাদই দিলাম।

কিন্তু জুয়েলারীর দামও কম হবে না। আঙটি আর জড়োয়া, ডায়মন্ড আর এমারেল্ড।' লোভে চকচক করছে পেপিনোর চোখ দুটো। 'লার্দোর ধারণা সোনার চেয়ে বেশি দাম পাওয়া যাবে জুয়েলারী বিক্রি করে।'

'কিন্তু বিক্রি করা সহজ নয়।'

দু'দিন পর ক্লাবের বারে ঢুকে রানা দেখল পেপিনো টেবিলে বোতল আর গ্লাস নিয়ে বসে আছে।

'এরি মধ্যে ভুলে গেছ প্রতিজ্ঞার কথা?'

'মাতাল হবার জন্যে মদ খাচ্ছি না আমি, বন্ধু,' বলল পেপিনো। 'বলতে পারো, তোমার মত গুণী একজন বন্ধু পাবার আনন্দে উৎসব করছি।'

'খবরের কাগজটা পড়ো, তারপর বলো আনন্দ অনুভব করছ কিনা!'

'খবরের কাগজ?'

'হ্যাঁ,' হাতের কাগজটা বাড়িয়ে দিল রানা পেপিনোর দিকে।

কাগজটা নিল পেপিনো। মেলে ধরল চোখের সামনে।

'কোন্ খবরটা?'

'হেডিংটা দেখতে পাচ্ছ না?—''ইটালিয়ানদের কারাদণ্ড লাভ''?'

খবরটা ছোট্ট, এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলল পেপিনো। 'কি আশ্চর্য! এরা তো নির্দোষ, গুপ্তধন সম্পর্কে কিছুই জানে না!'

'তবু ক্ষমা পায়নি।'

'গড!' পেপিনো ঢোক গিলল। 'এখনও খোঁজ করা হচ্ছে ওগুলো!'

'এবং যতদিন না পায় ততদিন খোঁজ চালিয়ে যাবে,' বলল রানা। ভাবছে, ইটালি সরকার সোনা সম্পর্কে উৎকণ্ঠিত, নাকি ডকুমেন্টগুলো ফেরত পেতে চায়?

'কি ভাবছ?' দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে পেপিনোর কপালে।

'ভাববার কিছু নেই,' বলল রানা। পেপিনোকে নিরাশ করলে তার কান্না দেখতে হবে ভেবে ভয়ে ভয়ে আবার বলল, 'যাবার কথা যখন দিয়েছি তখন যাবই। তবে, এখন নয়। পরিস্থিতি এখন দগদগে ঘায়ের মত। শুকাতে সময় দেয়া দরকার। আপাতত তোলা থাক পরিকল্পনাটা। যাব ঠিকই। হয় আগামী বছর, নয়তো তার পরের বছর···কেমন?'

'আমি তোমার অপেক্ষায় থাকব,' বলল পেপিনো।

গল্পটা শেষ করতে লাঞ্চ আওয়ার পেরিয়ে গিয়েছিল সেদিন। কথা বলতে বলতে মুখের ভিতরটা শুকিয়ে গিয়েছিল রানার। রেবেকার চোখ দুটো বড় আর গোল হয়ে উঠেছিল।

'হ্যামন্ড ইনসের থ্রিলারের মত রোমাঞ্চকর কাহিনী,' বলল রেবেকা। 'সোনা কি এখনও সেখানে আছে, রানা?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'জানি না। কাগজে এ সম্পর্কে আর কোন খবর বেরোয়নি। তবে, পেপিনোর ধারণা এখনও সেই আগের অবস্থাতেই আছে।'

হঠাৎ রেবেকা বলল, 'কি ঠিক করেছ? যাবে?'

চোখ তুলে তাকাল রানা। উৎসাহ আর আগ্রহ চেপে রাখতে পারছে না

রেবেকা, বুঝতে পারল ও।

'এখনও কিছু ভাবিনি।'

'ভাববার আছেই বা কি।' অসহিষ্ণু হয়ে উঠল রেবেকা। 'আমরা যাব।'

'তুমি!' রানা স্তম্ভিত।

'নয় কেন? গুপ্তধন উদ্ধারের চেয়ে রোমাঞ্চকর আর কিছু আছে নাকি? রানা, এ সুযোগ আমি ছাড়ছি না।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'জ্যামাইকা থেকে ফিরে এসে চিন্তাভাবনা করা যাবে'খন।'

'যাব, এটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হলো—ব্যস!' রেবেকার কণ্ঠে দৃঢ় প্রত্যয় অনুভব করল রানা।

তারপর থেকে প্রতিদিন সোনা উদ্ধারের নতুন নতুন প্ল্যান তৈরি করত রেবেকা। তর্ক করে বোঝাবার চেষ্টা করত রানাকে যে ওর এই প্ল্যানটা আগেরটার চেয়ে ভাল, এভাবে এগোলে সবার চোখ এড়িয়ে নির্বিঘ্নে উদ্ধার করা সম্ভব গুপ্তধন।

কিন্তু জ্যামাইকা থেকে জরুরী কাজে রেবেকা সেই যে ইন্দোনেশিয়ায় গেল, সেখান থেকে তার আর ফেরা হলো না। রেবেকার স্বপ্ন, রানার স্বপ্ন সব গুঁড়িয়ে ধুলোয় মিশিয়ে দিল দাতাকু।

তারপর আর দেখা হয়নি পেপিনোর সাথে রানার। ভুলেই গিয়েছিল ও লোকটার কথা। লিসবনে এসেও তার কথা মনে পড়েনি। পড়তও না, যদি না ওয়েটারের হাতে চিরকুটটা পাঠাত পেপিনো।

রিস্টওয়াচ দেখল রানা। আধঘণ্টার উপর গড়িয়ে গেছে সময়। ইয়ট বেসিনের পানি এখন কালো আয়নার মত। জলযানগুলোর বিচিত্র সব আলো পড়েছে সেই আয়নায়। ঢেউ খেলানো পানিতে নানান রঙের বাহার। রেবেকার মুখটা যেন কত বিচিত্র রঙে গড়ে উঠছে, আবার ভেঙে যাচ্ছে পরবর্তী ঢেউয়ের দোলায়।

নিজের অজান্তেই বুকের ভিতর থেকে একটা উত্তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল রানা।

ইয়ট ক্লাবের বারের দিকে পা বাড়াল ও।

দুই

টেবিলের উপর দুটো কনুই রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে বসে আছে পেপিনো। রানাকে আসতে দেখে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল সে। করমর্দনের জন্যে বাড়িয়ে দিল হাতটা।

'এটা কি উচিত হলো?' রানার বাড়িয়ে দেয়া হাতটা ধরে অভিমানে গাল ফোলাল পেপিনো। 'তোমার জন্যে একবছর ধরে অপেক্ষা করছি আমি! কথা ছিল...'

'কি বললে? আমার জন্যে একবছর ধরে এই লিসবনে অপেক্ষা করছ তুমি?' অবিশ্বাস ফুটে উঠল রানার কণ্ঠস্বরে।

'আমার সম্পর্কে তোমার ধারণা কি তা আমি জানি না,' পেপিনো বসল চেয়ারে। 'কিন্তু মদ আমাকে খেলেও, কথা দিয়ে কথা রাখার জন্যে এখনও আমি জীবন দিতে পারি। তুমি ক'দিন পর ফিরে আসবে, এই কথা ছিল না? এসে যদি আমাকে না পাও তাহলে আমার সম্পর্কে আস্থা হারাবে তুমি, এই ভেবে সেই থেকে পড়ে আছি এখানে।'

'নিশ্চয়ই সেই দু'হাজার পাউন্ড পানি হয়ে নেমে গেছে নর্দমায়?' চেয়ারে বসল রানা। লক্ষ্য করল পেপিনোর মলিন পোশাক।

'গেছে। কিন্তু সেজন্যে আমাকে দোষ দিতে পারো না তুমি। পারো?'

'আমি দুঃখিত, পেপিনো,' বলল রানা। 'আসলে তোমার কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম...'

'সেটা স্বাভাবিক,' রানাকে অবাক করে দিয়ে সহানুভূতির সুরে বলল পেপিনো। 'আসলে, অভিযোগ করাটা বোকামি হয়ে গেছে আমার। আমার মত স্বপ্নচারী বেকার লোক তো আর নও...'

'আর সব খবর কি বলো।'

'গত হপ্তায় দেখলাম ওকে,' বলল পেপিনো। 'যাকে সবচেয়ে ভয় করি।'

'কে?' ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। 'কার কথা বলছ?' পরমুহূর্তে বুঝতে পারল কার কথা বলতে চাইছে পেপিনো। 'ওহ, তুমি লার্দোর কথা বলছ?'

'হ্যাঁ, আমি লার্দো ডি'কুঁজের কথা বলছি, রানা।'

'কোথায়? এই লিসবনে?'

'হ্যাঁ। ইটালি থেকে এখানে এসেছিল। সম্ভবত আবার সে ফিরে গেছে কেপ টাউনে।'

'সাথে সোনা-টোনা দেখলে কিছু?' হাসছে রানা।

'ও বলল, সব আগের মতই আছে,' হঠাৎ খপ্ করে রানার একটা হাত চেপে ধরল পেপিনো। 'সোনাটা ওখানে আছে, কেউ পায়নি এখনও। ঠিক যেমন রেখে এসেছি সেই টানেলে,—পুরো চার টন। আর রয়েছে জুয়েলারী।' ব্যাকুল হয়ে উঠেছে চেহারাটা, চিকচিক করছে কপালে ঘাম। 'রানা! বন্ধু! তুমি শুধু একবার হ্যাঁ বলো...'

'অধৈর্য হয়ো না,' বলল রানা। 'অনেক দিক ভেবে দেখতে হবে। তার আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। লার্দো কোন ব্যবস্থা নেয়নি কেন? সে কেন উদ্ধার করার চেষ্টা করছে না? তোমরা দু'জন কেন উদ্যোগ নিতে পারছ না?'

'ও আমাকে পছন্দ করে না,' ঢোক গিলে বলল পেপিনো। 'আমার সাথে কথা পর্যন্ত বলতে যেন রুচি হয় না ওর। ওকে আমি যমের মত ভয় করি, রানা।' রানার প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে নিল সে। রানা সেটা ধরিয়ে দিল সকৌতুকে। 'উদ্ধার করাটা অত সহজ নয়। তাছাড়া, সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো ইটালি থেকে ওগুলো বের করে আনা। লার্দো ডি'কুঁজের মত বীরপুরুষও কোন উপায় বের করতে পারেনি।' কেঁপে কেঁপে হাসতে শুরু করল পেপিনো। ক্রমশ

বিদঘুটে হয়ে উঠল তার হাসিটা। থামবার কোন লক্ষণই নেই। 'লার্দো, যার বুদ্ধি কম করেও তেরো হাজার কোটি মাইল লম্বা, সে কিনা একটা গর্তে সোনাটা রেখেছে কিন্তু তারপর তা আর বের করার কোন উপায় বের করতে পারছে না!' হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত অসুস্থ দেখাচ্ছে পেপিনোকে। হাসিটা উচ্চকিত হয়ে উঠেছে।

লোকজন ঘাড় ফিরিয়ে তাকাচ্ছে ওদের দিকে। একটা হাত ধরল রানা পেপিনোর। 'শান্ত হও।'

বিষম খেয়ে হঠাৎ থামল পেপিনো। 'দোস্ত, আমি ঠিক আছি। আমাকে একটা ড্রিঙ্ক কিনে দাও, প্লীজ। মানিব্যাগটা বাড়িতে ফেলে এসেছি।'

ওয়েটারকে ইঙ্গিত করল রানা। 'আচ্ছা, লার্দো যদি প্রস্তাব দেয়, যাবে তুমি ওর সাথে?'

'মানে?'

'ধরো, লার্দো তোমার সাহায্য চাইল?'

'ভেবে দেখতে হবে আমাকে।'

'নাকি ভয়ে যাবে না?'

'ভয়? কেন তাকে আমি ভয় পাব? আমি কাউকে ভয় করি না। ভয়ের কথা আমি বলি বটে…'

'কিন্তু লার্দো যা তাতে ভয় করাই তো উচিত তাকে। তোমার কথা অনুযায়ী, চারজন লোককে খুন করেছে সে।'

'ওহ্, সেই কথা! সে তো অনেক দিন আগের কথা। আর ও-ই খুন করেছে একথা স্পষ্টভাবে একবারও বলিনি কিন্তু আমি।'

'স্পষ্ট করে বলোনি, তা ঠিক।'

'সে যাক। লার্দো আমার সাহায্য চাইবে না, সুতরাং এ প্রসঙ্গে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।'

'চাইবে,' বলল রানা।

ঝট্ করে তাকাল পেপিনো। 'কেন চাইবে?'

'চাইবে, তার কারণ,' শান্তভাবে বলল রানা, 'একমাত্র আমিই এমন একটা উপায়ের কথা জানি যার সাহায্যে সোনাটা উদ্ধার করে অনায়াসে ইটালির বাইরে যে-কোন জায়গায় নিয়ে আসা সম্ভব, পুরো নিরাপত্তার শতকরা একশো ভাগ গ্যারান্টি সহ।'

চোখ কপালে তুলল পেপিনো। 'কিভাবে!'

'তা বলছি না,' মুচকি হেসে বলল রানা। 'তুমিও তো আমাকে বলোনি সোনাটা ঠিক কোথায় লুকানো আছে।'

দ্রুত কি যেন ভাবল পেপিনো। তারপর বলল, 'বেশ তো, তবে তাই হোক। আমি তোমাকে জায়গাটা দেখাব, তুমি সোনাটা উদ্ধার করে আনবে—যা আছে আধাআধি বখরা করে নেব দু'জন। এরমধ্যে লার্দো আসছে কেন?'

'কাজটায় দু'জনের বেশি লোক লাগবে,' বলল রানা। 'তাছাড়া, একটা ভাগ তারও প্রাপ্য। গত চৌত্রিশ বছর ধরে সোনাটা পাহারা দিচ্ছে লোকটা। ওর চোখ ফাঁকি দেয়া সম্ভবই নয়।'

'ঠিক আছে, নিতেই যদি হয় আপত্তি করব না আমি,' বলল পেপিনো। 'কিন্তু সত্যিই কি কোন উপায় আছে? ঠিক জানো?'

রেবেকার কথা ভাবছে রানা। তার বড় সাধ ছিল মুসোলিনীর গুপ্তধন উদ্ধার করার অভিযানে যাবে সে রানার সাথে। এইমাত্র যে প্ল্যানের কথা উচ্চারণ করল, সেটা রেবেকা আর ও—দুজনে ভেবে বের করেছিল সেই কবে।

রানা এজেন্সির কথাও ভাবছে রানা। প্রচুর টাকা ছাড়া প্রতিষ্ঠানটাকে মনের মত করে গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'কিছু যদি মনে না করো, এখুনি আমি অভিযানের প্রস্তুতি নিতে চাই।'

বুঝল না পেপিনো রানার কথা। অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল। 'মানে? কোথায় যাচ্ছ হঠাৎ করে?'

'ট্রাভেল এজেন্টকে ফোন করতে,' মনস্থির করে ফেলেছে রানা। 'আগামীকালের ফ্লাইটে কেপ টাউনের একটা টিকেট কাটতে চাই। লার্দো ডি কুঁজের সাথে দেখা করতে চাই আমি।'

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল পেপিনো। ভয়ে না আনন্দে বোঝা গেল না ঠিক। দু'হাতে মুখ ঢাকল সে।

তিন

দক্ষিণ আফ্রিকা। কেপ টাউন এয়ারপোর্টে নামল রানা বিকেল চারটেয়। সাড়ে চারটের সময় হোটেল থেকে সেন্ট্রাল স্মেলটিং প্ল্যান্ট-এ ফোন করল ও। খানিকক্ষণ বিরতির পর পেপিনো সবচেয়ে যাকে বেশি ভয় করে সেই লোকটা লাইনে এল। 'লার্দো,' সংক্ষেপে বলল সে।

সরাসরি প্রসঙ্গটা পাড়ল রানা। 'আমার নাম মাসুদ রানা,' বলল ও। 'লিসবনের মি. পেপিনোর কাছে একটা গল্প শুনলাম, তুমি নাকি ইটালি থেকে একটা কার্গো আনার ব্যাপারে মুশকিলে পড়েছ। এক্সপোর্ট ইমপোর্টের ব্যবসায়ে আছি আমি। ভাবলাম তোমাকে হয়তো সাহায্য করতে পারব।'

গভীর একটা নিস্তব্ধতা পিন ফুটাচ্ছে রানার কানের পর্দায়।

আবার বলল ও, 'আমার প্রতিষ্ঠান এ ধরনের কাজের জন্যে সম্পূর্ণ উপযুক্ত। প্রয়োজনীয় সমস্ত সরঞ্জাম আছে আমাদের। জানা আছে সব রকম কৌশল।'

আশ্চর্য গভীর একটা কূপের মধ্যে ঢিল ফেলে যেন শব্দের জন্যে উৎকর্ণ হয়ে থাকা।

নিস্তব্ধতা রানাকেই ভাঙতে হলো আবার। 'রিজেন্ট হোটেলে উঠেছি আমি। রাত আটটায় আমাকে পাওয়া যাবে। আমি জানি তুমি ওই সময় আসবে। একসাথে ডিনার খাব আমরা, কেমন? হোটেলটা ব্রিজ রোডের...'

'কোথায় তা আমি জানি,' বলল লার্দো। গম্ভীর, ভরাট কণ্ঠস্বর।

‘গুড,’ বলল রানা। ‘আমি অপেক্ষা করব।’ রিসিভারটা দ্রুত নামিয়ে রাখল ও।

লার্দোর মন টইটুম্বুর হয়ে উঠেছে উৎকণ্ঠা আর সন্দেহে, ভাবল রানা। লক্ষণটা ভাল। আসতে তাকে হবেই।

কিন্তু আটটা বাজতেও এল না লার্দো। হিসেবে ভুল হয়ে গেল নাকি? স্যুইট ছেড়ে নিচের রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসবার কথা ভাবল রানা। এমন সময় নক হলো দরজায়।

‘কাম ইন,’ সোফা ছেড়ে উঠল রানা।

ধীরে ধীরে খুলল দরজাটা। রানা দেখল, গোটা দরজা জুড়ে বিশাল এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। প্রকাণ্ড পুরুষ, বলেছিল পেপিনো। কিন্তু তার বর্ণনার মধ্যে খুঁত ছিল। প্রকাণ্ড বললে কম বলা হয় লার্দো ডি'কুঁজেকে। পাহাড়ের একটা সংস্করণ বললেও সবটা বলা হয় না। পাথরের মত একটা কাঠিন্য ফুটে বেরুচ্ছে লোকটার শরীর থেকে। বুকটা শরীরের তুলনায় বড়, ঠিক যেন একটা দেয়াল। এক ছটাক অতিরিক্ত মেদ নেই শরীরের কোথাও। চোখ দুটোর জমি ধবধবে সাদা, মাঝখানে নীল দুটো মণি, রানার চোখের উপর স্থির হয়ে আছে।

ভাবলেশহীন চেহারা মুখের। রানা বুঝতে পারল, উদ্বেগ আর সন্দেহ লুকিয়ে রাখার জন্যে চেষ্টার কোন ত্রুটি করছে না লোকটা। ধীর পায়ে ভিতরে ঢুকল। পিছনে হাত ঘুরিয়ে বন্ধ করল দরজাটা। তারপর এগিয়ে আসতে শুরু করল রানার দিকে।

মেঝেতে একটা কম্পন অনুভব করল রানা।

‘ডিনারটা প্রত্যাখ্যান করছি। কেননা খেয়েই বেরিয়েছি আমি,’ বলল লার্দো।

‘ঠিক আছে, বসো,’ সামনের সোফাটা দেখিয়ে বলল রানা। দু'জনের কেউই করমর্দনের জন্যে হাত বাড়াল না। ‘ড্রিঙ্ক চলবে তো?’

‘স্কচ,’ রানার চোখে চোখ রেখে সোফায় বসল লার্দো। ধন্যবাদটুকুও দিল না।

সোফা ছেড়ে উঠে বসল রানা। কোনার মিনি বার থেকে দু'গ্লাস হুইস্কি নিয়ে ফিরে এল আবার। একটা গ্লাস লার্দোর হাতে দিয়ে সোফায় বসল।

দু'জনেই চোখের উপর চোখ রেখে যার যার গ্লাসে চুমুক দিল। তেপয় থেকে সিগারেটের প্যাকেট তুলে বাড়িয়ে ধরল রানা।

‘আমি চুরুট পছন্দ করি,’ গমগম করে উঠল লার্দোর কণ্ঠস্বর। সোফায় পিঠ ঠেকিয়ে পা দুটো লম্বা করে দিল সে। কোটের সাইড পকেট থেকে চুরুটের বাক্সটা বের করল।

সিগারেটে, তারপর লার্দোর চুরুটে আগুন ধরিয়ে দিল রানা। ‘কথাটা সরাসরিই বলি, কেমন?’ উত্তরের জন্যে অপেক্ষায় না থেকে বলতে শুরু করল রানা, ‘বছর তিনেক আগে ওই সোনার গল্পটা আমাকে শুনিয়েছিল পেপিনো। নানা কারণে ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামানো হয়ে ওঠেনি। এতদিন পর আবার ওর সাথে দেখা হয়েছে আমার। ওর কাছ থেকে জানলাম,’ রানা লার্দোর বুকের দিকে তর্জনী তুলল, ‘তুমি নাকি সোনাটার ওপর একটা চোখ রেখেছ। পরিস্থিতি বোঝার জন্যে মাঝে মধ্যেই ইটালিতে যাও তুমি। কিন্তু জিনিসটা উদ্ধার করে ওখান থেকে সরিয়ে

আনার কোন উপায় আজ পর্যন্ত বের করতে পারোনি।'

মুখের ভাব এতটুকু বদলাল না লার্দো। 'কবে দেখা হয়েছে তোমার সাথে পেপিনোর।'

'গতকাল—লিসবনে।'

বাঁকা একটা হাসি ফুটল লার্দোর ঠোঁটে। 'পাঁড় মাতাল পেপিনোর কাছ থেকে একটা গাঁজাখুরি গল্প শুনেই তুমি কয়েক হাজার মাইল ছুটে চলে এলে আমার সাথে দেখা করার জন্যে? পেপিনোর গল্প তোমার কাছে বিশ্বাস্য মনে হলো?'

'গল্পটা গাঁজাখুরি নয়—আমি তা প্রমাণ করতে পারি,' মুচকি হাসল রানা।

চেয়ে থাকল লার্দো। গাম্ভীর্যের একটা ছায়া পড়ছে মুখের চেহারায়।

'কি করছ তুমি এই কামরায়? গল্পটা যদি সত্যি না হত, আমাকে পাগল মনে করে টেলিফোনটা ছেড়ে দিলেই তো পারতে। আসার কি দরকার ছিল? এ থেকেই প্রমাণ হয় না যে গল্পটার মধ্যে সত্যতা আছে?'

দ্রুত খাপ খাইয়ে নিল নিজেকে লার্দো বাস্তব পরিস্থিতির সাথে। 'ঠিক আছে,' বলল সে। 'তোমার প্রস্তাবটা শোনা যাক।'

'এখনও তুমি ইটালি থেকে চারটন সোনা বের করে আনার কোন উপায় বের করতে পারোনি—ঠিক?'

'এসব প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্যে আমি তৈরি নই।'

হাসল রানা। 'ধরা যাক, কোন বুদ্ধি বের করতে পারোনি তুমি।'

'না হয় তাই। তোমার বক্তব্যটা কি?'

'আমার একটা উপায় জানা আছে। ফুলপ্রুফ, সাফল্য অবধারিত।'

হাতের গ্লাসটা তেপয়ে নামিয়ে রাখল লার্দো। সিগারেটটা মুখের কাছে তুলল, কিন্তু ঠোঁটে ঠেকাল না। 'কি সেটা?'

'এখুনি জানতে চাও?' হাসছে রানা।

রসিকতাটা ধরতে পেরে আরও গম্ভীর হয়ে গেল লার্দো। 'সোনাটা কোথায় আছে সে কথা নিশ্চয়ই পেপিনো তোমাকে বলেনি?'

'তা বলেনি,' স্বীকার করল রানা। 'কিন্তু আমি জানতেও চাইনি। চেপে ধরলে না বলে পারত না। পেপিনো কি ধরনের লোক তা তো তুমি ভালই জানো।'

'জঘন্য একটা চরিত্র,' বলল লার্দো। 'মাতাল, অপদার্থ। সে যাক। কিন্তু তোমার কি স্বার্থ?'

'সমান ভাগ দাবি করি আমি,' বলল রানা।

'তুমি কে? তুমি তো বাইরের লোক। তোমাকে ভাগ দেব কেন আমরা?'

'ঠিক আছে, দিয়ো না,' বলল রানা। হাসছে। 'আমি তবে সরে যাই, তোমরা আরও ত্রিশ বছর অপেক্ষা করে দেখো সোনাটা আপনাআপনি তোমাদের কাছে হেঁটে চলে আসে কিনা।'

ভুরু কুঁচকে কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল লার্দো। 'বুঝলাম। কিন্তু ওগুলো উদ্ধার করতে গেলে প্রচুর খরচ আছে। অত টাকা...'

'সব খরচ আমার। সেটা শোধ করার পর সমান তিন ভাগে ভাগ করা হবে গুপ্তধন।'

'তার মানে পেপিনো আমাদের সাথে যাচ্ছে?'
'হ্যাঁ।'
'তাহলে উঠি,' মস্ত পা দুটো টেনে নিয়ে সত্যি সত্যি উঠে দাঁড়াল লার্দো। 'এর মধ্যে আমি নেই।' দরজার দিকে দু'পা এগোল সে, তারপর থামল। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'তোমার উপায়টা ফুলপ্রুফ কিনা জানি না। কিন্তু এটুকু জানি, পেপিনো সাথে গেলে ইটালির জেলখানায় ঘানি টানতে হবে আমাদের সবাইকে।'
'পেপিনো যাবে,' বলল রানা।
'কেন?' ঝাঁঝ বেরিয়ে পড়ল লার্দোর গলা থেকে। 'পেপিনোকে আমাদের দরকারটা কি?' রানা কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে হাত তুলে চুপ করিয়ে দিল ওকে। 'তুমি ভেব না পেপিনোকে আমি ঠকাতে চাইছি। ওর ভাগ ও নিক, ওকে সাথে নেয়ার কি দরকার?'
হ্যারিস, পার্ক, ফার্নান্দো এবং তারমোলির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে রানার। পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল লার্দোকে। বলল, 'বসো। পেপিনোকে সহ্য করতে পারো না দেখছি।'
ফিরে এসে ধীরে ধীরে বলল লার্দো। কপালের বাঁ পাশের একটা দাগের উপর আঙুল বুলাচ্ছে। 'ওর ওপর ভরসা করা যায় না,' বলল। 'যুদ্ধের সময় কয়েকবারই প্রায় খুন করে ফেলেছিল ও আমাকে। দায়িত্বজ্ঞান নেই।'
'পেপিনো যাবে,' বলল রানা। 'তিনজনের পক্ষে অভিযানটাকে সফল করা সম্ভব কিনা এখনও তা আমি বলতে পারছি না। কিন্তু দু'জনের পক্ষে অসম্ভব। পেপিনোকে বাদ দিলে অন্য একজনকে নিতে হবে। তাতে রাজি?'
'তোমার কোন লোক?' ঠোঁট বাঁকা করে হাসল লার্দো। 'ভুলে যাও। ঠিক আছে—কিন্তু পেপিনো যেন তার মুখে তালা মেরে রাখে। যাতে মদ ছুঁতে না পারে তা দেখার দায়িত্ব তোমাকে নিতে হবে। ওর কোন ব্যাপারে আমি মাথা ঘামাতে চাই না।' চুরুটে ঘন ঘন টান দিয়ে ধোঁয়ার একটা মেঘ তৈরি করল মুখের সামনে। 'বেশ, এবার ব্যাখ্যা করো তোমার উপায়টা। যদি যুক্তিসঙ্গত হয়, আছি আমি তোমার সাথে। তা না হলে নেই। যদি মনে করো তুমি আর পেপিনো আমাকে ফাঁকি দেবে, ভুল করবে। ইটালির ওই সোনার কাছে যাবার পথে আমাকে টপকাতে হবে তোমাদের। যে আমার সাথে বেঈমানী করবে, দুই ঠ্যাঙ ধরে টেনে ছিঁড়ে ফেলব।'
ওকে বা পেপিনোকে একবিন্দু বিশ্বাস করা যায় না, ভাবছে রানা, কিন্তু দু'জনের মধ্যে পার্থক্যটা স্পষ্ট—পেপিনোর পক্ষে পিছন থেকে ছুরি মারা সম্ভব, কিন্তু গুলি করলেও লার্দো অন্তত তা সামনে থেকে করবে।
'এবার তোমার প্ল্যানটা শোনা যাক,' রানাকে চুপ করে থাকতে দেখে বলল লার্দো।
'বললে কাজ হবে না। দেখতে হবে নিজের চোখে। লিসবনে যেতে হবে তোমাকে। কিন্তু তার আগে আমার পরিচয় জানা দরকার তোমার।' ব্রীফকেস থেকে পাসপোর্ট এবং কিছু কাগজপত্র বের করে দিল রানা লার্দোকে।
খানিকপর মুখ তুলে তাকাল লার্দো। 'ঠিক আছে, তোমার কথাতেই নাচব

আমি। লম্বা একটা ছুটি পাওনা আছে আমার। আগামীকালই দরখাস্ত লিখব। ধরো, তিনদিন পর আমি লিসবনে দেখা করব তোমার সাথে।'

'প্লেন ভাড়াটা আমিই দেব তোমার।'

'দরকার নেই। কম হলেও কিছু টাকা আছে আমার।'

'ঠিক আছে, শেষ পর্যন্ত কোন কারণে যদি পরিকল্পনাটা বাতিল করতে হয়, প্লেনের ভাড়া নিয়ো আমার কাছ থেকে। আমার পাগলামির জন্যে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হোক তা আমি চাই না।'

রানাকে খুঁটিয়ে দেখল লার্দো। 'সোনা না হয় উদ্ধার হলো। তারপর? ওগুলো নিয়ে কি করছি আমরা? ভেবেছ কিছু?'

'ভেবেছি বৈ কি,' বলল রানা। 'সোনা বেচাকেনার জন্যে তাঞ্জিয়ার সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। ওটা একটা শুল্কমুক্ত, খোলা বন্দর। সোনার কারবার ওখানে বেআইনী নয়। পুলিস মাথাই ঘামায় না।'

দৃষ্টিতে শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠল লার্দোর।

'কিন্তু একটা গিট আছে ব্যাপারটার মধ্যে,' বলল রানা। কিছুদিনের মধ্যেই তাঞ্জিয়ার তার আমদানী-রফতানী নীতি আমূল বদলাচ্ছে। তখন ওটা আর ফ্রী-পোর্ট থাকছে না। সোনা বেচাকেনার ব্যবসা একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে।'

'কিছুদিনের মধ্যে মানে?'

'১৯ এপ্রিল থেকে। ঠিক তিনমাস সময় আছে হাতে। চিন্তার কিছু নেই, তিন মাস প্রচুর সময়।'

'সোনাটা যে আইনসঙ্গত ভাবে বিক্রি করা সম্ভব একথা কখনও ভাবিনি। তোমার সাথে আলাপে অন্তত এইটুকু লাভ হলো আমার।'

'শুধু এইটুকুই নয়, আরও অনেক লাভ হবে। তবে সেটা নির্ভর করবে তোমার নিজেরই ওপর। বিপথে একটা পা ফেললে ভেঙে যাবে আমাদের এই চুক্তি। তুমিও পাবে না কিছু, আমিও না।'

নিষ্পলক ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে রানার চোখের দিকে চেয়ে রইল লার্দো কয়েক সেকেন্ড। সামান্য এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটের কোণে।

এয়ারপোর্ট থেকে লার্দোকে গাড়িতে তুলে নিয়ে সোজা বোটইয়ার্ডে চলে এল রানা। ওখানে আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল পেপিনো।

লার্দো আসছে, এ খবর শোনার পর থেকে তিনদিন মৌনব্রত পালন করেছে পেপিনো। হঠাৎ তার বকবকানি থেমে যাওয়ায় রানা অবশ্য অবাক হয়নি। লার্দো সম্পর্কে ইতিমধ্যে সে যা বলছে তার যদি শতকরা পঁচিশ ভাগও সত্যি হয়, তাহলে ভয়ে চুপসে যাবারই কথা তার।

কোন বোটইয়ার্ডে এই প্রথম পা রাখল লার্দো। জায়গাটার ব্যাপ্তি আর কর্মকাণ্ডের ব্যাপকতা দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল সে। 'এটা তোমার? এত বোট, এই সব মেশিন, এত লোকজন—তুমিই মালিক?'

'অর্জন করিনি,' বলল রানা। 'দান হিসেবে পেয়েছি।'

'দাতা—কে সে! তাঁর ঠিকানাটা যদি দিতে⋯'

রানার মুখ কঠিন হয়ে উঠছে দেখে নিজেকে দ্রুত সামলে নিল লার্দো। বলল, 'দুঃখিত, রানা। আমি আসলে রসিকতা করছিলাম।'

'আর কখনও কোরো না। অন্তত এ বিষয়ে নয়।' গম্ভীর রানা।

মেরামত কারখানার মাঝখানে গিয়ে থামল ওরা। একটা বোট ওভারহলের অপেক্ষায় রয়েছে, সেটাকে দেখিয়ে বলল রানা, 'এটা একটা সেইলিং ইয়ট। ফিফটিন টনার। ওটা কতটা ডুবে আছে বলে মনে করো পানির নিচে?'

ইয়টের গায়ে চোখ বুলিয়ে নিয়ে মুখ তুলে লম্বা মাস্তুলটা দেখল লার্দো। 'ভারসাম্যের জন্যে বেশ অনেকটা থাকার কথা পানির নিচে। কতটা তা সঠিক আমি অনুমান করতে পারছি না। আসলে বোট সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা নেই আমার।'

'চালু অবস্থায় ছয় ফিট ডুবে থাকে ওটা,' বলল রানা। 'এখন অবশ্য অনেক যন্ত্রপাতি নামিয়ে ফেলা হয়েছে বলে আরও কম ডুবে আছে।'

'এত কম? মাত্র ছয় ফিট? পালে জোরাল বাতাস লাগলে কি হয়? উল্টে যায় না?'

'এ ধরনের একটা মাত্র বোট তৈরি করেছি আমরা,' বলল রানা। 'সেটাও একটা ফিফটিন টনার। এসো, দেখাই।'

মেরামত কারখানার যে শেডের ভিতর ওর ব্যক্তিগত ইয়ট সানফ্লাওয়ার তৈরি হচ্ছে সেখানে ওদেরকে নিয়ে গেল রানা। ইয়টটা প্রায় তৈরি হয়ে গেছে। কাজ বলতে বাকি আছে শুধু গ্লাস ফাইবারের বহিরাবরণ লাগানো আর ভিতরের সাজসজ্জা।

সানফ্লাওয়ারকে অবাক হয়ে দেখছে লার্দো। 'পানির ওপর কি বিরাট দেখায়, না?'

'চলো, ভিতরে যাওয়া যাক,' বলল রানা।

সানফ্লাওয়ারের ভিতরে প্রশস্ত জায়গা আর আরাম আয়েশের ব্যাপক আয়োজন দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল লার্দো। 'বেশ ক'জন লোক থাকতে পারবে আরামে।'

'থাকবও তাই,' বলল রানা। 'আমি, তুমি, পেপিনো। এই ইয়টে করেই ইটালি থেকে চার টন সোনা নিয়ে আসব আমরা।'

অবাক হয়ে গেল লার্দো। পরমুহূর্তে অবিশ্বাস ফুটে উঠল তার চেহারায়। 'ঠাট্টা করছ?'

'বসো,' বলল রানা। 'সেইলিং বোট সম্পর্কে তোমরা জানো না এমন কিছু কথা তোমাদেরকে বলতে চাই। এই বোট পানিতে ভাসালে দশ টন পানির জায়গা দখল করে, এবং...'

বাধা দিল পেনিনো। 'খানিক আগে তুমি বললে এটা পনেরো টন ওজন নিতে পারে। এখন আবার বলছ...'

'ওটা ইয়ট মেজার। ওর পানি সরাবার হিসেব আলাদা।'

পেপিনোর দিকে চোখ গরম করে তাকাল লার্দো। 'যে ব্যাপারে কিছুই বোঝো না সে ব্যাপারে নাক গলাতে যাও কেন?' রানার দিকে ফিরল সে। 'বোটের ওজন

দশ টন, বেশ ভাল কথা, তার সাথে তুমি যদি আরও চার টন যোগ করো—কি দাঁড়াবে অবস্থা? প্রায় ডুবু ডুবু হয়ে উঠবে না? তাছাড়া, চার টন রাখার জায়গাই বা কোথায়? খোলামেলা জায়গায় রাখার তো প্রশ্নই ওঠে না। পুলিস…'

'সব কথা শোনো আগে,' শান্তভাবে বলল রানা। 'যে কোন সেইলিং বোটের মোট ওজনের মধ্যে চল্লিশ ভাগ থাকে ব্যালাস্ট অর্থাৎ ভারসাম্য রক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। ব্যালাস্ট থাকায় লাভ হয় এই যে মাস্তুলে বাতাসের প্রচণ্ড চাপ পড়লেও কোনদিকে কাত হয়ে বোট উল্টে যাবার আশঙ্কা থাকে না।' কেবিনের মেঝেতে জুতোর আগা দিয়ে খোঁচা মারল রানা। 'এই বোটের তলায় সীসার একটা মস্ত বড় টুকরো ঝুলছে—যেটার ওজন কাঁটায় কাঁটায় চার টন। চলো, সেটাও দেখে নাও।'

বাইরে বেরিয়ে ওদেরকে সীসার তৈরি ব্যালাস্ট কীলটা দেখাল রানা।

হাঁটু মুড়ে বসে কীলটা দেখছে লার্দো। বিড় বিড় করছে আপন মনে। 'বুঝেছি! বুঝেছি! সোনাটা পানির নিচে লুকানো থাকবে—বোটের একটা অঙ্গ হিসেবে।' হাসতে শুরু করল সে। উঠে দাঁড়াল। রহস্যটা বুঝতে পেরে তার সাথে হাসিতে যোগ দিল পেপিনো। তারপর রানা। শেডের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলল তিনজনের সম্মিলিত অট্টহাসি।

আচমকা শান্ত হলো লার্দো। 'ঠিক কতটা উত্তাপে গলে সীসা?'

কি ভাবছে লার্দো বুঝতে পারছে রানা। বলল, 'পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে। ছোটখাট একটা ঢালাই কারখানা আছে আমাদের, সেখানেই সীসা গলিয়ে কীল তৈরি করি।'

'বুঝলাম,' বলল লার্দো। 'সীসা তুমি একটা কিচেন স্টোভেও গলাতে পারো। কিন্তু সোনা? এক হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের ওপর উত্তাপ পেলে তবেই গলে সোনা। স্টোভ দিয়ে ও কাজ সম্ভব নয়। আমি জানি, কারণ, সোনা গলানোই আমার পেশা। আমাদের প্ল্যান্টে প্রকাণ্ড আকারের সব চুল্লী আছে।'

একটা সিগারেট ধরাল রানা। বলল, 'এ ব্যাপারে কি করতে হবে তাও আমি ভেবে রেখেছি। ওয়ার্কশপে চলো, এমন একটা জিনিস দেখাব, যা জীবনে কখনও দেখনি কেউ তোমরা।'

ওদেরকে নিয়ে ওয়ার্কশপে ঢুকল রানা। একটা স্টীলের দেয়াল আলমারি খুলে বেটপ আকৃতির ছোট একটা যন্ত্র বের করে বেঞ্চের উপর রাখল। বাঁকা চোখে সেটার দিকে তাকাল লার্দো।

ধাতব পদার্থ দিয়ে তৈরি একটা বাক্সের মত দেখতে যন্ত্রটা। আঠারো ইঞ্চি লম্বা, পনেরো ইঞ্চি চওড়া, নয় ইঞ্চি উঁচু। মাথার উপর অ্যাসবেসটসের আচ্ছাদন আর একজোড়া লোহার তৈরি ক্ল্যাম্প।

'ইন্সট্যান্ট কফির কথা তোমরা জানো। তাই না?' বলল রানা। 'সেই রকম এটা হলো ইন্সট্যান্ট হিট। চলে সাধারণ ইলেকট্রিসিটিতেই।' একটা ড্রয়ার থেকে একটুকরো কালো রঙের কাপড় বের করল রানা। চার ইঞ্চি লম্বা, তিন ইঞ্চি চওড়া। খাঁটি গ্র্যাফাইটকে সূতোয় রূপান্তরিত করে তা বোনা হয়েছে কাপড়টা তৈরির জন্যে। পদ্ধতিটা একজন আমেরিকান প্রতিভার আবিষ্কার। যন্ত্রের মাথার

হাতলটা তুলল রানা, কাপড়টা রাখল জায়গা মত, তারপর ক্ল্যাম্প দুটো এঁটে দিল শক্ত ভাবে। ড্রয়ার থেকে ইস্পাতের একটা টুকরো বের করে লার্দোর হাতে ধরিয়ে দিল সেটা ও।

'কি?'

'সাধারণ এক টুকরো মাইল্ড স্টীল,' বলল রানা। 'এটা যদি গলে তাহলে সোনাও গলবে এই যন্ত্রে—ঠিক?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সমর্থন করল লার্দো, কিন্তু সন্দেহের ছায়া লেপ্টেই থাকল তার সারা মুখে।

ইস্পাতের পাতটা নিয়ে গ্রাফাইট ম্যাটে রাখল রানা। তারপর ওদের দু'জনকে দুটো ওয়েল্ডারস গগলস ধরিয়ে দিল। 'চোখ ধাঁধিয়ে যাবে। এটা বরং পরে নাও।'

গগলস পরা হতে সুইচ অন করে যন্ত্রটা চালু করল রানা। চোখের পলকে গ্রাফাইট ম্যাটটা প্রচণ্ড উত্তাপে অত্যুজ্জ্বল সাদা হয়ে গেল, তার উপর ইস্পাতের পাতটা জ্বলজ্বলে লাল, তারপর হলুদ, এবং সবশেষে সাদা হয়ে গেল। মাত্র পনেরো সেকেন্ডের মধ্যে মোমের মত গলে গড়াতে শুরু করল ইস্পাত। বোতাম টিপে যন্ত্রটা বন্ধ করল রানা। গগলস নামাল চোখ থেকে।

'মাই গড!'

মৃদু হাসল রানা। 'প্রতিবার আমরা দু'পাউন্ড করে সোনা গলাতে পারব, তার বেশি নয়। তিনটে যন্ত্র আর অসংখ্য স্পেয়ার ম্যাটের সাহায্যে দ্রুত কাজটা শেষ করতে পারব আশা করি।'

'কিন্তু দু'পাউন্ড করে সোনা গলিয়ে তা দিয়ে কীলটা তৈরি করতে গেলে নিজের ভারেই ওটা ফেটে যাবার ভয় থাকবে।'

'হ্যাঁ, থাকবে,' বলল রানা। 'কিন্তু যাতে না ফাটে তার জন্যে আমি একটা উপায় ভেবে রেখেছি। কীলের ভিতর যদি তারের জাল থাকে, কেমন হবে সেটা?'

'মাই গড!' লার্দোর প্রকাণ্ড শরীরটা টান টান হয়ে উঠল। 'তুমি দেখছি বিস্তর ঘিলু খরচ করেছ এসব ব্যাপারে!' পেপিনোর দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল একবার, তারপর আড়চোখে তাকাল রানার দিকে। আরও কত কি ভেবে রেখেছে রানা, অনুমান করার চেষ্টা করছে। 'ঠিক আছে, আমাকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছ তুমি,' বলল লার্দো। 'তোমার প্রস্তাবে আমি রাজি।'

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা।

হোটেল হিলটনে রানার স্যুইট। টিভিতে ষাঁড়ের লড়াই চলছে। সাউন্ড অফ করে দিয়েছে রানা। সিঙ্গেল একটা সোফার পিঠে হেলান দিয়ে বসে আছে ও। সামনে তেপয়। তাতে কয়েক রকম হুইস্কির ছোটবড় ছিপি আঁটা বোতল। লম্বা একটা সোফায় একা বসে আছে পেপিনো। শিরদাঁড়া খাড়া, সোফার কিনারায় সরে এসেছে নিজেরই অজান্তে। চোখ দুটো মুহূর্তের জন্যে সামনের তেপয় থেকে সরাতে পারছে না।

সিঙ্গেল একটা সোফায় বসে আছে লার্দো ডি'কুঁজে। সোফার পায়াগুলো

ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না, পুরোটা ঢাকা পড়ে গেছে ওর বিশাল শরীরের আড়ালে। 'কবে রওনা হচ্ছি তাহলে আমরা?'

'আটলান্টিক থেকে ভূমধ্যসাগরে পড়ব আমরা, মাঝখানে তাঞ্জিয়ারে ফেলব প্রথম নোঙর,' অনেকটা আপন মনে বলল রানা। 'এখান থেকে তাঞ্জিয়ারে পৌঁছুতে সাধারণত যে সময় লাগে তার চেয়ে একটু বেশি সময় নেব আমরা।'

'কেন?' বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করল লার্দো।

'যত দ্রুত সম্ভব ইয়ট চালানো শিখতে হবে তোমাদের দুজনকে,' বলল রানা। 'আজ থেকে চারদিন পর, সাতাশ তারিখে, রওনা হব আমরা।' সিগারেট ধরাল ও। পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে অ্যাশট্রেতে ছাই ঝাড়ল। 'সময় নষ্ট না করে ভাবছি কাল থেকেই শুরু করে দেব তোমাদের ট্রেনিং প্রোগ্রাম।'

করুণ চোখে স্কচের বোতলের দিকে তাকিয়ে আছে পেপিনো। হঠাৎ বলল, 'একটা বোতল কেনারও পয়সা নেই আমার কাছে। যে রকম তোড়জোড় দেখা যাচ্ছে, বহু টাকা লেগে যাবে—টাকার কি ব্যবস্থা?'

'হ্যাঁ,' বলল লার্দো, 'আসলে লাগছে কত? খরচ...'

'রাফ একটা হিসেব করেছি,' বলল রানা। 'এক লাখ ডলার।'

'এত টাকা লাগবে?' ভুরু কুঁচকে উঠল লার্দোর।

'ইটালিতে ছোটখাট একটা বোটইয়ার্ড কিনতে হতে পারে। এছাড়া গোপনে কীল তৈরি করার আর কোন উপায় নেই। আরও অনেক খরচ আছে। তাঞ্জিয়ারে নিরিবিলি দেখে সমুদ্রের ধারে একটা বাড়ি কিনতে হতে পারে। সোনার কীল তো আর বেচতে পারব না কারও কাছে, চার টন সোনা গলিয়ে প্রচলিত সাইজে আনতে হবে আবার। যাই হোক, তোমাদের কোন চিন্তা নেই, এই অভিযানের সব খরচ আমার। নিজের পকেট থেকে তোমাদের একটা পয়সাও বের করতে হবে না।' পেপিনোর দিকে ফিরল রানা। 'আবার কথাটা মনে করিয়ে দিচ্ছি: মদ তুমি ছোঁবে না। ছুঁলে তোমাকে দল থেকে বের করে দেয়া হবে।'

স্কচ হুইস্কির দিক থেকে চোখ তুলে টিভির দিকে তাকাল পেপিনো। পর্দায় রক্তাক্ত ষাঁড়।

তাস পিটে আড্ডা মেরে রানার ক্লাসে ইয়ট চালাবার পুঁথিগত বিদ্যা অভ্যাস করে চারটে দিন কাটিয়ে দিল ওরা। দড়ির গিঁঠ বাঁধা থেকে শুরু করে খুঁটিনাটি অনেক কিছু শেখাল রানা ওদের। পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হলো লার্দো। সে প্রমাণ করল শুধু শরীরটাই যে প্রকাণ্ড তা নয়, দ্রুত নতুন কিছু শেখার ক্ষমতাও তার রয়েছে। কিন্তু পেপিনো নিরাশ করল রানাকে। থিওরীর ধরতে গেলে কিছুই ঢোকানো গেল না তার মাথায়।

নির্দিষ্ট তারিখে রওনা হয়ে গেল সানফ্লাওয়ার।

ওদের পিছনে রানার অতটা শ্রম আর মূল্যবান সময় নষ্ট করার প্রধান কারণ, আকারে একটু বড় বলে সানফ্লাওয়ারকে ওর একার পক্ষে সুষ্ঠুভাবে চালানো সম্ভব নয়। লার্দোর উপরই বেশি ভরসা ছিল ওর। কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই তাক লাগিয়ে দিল ওকে পেপিনো। যাত্রা শুরু করার দুই দিনের মধ্যেই লার্দো

প্রমাণ করে দিল, জীবনে কখনও নাবিক হতে পারবে না সে। জাহাজের দোলা সহ্য করার মত উপযুক্ত নয় তার পাকস্থলী। তবে, রান্নাবান্নার কাজে নিজেকে সে শরৎচন্দ্রের যে কোন সুগৃহিণীর চেয়েও এক ডিগ্রী বাড়া বলে প্রমাণ করে ছাড়ল।

ওদিকে গোটা ইয়টটাকে নিজের মুঠোয় এনে ফেলল পেপিনো। ইয়ট চালনার প্রতিটা কাজে তার গভীর উৎসাহ। মদ প্রায় ছেড়ে দেয়ায় মেদ ঝরে যাচ্ছে তার শরীর থেকে। বুক চিতিয়ে চলাফেরা করে। বোঝা যায়, গভীর ভাবে ভালবেসে ফেলেছে সে ইয়টটাকে। রানার চোখে প্রশংসা দেখলেই আরও দু'ইঞ্চি ফুলে যায় তার বুকের ছাতি। ক'দিনেই দশ বছর বয়স কমে গেছে যেন তার।

দু'বার ধরা পড়ল পেপিনো মদ চুরি করতে গিয়ে। অনেক ভেবে-চিন্তে প্রতিদিন এক আউন্স করে মদ বরাদ্দ করল রানা তার জন্যে।

খবরটা শুনে প্রায় কেঁদে ফেলল পেপিনো। বলল, 'কিন্তু আমার জিভ ভেজাতেই তো আউন্স দুই লাগে।'

রানা চোখ গরম করে তাকাতে তাড়াতাড়ি কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল পেপিনো। সাত সেকেন্ড পরই ফিরে এল সে। ভীষণ উত্তেজিত। রীতিমত হাঁপাচ্ছে। 'নিয়মটা কবে থেকে প্রযোজ্য? যেদিন রওনা হয়েছি সেদিন থেকে হলে তিন আউন্স পাওনা হয়েছে...'

'দুই আউন্স বাদ দিয়ে এক আউন্স ধরো,' বলল রানা। 'আজ থেকেই চালু হলো নিয়মটা। কিন্তু, সাবধান, যদি আবার চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ো, এই এক আউন্সও তোমার কপালে জুটবে না।'

কি যেন ভাবল পেপিনো। মুচকি হেসে বেরিয়ে গেল কেবিন থেকে।

চার

৩১ জানুয়ারি।

তাঞ্জিয়ার। সানফ্লাওয়ারের পোর্ট সাইডে ইউরোপ, স্টারবোর্ড সাইডে আফ্রিকা। বন্দরে ইয়ট ভিড়তেই ডাক্তার এল ওদের হেলথ সার্টিফিকেট পরীক্ষা করতে। ডাক্তার বিদায় নিতে না নিতে প্রচণ্ড ভুঁড়ি নিয়ে কাস্টমস অফিসার হাজির হলো। ঝামেলা চুকতে অবশ্য তেরো মিনিটের বেশি লাগল না।

নিজেদের সন্দেহমুক্ত রাখার জন্যে একটা কাভার স্টোরি রচনা করেছে রানা। ও একজন জাহাজ ব্যবসায়ী। ভ্রমণ এবং ব্যবসা উপলক্ষে বেরিয়েছে। সুবিধে মত পেলে একআধটা বোটইয়ার্ড কিনতে পারে।

লার্দো একজন খনি বিশেষজ্ঞ, স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যে ডাক্তার তাকে সামুদ্রিক বাতাস সেবনের পরামর্শ দিয়েছে। সানফ্লাওয়ার চালনার কাজে সাহায্যের বিনিময়ে রানা তাকে নিখরচায় ভ্রমণের সাথী হিসেবে গ্রহণ করেছে।

মস্ত এক ধনী এবং আন্তর্জাতিক প্লেবয়, কর্মক্ষেত্র থেকে যত দূরে সম্ভব পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করছে—এই হলো পেপিনোর পরিচয়। রানার বন্ধু। তাঞ্জিয়ার যদি

ভাল লেগে যায়, এখানে সে একটা বাড়ি কিনবে। উদ্দেশ্য কুড়েমিটাকে চুটিয়ে উপভোগ করা।

সাগর তীরে অত্যাধুনিক শহর। হাজার হাজার কাঁচের জানালা গায়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আকাশ ছোঁয়া দালানগুলো।

ইয়ট বেসিনের দিকে চোখ রেখে পেপিনো বলল, 'সেইলিং বোটের খুব একটা ভিড় দেখছি না।'

ঠিক। রানাও লক্ষ্য করেছে ব্যাপারটা। ফিশিং বোটগুলো গায়ে গা ঠেকিয়ে ভাসছে। ওগুলোর সাথে গোটা বিশেক বড় সাইজের পাওয়ার ক্রাফট। দেখেই বোঝা যায়, দ্রুতগতিসম্পন্ন। তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশি ডুবে আছে পানিতে। ওগুলো কাদের এবং কি কাজে ব্যবহার করা হয় জানে রানা।

ওই বন্দরটা চোরাচালানীদের। স্পেনে সিগারেট, ফ্রান্সে সিগারেট লাইটার, এখানে সেখানে অ্যান্টিবায়োটিকস্, সর্বত্র মাদক দ্রব্য নিয়ে যায় জাহাজগুলো। ভিনসেন্ট গগলের কথা সঙ্গত কারণেই মনে পড়ে গেল রানার। অকৃতজ্ঞ এক লোক। কিন্তু মেডিটারেনিয়ানের একচ্ছত্র অধিপতি। তার অজ্ঞাতে এক ছটাক জিনিস চোরাচালান হতে পারে না এখানকার পানির দু'পাশের কোন দেশে। স্মাগলিঙে বছরে তার আয়ের পরিমাণ প্রায় দশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। গগলের আরেক পরিচয় হলো, সে একজন তুখোড় বিলিয়ার্ড খেলোয়াড়। বিলিয়ার্ডের টেবিলেই পরিচয় হয়েছিল প্রথম রানার সাথে। মাঝখানে একটা ঘটনা ঘটে, যার দরুন আজীবন রানার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকার কথা তার। কিন্তু মৌখিক একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত দেয়নি গগল রানাকে। এদিকে এলে দেখা সাক্ষাৎ প্রায়ই হয়। কেমন আছ, কেমন ছিলে, আমার বাড়িতে ওঠো—ওপর ওপর এসব ঠিকই বজায় রেখেছে গগল, কিন্তু রানা জানে, তেমন অবস্থায় পড়লে ঘ্যাচ করে পিঠে একটা ছুরি বসিয়ে দিতে দ্বিধা করবে না লোকটা। সেজন্যে ওর কাছ থেকে একটু দূরে থাকাই ওর পছন্দ।

এবার দেখা না হলেই বাঁচি, ভাবল রানা।

লাঞ্চ সেরে ডেকে ফিরে এল রানা। রঙচঙে ছাতার নিচে বসে আট ইঞ্চি লম্বা আলজিরিয়ান চুরুট ধরাল একটা। হাতে একটা গ্লাস নিয়ে হাজির হলো পেপিনো। সন্ধ্যা পর্যন্ত ওটা হাতে থাকবে ওর। বিশ-পঁচিশ সেকেন্ড পরপর গ্লাসের হুইস্কিটুকুর গন্ধ নেবে। খেতে শুরু করবে অন্ধকার গাঢ় হবার পর থেকে। ঘন্টা খানেক লাগে ওই এক আউন্স পেটে চালান দিতে। রানার কাঁধে হঠাৎ টোকা দিল সে। 'কে যেন আসছে।'

ঘাড় ফিরাল রানা। সত্যি। দূর থেকে বেশভূষা দেখে বোঝা গেল, ইউরোপীয়ান। ডিঙির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ওদের দিকে মুখ করে। এগিয়ে আসছে ডিঙি।

আরও দূরের একটা বোটের দিকে ইশারা করল পেপিনো। 'ওটা থেকে বিনকিউলার দিয়ে দেখছিল আমাদের। তারপর ডিঙি নিয়ে রওনা হয়েছে।'

দাঁড়াবার ভঙ্গিটা চেনা চেনা লাগছে। গগল? মনে হলো না। 'লার্দো কোথায়?'

'আছি,' পিছন থেকে বলল লার্দো। 'কেন?'

চিনতে পেরেছে রানা। কাছে এসে পড়েছে ডিঙি।

গগল। ডিঙি বাঁধছে সানফ্লাওয়ারের গায়ে।

লার্দো এবং পেপিনোকে কিছু বলে সাবধান করে দিতে চাইল রানা। কিন্তু সময় পেল না। রেলিং টপকে ডেকে নামল গগল। আগের মতই, মুখের হাসিটা বাঁকা চাঁদের মত, ধারাল। সার্জের কমপ্লিট স্যুট। লাল টাই। ঘন ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, এখানে সেখানে খয়েরী ছোপ। হাত দুটো শরীরের দুপাশ থেকে লক্ষণীয়ভাবে সরানো। রানা জানে, দুই বগলের কাছে দুটো শোল্ডার হোলস্টারে অটোমেটিক পিস্তল আছে দুটো।

রানার ঠিক সামনে দু'পা ফাঁক করে দাঁড়াল গগল। 'এত সুন্দর একটা ইয়ট, দেখেই ভাবলাম এর মালিক তুমি ছাড়া আর কেউ হতে পারে না, রানা,' দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরা ব্রায়ার পাইপটা হাতে নিল সে। 'চোখে গ্লাস তুলতেই দেখলাম আমার অনুমান মিথ্যে নয়।' পাইপটা রানার কপাল বরাবর তাক করল। 'তুমি এখানে? বেড়াতে বেরিয়েছ নাকি?'

'নিছক বেড়াতে না, একই সাথে টুঁ মেরে দেখতে এসেছি তোমাদের এই সাগরে আমার জন্যে কায়-কারবারের কোন সুবিধে আছে কিনা।'

নিঃশব্দে হাসছে গগল। 'আমার লাইনে দেদার সুযোগ সুবিধে আছে। কিন্তু তোমার লাইন তো আলাদা। যে কোন অঙ্কের পুঁজি চব্বিশ ঘন্টায় দ্বিগুণ হয় যে ব্যবসায় আমি সেই ব্যবসার ভক্ত। সে যাক। থাকছ তো কিছুদিন?'

'কিছুদিন।'

'তোমরা সবাই আমার গেস্ট,' পেপিনো আর লার্দোর দিকে তাকাল। 'যতদিন তাঞ্জিয়ারে থাকছ।'

এই ভয়ই করছিল রানা। তাঞ্জিয়ার গগলের নিজস্ব জঙ্গল, তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করা মানে ফাঁদে পা দেয়া, প্রত্যাখ্যান করা মানে সরাসরি শত্রুতা সৃষ্টি করা। 'এসো, পরিচয় করিয়ে দিই,' বলল ও। মিথ্যে পরিচয় দিল লার্দো ও পেপিনোর। হ্যান্ডশেক এবং কুশলাদি বিনিময়ের পর একটা ডেক চেয়ার দেখিয়ে ইঙ্গিতে বসতে বলল গগলকে।

বসল না গগল। 'রেবেকাকে দেখছি না যে?'

'নেই।'

রানার মুখের দিকে তিন সেকেন্ড তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকল গগল। নেই শব্দটার অনুরণন অনুভব করে যা বোঝবার বুঝে নিতে পারছে সে। কিন্তু একটু দুঃখ বা সহানুভূতি প্রকাশ করল না। 'কিভাবে⋯কবে?'

দু'চার কথায় শেষ করল রানা প্রসঙ্গটা। বলল, 'বসবে? নাকি কাজ আছে?' কথাগুলো বলে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিল রানা ও চাইছে গগল বিদায় হোক।

'না, বসব না। খিদে পেয়েছে। ওঠো তোমরা। চলো, তীরে যাই।'

ফস করে লার্দো বলে বসল, 'যাক, বাবা! আজ থেকে আর হাঁড়ি ঠেলতে হবে না!'

'থামো!' ধমক মারল রানা।

'কি ভাবছ?' রানার চোখে চোখ রাখল গগল। 'যেতে চাইছ না?' রানার মুখের

সামনে হাত দিয়ে বাতাসে বাড়ি মারল সে। তিন আঙুলের তিনটে হীরের আঙটি ঝিলিক দিয়ে উঠল রোদ লেগে। 'ওহ্-হো! তুমি বোধহয় জানো না তাঞ্জিয়ারে এসে আমার আতিথ্য গ্রহণ না করে উপায় নেই কারও! ওঠো, ওঠো! গোটা একটা সেনাবাহিনীকে আশ্রয় দেয়ার মত জায়গা আছে আমার।'

দ্রুত ভাবছে রানা। তাঞ্জিয়ারে ওদের আসার উদ্দেশ্য জানতে চাইছে গগল। ওদেরকে অতিথি হিসেবে বরণ করার জন্যে তাই এত উৎসাহ তার। প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করলে মরিয়া হয়ে গোপন পথ বেছে নেবে সে। অসম্ভব ক্ষমতাশালী লোক, প্রকৃতিটাও ছোবল মারার। সন্দিহান করে তুলে নয়, একে ভুল বুঝিয়ে সরিয়ে দিতে হবে অন্য দিকে। প্রস্তাবটা গ্রহণ করলে ওকে বরং বুঝিয়ে দেয়া হবে গোপন করার মত কিছুই নেই ওদের। 'কিন্তু আমাদের বোটের কি অবস্থা হবে?' জানতে চাইল রানা।

'ডক চোরদের গল্প ইতিমধ্যে কানে গেছে তোমাদের, তাই না?' হাসছে গগল। 'যা শুনেছ, একটা কথাও মিথ্যে নয়। একটু অসতর্ক হলে খোলটা রেখে সব, এমন কি ইঞ্জিন পর্যন্ত খুলে নিয়ে যাবে ওরা। কিন্তু, এ ব্যাপারে তোমাদের কিচ্ছু ভাবতে হবে না। একজন লোক রাখার ব্যবস্থা করছি। আমার লোক থাকলে এই ইয়টের কাছ থেকে অন্তত দুশো গজ দূরে থাকবে চোরেরা।' ভুরু কুঁচকে কি যেন ভাবল সে এক সেকেন্ড, তারপর বলল, 'দাঁড়াও, পাকা ব্যবস্থা করে ফেলি এখুনি।'

ডিঙিতে নেমে গেল গগল। সোজা তার বোটের গায়ে গিয়ে ঠেকল সেটা। বোট থেকে একজন লোক নামল। তাকে নিয়ে আবার ফিরে এল সানফ্লাওয়ারে। কাটাকুটি ভর্তি একটা দাগী মুখ লোকটার। দেখেই বুঝল রানা, মরোক্কান। অনর্গল আরবীতে জ্ঞানদান করল ওকে গগল ঝাড়া তিন মিনিট। তারপর রানার দিকে তাকাল। 'বন্দরের সব জায়গায় খবর পাঠিয়ে জানিয়ে দেব সানফ্লাওয়ার আমার বন্ধুর বোট, তাহলেই হবে। চোরেরা নিজেদের গরজেই পাহারা দেবে যাতে হঠাৎ আবার কেউ ভুল করে চুরি করে না বসে।'

এভেনিদা ডি এসপানায় মস্ত অ্যাপার্টমেন্ট গগলের। রানার জন্যে একটা এবং লার্দো ও পেপিনোর জন্যে আরেকটা কামরার ব্যবস্থা করা হলো। দুটো কামরাই সুসজ্জিত।

ব্যাগ খুলে জিনিসপত্র বের করছে রানা। বকবক করছে গগল। তার এই স্বভাবটার কথা জানা ছিল না রানার। গগলের প্রশ্নের উত্তরে সঙ্গত মনে হওয়ায় দুটো একটা কথা বলে নিজেদের কাভার স্টোরিটা জানিয়ে দিল ও। গগলকে বিশ্বাস করার প্রশ্নই ওঠে না, জানে। ওর গল্পটা সে বিশ্বাস করল কিনা বোঝা গেল না অবশ্য, তবে, বলল, 'মেডিটারেনিয়ানে ভাল একটা বোটইয়ার্ড পাবার সম্ভাবনা তোমার রয়েছে।'

'তোমার কারবার কেমন চলছে?'

'নারকোটিকস ছাড়া আর সব কিছু চালান দিচ্ছি,' সোফা ছেড়ে রেফ্রিজারেটরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল গগল। দুটো গ্লাসে হুইস্কি ঢালল সে। ফিরে এসে রানার হাতে ধরিয়ে দিল একটা গ্লাস। 'লোক আমি ভাল নই একথা ঠিক।'

'নারকোটিকস ছাড়া…নানান দেশে আর্মসও পাচার করছ তাহলে?'

'গোটা আফ্রিকার কেউ দু'চোখে দেখতে পারে না আমাকে,' হাসল গগল। 'মাস দুই আগে আমাকে একবার ডোবাবার চেষ্টা করেছিল ওরা আলজিয়ার্সে। ফিশিং বোটে কার্গো নামিয়ে দিয়ে বন্দরে গিয়েছিলাম রি-ফুয়েলিঙের জন্যে। সাদা চাদরের মত পরিষ্কার ছিলাম আমি। ছোঁবে যে তার উপায় ছিল না।' দ্বিতীয়বার গ্লাস দুটো ভরে নিয়ে এল সে।

'তারপর?'

'ক্রুদের মাতাল হবার জন্যে তীরে পাঠিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ বোটের তলায় একটা শব্দ হতে জেগে গেলাম। ডেকে গিয়ে দেখি একটা ডিঙি ফিরে যাচ্ছে। ওটার পাশে সাঁতার কেটে এগোচ্ছে একজন লোক। বোঝো!'

'কারা ছিল ওরা?'

'পোর্ট সিকিউরিটি,' বলল গগল। 'আমার বোটের স্টার্ন গিয়ারে লিমপেট মাইন বেঁধে রেখে ফিরে যাচ্ছিল। আইনের প্যাঁচে ফেলতে না পেরে এই জঘন্য আচরণ। পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে আমিও আমার চেহারাটা একটু দেখিয়ে দিলাম।'

'কি রকম?'

'বুঝলাম মাইনটা বন্দরে ফাটাবার ব্যবস্থা করেনি ওরা, কারণ, সেটা দৃষ্টিকটু হবে। ওটা খুলে নিয়ে কর্ড দিয়ে গলায় বেঁধে নিলাম। সাঁতার কেটে পুলিস পেট্রল বোটের তলায় পৌঁছুতে মাত্র ছত্রিশ মিনিট লাগল আমার। ওদের বোটের তলায় বেঁধে দিয়ে ফিরে এসে নিশ্চিন্তে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম আমি।'

'তারপর?'

'পরদিন খুব ভোরে বন্দর ছাড়লাম আমরা। পেট্রল বোট পাঁচশো গজ পিছনে থেকে অনুসরণ করল আমাদের। ত্রিশ মাইল নির্বিঘ্নে কাটল। মনে মনে হাসছিল ওরা, সম্ভবত। অপেক্ষা করছিল বিস্ফোরণের জন্যে। কিন্তু সত্যি যখন বিস্ফোরণ ঘটল, কান্নাকাটি করার অবকাশও পেল না বেচারারা। ফিরে গিয়ে ওদের দু'একজনকে পানি থেকে উদ্ধার করলাম আমি। জীবনে এমন মজা কখনও আর পাইনি। বন্দরে পৌঁছে দিয়ে এলাম। বীরের সম্মানে ভূষিত করল ওরা আমাকে—কিন্তু গম্ভীরভাবে, কেউ একজন এক চিলতে হাসল না। কি করেই বা হাসবে, বলো, হাসব তো আমি।' হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল গগল।

হাসিতে যোগ দিল রানাও। গগলের বলার ভঙ্গিটাই এমন যে না হেসে পারা যায় না।

গগলের সাহায্য নিলে অনেক দিকে অনেক সুবিধে পাওয়া যাবে। ভাবছে রানা। কিন্তু একবার যদি ও টের পায় যে সানফ্লাওয়ার চার টন সোনা নিয়ে উদয় হবে আবার, নির্দ্বিধায় সমস্ত শক্তি ব্যবহার করবে সে ওটা ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে।

'তোমার ওই বোটটা কি ধরনের?'

'একটা ফেয়ারমেইল। অবশ্য, নতুন এঞ্জিন বসিয়েছি।'

তার মানে, ভাবল রানা, জরুরী অবস্থায় টোয়েনটি সিক্স নট পর্যন্ত গতিবেগ তুলতে পারবে। দৌড় প্রতিযোগিতায় ওর কাছে টিকবে না সানফ্লাওয়ার।

'ফেয়ারমেইল? সময় করে দেখতে যাব তো একদিন।'

'শিওর। কিন্তু ঠিক এখুনি নয়। আমি বাইরে যাচ্ছি আগামীকাল। ফিরে এসে

নিয়ে যাব দেখাতে।'

শুভ সংবাদ। গগল ধারে কাছে না থাকলে নির্বিঘ্নে নিজেদের কাজ গুছিয়ে নিতে পারা যাবে। 'ফিরছ কবে?'

'আগামী হপ্তার কোন এক দিন। নির্ভর করে বাতাস, বৃষ্টি এই রকম অনেক কিছুর ওপর। তোমরা নিশ্চিন্তে থাকো, আমি না থাকলেও কোন অসুবিধে হবে না। তোমাদের ওপর নজর রাখার জন্যে পাকা লোক রেখে যাব আমি!'

তাকিয়ে থাকল রানা নিজের গ্লাসের দিকে। পরিষ্কার ভাষায় সাবধান করে দিল ওকে গগল।

একটা সিগারেট ধরিয়ে মুখ তুলল রানা। দেখল, নিঃশব্দে হাসছে গগল ওর দিকে তাকিয়ে। 'বিকেলে তোমাকে নিয়ে যাব, পরিচয় করিয়ে দেব কিছু লোকের সাথে। আপাতত বিশ্রাম নাও।' হঠাৎ যেন কি একটা কাজের কথা মনে পড়ে গেছে, আচমকা বিদায় নিয়ে চলে গেল গগল।

তখুনি ওদের কামরায় লার্দো আর পেপিনোর সাথে দেখা করল রানা। সংক্ষেপে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে ও বলল, 'কাভার স্টোরিটা যেন ফাঁস না হয়ে যায়। চোখ কান খোলা রেখে যা কিছু করার করতে হবে আমাদের। গগল ফিরে আসার আগেই এখানকার কাজ শেষ করতে চাই আমি।'

'ওকে এত ভয় পাব কেন?' জানতে চাইল পেপিনো।

'গগলকে তুমি চেনো না? নাম শোননি এর আগে?'

গগলের পরিচয় দিতে আঁতকে উঠল পেপিনো।

'এই লোকই তাহলে সেই ভিনসেন্ট গগল!' পেপিনো বলল। 'ইউরোপের দৈনিকগুলো এরই খবর ছাপার জন্যে সাংবাদিক পাঠায়?'

'দেখে তেমন সাংঘাতিক লোক বলে তো মনে হলো না,' বলল লার্দো।

'আসল বিপদকে দেখে বিপদ বলে হঠাৎ চেনা যায় না,' বলল রানা। 'গগলের একটা বিশাল সংগঠন আছে, এবং এই তাঞ্জিয়ার ওর নিজের আস্তানা। আমার নির্দেশ হলো, ওকে এড়িয়ে চলবে তোমরা।'

আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে লার্দো, তার মুখ দেখে মনে হলো রানার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অতি কষ্টে চুপ করে থাকল সে। রানা দেখল, হুকুম শুনে রাগে মুখটা লাল হয়ে উঠেছে লার্দোর। প্রতিপদে বিরোধের আলামত দেখা যাচ্ছে, ভাবল ও। এর একটা মীমাংসা হওয়া দরকার। তবে এখন নয়।

বিকেলে মার্সিডিজে চড়িয়ে বেড়াতে নিয়ে গেল গগল রানাকে। কয়েকজন প্রভাবশালী লোকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। এদের মধ্যে একজন হলো ম্যাকমোহন। নিজের পরিচয় দেবার সময় লোকটা সবিনয়ে বলল, 'ইউরোপের ছয়টা দেশের সুপ্রীম কোর্ট আমার বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের রায় দিয়েছে। দেখুন তো, কি অন্যায়! আমি নাকি জাল নোটের স্মাগলিঙ করি।' আরেকজন, আন্তেরনাক পাপাগোপালাস, একটা ব্যাঙ্কের মালিক। এছাড়া, একজন বোট বিল্ডার, একজন মেশিনারী ইমপোর্টার এবং একজন ক্যাসিনোর মালিকের সাথে পরিচয় হলো। এদের সাথে ওর পরিচয় করিয়ে দেবার পিছনে গগলের উদ্দেশ্যটা কি তা ঠিক বুঝতে পারল না রানা।

পরদিন ব্রেকফাস্টের সময়। পেপিনো হঠাৎ গগলের সাথে একটু বেশি মাখামাখি করছে বলে মনে হলো রানার।

'মাইরি বলছি, ডাঙ্গিয়ারকে আমি পছন্দ করে ফেলেছি। সব সময় ঠিক এইরকমই থাকে এখানকার আবহাওয়া? তা যদি হয়, ক'মাস থাকি না কেন!'

ভয় পেল রানা। পরিষ্কার বুঝল, পেপিনোর দিকে ঝুঁকে পড়েছে গগল। সে বোধহয় ধরতে পেরেছে তিনজনের মধ্যে পেপিনোই সবচেয়ে সহজগম্য, ওর ভিতরে ঢুকতে পারলেই সব খবর পাওয়া যেতে পারে।

উত্তরে গগল বলছে, 'আবহাওয়া? এর চেয়ে ভালই থাকে বেশির ভাগ সময়।'

'তাই নাকি!' খুশি হয়ে উঠল পেপিনো। 'তুমি কি বলো, গগল, এখানে একটা বাড়ি কিনেই ফেলব নাকি?' রানার দিকে ফিরল সে। 'সেই সাথে একটা বোটও দরকার হবে আমার। দেবে একটা তৈরি করে, রানা?'

'কেন দেব না!' বলল রানা। 'টাকা দিলেই পাবে।'

'বাড়ি কিনবে, বোট কিনবে···উদ্দেশ্য কি তোমার, পেপিনো?' হাসছে গগল। 'আমার পেশাটা পছন্দ করে ফেললে নাকি?'

'রক্ষে করো!' আঁতকে উঠে আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে দু'হাত সামনে তুলে নাড়ল পেপিনো। 'অত সাহস পাব কোত্থেকে! তাছাড়া, প্রচুর টাকা আছে আমার, ব্যবসা করে তা আর বাড়াতে চাই না। আমি বছরের তিনটে মাস বড়জোর কাটাব এখানে, ব্যস। বাড়িতে বাগান থাকবে, বাগানের লাগোয়া থাকবে সাগর। সাগরে থাকবে ছোট্ট একটা বোট—জীবনটাকে উপভোগের জন্যে এগুলো অপরিহার্য, তাই না?'

সাবলীল ভঙ্গিতে কথাগুলো বলল পেপিনো। আবেগ ফুটে বেরুল তার গলা থেকে। গগল তার প্রতিটি শব্দ বিশ্বাস করছে বলে মনে হলো রানার।

'কেনার সামর্থ্য থাকলে এসব উপকরণ পাওয়া কঠিন কিছু নয়,' বলল গগল। 'বাড়ির জন্যে আমার এক বন্ধুর সাহায্য নিতে পারো তুমি। আস্তেরনাক পাপাগোপালাস···ঠিকানাটা লিখে দিচ্ছি,' কাগজ কলম বের করে ঠিকানাটা লিখে দিল সে। 'গতকাল পরিচয় করিয়ে দিয়েছি রানার সাথে এই লোকের। একজন ব্যাঙ্কার। আবার বাড়ি বেচাকেনার কারবারও করে।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ,' বলল পেপিনো।

কফির কাপে শেষ চুমুকটা দিয়েই টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল গগল। 'এখন যেতে হচ্ছে আমাকে। রাতে বিদায় নিতে আসব একবার।'

ভাবলেশহীন মুখে এতক্ষণ বসে ছিল লার্দো। গগল বেরিয়ে যেতে না যেতে বলল, 'আমি ভাবছিলাম সো···'

লার্দোর পায়ে লাথি মারল রানা। ইঙ্গিতে মরোক্কান চাকরটাকে দেখাল ও। এইমাত্র ডাইনিংরুমে ঢুকেছে সে। 'চলো, শহরটা ঘুরে দেখে আসি,' বলল রানা। উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে।

ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে কাছাকাছিই একটা কাফেতে বসল ওরা। লার্দোকে বলল রানা, 'এইরকম ভোঁতা ভুল করলে সোনা নিয়ে আর বাড়ি ফিরতে হবে না। গগলের চাকরবাকররা ইংরেজী জানে না একথা তুমি হলপ করে বলতে পারো?'

কালো ধোঁয়ার মত মুখ করে বসে থাকল লার্দো।

'কি বলতে চাইছিলে তখন তুমি?'

কথা বলার কোন ইচ্ছা দেখা গেল না লার্দোর মধ্যে। তার এই মৌনতা লক্ষ্য করে কাঁধ ঝাঁকাল পেপিনো।

রানা কঠোর হলো। 'কি হলো তোমার?'

'এই প্রথম কারও লাথি খেয়ে হজম করতে হলো আমাকে,' বলল লার্দো। রানার দিকে তাকালই না সে।

'এরকম লাথি তোমার কপালে আরও আছে,' বলল রানা। 'এবং মনে রেখো, যদি মারি তবে তা তোমার-আমার সবার ভালোর জন্যেই মারব।'

অস্বস্তিকর পরিবেশ। কিছুক্ষণ কারও মুখে কথা নেই। অবশেষে লার্দোই মৃদু গলায় কথা বলল, 'এখানকার নিয়ম হলো, সোনা নিয়ে এলে কাস্টমসকে তা জানাতে হবে। আমি ভাবছিলাম কীলটা কি কাস্টমসকে দেখানো সম্ভব?'

'না, সম্ভব নয়,' বলল রানা। 'কি করতে হবে তা আমি ভেবে রেখেছি। গোপনে এনে এখানে কোথাও কীলটাকে গলিয়ে প্রচলিত সাইজের বার তৈরি করব আমরা। বারগুলোকে তাঞ্জিয়ার থেকে গোপনে বের করে নিয়ে যাব। তারপর আবার ফিরে আসব। এবার কাস্টমসকে জানাতে কোন বাধাই থাকবে না।'

প্রতিবাদ করল লার্দো, 'ওসব করতে গেলে প্রচুর সময় লেগে যাবে। অত সময় নেই আমাদের হাতে।'

'বেশ, তাহলে সময়ের হিসেবটাও করে ফেলি এসো। আজ ফেব্রুয়ারির এক তারিখ। সোনার বৈধ ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে এপ্রিলের উনিশে। আটাত্তর দিন পাচ্ছি আমরা। ধরো, এগারো হপ্তা।' মনে মনে একটা হিসেব আগেই করে রেখেছে রানা। এক হপ্তা পর তাঞ্জিয়ার ছাড়বে ওরা। ইটালিতে পৌঁছতে লাগবে পনেরো দিন। তার মানে, ফিরতি পথেও ব্যয় হবে দুই হপ্তা। খারাপ আবহাওয়ার জন্যে একটা হপ্তা বেশি ধরেছে ও। মোট ছয় হপ্তা খরচ হবে এতেই। আরও এক হপ্তা যাবে সোনা উদ্ধার করতে, তিন হপ্তা লাগবে কীল তৈরি করতে। সর্বমোট দশ হপ্তা। তারপরও হাতে থাকবে এক হপ্তা। তাঞ্জিয়ারে ফিরে বার তৈরি করতে লাগবে তিন দিন। অর্থাৎ আরও চারটে দিন থাকছে হাতে। হিসেবটা প্রকাশ করতে লার্দো চুপ করে থাকল।

পেপিনো এসব বিষয়ে মাথাই ঘামাচ্ছে না। গগলের দেয়া ঠিকানাটায় চোখ রেখে সে হঠাৎ বলে উঠল, 'আস্তেরনাক পাপাগোপালাস একজন ব্যাঙ্কার। সোনা বিক্রির ব্যাপারে তার সাথে আগেভাগে আলাপ করে রাখলে মন্দ হয় না।'

'অসম্ভব!' দ্রুত বলল রানা। 'গগলের বন্ধু সে, ভুলে যাচ্ছ কেন!'

'ও-হ্যাঁ, তাই তো!'

'বাড়ির ব্যাপারে অবশ্য এখুনি আমরা দেখা করব তার সাথে,' বলল রানা। 'সবাই জানে ধনী টুরিস্ট আমরা, তাই একটা রেন্ট-এ-কার দরকার এখন আমাদের।'

পাঁচ

একটা ফুটবলের সাথে আস্তেরনাক পাপাগোপালাসের প্রচুর মিল রয়েছে দেখে প্রকাণ্ডদেহী লার্দো ফিক্ করে হেসে ফেলল। ভদ্রলোক দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে কমবেশি প্রায় সমান। চেম্বারে ঢুকতেই সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। 'মি. ভিনসেন্ট গগল আপনার কথা আমাকে বলেছেন, মি. পেপিনো। সত্যি কথা বলতে কি, আপনার সেবার জন্যে আমি প্রায় তৈরি হয়েই আছি।'

'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন আমার পছন্দসই একটা বাড়ি এই মুহূর্তে আমাকে দেখাতে পারবেন?'

'ঠিক তাই নিবেদন করতে চাইছি আমি।'

'কিন্তু, আমার শর্তগুলো আগে জানা দরকার আপনার,' পেপিনো বলল, 'ছয় মাসের জন্যে ভাড়া নেব আমি বাড়িটা, যদি পছন্দ হয়। কিন্তু ছয় মাস পর যদি কিনতে চাই, আমার কাছেই বিক্রি করতে হবে বাড়িটা।'

'এবং বাড়িটায় থাকতে হবে বাগান, বাগানের লাগোয়া উত্তাল সাগর, ঠিক?' সকৌতুকে হাসছে আস্তেরনাক।

একটা ক্যাডিলাকে ওদেরকে তুলে নিয়ে উত্তর উপকূলের দিকে রওনা হলো আস্তেরনাক। ভাড়া করা গাড়িতে চেপে ক্যাডিলাককে অনুসরণ করে এল লার্দো।

ভিক্টোরিয়ান গথিক প্যাটার্নের এই ধরনের বাড়ি তাঞ্জিয়ারে অনেক দেখা যায়। বাড়িটার প্যানেলিং পোকায় কুরে কুরে খেয়ে ঝাঁঝরা করে ফেলেছে। স্যানিটেশন ব্যবস্থা পুরোপুরি অচল হয়ে আছে। কিচেনটা প্রাগৈতিহাসিক যুগের। আর বাগানটাকে জঙ্গল ছাড়া আর কিছু মনে করা যায় না। তবে, বোটহাউসটা বেশ বড়সড়। মাস্তুল খুলে নিলে সানফ্লাওয়ার অনায়াসে ভিতরে ঢুকতে পারবে বলে মনে হলো রানার।

বাড়িটার প্রশংসায় পেপিনো যখন পঞ্চমুখ, লার্দোকে একপাশে ডেকে নিয়ে এল রানা। 'কেমন দেখছ?'

'গোটা উত্তর আফ্রিকায় আমাদের জন্যে এর চেয়ে ভাল বাড়ি আর পাওয়া যাবে না।'

আস্তেরনাক বেশ একটু ঘাবড়ে গেছে। এইরকম ভগ্নদশা, বাতিল একটা বাড়ির এত প্রশংসা, ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারছে না নিজের কানকে। 'চিন্তা করে দেখুন আর একবার বরং, মি. পেপিনো···'

'চিন্তা করার কিছুই নেই,' পেপিনো বলল। 'সত্যি বলতে কি, বাড়িটার প্রেমে পড়ে গেছি আমি। এখন আপনি এটা আমাকে ভাড়া দিতে না চাইলে, আপনাকে খুন করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ নেই আমার।'

জোর করে হাসল আস্তেরনাক। 'আমি বলছিলাম কি, এর চেয়ে আরও ভাল বাড়ি···'

'ব্যাপার কি? বাড়িটা আমাকে দিতে চাইছেন না কেন? ভূত-টুত আছে?'

'না…ভূত…'

'ভূতওয়ালা বাড়িই তো আমার দরকার।' পেপিনো চিকন গলায় চিৎকার করে উঠল। 'অনেক দিনের শখ আমার ভূতের সাথে…'

বাড়িটায় ভূত আছে একথা বলে পেপিনোকে আস্তেরনাক আশ্বস্ত করতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি রানা বলল, 'ঠিক আছে, এখন আমাদের আপনার চেম্বারে ফেরা উচিত, মি. আস্তেরনাক। বাড়ি আমাদের পছন্দ হয়েছে। চুক্তিটা আজই করে ফেলতে চাই।' লার্দোর দিকে ফিরল রানা। 'তোমার আর আমাদের সাথে গিয়ে কাজ নেই। গত রাতে যে রেস্তোরাঁয় গিয়েছিলাম সেখানে লাঞ্চের সময় দেখা করব আমরা তোমার সাথে।'

লার্দোকে ভাগিয়ে না দিলে কি হত বলা যায় না। বোকার মত পেপিনোকে বকবক করতে দেখে রাগে কাঁপছিল সে, অনেক আগে থেকেই লক্ষ্য করছিল রানা। দু'বার হাত মুঠো করে পেপিনোর দিকে এগোবার চেষ্টা করে সে। রানা তাকে চোখ দেখিয়ে দমন না করলে পেপিনোর একটা দাঁতও অবশিষ্ট থাকত কিনা বলা মুশকিল।

অফিসে পৌঁছেই চুক্তিপত্র তৈরি এবং সই হয়ে গেল।

ঠিক বিদায় নেবার মুহূর্তে পেপিনো বলল, 'তাঞ্জিয়ার একটা দারুণ মজার জায়গা। শুনেছি, এখানে নাকি সোনার বার চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে রাখেন আপনারা। কথাটা কি ঠিক, মি. আস্তেরনাক?'

মনে মনে আঁতকে উঠল রানা।

'ঠিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফেলে রাখি বললে ভুল হবে,' হাসছে পাপাগোপালাস। 'আমাদের সোনা আমরা খুব বড় বড় সেফে তুলে রাখি।'

'শুনে আশ্চর্য হবেন, সোনার খনির দেশ দক্ষিণ আফ্রিকায় আমি মানুষ হলেও জীবনে কখনও সোনা দেখিনি ওখানে আমি। তার কারণ, সোনা ওখানে বেচাকেনা হয় না। আপনি জানেন কথাটা?'

'না তো!' আস্তেরনাক কপালে তুলল চোখ। 'তাই নাকি?'

'শুনেছি,' রানার দিকে ভুলেও তাকাচ্ছে না পেপিনো, 'মুদির দোকানে যেভাবে কাপড় কাচা সাবান বিক্রি হয়, আপনাদের এখানে সোনাও নাকি ঠিক সেভাবে বিক্রি হয়। আমার কাছে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ কল্পনাতীত। ভাবছি কিছু সোনা কেনাটা আমার জন্যে দারুণ একটা মজার ব্যাপার হতে পারে। টাকার গদীর উপর বসে আছি, অথচ জীবনে কখনও সোনার একটা বার চোখে দেখিনি—চিন্তা করুন!'

হঠাৎ আস্তেরনাকের চোখেমুখে আগ্রহ আর উৎসাহের জোয়ার দেখা দিল। 'মি. পেপিনো, সোনা কেনার চেয়ে বুদ্ধির কাজ দুনিয়াতে আর দ্বিতীয়টি আছে বলে আমি মনে করি না। তিন মন ওজনের শরীরটা ঝুঁকে পড়ল পেপিনোর দিকে। 'কাগুজে নোটের মত সোনার দাম কখনও পড়ে যায় না, অচল প্রতিপন্ন হয় না। সোনায় মরচে ধরে না। সোনা কোনভাবেই নষ্ট হয়ে যায় না। সোনার তুলনা সোনা নিজেই। যদি চান, আমি প্রচুর সোনা বিক্রি করতে পারি আপনার কাছে।'

'সত্যি?' পেপিনো অবাক। 'আপনি চাইলেই বিক্রি করতে পারেন? আমি

চাইলেই কিনতে পারি? ব্যাপারটা এতই সহজ?'

'এতই সহজ,' বলল আস্তেরনাক পাপাগোপালাস। 'কিন্তু যদি কিনতে চান, এখনই আপনাকে কিনতে হবে। কারণ, তাঞ্জিয়ারে সোনার খোলা বাজার বন্ধ হয়ে যাবে খুব তাড়াতাড়ি। তখন আর সোনার বার চোখে দেখার সুযোগ পাবেন না।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'চলুন না, আমার কিছু সংগ্রহ দেখাই আপনাকে।' রানার দিকে ফিরল। 'আপনিও আসুন।'

চোখের ইঙ্গিতে কিছু বলতে চাইল পেপিনোকে রানা, কিন্তু পেপিনো ভ্রূক্ষেপ না করে অন্যদিকে তাকিয়ে অনুসরণ করল আস্তেরনাককে। অগত্যা ওদের পিছু পিছু নিঃশব্দে বিল্ডিংটার আন্ডারগ্রাউন্ড সেলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। পথে চওড়া কাঁধের দু'জন বডিগার্ড সঙ্গ নিল।

ভল্টের দরজা খুলল পাপাগোপালাস। চকচকে হলুদ ধাতব পদার্থে ভরাট হয়ে আছে ভিতরটা। চার টন না হলেও, ভাবল রানা, পরিমাণটা অনেক। সুশৃঙ্খল ভাবে বিভিন্ন আকারের বার থরে থরে সাজানো। একটা বার দেখিয়ে আস্তেরনাক বলল, 'এটাই তাঞ্জিয়ারের স্ট্যান্ডার্ড বার। সাড়ে সাতাশ পাউন্ড ওজন। একটার দাম পঁয়তাল্লিশ হাজার পাউন্ড স্টার্লিং।' ছোট একটা বার ভল্ট থেকে বের করল সে। 'এটা আরেকটা সাইজ। মাত্র এক কিলো ওজন, বত্রিশ আউন্সের কিছু বেশি, ছত্রিশশো পাউন্ড দাম। সোনা সাধারণত আমরা এশিয়া আর সাউথ আমেরিকার ডিক্টেটরদের কাছে বিক্রি করি। সবচেয়ে বেশি হারামের টাকা ওদেরই আছে, ভাল দাম পাওয়া যায়।'

অফিসে ফিরে এসে পেপিনো বলল, 'প্রচুর সোনার মালিক আপনি, নিজের চোখেই তো দেখলাম। কোত্থেকে পেলেন এত?'

শ্রাগ করল আস্তেরনাক। 'আমি সোনা কিনি আর সোনা বেচি—এটাই আমার প্রধান ব্যবসা। সোনা কেনাবেচা করা এখানে বেআইনী নয়।'

'কিন্তু এত সোনা এখানে আসে কোত্থেকে? কে দেয় আপনাদের? ধরুন, আধুনিক জলদস্যুরা, মানে আমি স্মাগলারদের কথা বলতে চাইছি…ওদের কেউ যদি আধ টন সোনা নিয়ে আসে, আপনি কিনবেন?'

'দামে বনলে কিনব না কেন?'

'কোত্থেকে এল না জেনেই?'

মৃদু একটু হাসি ফুটে উঠল আস্তেরনাকের ঠোঁটে। 'সোনা সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে কেউ কিছু কখনও জানতে পারে না, তা সম্ভব নয়,' বলল সে। 'সোনার কোন মালিক নেই। যার কাছে থাকে, যে ছোঁয়, সোনা সাময়িকভাবে তার। হ্যাঁ, আধ টন—বা তার বেশি সোনাও আমি কিনব।'

'সোনার বাজার বন্ধ হয়ে গেলেও?'

নেতিবাচক ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে হাসতে লাগল আস্তেরনাক। তারপর, হঠাৎ, পুরো ব্যবসায়ী হয়ে উঠল লোকটা। 'মি. পেপিনো, তাঞ্জিয়ারে যখন আপনি থাকার সিদ্ধান্তই নিয়েছেন, দয়া করে আমাদের ব্যাঙ্কে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে ফেলুন। আপনাকে বিভিন্ন দিক থেকে সাহায্য করতে পারব আমি।'

আড়চোখে তাকাল পেপিনো একবার রানার দিকে। তারপর বলল, 'দুঃখিত,

কারণ ইতিমধ্যেই কয়েকটা ব্যাঙ্কে হিসেবের খাতা খুলে ফেলেছি আমি। তখন কি আর জানতাম আপনার মত একজন বন্ধু বৎসল ব্যাঙ্কারের সাথে পরিচয় হবে!' আস্তেরনাকের কাঁধে হাত রেখে চর্বির মোটা স্তর চেপে ধরল সে। 'হপ্তা কয়েকের জন্যে ভূমধ্যসাগর থেকে একটু হাওয়া খেয়ে আসি। ফিরে এসে কেনা-কাটার ব্যাপারে আলোচনা করা যাবে, কেমন?'

বিদায় নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। রানা বলল, 'আমাকে জিজ্ঞেস না করেই সোনা সম্পর্কে আলোচনা করলে কেন?'

'আলোচনা এক সময় না এক সময় তো কারও সাথে করতেই হত,' বলল পেপিনো।

তর্কে গেল না রানা। পেপিনো মোটামুটি সোনা কেনাবেচার বিষয়ে প্রাথমিক তথ্যগুলো আস্তেরনাকের কাছ থেকে আদায় করে নিতে পেরেছে, ভাবল ও। দেখেশুনে যতটুকু মনে হয়েছে, আস্তেরনাক কিছু সন্দেহ করেনি। তবু বলল, 'কাজটা ভাল করোনি। তোমার বেশি কথা সহ্য করতে পারছে না লার্দোও। একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে তোমার, পেপিনো। এমনিতেই শান্তি বজায় রাখতে হিমশিম খেতে হচ্ছে আমাকে।'

'বুঝেছি!' রেগে গেল পেপিনো। 'লার্দোকে যাতে ভয় করে চলি সেই উপদেশ খয়রাত করছ তুমি আমাকে। বৃথা!'

কথাটা শুনেই শিরদাঁড়া খাড়া করে হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ করে ফেলল লার্দো। রানা তাকে শান্ত করার জন্যে দ্রুত বলল, 'তাতে অবশ্য কোন ক্ষতি হয়নি। আমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন সন্দেহ করেনি আস্তেরনাক।'

চোখ গরম করে তাকিয়েই আছে লার্দো পেপিনোর দিকে।

'বাজার বন্ধ হয়ে গেলে আস্তেরনাক আমাদের কাছ থেকে সোনা কিনবে না,' বলল রানা। 'আমরা অবশ্য ডেড লাইনের আগেই পৌঁছে যাচ্ছি সোনা নিয়ে। বার তৈরি হবার কিছু আগেই প্রস্তাবটা দিতে হবে তাকে। অতিরিক্ত চার টন সোনা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দেখাতে হলে কাগজপত্র তৈরি করে প্রস্তুত হতে হবে তার, সুতরাং ওকে জানাতে হবে আগেই।'

পেপিনো তার বরাদ্দ মদটুকুর ঘ্রাণ নিচ্ছে চোখ বুজে। 'আমার মতে ওর সাথে এখনই আলোচনাটা সেরে নেয়া উচিত।'

'না। এখন কিছু আলোচনা করতে গেলেই সব জেনে যাবে গগল। ঝুঁকিটা নেব আমরা সোনা নিয়ে আসার পর। তখন মুখ খুলবে না আস্তেরনাক, কারণ তার নিজের স্বার্থও জড়িত হয়ে পড়বে তখন।'

পেপিনো আর কিছু বলল না।

'যেই কিনুক, কীলটা ভেঙে আবার বার তৈরি করতেই হবে আমাদের,' বলল রানা। 'এটাই আমার কাছে আসল সমস্যা বলে মনে হচ্ছে।'

'সমস্যা কেন?' জানতে চাইল লার্দো।

'চার টন সোনা, গলাতে বেশ সময় লাগবে। তাছাড়া, রাখব কোথায়? ওই ভূতুড়ে বাড়িতে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা কোথায়? গগলের চোখকে ফাঁকি দিতে হলে

অত্যন্ত গোপনে সারতে হবে কাজটা। বারের সংখ্যা কত হবে ভেবে দেখো একবার।'

'তোমার ধারণা চার টন আছে ওখানে, তাই না?' হঠাৎ লার্দোকে জিজ্ঞেস করল পেপিনো।

'হ্যাঁ,' বলল লার্দো। 'কিন্তু ওটা আমার আনুমানিক হিসেব।'

'সোনার কারিগর তুমি, হিসেবে গরমিল হলেই বা কতটা হবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

বেয়ারা এসে ওদের টেবিল সাজিয়ে দিয়ে গেল।

'খুব বেশি গরমিল হবে না,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল লার্দো। 'সোনার হিসেব একটু অন্যরকম—সাড়ে চোদ্দ আউন্সে এক পাউন্ড, ধরো।'

মনে মনে দ্রুত একটা হিসেব কষল রানা। বলল, 'মোটামুটি রাফ হিসেবে, এক একটা বার হবে চারশো আউন্সের, মোট প্রায় তিনশো ত্রিশটা বার বেরুবে চার টন থেকে।'

'একটা বার যদি পঁয়তাল্লিশ হাজার পাউন্ড হয়, তিনশো ত্রিশটার দাম কত হয়?' প্রশ্নটা পেপিনোর। চোখের পাতা এখন খোলা তার, কিছুটা বিস্ফারিত।

পকেট থেকে কাগজ কলম নিয়ে হিসেবটা করল রানা। খানিকপর মুখ তুলল। এক এক করে লার্দো আর পেপিনোকে দেখল। দুজনেই ঝুঁকে পড়েছে ওর দিকে। 'এক কোটি আটচল্লিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার।'

চেপে রাখা নিঃশ্বাস শব্দ করে ছেড়ে সানন্দে মাথা ঝাঁকাল লার্দো। 'আমার হিসেবেও তাই। এর ওপর, জুয়েলারী রয়েছে।'

জুয়েলারীর সম্পর্কে রানা অন্য কথা ভেবে রেখেছে। সোনার পরিচয় না থাকলেও, জুয়েলারীর আছে। দেখেই চেনা যায় ও জিনিস। ওগুলো যেখানে আছে সেখানেই রেখে আসবে ও।

পরদিন, দুই তারিখ থেকে, কাজে হাত দিল ওরা। কারিগর যোগাড় করে সানফ্লাওয়ারের মাস্তুল মেরামত করাল রানা। টুকিটাকি আরও অনেক কাজ ছিল, দু'দিনেই শেষ হলো সব। সানফ্লাওয়ার এখন সাগর পাড়ি দেয়ার জন্যে পুরোপুরি তৈরি।

ওদিকে লার্দো আর পেপিনো প্রচুর পরিশ্রম করে নতুন ভাড়া নেয়া বাড়িটা মেরামত করে ফেলল। বোটশেডটার পিছনেই বেশিরভাগ সময় ব্যয় করল ওরা। পঞ্চাশ জন মিস্ত্রী একনাগাড়ে তিন দিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শেষ করল কাজটা। পাঁচ তারিখে গগল ফিরে এসে আগের মতই গায়ে বাতাস লাগিয়ে সময় কাটাতে দেখল ওদেরকে।

পরদিন গগলের বোট দেখতে গেল রানা। সাদা-চুলো এক লোক হোস পাইপ থেকে পানি ছেড়ে ডেক ধুচ্ছে, রানাকে দেখে বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই মাসুদ রানা, তাই না? আমি পোক্রু, মি. গগলের বাঁ পা।'

'আছে সে?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল পোক্রু। 'আপনার বন্ধু মিস্টার পেপিনোর সাথে

কোথায় যেন গেছেন। বলে গেছেন, আপনি এলে যেন খাতির যত্ন করে সব দেখাই।'

'তুমি আমেরিকান?'

'কিন্তু মা আলজিরিয়ান,' বলল পোক্রু।

ফেয়ারমেইলের হুইল হাউসটা আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে সাজানো। দু'দুটো ইকো সাউন্ডার দেখল রানা। এঞ্জিন কন্ট্রোলের দায়িত্ব পুরোপুরি হেলমস্‌ম্যানের হাতে, সেই সরাসরি পরিচালনা করে বোট। খারাপ আবহাওয়ার জন্যে কন্ট্রোল প্যানেলের সামনের জানালাগুলোয় কেন্ট স্ক্রীনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বড় একটা মেরিন ট্র্যান্সসিভার এবং একটা রাডারও রয়েছে।

রাডার যন্ত্রপাতির উপর হাত রাখল রানা। 'এটার রেঞ্জ?'

'কয়েক ধরনের,' বলল পোক্রু। 'যখন যেটা প্রয়োজন বেছে নিতে পারেন আপনি। দেখাচ্ছি।' একটা বোতাম টিপে দিল সে, তারপর একটা নব ঘোরাল।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই স্ক্রীনটা আলোকিত হলো। চমৎকার ফুটে উঠল গোটা বন্দরটা স্ক্রীনের উপর। সানফ্লাওয়ারকে দেখে চিনতে পারল রানা।

'এটা কাছের রেঞ্জ,' বলল পোক্রু। আবার একটা নব ঘোরাল সে, ক্লিক করে শব্দ হলো একটা! 'আর এটা হলো ম্যাক্সিমাম রেঞ্জ—পনেরো মাইল, কিন্তু বন্দরে আছি বলে তীরের দিকে বিশেষ কিছু দেখবার নেই।'

তীরের দিকে পর্দাটা ঝাপসা হয়ে আছে। কিন্তু খোলা সাগরের দিকে তাকাতে ছোট্ট একটা বিন্দু দেখতে পেল রানা। 'কি ওটা?'

হাতঘড়ি তুলল চোখের সামনে পোক্রু। 'জিব্রাল্টার থেকে ওটা নিশ্চয়ই ফেরী আসছে। দশ মাইল দূরে ওটা—গ্রিডে মাইলেজ চিহ্ন দেখুন।'

'তীর খুঁজে বের করার জন্যে রাতেও এটা কাজ দেয় তাহলে!'

'একশোবার। চাঁদ বা কুয়াশা থাক বা না থাক।'

হুইল হাউসের চারদিকে চোখ বুলিয়ে রানা বলল, 'এতসব যন্ত্রপাতি থাকায় ওটাকে চালাতে লোকজন খুব একটা লাগে না, কি বলো? অথচ এটা একটা বড় বোট।'

'মি. গগল আর আমি, আমরা দু'জনেই এর জন্যে যথেষ্ট। খুব বেশি দূর তো যেতে হয় না বিশেষ। তবে, সাথে আরেকজন থাকে আমাদের। আপনার ইয়টে যে মরোক্কানটা আছে, সেই।'

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল রানা। কিন্তু গগল বা পেপিনো কারও ফেরার নাম নেই দেখে অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে চলে এল ও। পেপিনো এখানেও ফেরেনি।

লার্দোকে নিয়ে বেরুল রানা। রেস্তোরাঁয় বসে ডিনারের অর্ডার দিয়ে বলল ও, 'আর দেরি করার মানে হয় না। এবার আমাদের রওনা হওয়া উচিত।'

'আমিও তাই মনে করি।' ভুরু কুঁচকে রয়েছে লার্দোর।

অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এসে ওরা দেখল, পেপিনো তখনও ফেরেনি। নিজের কামরায় চলে গেল লার্দো। রানা বিছানায় শুয়ে চোখ রাখল একটা ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠায়।

রাত তখন দশটার উপর। পায়ের আওয়াজ পেয়ে চমকে উঠে মুখ তুলল

রানা।

সর্ব শরীরে যেন আগুন ধরে গেল ওর।

মদে চুর হয়ে এসেছে পেপিনো। হুঁশ বলতে কিছুই নেই। দু'হাত দিয়ে ধরে আছে গগলের কাঁধটা, বাদুড়ের মত ঝুলছে। 'উৎসব করতে গিয়ে এই কাণ্ড। তোমার প্লেবয় বন্ধু এমন মাতাল হয়ে যাবে জানলে···ধরো দেখি, বিছানায় শুইয়ে দিতে হবে।'

ধরাধরি করে পাশের কামরায় নিয়ে যাওয়া হলো পেপিনোকে। আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল লার্দোর। 'হচ্ছেটা কি?' বিছানার উপর উঠে বসল সে!

'তোমার বন্ধুকে মদ গিলেছে,' গগলও টলছে, তবে মাতাল হতে তার এখনও অনেক বাকি।

দু'চোখের মাঝখানে কয়েকটা ভাঁজ ফুটে উঠল লার্দোর। রেগে গেলে এই ভাঁজগুলো ফোটে তার। ইঙ্গিতে রানা তাকে চুপ করে থাকতে বলল।

সিধে হয়ে দাঁড়াল গগল। 'ঠিক আছে, তোমাদের আর বিরক্ত করব না। আমাকেও বিছানায় যেতে হবে। দেখা হবে সকালে,' সোজা বেরিয়ে গেল সে কামরা থেকে।

দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা। ঘুরতেই দেখল ঘুসি পাকিয়ে পেপিনোর নাক বরাবর লক্ষ্যস্থির করছে লার্দো।

'অ্যাই! কি হচ্ছে!' দ্রুত লার্দোর পাশে চলে এল রানা।

হঠাৎ বিদ্যুৎ খেলে গেল লার্দোর শরীরে। ঘুসিটা লাগলে পেপিনো টেরও পেত না কিসের আঘাতে ইহজগৎ থেকে বিদায় নিতে হলো তাকে। নিজের কাঁধ দিয়ে ঘুসিটা ঠেকাল রানা। ধরে ফেলল লার্দোকে।

'শালাকে আমি নরকে পাঠাব!' চিৎকার করে উঠল লার্দো। 'হারামজাদা কুকুরের বাচ্চা সব বলে দিয়েছে গগলকে···'

'সকাল না হওয়া পর্যন্ত কিছুই জানার উপায় নেই,' শান্তভাবে বলল রানা। 'লার্দো, এই প্রথম এবং শেষবার তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, ওর গায়ে তুমি হাত তুলবে না।'

রাগে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল লার্দো। কি বলল বোঝা গেল না।

পেপিনোর জুতো জোড়া খুলে দিল রানা। গায়ে একটা চাদর বিছিয়ে দিল। 'এমনিতেই অনেক সমস্যা দেখা দিচ্ছে, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে ঝামেলা বাড়াতে যেয়ো না! পেপিনোকে আমাদের দরকার, কথাটা ভুলো না।'

লার্দোকে নিজের কামরায় পাঠিয়ে দিয়ে রাতটা পেপিনোর সাথে কাটাবার সিদ্ধান্ত নিল রানা।

খুব সকালে ঘুম থেকে উঠল রানা। কিন্তু তার আগেই নিজের কাজে বেরিয়ে গেছে গগল। পাশের ঘর থেকে লার্দো এল। রানা দেখল, চোখ দুটো লাল হয়ে আছে তার। বোধহয় সারারাত ঘুমায়নি।

গ্লাসে করে পানি নিয়ে চোখেমুখে ছিটে দিতেই ধড়মড় করে উঠে বসল পেপিনো বিছানায়। রানা বাধা দেবার আগেই তার কলার চেপে ধরল লার্দো।

'গগলকে কি বলেছিস, বল্।'

চাঁদিতে হাত রাখল পেপিনো। চোখমুখ কোঁচকাল, 'আমার মাথা,' বলল সে। 'প্রচণ্ড ব্যথা করছে কেন!'

তীব্র একটা-ঝাঁকুনি দিল লার্দো। 'কি বলেছিস, বল্!'

চোখ বুজে ফেলল পেপিনো। ভয়ে। 'ব্যথাটা বাড়ছে!' প্রায় কেঁদে ফেলার মত অবস্থা তার।

'ছেড়ে দাও,' শান্তভাবে বলল রানা। লার্দো কাঁধ ঝাঁকিয়ে সরে গেল রানাকে দাঁড়াবার জায়গা করে দিয়ে। পেপিনোর সামনে বিছানায় বসল রানা। 'সোনার কথা বলেছ গগলকে, পেপিনো?'

চোখ গোল হয়ে উঠল পেপিনোর। গতরাতের কথা মনে পড়ে যেতে দ্রুত ফিরে এল বাস্তবে। মাথা নিচু করে মৃদুকণ্ঠে বলল, 'না। কাউকে কিছু বলিনি আমি।'

'মিথ্যে কথা বলো না, পেপিনো!' শাসাল লার্দো। 'তোমার মাতলামির জন্যে যদি আমার সর্বনাশ হয়, জেনে রেখো তোমারও সর্বনাশ করে ছাড়ব আমি।'

লার্দোর দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাল পেপিনো। চট করে সরিয়ে নিল চোখ। 'জানি না। কিছুই মনে নেই আমার। কসম খেয়ে বলছি, কিছুই মনে করতে পারছি না।'

হয়তো সত্যিই কিছু মনে নেই ওর, ভাবল রানা। মাতালদের এই রকমই হয়। যাই হোক, সোনার কথা সে বলে না থাকলেও, কাভার স্টোরিটা ফাঁস করে দিয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। পেপিনোর স্বভাবে পরিবর্তন দেখেই সন্দিহান হয়ে ওঠার কথা গগলের। চতুর লোক সে। চাতুর্যের জোরেই আধুনিক জলদস্যুদের নেতা হয়ে বসেছে। সন্দেহ হওয়াতেই আরও খোঁজ খবর নিতে উৎসাহ বোধ করবে এখন সে।

চাদরটা মুঠো করে ধরে আছে পেপিনো। ঘনঘন তাকাচ্ছে লার্দো আর রানার দিকে।

'যা হবার হয়েছে,' বলল রানা। 'আমার দিকে তাকাও, পেপিনো। ফের যদি মদ খাও, বিশ্বাস করো, তোমার শিরদাঁড়া ভেঙে দেব আমি। তুমি ভাবছ লার্দো ভয়ঙ্কর লোক। কিন্তু সময় বিশেষে আমি কতটা সৃষ্টিছাড়া ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারি তা দেখতে পাবে তুমি যদি আর এক ঢোক মদ খাও।'

দ্রুত মাথা নেড়ে মদ না খাবার প্রতিশ্রুতি দিল পেপিনো।

'এই সমাধান আমি মানি না,' নিজের বাঁ হাতের তালুতে ঘুসি মেরে পটকা ফাটার আওয়াজ করল লার্দো। 'এটা কোন সমাধানই নয়। ওকে একটু শিক্ষা দেয়া দরকার। এক মিনিট, মাত্র একমিনিটের জন্যে ওকে ছেড়ে দাও তুমি আমার হাতে, রানা।' শেষ কথাটা আবেদনের সুরে বলল সে।

'আর কোন প্রসঙ্গ আছে?' জানতে চাইল রানা। 'যা বলেছি শুনেছ লার্দো। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথাও নয়। জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও, আমরা রওনা হব।'

চোখে চোখ রেখে চেয়ে রইল দু'জন দু'জনের দিকে। খানিকপর কাঁধ ঝাঁকাল লার্দো। বলল, 'গগলকে কি বলবে?'

'স্পেনে নানারকম উৎসব লেগেই আছে,' বলল রানা। 'ওকে বলব একটা উৎসবে যোগ দিতে যাচ্ছি।'

'ভেবে দেখো, রানা। গগলের ব্যাপারটা অবহেলা করছ তুমি। আমাকে দায়িত্ব দিলে আমি একটা ব্যবস্থা করতে পারি।'

'তুমি একটা পাগল,' বলল রানা। 'খুন খারাবির মধ্যে আমরা নেই।'

'খুন করব বলেছি নাকি?'

'তবে কি মারধোর করবে? বোকার মত কথা বলছ তুমি। সে হয়তো কিছুই সন্দেহ করেনি। কিছু করতে গেলেই সন্দেহটা জাগিয়ে দেয়া হবে তার মনে। ওকে আন্ডারএস্টিমেট করলে মারা পড়বে। মনে রেখো, গগলের গায়ে হাত দেবার কথা তোমার মত একশোটা বীর-পুরুষেরও চিন্তা করা সাজে না।'

জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে বোটে ফিরল ওরা। মরোক্কান দাগীটা সালাম ঠুকল রানাকে। নিজের কেবিনে ঢুকে স্ট্রেইট অফ জিব্রাল্টারের চার্ট বের করল রানা কোর্স নির্ধারণ করার জন্যে। দু'মিনিটও পেরোয়নি, উত্তেজিত চোখ-মুখ নিয়ে কেবিনে ঢুকল লার্দো। 'কে যেন সার্চ করেছে বোট!'

'কি!' মনে মনে আঁতকে উঠল রানা। খুব ভোরে অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে বেরিয়েছে আজ গগল, মনে পড়ে গেল। 'ফার্নেসগুলো দেখেছে নাকি?'

ফার্নেস তিনটে তিন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিল ওরা। কার্বণ ক্ল্যাম্পগুলো খুলে নিয়ে খুচরো যন্ত্রপাতির সাথে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা হয়েছিল স্টীল-বক্সের ভিতর। ট্রান্সফরমারসহ প্রধান তিনটি বাক্সের একটা কেবিন সোলের তলায়, দ্বিতীয়টা রিসিভিং সেট হিসেবে কন্ট্রোল কেবিনে, এবং তৃতীয়টা মেরিন ব্যাটারি আর এঞ্জিন স্পেসের ভিতর লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। যদি দেখেও থাকে, জিনিসগুলোকে কেউ সঠিক চিনতে পারবে বলে মনে হয় না। কিন্তু কিছু সন্দেহ করে থাকলে সন্দেহ তার বাড়বে।

'হয়তো মরোক্কান মৌলা ইস্রাফিলের কাণ্ড!' বলল রানা।

'তা যদি হয় ব্যাটাকে আমি পানিতে চুবাব!'

ডেকে ফিরে এল রানা। ইস্রাফিল নখ পালিশ করছে মাথা নিচু করে।

'গগল ফিরেছে?'

ফেয়ারমেইলের দিকে আঙুল তুলল লোকটা। 'এইমাত্র একটা ডিঙি ভিড়েছে ওটার গায়ে।'

দশ মিনিটের মধ্যেই ফেয়ারমেইলে পৌঁছুল রানা। হাত ধরে ডেকে তুলে নিল ওকে গগল। 'পেপিনো এখন কেমন?'

'কাতর হয়ে পড়েছে নিজের জন্যে দুঃখে,' বলল রানা। 'পথে কষ্ট পাবে ঘটনাটার কথা মনে পড়লেই।'

'তোমরা চলে যাচ্ছ?' অবাক হয়ে গেল গগল।

'গতরাতে তোমাকে বলার সময় পাইনি,' বলল রানা। 'আমরা স্পেনের দিকে যাচ্ছি।' তৈরি করা গল্পটা বর্ণনা করল ও। তারপর বলল, 'এই পথেই আবার আমরা ফিরব কিনা জানি না। তবে পেপিনো ফিরবে। আমরা দু'জন হয়তো

সুয়েজের মধ্যে দিয়ে একেবারে কেপটাউন পর্যন্ত যেতে পারি. কিছুই ঠিক নেই।'

'যাবেই যখন, মন খারাপ করে লাভ কি!' বলল গগল। 'বেস্ট অভ লাক, রানা, ইন অল ইওর ট্রাভেলস। আশা করি তোমার প্রজেক্ট সফল হবে।'

'কিসের প্রজেক্ট?' তীক্ষ্ণ শোনাল রানার কণ্ঠস্বর।

'কেন, বোট ইয়ার্ড কেনার? নাকি অন্য কিছু আছে তোমার মনে?'

নিজেকে ধিক্কার দিল রানা মনে মনে। 'না, আর কি থাকবে!' ঘুরে দাঁড়াল সে ফেরার জন্যে।

পিছন থেকে অদ্ভুত শান্ত গলায় গগল বলল, 'আমার পেশা তোমার জন্যে নয়. রানা। সেরকম কিছু যদি ভেবে থাকো. সময় থাকতে বাদ দাও। বড় টাফ বিজনেস. এবং বড় বেশি প্রতিযোগিতা এর মধ্যে।'

ডিঙি নিয়ে সানফ্লাওয়ারে ফিরছে রানা। গগল কি ওকে আভাসে জানিয়ে দিল ওদের উপর নজর রাখবে সে?

সেদিন, সাত তারিখ বিকেলে তাঞ্জিয়ার বন্দর ত্যাগ করল সানফ্লাওয়ার। জিব্রাল্টারের দিকে কোর্স সেট করল রানা। ওদের গন্তব্যের দিকে রওনা হয়েছে ওরা, কন্ট্রোল কেবিনে বসে ভাবছে রানা—কিন্তু পিছনে ভুল ত্রুটি রেখে যাচ্ছে অনেক।

ছয়

'না!'

'কেন না? গগলকে এত ভয় পাবার কিছুই নেই। তাছাড়া, সে এখন তাঞ্জিয়ারে।' কন্ট্রোল প্যানেলে ঘুসি মারল লার্দো। 'স্পেনে বা আর কোথাও থামার কোন দরকারই নেই আমাদের, সময়ও নেই।'

স্ট্রেইট ত্যাগ করেনি এখনও সানফ্লাওয়ার, মতভেদ দেখা দিয়েছে ওদের মধ্যে।

রানা শান্ত। 'ত্রিশ বছর অপেক্ষা করেছ তুমি এই সুযোগের জন্যে, আরও পনেরো দিন অপেক্ষা করতে পারবে না কেন? আমি আবার বলছি, জিব্রাল্টার. মালাগা, বার্সেলোনা, রিভেরা, নীস এবং মন্টিকার্লো হয়ে তারপর ইটালি যাব। পথে আমরা বুলফাইট দেখব, ক্যাসিনোয় জুয়া খেলব, হোটেলে নাচব—সাধারণ টুরিস্টরা যা করে থাকে সব করব আমরা। গগলকে বুঝিয়ে দিতে হবে আমরা নিতান্ত ভাল মানুষ, গোপন কোন উদ্দেশ্য আমাদের নেই। তুমি বলছ, গগলকে আমরা তাঞ্জিয়ারে দেখে এসেছি—ঠিক। কিন্তু, কে জানে, এই মুহূর্তে হয়তো স্পেনে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে সে। রাতের অন্ধকারে তার বোট হয়তো সানফ্লাওয়ারকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেছে। তুমি যাই ভাব, আমি জানি, গগল আমাদেরকে সন্দেহ করেছে।'

'এর জন্যে পেপিনো দায়ী।'

'আমি একমত,' বলল রানা। 'কিন্তু পেপিনো দায়ী বলে আরও বোকামি করতে হবে নাকি আমাদেরকে?'

ভাবছে রানা। পেপিনো ভুল একটা করেনি। মদ খেয়ে সোনা শব্দটিও যদি সে উচ্চারণ করে থাকে, গগল বাকিটা অনুমান করে নিতে পারবে। তার আরেকটা ভুল হলো আস্তেরনাককে মিথ্যে কথা বলা। সবক'টা ব্যাঙ্কে খোঁজ নেবে আস্তেরনাক, এবং আবিষ্কার করবে পেপিনোর নামে কোথাও কোন অ্যাকাউন্ট নেই। কথাটা সে গগলকে জানাতে পারে। গগলের সন্দেহ এতে বাড়বে বৈ কমবে না। চার টন সোনার ব্যাপার জানতে পারলে সেটা ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টায় যে গগল কোন কসুর করবে না—এটা নিশ্চিত। এটাই ওর ব্যবসা। ওদের নীতি—যার সাথে যত খাতিরই থাক, যদি বেকায়দায় পেয়ে কিছু ছিনিয়ে নেয়ার সুযোগ থাকে, তাহলে নেব না কেন। সারভাইভ্যাল অফ দা স্মারটেস্ট!

জিব্রাল্টারে একটা দিন কাটাল ওরা। বুনো বানরের তৈরি গুহাগুলো দেখে আর সকলের মত বিস্ময়ের সীমা থাকল না রানার। ঠিক যেন মানুষের হাতে তৈরি।

ওখান থেকে মালাগা। পৌঁছুল নয় তারিখে।

মালাগা অবস্থানের দ্বিতীয় দিনে রানা আবিষ্কার করল ওদেরকে অনুসরণ করা হচ্ছে।

লার্দোকে সানফ্লাওয়ারে রেখে পেপিনোকে নিয়ে বেরিয়েছে রানা। ইয়ট বেসিনে প্রথম দেখল লোকটাকে ও। তারপর রেস্তোরাঁয়। ওখান থেকে জিপসীদের নাচ দেখতে গেল ওরা। সেখানেও মস্ত জুলফিওয়ালা টেকো লোকটা হাজির।

কাউকে কথাটা বলল না রানা। মনে মনে বুঝল যা ভয় করেছিল সেটাই সত্যি প্রমাণিত হতে যাচ্ছে। গগল নজর রাখছে ওদের ওপর পুরোপুরি।

করার কিছু নেই, অনেক ভেবে স্থির করল রানা। একমাত্র উপায় হতে পারে, নিরীহ আচরণ দেখিয়ে গগলের মন থেকে সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করা।

পনেরোই ফেব্রুয়ারি। বার্সেলোনাতে ষাঁড়ের লড়াই দেখতে তিনজন একসাথে বেরুল ওরা। তার আগে একটা টোপ তৈরি করে রেখেছিল রানা, সেটা ফেলে গেল সানফ্লাওয়ারে।

বার্সেলোনায় যে লোকটা নজর রেখেছে ওদের উপর তাকে চিনতে মোটেও বেগ পেতে হয়নি রানার। শ্যেনের মত মুখ, ক্লিনশেভ, সোনার চেনওয়ালা রিস্টওয়াচ পরে।

বন্দরের একজন লোককে ভাড়া করল রানা। ওর অনুমান যদি মিথ্যে না হয় দশ পেস্তার বিনিময়ে নিজের বুড়ি দাদীকেও বিক্রি করে দিতে দ্বিধা করবে না এই লোক। একেই সানফ্লাওয়ারের পাহারায় রেখে ষাঁড়ের লড়াই দেখতে গেল ওরা।

যাবার আগে মঞ্চটা সাজিয়ে রেখে গেল রানা। স্পেনে একটা বোটইয়ার্ড কিনতে কি পরিমাণ খরচ হবে তার একটা হিসেব করল কয়েকটা কাগজ জুড়ে, বোটইয়ার্ড কেনার পর সেটাকে আধুনিকীকরণের জন্যে কত ব্যয় হবে তাও লিখল কয়েকটা নোট পেপারে। তারপর ওদের আগামী ভ্রমণ সম্পর্কে, গ্রীস পর্যন্ত, কিছু লিখল একটা ডায়েরীতে। কোথায় কোন্ ব্যক্তিত্বের সাথে দেখা করবে ও তাও টুকে

রাখল ডেস্ক ক্যালেন্ডারে।

ষাঁড়ের লড়াই দেখে ফিরে আসতে ভাড়াটে পাহারাদার জানাল, কোনরকম উৎপাত হয়নি। তার মজুরি চুকিয়ে দিতেই সে বিদায় হয়ে গেল। নিজের কেবিনে ঢুকে রানা খুশি হলো। হিসেবের কাগজপত্র এবং ডায়েরীটা অদৃশ্য হয়েছে। মনে মনে হাসল ও। গগলের বন্ধুর কাছ থেকে পাহারাদার দু'পয়সা কামিয়ে নিয়েছে, সন্দেহ নেই। সেই সাথে ভাবল ও, যথাসময়ে গগলের হাতে পড়বে জিনিসগুলো, দেখে কি সে ওদের সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারবে?

মাজোরকায় না থেমে সোজা নীসে পৌছুল ওরা বিশ তারিখে। সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। রানা বোটইয়ার্ডগুলো পরিদর্শনে বেশির ভাগ সময় ব্যয় করল। এখানেও গগলের একজন বন্ধুকে আবিষ্কার করল ও। একনিষ্ঠভাবে নজর রাখছে ওদের উপর। কিন্তু এবার রানা একটা ভুল করে বসল।

কথাটা জানিয়ে দিল ও লার্দোকে।

দাঁতে দাঁত ঘষল লার্দো। 'আগে কেন বলোনি আমাকে?'

'কি লাভ হত? করার কিছু আছে আমাদের?'

'নেই?' প্রশ্নটা করেই চুপ মেরে গেল সে।

বিশেষ কিছু ঘটল না নীসে। জরুরী কোন কাজ না থাকলে শহরটা উপভোগ্য। কিন্তু যেটুকু সময় না থাকলে দৃষ্টিকটূ লাগে তার বেশি ওখানে থাকল না ওরা, ক'মাইল ভেসে পৌছুল এরপর মন্টিকার্লোতে।

মন্টিকার্লোতে সন্ধ্যা। সানফ্লাওয়ারে একা থাকল রানা। তীরে গেল লার্দো আর পেপিনো।

বেশ রাত করে ফিরল ওরা। পেপিনোকে দেখেই রানা বুঝল কিছু একটা ঘটেছে। 'কেমন লাগল মন্টি?' জানতে চাইল ও।

নিচে নেমে গেল লার্দো। পেপিনো অন্য দিকে চেয়ে আছে। বোবা।

চেয়ার ছেড়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল রানা। 'পেপিনো?'

'আমার ওপর হম্বিতম্বি করে লাভ নেই। কি হয়েছে লার্দোকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো,' বলল পেপিনো। রানাকে তবু দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওর দিকে ফিরল সে। 'একজন লোক আমাদের অনুসরণ করছিল, তার ওপর বক্সিং প্র্যাকটিস করেছে লার্দো।'

সোজা নিচে নেমে এল রানা। গ্যালিতে বসে আঙুলের রক্তাক্ত গাঁট ধুচ্ছে লার্দো ডি কুঁজে।

'কথাটা সত্যি লার্দো?'

চমকে উঠে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল লার্দো। রানার গলার স্বরে আশ্চর্য কাঠিন্য, অনুভব করতে পারছে সে।

'সত্যি। আর কখনও বিরক্ত করবে না ব্যাটা। কমসে কম একমাস পড়ে থাকতে হবে হাসপাতালে।' সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল রানা, কাজটা করে গর্ব অনুভব করছে লার্দো। 'আরও আগে যদি বলতে...'

'থামো!' রেগে গেল রানা। 'এত কাঠখড় পুড়িয়ে গগলকে যখন প্রায় বোঝাবার পর্যায়ে নিয়ে এসেছি যে আমরা নিরীহ একদল টুরিস্ট বৈ কিছু নই, ঠিক সেই সময়

তুমি গাধার মত একটা কাজ করে সব ভণ্ডুল করে দিলে! গায়ের জোরকে বড় করে দেখে গর্দভেরা, তুমি তাই। গগলকে ফোন করে যদি বলতে আমরা চার টন সোনা আনতে যাচ্ছি, তুমি ছিনিয়ে নেবার জন্যে তৈরি হয়ে থাকো—সে-ও ভাল ছিল এর চেয়ে!'

কালো হয়ে গেল মুখটা লার্দোর। 'মুখ সামলে কথা বলো, রানা! বি কেয়ারফুল!'

'নিজেকে কি ভাব তুমি, লার্দো? মনে রেখো, নিজের ক্ষমতায় আমার পুরো আস্থা রয়েছে বলেই তোমার মত ইতরকে সাথে নিয়েছি। নাহ্, একটা বোঝাপড়া হয়ে যাওয়া দরকার। আমি জানতে চাই, এখন থেকে প্রতি পদক্ষেপে তুমি আমার হুকুম মেনে চলতে রাজি আছ কিনা?'

'লার্দো ডি'কুঁজে কখনও কারও হুকুম বরদাস্ত করে না।'

'অলরাইট!' বলল রানা। 'এই মুহূর্তে বোট ঘুরিয়ে নেব আমরা। লিসবনে ফিরে যাচ্ছি। তুমি এখানেই থাকছ। বাড়ি ফেরার জন্যে ভাড়ার টাকা না থাকলে চেয়ে নিয়ো আমার কাছ থেকে। মস্ত বোকামি করেছি তোমাকে সাথে এনে।' ঘুরে দাঁড়াল রানা।

'এক মিনিট,' বলল লার্দো। ফিরল রানা।

লার্দোর শক্ত হয়ে ওঠা পেশীগুলো ঢিল হচ্ছে ধীরে ধীরে। 'ঠিক আছে,' কর্কশ গলায় বলল সে। 'কিন্তু ব্যাপারটা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো, তারপর দেখব আমি তোমাকে। আপন গড, তখন সাবধান না হলে কপালে কি আছে তোমার…জানি না!'

'কিন্তু তার আগে পর্যন্ত বস্ আমি?'

চোখে চোখ রেখে দাঁতে দাঁত ঘষল লার্দো। 'হ্যাঁ।'

'আমার হুকুম মানবে?'

মুঠো পাকাল লার্দো, কিন্তু দমন করে রাখল নিজেকে।

'হ্যাঁ।'

'প্রথম আদেশ: আমার অনুমতি না নিয়ে কোন কাজ করবে না তুমি এখন থেকে,' কথাটা বলে প্যাসেজে বেরিয়ে এল রানা। তারপর আবার ফিরে এল। 'আরেকটা কথা। পেপিনো বা আমার সাথে বেঈমানী করার চেষ্টা কোরো না, করলে শুধু আমাকে না, গগলকেও সামলাতে হবে তোমার। তুমি শয়তানি করলে সানন্দে সোনার একটা ভাগ গগলকে দেব আমি। আমার কথা বাদই দিলাম, গগল যদি তোমার পিছনে লাগে দুনিয়ার এমন কোন জায়গা নেই যেখানে তুমি লুকিয়ে তার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারো।'

আক্রোশে ফুলছে লার্দো। কিন্তু একটা কথাও বলল না সে। ডেকে ফিরে এল রানা।

ককপিটে বসে আছে পেপিনো।

'শুনেছ সব?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমাকে তোমার দলে নিয়েছ, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ, রানা।'

বিস্ফোরণটা পেপিনোর উপর ঘটল। দুম করে একটা ঘুসি মেরে পেপিনোর

নাকটা চ্যাপ্টা করে দিল রানা। 'ফের যদি কোন ভুল করো, সোজা লিসবনে ফিরে যাব আমি। আমার কথার নড়চড় হবে না।'

পরবর্তী যাত্রাবিরতি রাপালো। চব্বিশ তারিখে ফরেন পোর্টে নোঙর ফেলতেই ডাক্তার আর কাস্টমস অফিসাররা উঠে এল ইয়টে। অফিসারদের সাথে কথা বলে বুঝল রানা, ইয়টম্যানদের জামাই আদর করা হয় ইটালিতে। একজন বোট ডিজাইনার এবং বিল্ডার হিসেবে নিজের পরিচয় দিতে খাতিরের মাত্রা অসম্ভব বেড়ে গেল, পারলে ওকে ঘর-জামাই করে রাখে। ওর বোটইয়ার্ডের তৈরি কয়েকটা ইয়ট আশপাশের পানিতে ভাসছে, দেখাল রানা। ইয়টগুলোর নমুনা দেখে অফিসাররা সশ্রদ্ধ হয়ে উঠল ওর উপর। একটা বোটইয়ার্ড কিনতে চায় ও একথা জানাতেই তারা কয়েকটা ঠিকানা বলে দিল ওকে।

পেপিনো আর লার্দোকে ইয়টে রেখে তীরে নামল রানা। সোজা ইয়ট ক্লাবে গিয়ে ওর কাগজপত্র দেখাল। এখানেও সেই অবস্থা, মুহূর্তে আপন করে নিল ওরা রানাকে। দুনিয়ার সমস্ত ইয়টম্যানদের মধ্যে একটা আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্যের সম্পর্ক আছে, যেখানেই তুমি যাও, পরিচয় দিলেই তোমাকে তাদের একজন বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা হবে। ক্লাবের সেক্রেটারির সাথে গল্প করে বেশ অনেকটা সময় কাটাল রানা।

বিকেলটা কাটল বোটইয়ার্ডগুলোয় চোখ বুলিয়ে। যার সাথেই আলাপ হলো, তাকে জানিয়ে দিতে ভুলল না রানা যে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আসায় সানফ্লাওয়ারের তলাটা মেরামত না করলে কীলটা খুলে পড়ে যাবার আশঙ্কা আছে। আসলে নির্জন একটা বোটইয়ার্ডের খোঁজ চাইছে সে। যেখানে সকলের চোখের আড়ালে থেকে ওরা সোনার কীলটা তৈরি করতে পারবে।

একটা ব্যাপার আবিষ্কার করে প্রায় চমকে উঠল রানা। গগলের লোককে দেখতে পাচ্ছে না সে কোথাও। ওদের গোপন কোন উদ্দেশ্য নেই মনে করে সে যদি তার চরদের বৃথা খাটাখাটনি করতে নিষেধ করে দিয়ে থাকে তাহলে ভালই। কিন্তু লার্দো তার লোককে ধরে পিটুনি দেবার পর ওদেরকে সাচ্চা ভাবার কোন কারণ নেই গগলের। নিশ্চয়ই গভীর কোন মতলব এঁটেছে সে। কি হতে পারে সেটা?

বেড়ানো বন্ধ করে দ্রুত ইয়ট বেসিনে ফিরে এল রানা। 'আমার পিছু নেয়নি কেউ,' লার্দোকে সামনে পেয়ে বলল ও।

'তোমাকে তো আগেই বলেছি, আমার পদ্ধতিটাই সেরা,' বিয়াল্লিশ ইঞ্চি ছাতিটা নিজের অজ্ঞাতেই আরও কয়েক ইঞ্চি ফুলে উঠল লার্দোর। 'ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেছে ব্যাটারা।'

'কে ভয় পেয়েছে? গগল?' কোনমতে তিক্ত হাসিটা চাপল রানা। 'উঁহুঁ। কিছু একটা করছে গগল আড়ালে বসে। ভয়ঙ্কর কিছু।'

'আমরা খেতে যাব,' বলল লার্দো।

'যাও। কিন্তু সাবধান!' হঠাৎ রুক্ষ হয়ে উঠল রানার কণ্ঠস্বর, চোখ মুখের চেহারা। 'কারও গায়ে হাত তুললে আমি সোজা ফিরে যাব লিসবনে।' পেপিনো

ঢুকল কেবিনে, তার উদ্দেশ্যে তর্জনী তুলল রানা। 'এক চুমুক মদও যেন গেলা না হয়, মনে থাকবে?'

'এ অন্যায়! আমার রেশন...'

'রেশনেরটুকু আমার সামনে বসে খেতে হবে,' বলল রানা।

'তাহলে আগামীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করো,' পেপিনোর দিকে তাকিয়ে বলল লার্দো, তারপর রানার দিকে তাকাল। 'আজকের বরাদ্দটুকু ইতিমধ্যেই খেয়ে পেশাব করে ফেলেছে ও।'

দুপ-দাপ পায়ের শব্দ তুলে বাইরে বেরিয়ে গেল পেপিনো। তাকে অনুসরণ করল লার্দো। 'কিচ্ছু ভেব না তুমি, রানা। ওর পিঠে পেরেকের মত গেঁথে থাকব আমি।' বেরিয়ে গেল সে-ও।

নিচ থেকে একবার ঘুরে দেখে এল রানা আগামী দু'চার দিনের জন্যে কি সব জিনিস লাগবে ওদের। আবার কেবিনে ফিরে জুতো না খুলেই বালিশের উপর হাত, হাতের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল ও। গগলের কথাটা মন থেকে সরাতে পারছে না। কিন্তু তার উদ্দেশ্য অনুমান করার চেষ্টা বৃথা ভেবে চোখ বুজল ও। অবেলায় ঘুম চেপে আসছে দু'চোখে।

অতি সাবধানে ধীরে ধীরে চোখ মেলল রানা, শরীরের অন্য কোন পেশী না নড়িয়ে। পোর্টহোলের ফাঁক দিয়ে শহরের নিওন সাইন দেখতে পেল। কেবিনের ভিতরটা অন্ধকার। একটা শব্দ হয়েছে কোথাও। সেই শব্দেই ভেঙে গেছে ওর ঘুম।

নিঃশব্দে পড়ে থাকল রানা। উৎকর্ণ। আবার একটা আওয়াজ হলো। একলাফে উঠে বসল ও। 'লার্দো?'

অচেনা একটা কণ্ঠস্বর, 'না। আমি। আপনি কি সিনর মাসুদ রানা?' মধুর, মার্জিত, মেয়েলি গলা।

বিছানা থেকে নামল রানা। ইতিমধ্যে একটা ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়িয়েছে কেবিনের দরজায়।

'কে তুমি?'

'সিনর রানা, আপনার সাথে আমি কথা বলতে চাই,' অন্ধকার কেবিনে সহজভাবে ঢুকে পড়ল নারীমূর্তি। দরজার পাশের সুইচবোর্ডের দিকে হাত তুলল একটা।

আলোয় হেসে উঠল কেবিন। প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করল নিকষ কালো এলোকেশ। বয়সটা অনুমান করা শক্ত, আশ্চর্য সুন্দরী বলেই। বিশ থেকে বত্রিশ, এর মাঝখানে কোন একটা বছর হবে। পাখনা মেলে দেয়া পাখির মত আয়ত দুটো চোখ। প্লেবয় বা ভোগের পাতা থেকে কোন ফ্যাশন মডেল উঠে এসেছে যেন। উলের তৈরি একটা আঁটো পোশাক, শরীরের উত্থান-পতনগুলো স্পষ্ট। বিউটি কনটেস্টের বিশেষজ্ঞ না হলেও, অভিজ্ঞতা থেকে বুঝল রানা, এ ধরনের ফিগার দুর্লভ। জুতো দুটো মেয়েটার এক হাতে। ইয়টের ডেক এত মসৃণ যে একশো পাউন্ডের একটা মেয়ে উঁচু হিলের জুতো পায়ে দিয়ে হাঁটতে গিয়ে যদি আছাড় খায়, সেই আছাড়ের ওজন হবে টন দুয়েক। হয় মেয়েটা ইয়ট সম্পর্কে জানে, তা

নাহলে···

জুতো জোড়ার দিকে আঙুল তুলল রানা। 'অভিজ্ঞ চোর মনে হচ্ছে। কিন্তু হাত দুটো মুক্ত রাখতে পারতে ও দুটো যদি গলায় ঝুলিয়ে নিতে।'

মেয়েটা হাসল। হাসলে রূপটা আরও ফোটে, দেখল রানা। বাঁ গালে খুন করার মত একটা কালো তিল। 'আমি চোর কিনা সে প্রসঙ্গ থাক, সিনর রানা। তবে চুরি করতে আসিনি এখানে। এসেছি···তাও থাক, আপাতত। আসলে, ইয়টে এর আগেও বহুবার উঠেছি আমি।'

'তা তোমার জন্যে কি করতে পারি?'

'তার আগে আমার পরিচয়টা দেয়া দরকার।' মেয়েটা রানার চোখে চোখ রেখে হাসছে। 'আমি কন্টেসা মারদাস্ত্রোয়ানি মোনিকা আলবিনো।'

একটা সোফা দেখিয়ে বলল রানা, 'দয়া করে বসো, কন্টেসা।'

'কন্টেসা নয়, সিনোরিনা,' বলল সে, তারপর বসে কাপড় টেনে হাঁটু দুটো ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা করল। 'তুমি আমাকে সিনোরিনা বলে সম্বোধন করবে।'

সামনের সোফাটায় ধীরে ধীরে বসল রানা। একটা সিগারেট ধরাল। বেশ একটা চমক দিতে পেরেছে গগল, মনে মনে স্বীকার করল ও। 'পরিচয় তো জানলাম। তারপর?'

'ওদেরকে তীরে নামতে দেখে অনেক ভেবেচিন্তে এলাম,' বলল সে। 'আমাকে দেখেনি ওরা। আমি তোমার সাথে একা কথা বলতে চাই।'

এদিক ওদিক তাকাল রানা। 'আর কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না।'

হাসল না মেয়েটি। 'সিনর রানা, তুমি বেয়াড়া লার্দো ডি'কুঁজে এবং হোঁদল কুঁতকুঁত পেপিনোকে সাথে নিয়ে ইটালিতে এসেছ এখান থেকে মূল্যবান কিছু সরিয়ে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্য নিয়ে। তোমাদের গোটা পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে গোপনীয়তা রক্ষার ওপর। কাজটায় হাতই দিতে পারবে না যদি কেউ তোমাদের কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিতে থাকে। আমি ঠিক করেছি তাই করব, তোমাদের কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি মারব।'

চুপ করে থাকল রানা। পুরো কাহিনীটাই জানে গগল, বুঝতে পারা যাচ্ছে। জানে না শুধু একটা কথা: গুপ্তধনটা আছে কোথায়। কথাটায় যুক্তি আছে, কাঁধের উপর দিয়ে কেউ উঁকি মারলে সেটা উদ্ধার করা সম্ভবই নয়—সেজন্যেই প্রতিনিধি পাঠিয়েছে গগল, একটা ভাগ তাকেও দিতে হবে। একটা ব্যাপার এখন পরিষ্কার, তাঞ্জিয়ারে পেপিনো প্রায় সব কথাই বলে দিয়েছিল গগলকে।

'ঠিক আছে, কন্টেসা,' বলল রানা, 'কত চায় গগল?'

ভুরু কুঁচকে তাকাল মেয়েটি। 'গগল?'

'গগল। তোমার বসের কথা বলছি।'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সে। 'যেই হোক সে, গগল ফগল কাউকে আমি চিনি না। আর, তোমার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, আমার কোন বস নেই।'

মুখের চেহারা স্বাভাবিক রাখতে হিমশিম খাচ্ছে রানা। কৌতূহল টগবগ করে ফুটছে ভেতর ভেতর। গগলের সাথে সম্পর্ক যদি থাকে মেয়েটার, অস্বীকার করতে যাবে কেন সে? আর সম্পর্ক যদি নাই থাকে তাহলে···কে ও? গুপ্তধনের

কথা জানল কিভাবে?

'ধরো, মানে মানে যদি কেটে পড়তে বলি?'

হাসল মেয়েটা। 'ইটালি থেকে ওগুলো বের করে নিয়ে যাবার আশাও তাহলে ত্যাগ করতে হবে তোমাদের।'

'আর যদি কেটে পড়তে না বলি তাহলে? তাহলে ইটালি থেকে ওগুলো বের করে নিয়ে যেতে পারব—এই বোঝাতে চাইছ?'

'আর একটু বেশি কিছু বোঝাতে চাইছি,' সুরটা আপসের, কিন্তু বক্তব্যটা নির্ভেজাল হুমকি। 'আমার সহযোগিতা ছাড়া ওগুলো উদ্ধার করার চেষ্টা করলে দীর্ঘদিন ঘানি টানতে হবে তোমাদের ইটালির জেলে।'

খুঁটিয়ে দেখল রানা মেয়েটাকে আবার। ও বিশেষভাবে দেখছে বলে সচেতন হয়ে ওঠায় আরও সুন্দর লাগছে চেহারাটা। রিয়েল বিউটি, এটুকুই আবিষ্কার হলো নতুন করে আরেকবার, রহস্যের কোন কিনারা হলো না। 'কে তুমি? কতটুকু কি জানো?'

'খুব কম জানি,' বলল মেয়েটা। 'কিন্তু যতটুকু জানি তাই আমার জন্যে যথেষ্ট। সানফ্লাওয়ারের গতিবিধির ওপর নজর রাখার জন্যে একদল লোক নির্দেশ পেয়েছে। এটা গোপন খবর, কিন্তু তা ফাঁস হয়ে গেছে আমার কাছে। এছাড়া, আমি আরও জানি, সানফ্লাওয়ারের মালিক হলো সিনর মাসুদ রানা। পেপিনো এবং লার্দো হলো তার সঙ্গী।'

'নিজেকে তুমি একজন কন্টেসা বলে দাবি করেছ, তাই না?' রানা গম্ভীর। 'নাকি আমি ভুল শুনেছি?'

'আমি কাউন্ট...'

'ভুল শুনিনি তাহলে? ভাবছি, একজন কন্টেসা এত বোকা হয় কিভাবে! উপকূল এলাকার একটা বাজে গুজবে কেউ কান দেয়?'

'আমি উপকূল এলাকায় বসবাস করি, সিনর রানা,' বলল মেয়েটি। 'গুজব শুনেই বলে দিতে পারি সেটা ভিত্তিহীন কিনা। তাছাড়া, অনেক বন্ধু আছে আমার। তারা আমাকে তথ্য যোগান দেয়। তোমাদের সম্পর্কে গুজবটা যে কতটুকু সত্যি তা আমার চেয়ে বেশি আর কেউ জানে না।' দম নিল সে। 'এখন বুঝতে পারছি, সানফ্লাওয়ারের ওপর নজর রাখার নির্দেশটা কার কাছ থেকে এসেছে। তিনিই সম্ভবত মি. গগল।'

'একটা ইয়ট নিয়ে রাপালোয় তিনজন লোক আসছে, এই গুজব শুনেই তুমি ধরে নিলে ইটালি থেকে বেআইনীভাবে কিছু সরিয়ে নিতে আসছে ওরা?' বলল রানা। কণ্ঠস্বরে কাঠিন্য ফুটে উঠল, 'এ সম্ভব নয়। তুমি আরও কিছু জানো। কিন্তু কতটুকু জানো?'

'লার্দো ডি'কুঁজে আর পেপিনোকে জানি,' বলল মেয়েটা। 'বেয়াড়া লার্দো ইটালিতে প্রায়ই এসে হাওয়া খেয়ে যায়। তাকে আমি চিনি, তাই তার ওপর নজর না রেখে পারি না।' মুখটা সবসময় হাসি হাসি, মনেই হচ্ছে না রানার মেয়েটা ব্ল্যাকমেইল করতে এসেছে। 'বেচারার জন্যে দুঃখ হয়। প্রতিবার খালি হাতে ফিরে যায় সে।'

বোঝা গেল ব্যাপারটা। কিন্তু নিয়মিত আসা যাওয়া করায় লার্দোকে না হয় চিনেছে, পেপিনোকে চিনল কিভাবে? বহুকাল ইটালিতে আসেনি পেপিনো—নাকি এসেছিল?

'তাই, যখন শুনলাম যে ওরা দু'জন অজ্ঞাত পরিচয় এক মাসুদ রানাকে সাথে নিয়ে আবার ইটালিতে আসছে,' বলে চলেছে মেয়েটা, 'বুঝতে পারলাম বড় কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে এবার। বুঝলাম, তোমরা এবার ওগুলো তুলে নিয়ে যাবার জন্যেই আসছ।'

'নিয়ে যাবার জন্যে এসেছি, তুমি বলছ। কিন্তু কি নিয়ে যাবার জন্যে?'

'জিনিসটা খুব দামী, এটুকু জানি,' সহজভাবে বলল মেয়েটা।

'আমি একজন আর্কিয়োলজিস্ট নই তা কে বলল তোমাকে?'

'তুমি একজন বোট বিল্ডার,' হেসে উঠল সে, 'তাই আর্কিয়োলজিস্ট হতে পারো না, সিনর রানা।' রানার চোখে বিস্ময়ের ছায়া দেখতে পেয়ে আবার বলল সে, 'তোমার সম্পর্কে আরও অনেক কিছুই আমি জানি।'

'হেঁয়ালি বাদ দিয়ে আসল কথায় এসে পড়ো। গুপ্তধনের অস্তিত্বসম্পর্কে কি জানো তুমি? কিভাবে জানো?'

ধীর ভঙ্গিতে বলল মেয়েটা, 'ফার্নান্দো। এই নামে এক লোক একটা চিঠি লিখেছিল আমার বাবার কাছে। তখন আমি শিশু, এক বছরের। চিঠিটা শেষ করতে পারেনি সে। তার আগেই নিহত হয়। তাই চিঠিটাতে যা সে বলতে চেয়েছিল তার সবটুকু সে বলতে পারেনি। কিন্তু তবু ওটায় এমন সব তথ্য এবং তথ্যের আভাস ছিল যে আমার বড় বোন লার্দো ডি'কুঁজের ওপর নজর রাখার প্রয়োজন বোধ করে। আমার বড় বোন মারা যেতে—ওর ক্যানসার হয়েছিল—আমি ওর সকল অপূর্ণ কাজের দায়িত্বসহ নজর রাখার দায়িত্বটাও নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছি।'

মেয়েটার দিকে তর্জনী তুলল রানা। 'তুমি···তুমি কাউন্ট মারদাস্ত্রোয়ানির মেয়ে? তুমি মোনিকা?'

মাথাটা সোজা রাখল সে। 'আমি মোনিকা। ফার্নান্দোর চিঠিতে লেখা আছে, আমিও নাকি একটা ভোট দিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল এক বছর দেড় মাস।'

নতুন চোখে দেখছে রানা মোনিকাকে। 'কাউন্ট তাহলে সব জানেন? তিনিও ভাগ বসাতে চাইছেন?'

চোখ দুটো বড় হয়ে উঠল মোনিকার। 'না-না। বাবা এসব ব্যাপারের কিছুই জানেন না।'

ডেকের উপর কে যেন লাফ দিয়ে পড়ল।

'কি?' জানতে চাইল মোনিকা।

'ওরা বোধহয় ফিরল,' বলল রানা। দরজার দিকে চোখ রেখে অপেক্ষা করছে ও। রাত গভীর হবার আগেই আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছে হয়তো ওর জন্যে।

দরজার সামনে পেপিনোকে দেখা গেল। ভিতরে ঢুকতে গিয়ে মোনিকাকে দেখে থমকাল সে। 'দুঃখিত। বিরক্ত করলাম বোধ হয়?'

'কন্টেসা মারদাস্ত্রোয়ানি,' মোনিকার দিকে ইঙ্গিত করল রানা। 'সিনর

পেপিনো।' পেপিনো চিনতে পারে কিনা দেখার জন্যে আর কিছু বলল না ও।

আর একবার তাকাল পেপিনো মোনিকার দিকে। কিন্তু চিনতে পারল না। 'পরিচিত হয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম, কন্টেসা,' বলল সে।

মোনিকা হাসছে, 'আমাকে চিনতে পারছ না, পেপিনো? পাহাড়ী ক্যাম্পে তোমাকে নিয়ে আসার পর লরেলি তোমার পায়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছিল, তখন লরেলির কোলে কে ছিল মনে করতে পারো? আমি নই?'

পাথর হয়ে গেল পেপিনো। ধীরে ধীরে বিস্ময় ফুটে উঠল তার চোখেমুখে। অবিশ্বাস ফুটে বেরুল কণ্ঠ থেকে, 'মোনিকা…তুমি মোনিকা?'

'চিনতে পারো?'

'মাই গড! সত্যিই কি তাই? সত্যিই কি তুমি মোনিকা? সেই ছোট্ট মোনিকা—আজ তার এই চেহারা? তুমি বড় হয়েছ, মানে…আমি বলতে চাইছি…' ঠিক কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না পেপিনো।

'হ্যাঁ—আমরা সবাই বদলে গেছি,' বলল মোনিকা। হঠাৎ উঠে দাঁড়াল সে। 'এবার আমি যাব, সিনর রানা।'

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল রানাও।

'কিন্তু এই মাত্র এসে চলে যাচ্ছ কেন?' বলল পেপিনো।

'এইমাত্র আসিনি, বিশ মিনিট হয়ে গেছে,' বলল মোনিকা, পেপিনোর পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে গেল সে কেবিন থেকে। রানা তাকে অনুসরণ করল।

ডেক ধরে রেলিঙের কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল মোনিকা। রানার চোখের দিকে তাকাল। 'লার্দোর ব্যাপারটা আমার জানা আছে। এখন পেপিনোকে দেখে তার অবস্থাও জানা হলো। কিন্তু তোমাকে আমি বুঝতে পারছি না, সিনর রানা। এসবের মধ্যে তুমি কেন? সফল ব্যবসায়ী মানুষ তুমি, কোন অভাব নেই তোমার, সুখ্যাতিও প্রচুর আছে। এই কাজ কেন করতে যাচ্ছ তুমি?'

হঠাৎ একটা বিষাদের ছায়া পড়ল রানার মনে। 'প্রথমে এটাকে নির্দোষ একটা অভিযান ভেবেছিলাম। আমার চেয়ে এই অভিযানে আমার এক বান্ধবীর আগ্রহ ছিল অনেক বেশি। সে এখন নেই। তার ইচ্ছেটা পূরণ করার জন্যে বেরিয়েছি। অবশ্য, টাকাটাও একটা প্রধান কারণ। যাই হোক, এতদূর এসে পিছিয়ে যেতে রাজি নই আমি।'

'তীরে একটা কাফে আছে, মাছরাঙা। কাল সকাল ন'টায় ওখানে আমি থাকব। একা এসো। লার্দোকে আমি কোনকালেই পছন্দ করিনি, আর এখন বুঝেছি পেপিনোকে সহ্য করাও আমার পক্ষে কষ্টকর হবে। ওদের সাথে কথা বলতে না হলে খুশি হব আমি।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'আমি একাই যাব।'

অনায়াসে রেলিং টপকে জেটিতে লাফ দিয়ে পড়ল মোনিকা। জুতো জোড়া পায়ে গলাবার সময় এদিক ওদিক দুলল একটু শরীরটা। জেটি ধরে হাঁটতে হাঁটতে অদৃশ্য হয়ে গেল সে অন্ধকারে।

তারপরও এক মিনিট রেলিঙের কাছ থেকে নড়ল না রানা। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বুকের গভীর

থেকে।

কেবিনে ফিরে এল রানা।

'কোত্থেকে এল ও?' সাথে সাথে জানতে চাইল পেপিনো। 'জানল কিভাবে আমরা এখানে আছি?'

'সব ফাঁস হয়ে গেছে। প্রায় কিছুই জানতে বাকি নেই ওর। বেলুন ফাটিয়ে দেবার হুমকি দিচ্ছে।'

দু'দিকের চোয়াল ঝুলে পড়ল পেপিনোর। 'সোনার কথা জানে ও?'

'জানে,' বলল রানা। 'কিন্তু লার্দো না ফেরা পর্যন্ত আর কোন প্রশ্ন কোরো না আমাকে।'

'কেন, লার্দো...'

চোখ তুলে রানা তাকাতেই ঘাবড়ে গিয়ে চুপ করে গেল পেপিনো। এমন কঠোর দৃষ্টি রানার চোখে আর দেখেনি সে।

আধ ঘন্টা পর টলতে টলতে এল লার্দো। মদ খেলেও মাতাল হয়নি সে। মাতলামোর অভিনয়টা পেপিনোর ঈর্ষা জাগাবার জন্যে। বিশাল বুকটা সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে কেবিনে ঢুকছে সে, পেপিনোর দিকে চোখ। এক চিলতে শয়তানি মাখা হাসি ঠোঁটের কোণে।

'মোনিকা এসেছিল এখানে,' বলল রানা।

খবরটা নয়, রানার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু আছে বলে মনে হলো যে, চমকে উঠল লার্দো। ঝট করে ফিরল রানার দিকে। 'মোনিকা? কাউন্টের মেয়ে?'

'হ্যাঁ।'

'খোঁজ পেল কিভাবে!' মন্তব্য করল পেপিনো।

'কেন এসেছিল ডাইনীটা?' প্রশ্ন করল লার্দো।

সম্বোধনটা শুনে ভুরু কোঁচকাল রানা। 'গুপ্তধনের একটা বখরা চায় সে।'

এক পলকে শক্ত হয়ে গেল লার্দোর পেশী। 'এসব ব্যাপার জানল কিভাবে সে?'

'খুন হবার আগে ফার্নান্দো একটা চিঠি লিখেছিল।'

লার্দো আর পেপিনো পরস্পরের দিকে তাকাল। ত্রিশ সেকেন্ড চুপ করে থাকল ওরা। তারপর মুখ খুলল লার্দো, 'ফার্নান্দো তাহলে বেঈমানি করতে যাচ্ছিল আমাদের সাথে!'

'করতে যাচ্ছিল নয়, করেছিল,' বলল রানা।

'এখনও তাহলে সোনাটা ওখানে আছে কেন?'

'চিঠিটা অসম্পূর্ণ ছিল,' বলল রানা। 'সোনাটা কোথায় আছে তা বলা হয়নি তাতে।'

মুহূর্তে ঢিল হয়ে গেল লার্দোর পেশী। 'তাহলে এত ঘাবড়াবার কি আছে?'

'কেউ ঘাবড়াচ্ছে না,' বলল রানা। 'কিন্তু তোমার বোকামি দেখে আমার হাসি পাচ্ছে। ইটালির অর্ধেক লোক চেয়ে থাকলে কিভাবে আমরা সোনাটা বের করে নিয়ে যাব বলতে পারো? টের পাওনি, কিন্তু যখনই তুমি ইটালিতে এসেছ, মোনিকা তোমার ওপর নজর রেখেছে। তোমার কথা উঠলেই হাসে সে—বোকা মনে করে

তোমাকে, বুঝলে?'

'ওর হাসি আমি মুছে দেব।' চেহারাটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল লার্দোর। 'আমার সাথে আগেও বাড়াবাড়ি করেছে সে, কিছু বলিনি। কিন্তু এবার যদি...'

অন্যমনস্ক, চিন্তিত হয়ে পড়ছে রানা।

'...কাউন্ট তাহলে পাঁয়তারা কষার মতলব করেছে?' লার্দো শেষ করল তার কথা প্রশ্নটা দিয়ে।

চিন্তিতভাবে হাতের তালু দিয়ে গাল ঘষছে রানা। তাকাল লার্দোর দিকে 'কাউন্ট নাকি এসব ব্যাপার কিছুই জানেন না। তাঁর সম্পর্কে কি জানো বলো তো শুনি।'

'কাউন্ট সম্পর্কে? এখন আর ঘোড়ার ডিম কিছুই নয় সে, ঢোঁড়া সাপ। যুদ্ধের পর তার জমিদারি আর সে ফিরে পায়নি। মিলানে একটা খুপরী ভাড়া নিয়ে থাকে, একটা বিড়াল হাঁটার জায়গা নেই সেখানে। অবস্থা খুবই করুণ।'

'কে চালায় তাঁর খরচ?'

কাঁধ ঝাঁকাল লার্দো। এতক্ষণে বসল একটা চেয়ারে। 'জানি না। জামাই তো শুনেছি বিরাট ধনী, সেও এক রোমান কাউন্ট। বিস্তর মালপানি আছে তার। হয়তো তার কাছ থেকে নিয়ে বুড়ো বাপকে ওই ডাইনী কিছু দেয়।'

'বুঝতে পারছি মোনিকা তোমার প্রিয়পাত্রী নয়। কেন?'

'এই ধরনের নাক উঁচু মেয়েদের আমি দু'চোখে দেখতে পারি না। বড় বেশি ডাঁট দেখায় ও। অবশ্য, একদিন ওর গর্ব আমি খর্ব করব, ফর গডস সেক!'

কোন একবার ইটালিতে এসে লার্দো হাত বাড়িয়েছিল মোনিকার দিকে? ভাবছে রানা। মোনিকা হয়তো তাচ্ছিল্য বা ঘৃণা প্রকাশ করায় শূন্য হাতটা ফিরিয়ে নিতে হয়েছিল লার্দোকে। তাই বুঝি এত খাপ্পা তার উপর। সম্ভব। অমন সুন্দরী একটা মেয়ে বলিষ্ঠ পুরুষের সান্নিধ্য চাইতে পারে, কিন্তু অতিকায় গরিলাকে তার ভয় পাবারই কথা।

'ইটালিতে ক'বার তোমার সাথে দেখা হয়েছে মোনিকার?' জানতে চাইল রানা।

'প্রতিবারই।'

'এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে, তোমার ওপর নজর ছিল তার,' বলল রানা 'গগলের নির্দেশ কি জানার পর সেটার সঠিক মর্ম অনুমান করে নিতে পেরেছে সে। তার মানে, শুধু যে সুন্দরী তাই নয়, মাথায় বুদ্ধিও রাখে।'

'সুন্দরী! ও তো একটা নাক উঁচু ডাইনী!' দাঁতে দাঁত ঘষল লার্দো।

'সে-তর্ক থাক। আমাদের করার কি আছে সেটাই এখন ভাবো। বুঝতেই পারছ, মোনিকা এখন আমাদের গলার কাঁটা। গগলের কথা না হয় আপাতত ছেড়েই দাও। যদিও, এরপরই তাঁর পালা আসছে। রাপালোয় এখনও তার নড়াচড়া দেখতে না পেয়ে অবাকই হচ্ছি আমি।'

'তোমাকে আগেই বলেছি, ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেছে সে,' কর্কশ গলায় বলল লার্দো।

বিরক্তি দমন করল রানা। 'যাই হোক, ঠিক কি চায় মোনিকা তা না জানা

পর্যন্ত এ ব্যাপারে আমরা কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারি না। কাল সকালে ওর সাথে দেখা করতে যাচ্ছি আমি। ফিরে এসে পরিষ্কার জানাতে পারব…'

'তোমার সাথে আমিও যাচ্ছি,' রানাকে বাধা দিয়ে ঘোষণা করল লার্দো।

'তোমাকে নয়, আমাকে একা যেতে বলেছে সে,' বলল রানা। 'বিশেষভাবে বলেছে এই কথাটা।'

'হারামজাদী ডাইনী!' ফেটে পড়ল লার্দো।

'এবং দয়া করে, অন্য একটা শব্দ বেছে বের করো তুমি। কান পচে গেছে ওটা শুনতে শুনতে।'

চোখ গরম করে তাকাল রানার দিকে লার্দো, 'কি বলতে চাও? প্রেমে-ট্রেমে পড়ে গেছ নাকি?'

রাগল না রানা। হাসলও না। 'মেয়েটাকে আমি চিনিও না। মাত্র মিনিট পনেরোর জন্যে দেখেছি। এ সম্পর্কেও আগামীকাল সকালে ওর সাথে কথা বলার পর তোমাকে জানাতে পারব আমি।'

'আমার সম্পর্কে কিছু বলেছে সে?' জানতে চাইল পেপিনো।

'না,' মিথ্যে বলল রানা। দু'জনকেই মোনিকার বিরুদ্ধে চটিয়ে দেবার কোন মানে হয় না, ভাবল ও, কারণ অবস্থা যেদিকে মোড় নিচ্ছে তাতে হয়তো সবাইকে এক সাথে থেকে কাজটা উদ্ধার করতে হবে। 'তবে ওর সাথে একাই দেখা করতে যাব আমি।'

নিচু গলায় কি যেন বলল লার্দো।

'দুশ্চিন্তা কোরো না,' বলল তাকে রানা। 'মোনিকা বা আমি, আমরা দু'জনের কেউই জানি না সোনাটা কোথায় আছে। তোমাকে এখনও আমাদের দরকার—আমরা বলতে আমি, মোনিকা এবং গগল। গগলকে আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত হবে না।'

সাত

পরদিন, পঁচিশে ফেব্রুয়ারি। খুব ভোরে বের হলো রানা। মাছরাঙা সাধারণ একটা কাফে। ডকের আশপাশেই এগুলো গজিয়ে ওঠে। ওটাকে চিনে রাখল রানা, তারপর ইয়ট বেসিনের কিনারা ধরে হাঁটতে শুরু করল। ধনী ইউরোপীয়ানদের প্রমোদতরী সেইলিং ইয়ট আর মোটর ক্রাফটগুলো দেখেই চিনতে পারল ও। দশ পনেয়োজন ক্রু-র সাহায্য লাগে চালাতে, কোন-কোনটা এতবড়। খুদে সংস্করণও দেখল রানা। এগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটা রেবেকার কোম্পানিতে তৈরি।

ঠিক ন'টার সময় মাছরাঙায় ঢুকল রানা। মোনিকা পৌঁছায়নি দেখে শুধু নিজের জন্যে ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিল। খেতে শুরু করেছে, এমন সময় সামনের চেয়ারটায় এসে বসল মোনিকা।

'দেরি হয়ে গেল বলে দুঃখিত,' বলল সে।

'তাতে কি আছে,' নিজের অজ্ঞাতেই গম্ভীর হয়ে গেল রানার কণ্ঠস্বর।

স্ল্যাকস আর সোয়েটার পরেছে মোনিকা। ফ্যাশন পত্রিকাতেই এই পোশাক পরতে দেখা যায় মেয়েদেরকে, বাস্তবে খুব কম মেয়েই পরে।

রানার প্লেটের দিকে গভীর আগ্রহের সাথে তাকাল মোনিকা। 'খুব ভোরে ব্রেকফাস্ট করেছি, কিন্তু আর একবার চলতে পারে। তোমার সাথে যোগ দিলে কিছু মনে করবে?'

'এটা তোমার পার্টি। তুমিই ডেকেছ।'

'এখানকার খাবারটা ভাল,' একজন ওয়েটারকে ডাকল মোনিকা, চোস্ত ইটালিয়ান ভাষায় অর্ডার দিল।

খেতেই ব্যস্ত রানা, কথা বলছে না। শুরুটা মোনিকাই করুক, এই চাইছে।

মোনিকাও চুপচাপ। রানার খাওয়া দেখছে। নিজের ব্রেকফাস্ট আসতে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল প্লেটের উপর, যেন বহুদিনের অভুক্ত।

ন্যাপকিনে হাত মুছে সিগারেটের প্যাকেট বের করল রানা। 'কিছু মনে করবে?' মোনিকার বাঁ গালের উপর চোখ ওর। লাবণ্যে ভরা দুধ-সাদা মসৃণ ত্বকের উপর নিঃসঙ্গ কালো তিলটার উপর থেকে চোখ ফেরানো যায় না।

লক্ষ করল ব্যাপারটা মোনিকা। সবেগে মাথা নাড়ল সে। 'খাও। আমার জন্যেও একটা বের করে রাখো।'

ব্রেকফাস্ট শেষ করে কফির অর্ডার দিয়ে রানার বাড়ানো হাত থেকে সিগারেটটা নিল মোনিকা। 'কালকে যে আলোচনা হলো, সে-সম্পর্কে কিছু ভেবেছ?'

মাথা ঝাঁকিয়ে রানা বোঝাতে চাইল, ভেবেছে।

'সুতরাং?'

'সুতরাং কি?' বলল রানা। 'তোমার সম্পর্কে সবকিছু জানতে না পারলে আলোচনা আগে বাড়বে না।'

একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল মোনিকা। 'কি জানতে চাও তুমি?'

'গগলের নির্দেশ গগলের লোকদের পাবার কথা,' বলল রানা। 'তোমার কানে এল কিভাবে? তুমি একজন কাউন্টের মেয়ে, গগলের ভাড়াটে লোকদের সাথে তোমার দহরম-মহরম থাকার কথা নয়।'

'তোমাকে আগেই বলেছি, আমার একটা বন্ধু-বাহিনী আছে।'

'তারা কারা?'

'তাদের পরিচয় এক কথায় দেয়া সম্ভব নয়,' বলল মোনিকা। 'তুমি জানো, যুদ্ধের সময় আমার বাবা স্বতন্ত্র একটা রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণার অনুগামী ছিলেন?'

'ওই ধরনের কিছু একটা শুনেছি।'

'যুদ্ধের সময় বিভিন্ন মতাবলম্বী রাজনৈতিক দল হঠাৎ করে গজিয়ে উঠেছিল ইটালিতে। তারা পরস্পরের এমন শত্রু ছিল যে পারলে এক দলের লোক আরেক দলের লোককে জ্যান্ত কবর দিতেও ছাড়ত না। যুদ্ধের পর এই শত্রুতা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। পলিটিক্সের শিকার হন বাবা, তিনি তাঁর জমিদারি ফিরে পাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। বাবা এবং বাবার সাথে তাঁর অনুসারী কর্মী ও যোদ্ধারা

শোচনীয় আর্থিক দুরবস্থায় পড়ে যায়। যুদ্ধের পর এরা সবাই বেকার হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক কারণে কোন কাজ এদের কপালে জোটে না। কিন্তু কাজ না পেলে পেট তো শুনবে না। তাই এদের মধ্যে বেশিরভাগই চুরি-ডাকাতি করতে শুরু করে। কেউ কেউ চোরাচালানের সাথে বেঁধে নেয় নিজেদের ভাগ্য। এরা সবাই যোদ্ধা ছিল, তাই সাহসের কোন অভাব দেখা দেয়নি। স্থানীয় পুলিস এদের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযান চালিয়েও এদেরকে দমন করতে পারেনি। লরেলি, আমার বড় বোন, সে-ই ছিল এদের ব্রেন। তার নেতৃত্বেই এরা অজেয় হয়ে ওঠে। ইটালির এমন কোন জায়গা ছিল না যেখানে লরেলির শিষ্যরা সাময়িক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেনি। এখনকার অবস্থা অবশ্য আলাদা। লরেলি হঠাৎ মারা যাওয়ায় সংঘবদ্ধ দলটার ভাগ্য অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এখন ওরা চোর-ডাকাত যাই হোক, যুদ্ধের সময় ওরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিল। ওদের আজকের এই পরিণতির জন্যে দায়ী ক্ষমতালোভীদের অবিচার। মানুষের মত বেঁচে থাকার অধিকার...'

'এখন এদেরকে পরিচালনা করছে কে?'

'পরিচালনা কেউ করছে না,' মোনিকা ভেবেচিন্তে, ধীরে ধীরে উত্তরটা দিল। 'তবে, আমার কথা ওরা শোনে। আমার বাবার কথায় ওরা নিজদেরকে উৎসর্গ করেছিল। লরেলি সে-কথা ভোলেনি। যতদিন বেঁচে থাকব, আমিও তা ভুলতে চাই না।'

'এরাই তোমার বন্ধু-বাহিনী?'

'হ্যাঁ।'

'ভয়ের কথা,' বলল রানা।

'আমিও তাই মনে করি,' মোনিকা গম্ভীর। 'বুঝতেই পারছ, আমার বন্ধুরা চোর-ডাকাত বলেই অন্যান্য চোর-ডাকাতদের চেনে। জেনোয়াতে একজন প্রভাবশালী লোক আছে। ক্রিমিন্যালদের লীডার সে। বিবো কোসেঞ্জা। কোসেঞ্জা খবর পাঠিয়েছে সাভোরনায়, লিভোরনয়, রাপালোয়; নাপোলি পর্যন্ত প্রতিটি উপকূলীয় বন্দর শহরে। খবরটা হলো, সানফ্লাওয়ার এবং মাসুদ রানা, লার্দো ও পেপিনো সম্পর্কে আগ্রহ আছে কোসেঞ্জার; ওই ইয়ট এবং লোকগুলো সম্পর্কে যে-কোন তথ্য সরবরাহ করতে পারলে পুরস্কার মিলবে।'

গগলের হয়ে কাজ করছে বিবো কোসেঞ্জা, বুঝল রানা।

'আমার বন্ধুরা লার্দো ডি'কুঁজের নামটা শুনে খবরটার গুরুত্ব বুঝতে পারে,' বলল মোনিকা। 'ইটালিতে এটা একটা অপ্রচলিত নাম। তাছাড়া ওরা জানত, এই নামের লোকটা সম্পর্কে অনেক আগে থেকেই আমি খোঁজ-খবর রাখছি। খবরটার সাথে পেপিনো এবং তোমার নামটাও কানে এল আমার। তখনই বুঝলাম, এবার কিছু একটা ঘটতেই যাচ্ছে।'

'বিবো কোসেঞ্জা জেনেছে আমাদের কথা?'

'না। আমার বন্ধুদেরকে বলে দিয়েছি কোসেঞ্জা যেন কোনভাবেই সানফ্লাওয়ারের খবর সংগ্রহ করতে না পারে। এই এলাকায় তারা যা চাইবে তাই হবে। যুদ্ধের সময় এবং তার পর থেকে আজ পর্যন্ত এখানে ওদেরই রাজত্ব।'

ছবিটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা। সরাসরি বাঘিনীর কোলে এসে উঠেছে

ওরা। মোনিকা বিরাট এক ক্রিমিন্যালদলের রানী, বেপরোয়া দলটা তার ইঙ্গিতেই মরে আর বাঁচে।

'আরেকটা ব্যাপার,' বলল রানা। 'তোমার বাবা কিছুই জানেন না, একথা বলছ কেন? চিঠিটা কি ফার্নান্দো কাউন্টকে লেখেনি?'

'লরেলি সেটা বাবাকে দেখায়নি কখনও।'

'কেন?'

হাত দুটো বুকের সাথে বেঁধে চেয়ারে হেলান দিল মোনিকা। পা নাচাচ্ছে, সেই সাথে একটু একটু কাঁপছে শরীরটা। 'বাবা অত্যন্ত নীতি পরায়ণ মানুষ। চিঠির বিষয়বস্তু জানা মাত্র সরকারকে সব জানিয়ে দেবেন তিনি, এই ভয়ে লরেলি চিঠিটা দেখায়নি তাঁকে। ভয় আরও একটা ছিল, সরকার জানার আগে প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধাদের কেউ কেউ হয়তো জেনে ফেলত বাবার কাছ থেকে। বাবা হয়তো বিশ্বস্ত ভেবে তাদের সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শই করতে বসতেন। এর পরিণতি হত ভয়ঙ্কর। গুপ্তধনটা উদ্ধার করে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবার জন্যে সবাই বেপরোয়া ভূমিকা গ্রহণ করত। কিন্তু বাবা তাতে বাধা দিতেন। এই দ্বন্দ্বের পরিণতি আর যাই হোক, শুভ হত না। এসব কথা ভেবেই লরেলি চিঠিটা দেখায়নি কাউকে। মারা যাবার আগে আমাকে সেটা দিয়ে যায় সে।'

'তুমিও সেটা তোমার বাবাকে দাওনি?'

'দিইনি। তবে আমার না দেবার কারণ অন্যরকম। ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি আমার বন্ধুরা, যারা সবাই প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধা বা তাদের বখে যাওয়া সন্তান সন্ততি, তারাই এই গুপ্তধনের ন্যায্য মালিক। তাছাড়া, আমি চাই, শেষ বয়সে বাবা যেন একটু আরামের মুখ দেখেন। তিনি এখন মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন।'

মোনিকার দামী পোশাকের দিকে তীব্র চোখে তাকাল রানা। 'বুড়োকে তুমি কেন টাকা পাঠাও না? শুনেছি তুমি ধনী এক লোককে বিয়ে করেছ।'

ঠোঁট বাঁকা করে হাসল মোনিকা। 'আমার সম্পর্কে তুমি কিছুই জানো না। টাকা আমার নেই। আর স্বামীর কথা যদি বলো, তাকে আমি স্বীকার করি না স্বামী বলে।' টেবিলের উপর বাঁ হাতটা বিছিয়ে দিল সে। 'বিয়ের আংটি নেই আঙুলে, দেখতে পাচ্ছ? অনেকদিন আগেই সেটা আমি বিক্রি করে টাকা পাঠিয়েছি বাবার কাছে। আর আমার পরনে যা তুমি দেখছ, এ আমার টাকায় কেনা নয়। আমার বন্ধুদের দয়ার দান এসব। ওরা যদি আমার দিকে না তাকাত, পথের সস্তা মেয়ের জীবন যাপন করতে হত আমাকে।'

ভাগ একটা দিতেই হবে, পরিষ্কার বুঝতে পারছে রানা। মোনিকার বন্ধু-বাহিনীকে টপকে গুপ্তধন উদ্ধার করা তো দূরের কথা, তার কাছাকাছি পৌঁছানো বুঝি সম্ভব নয়। মেয়েটা নিখুঁত একটা ফাঁদে আটকে ফেলেছে ওদেরকে।

'গগলের চেয়ে কোনও দিক থেকে ভাল নও তুমি,' বলল রানা। কণ্ঠস্বরে তিক্ততা।

'এই প্রশ্নটা করব ভাবছিলাম,' বলল মোনিকা। 'কে এই গগল?'

'তোমার মতই আরেকটা প্রতিভা। ওই ধরনের প্রতিভাকে আমাদের দেশে চিড়িয়া বলে,' বলল রানা।

'চিড়িয়া মানে?'

'চিক-চিক পাখি,' বলল রানা। 'আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী সে। ভাগ নয়, পুরোটা গুপ্তধন মেরে দিতে চায় সে।'

'গুপ্তধন মানে সোনা, আমি জানি,' মোনিকা বলল। 'তার সাথে জুয়েলারী, নোটের বান্ডিল আর দলিল দস্তাবেজ। কিন্তু পরিমাণটা জানি না। কত হবে, রানা?'

প্রসঙ্গটা প্রীতিকর নয় বলে জবাব দিল না রানা। বলল, 'তোমাকে যদি ভাগ দিতে হয়, মোনিকা, তাহলে একটা ব্যাপারে গ্যারান্টি দাবি করব আমরা।'

'গ্যারান্টি চাওয়ার মত জোর কোথায় তোমাদের?'

'এর সাথে তোমাদের স্বার্থও জড়িত।'

'তাহলে শোনা যেতে পারে,' সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা কাত করল মোনিকা।

জোর করে কালো তিলটার দিক থেকে চোখ দুটোকে সরিয়ে রাখছে রানা। 'বিবো কোসেঞ্জার পিছনের লোকটা গগল, গগল সম্পর্কে তোমার স্মাগলার বন্ধুদের প্রশ্ন করলেই জানতে পারবে সে কি ধাতুতে তৈরি। এখন, গগলের ছুঁড়ে দেয়া লূপ থেকে আমরা যাতে রক্ষা পাই তার গ্যারান্টি তোমাকে দিতে হবে। আমি জানতে চাই, গগল এবং গগলের ডান-বাঁ হাতগুলোর কবল থেকে আমাদেরকে তুমি রক্ষা করতে পারবে কিনা।'

'আমি ডাকলেই পঞ্চাশজন লোক পেতে পারি,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল মোনিকা। 'আমি বললে তারা প্রাণ দেবে।'

'কেমন মানুষ তারা? প্রাক্তন যোদ্ধা, অথর্ব বুড়ো?'

'এদের বেশির ভাগই আমার বয়েসী। প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধাদের ছেলে।'

অবিশ্বাস ফুটে উঠল রানার চোখে। 'তুমি বললেই তারা প্রাণ দেবার জন্যে তৈরি হয়ে যাবে? কেন? কি স্বার্থ তাদের? তাদের বাবারা না হয় তোমার বাবার প্রতি কৃতজ্ঞ, কিন্তু তাদের ছেলেদের জন্যে তুমি কি এমন করেছ...'

'সে তুমি বুঝবে না,' বলল মোনিকা। 'ধরো, অনেকের মত তারাও হয়তো আমার বাঁ গালের তিলটার ভক্ত। যাই হোক, গ্যারান্টি তুমি পাবে। আমি চাইলে গগল আর তার ডান হাত বাঁ হাতকে ইটালির মাটি থেকে উৎখাত করা সম্ভব।'

খানিক চিন্তা করল রানা। যতদূর মনে হচ্ছে, কিছুটা বাড়িয়ে বললেও, একেবারে ফাঁকা বুলি আওড়াচ্ছে না মোনিকা।

'তোমরা বেঈমানি করবে না তার নিশ্চয়তা কি?'

'কোন নিশ্চয়তা নেই,' বলল মোনিকা। 'আমাদেরকে পুরোপুরি বিশ্বাস না করে উপায় নেই তোমাদের।'

'তবু শপথ করতে হবে তোমাকে।'

হেসে ফেলল মোনিকা। 'আমি ভাল মেয়ে নই, রানা। শপথের মর্যাদা নাও রাখতে পারি।'

'তবু।'

'আমি, কন্টেসা মারদাস্ত্রোয়ানি মোনিকা আলবিনো, শপথ করে বলছি,' হাসি চেপে রাখতে চেষ্টা করছে মোনিকা। 'শপথ করে বলছি বাংলাদেশের সিনর মাসুদ

রানার সাথে কোনরকম বেঈমানি করব না। হয়েছে?'

'না,' বলল রানা। 'নিজেই স্বীকার করেছ, ভাল মেয়ে নও তুমি। শপথ নিতে হবে তোমাকে তোমার বাপের নামে।'

লাল হয়ে উঠল মোনিকার মুখ। রেগে গেছে সে। হঠাৎ মনে হলো রানার, চড় মারবে। কাঁধ ঝাঁকাল মোনিকা। 'বেশ। আমার বাবার নামে শপথ করে বলছি...'. শপথটা শেষ করার আগেই দু'ফোঁটা পানি নেমে এল ওর দু'গাল বেয়ে। সবশেষে বলল, 'সন্তুষ্ট?'

ব্যাপারটা ছেলেমানুষি হয়ে গেল, বুঝতে পারল রানা। তবু, কি ভেবে যেন স্বস্তি বোধ করল ও। কাউন্টারের পিছনে বসা বেঁটে লোকটা ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে দেখে ঘাড় ফেরাল ও।

রানার দিকে তাকালই না লোকটা। টেবিলের সামনে থামল সে। সবিনয়ে ঝুঁকে পড়ল মোনিকার দিকে। তারপর নিচু গলায় জানতে চাইল, 'আমাকে কোন হুকুম করতে চান, সিনোরিনা?'

'না, জিসোবিনো। সব ঠিক আছে,' হাসল মোনিকা কাফের ম্যানেজারের দিকে চোখ রেখে।

এবার জিসোবিনো হাসল। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল সে। ধীরে ধীরে তাকাল রানার দিকে। কঠিন দৃষ্টি। ধীরে ধীরে ফিরে গেল আবার কাউন্টারে।

'বন্ধু বাহিনীর সদস্য মনে হচ্ছে?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ।'

'হুকুম একটা দিলেই পারতে,' বাঁকা হেসে বলল রানা। 'হুকুম পেলে কি করত ও?'

'যদি বলতাম গা থেকে চামড়া খসিয়ে নাও, বিনা দ্বিধায় তাই করত ও।'

'বলো, চেষ্টা করত,' মৃদু হেসে বলল রানা।

হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে উঠল মোনিকা। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর রানার দিকে চোখ তুলে তাকাল। 'এখানে আসা উচিত হয়নি তোমার, রানা। কেন এসেছ তুমি? লার্দো আর পেপিনোর ব্যাপারটা আমি বুঝি। তারা জার্মানদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তারা সোনাটা লুকিয়ে রেখেছে। এতদিন মনের মধ্যে লালন করেছে ওগুলো উদ্ধারের আশা। কিন্তু তুমি এর মধ্যে কেন? তোমার অভাবটা কোথায়? টাকার চাহিদা নয়—কি তবে?'

'টাকার চাহিদা নয় কে বলল তোমাকে?'

'যথেষ্ট, মানে, প্রয়োজনের চেয়ে বেশি টাকার মালিক তুমি, রানা।'

'সব কথা তুমি জানো না।'

'জানতে চাইবার অধিকার বোধ হয় নেই আমার।'

'হয়তো ভুল বললে,' বলল রানা। 'জানতে চাওয়ার অধিকার তোমার নেই একথা ঠিক নয়। তবে জানাবার অধিকার আমার নেই।'

কাঁধ ঝাঁকাল মোনিকা। 'তবে থাক।'

'প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক,' বলল রানা। 'লার্দো এবং পেপিনো ত্রিশ বছর অপেক্ষা করে সোনাটা উদ্ধার করার কোন উপায় বের করতে পারেনি। কিন্তু আমি

পেরেছি। সে কারণেই একটা ভাগ আমার প্রাপ্য।'

'হুঁ।'

'এবার, ভাগাভাগির প্রসঙ্গে আসা যাক। ভাগটা কিভাবে করা উচিত বলে মনে করো তুমি?'

'ভাবিনি কিছু।'

'এখন ভাব। এদিকে আমরা তিনজন, ওদিকে তুমি আর তোমার পঞ্চাশ জনের বন্ধু-বাহিনী। চুয়ান্নটা সমান ভাগ হবে, একথা ভেব না। তা যদি ভেবে থাকো, আমরা যে যার ঠিকানায় ফিরে যাব।'

'ঠিক কি পরিমাণ সোনা আর অলঙ্কার আছে তা না জানলে কিসের ওপর ভিত্তি করে ভাবব?'

'পার্সেন্টেজের ওপর ভিত্তি করে ভাগ হবে.' অসহিষ্ণু হয়ে উঠল রানা। 'আমি কি চিন্তা করেছি, শোনো। আমরা তিনজন প্রত্যেকে এক ভাগ করে পাব, তুমি এক ভাগ পাবে, আর তোমার বাহিনী পাবে এক ভাগ। বাহিনীর ভাগটা তারা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবে।'

'না,' দৃঢ় গলায় বলল মোনিকা। 'এটা ন্যায্য ভাগ হলো না। সকলের সমান ভাগ তুমি পেতে পারো না। তুমি বাইরের লোক, এদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ভাগ বসাতে চাইছ।'

'এ ধরনের কথা তুমি বলবে তা আমি আগেই ভেবেছি,' বলল রানা। 'এবার যা বলছি মন দিয়ে শোনো। কারণ, এক কথা দু'বার বলতে পছন্দ করি না আমি। লার্দো আর পেপিনোই শুধু জানে সোনাটা কোথায় আছে ঠিক?'

'ঠিক।'

'তাই এক ভাগ করে ওরা দু'জন দু'ভাগ পেতে পারে, ঠিক?'

'ঠিক।'

'এবার আমার প্রসঙ্গ। গোটা পরিকল্পনাটা আমার তৈরি। কাজটা উদ্ধার করার ব্যাপারে যাবতীয় বুদ্ধির যোগানদার আমি। ইটালি থেকে সোনাটা কিভাবে বের করে নিয়ে যাওয়া হবে তার উপায় আমি দেখাচ্ছি। আমাকে ছাড়া পরিকল্পনাটা সফল হবে না কোনদিন। তাছাড়া, যাবতীয় খরচ আমি বহন করছি। এই হিসেবে একটা ভাগের দাবি করব আমি।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল মোনিকা, তাকে বাধা দিয়ে আবার বলল রানা, 'এর মধ্যে হঠাৎ তুমি উদয় হয়ে আমাদেরকে ব্ল্যাকমেইল করতে চাইছ। হ্যাঁ, এটা ব্ল্যাকমেইল ছাড়া আর কিছু নয়। পরিকল্পনাটা রচনা করার ব্যাপারে কোন অবদান নেই তোমার, অথচ পুরো একটা ভাগ দাবি করছ। আর তোমার বন্ধুদের কথা যদি তোলো, তা তো মজুরির বিনিময়ে ভাড়াটে হেলপার মাত্র। একটা ভাগ তারা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবে, এটাই যথেষ্ট সুবিচার হচ্ছে। এতে যদি তুমি সন্তুষ্ট না হও, এক কাজ করো, নিজের ভাগ থেকে ওদেরকে যত খুশি দান করে দাও।'

চুপ করে থাকল মোনিকা। খানিকপর বলল, 'খুব কম পাচ্ছে ওরা। একটা ভাগকে পঞ্চাশটা ভাগ করলে কতই বা পাবে!'

'কম পাচ্ছে! কি বলছ তুমি? সোনাটার সর্বমোট দাম কত তুমি অনুমান করতে

পারো?'

খুব সাবধানে, ভেবেচিন্তে উত্তরটা দিল মোনিকা। 'ঠিক জানি না।'

'শুধু সোনাটার দামই পাওয়া যাবে কমপক্ষে এক কোটি আটচল্লিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড। প্রায় অত পাউন্ড দামের জুয়েলারীও আছে ওখানে। সোনার একটা ভাগের মূল্য ঊনত্রিশ লক্ষ সত্তর হাজার পাউন্ড। পঞ্চাশ ভাগ করলেও প্রত্যেকে ঊনষাট হাজার চারশো পাউন্ড করে পাবে। জুয়েলারীগুলো ধরলে এর দ্বিগুণ পাবে সবাই। কম হলো?'

বিস্ফারিত হয়ে গেছে চোখ দুটো মোনিকার। ঊনষাট হাজার চারশো পাউন্ডকে লিয়ারে রূপান্তরিত করতে গিয়ে মাথা ঘুরে যাচ্ছে তার। 'এত!'

'হ্যাঁ, এত,' বলল রানা। হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল ওর মাথায়। জুয়েলারীগুলোকে বিপজ্জনক বলে মনে করেছিল ও বিক্রি করতে গেলে ওগুলোর পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ার আশঙ্কায়। কিন্তু এখন ওগুলোর একটা বিহিত করার উপায় যেন দেখতে পাচ্ছে ও। 'শোনো, মোনিকা। এই মাত্র তোমাদেরকে আমি পাঁচ ভাগের দুই ভাগ দেবার প্রস্তাব দিয়েছি, তাই না? ধরো, জুয়েলারীগুলো যদি পাঁচ ভাগের দুই ভাগের চেয়ে বেশি দামের হয়, তাহলে ওগুলোই তোমরা নিতে পারো—সোনাটা আমরা তিনজন ভাগ করে নেব। জুয়েলারী নিলে তোমাদের সুবিধে হচ্ছে এই যে ভাগে তো বেশি পাচ্ছই, ওগুলো নাড়াচাড়া করা বা লুকিয়ে রাখা তোমাদের জন্যে অপেক্ষাকৃত সহজ।'

'একজন জুয়েলারকে আমি চিনি, আমাদেরই লোক সে,' বলল মোনিকা। 'সে দেখলেই বলে দিতে পারবে মোট কত দাম হবে সবটার। ঠিক আছে, ব্যাপারটা আমি ভেবে দেখব। যুক্তিটা তোমার মন্দ নয়।'

'আর একটা ব্যাপার।'

'কি?'

'ওখানে অনেক নোটের বান্ডিল আছে—লিরা, ফ্র্যাঙ্ক, ডলার। কিন্তু একটা নোটও ছুঁতে পারবে না কেউ। নোটগুলোর নম্বর পৃথিবীর সব ব্যাঙ্কে টোকা আছে। এ ব্যাপারে তোমার বন্ধুদের সামলাবার দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে।'

'তা সামলাতে পারব,' সহাস্যে রানার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল মোনিকা। 'চুক্তি তাহলে হয়ে গেল, কেমন?'

মোনিকার হাতটার দিকে তাকালই না রানা। 'না, এখনও চুক্তি হয়েছে বলে মনে করি না আমি। লার্দো আর পেপিনোর সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করতে হবে আমাকে। বিশেষ করে লার্দোকে রাজি করাতে বারোটা বাজবে আমার। তোমার ওপর ভীষণ চটা সে। কেন বলো তো? কিছু হয়েছিল নাকি?'

ধীরে ধীরে হাতটা ফিরিয়ে নিল মোনিকা। অবাক হয়ে গেছে সে। 'আমাকে প্রায় বিশ্বাস করিয়ে ফেলেছিলে যে তুমি একটা সাধু পুরুষ।'

নিঃশব্দে হাসছে রানা। 'দাবি করি না। তবে, বোধহয় ভুল করবে না যদি বিশ্বাস করো। আসলে, ওদেরকে অস্বীকার করার উপায় নেই। একমাত্র ওরাই জানে সোনাটা কোথায় আছে।'

'ওহ্, হ্যাঁ। ভুলেই গিয়েছিলাম। কি যেন জানতে চাইছিলে?...মনে পড়েছে।

কি জানো, লার্দোটা বড় বেশি বিরক্তিকর। ওর বিষয়ে কথা বলতে রুচি হয় না আমার।'

'বুঝলাম। আচ্ছা, ফার্নান্দোর চিঠির কথা আর কে জানে?'

'আর কেউ জানে না।' উত্তরটা দিয়েই হঠাৎ চোখ তুলে তাকাল মোনিকা।

'জানে,' বলল রানা। 'কে সে?'

'হ্যাঁ, আর একজন জানে। কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায়। সে আমার একজন খাঁটি বন্ধু।'

'বন্ধুই হোক আর যেই হোক, নিজের কোন মতলব যদি খাটাতে চায়...'

'এ ব্যাপারে চিন্তা কোরো না,' বলল মোনিকা। 'এখনও কাউকে কিছু বলিনি আমি। হয়তো বলব, কিন্তু কতটুকু বলব তা এখনও ঠিক করিনি।'

'গুড! কিন্তু বিবো কোসেঞ্জার লোকদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে বলে দিয়ো ওদের। আমাদের গতিবিধির খবর যেন কোনমতেই না পায় গগল।'

'পাবে না,' বলল মোনিকা। 'ভাল কথা, সানফ্লাওয়ারের ওপর একটা চোখ রাখতেও নির্দেশ দেব আমি। কোন আপত্তি?'

'আপত্তি করে লাভ?'

হেসে উঠল মোনিকা।

উঠে দাঁড়াল রানা। 'হাতের কাজ শেষ করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করো। যা করার খুব তাড়াতাড়ি করবে। গুপ্তধন উদ্ধার করার ব্যাপারে সময়ের একটা সীমা বাঁধা আছে, তার আগেই সব কাজ শেষ করতে হবে আমাদের।'

মোনিকাকে কাফেতে রেখেই বিদায় নিল রানা। কিন্তু কালো তিলটা ওর সঙ্গ ত্যাগ করল না।

আট

সেদিন বিকেলেই সাথে একজন বিশাল চেহারার লোককে নিয়ে এল মোনিকা। লোকটা লার্দোর প্রায় দেড়গুণ হবে। তেমনি ইস্পাত-কঠিন পেশী। মোনিকা তার পরিচয় দিল, সাবদেগনা ম্যাটাপ্যান।

বিরাট এক সুসভ্য গরিলার মত বো করল রানাকে ম্যাটাপ্যান, পেপিনোকে গ্রাহ্যই করল না, লার্দোকে সতর্ক দৃষ্টিতে ওজন করল পা থেকে মাথা পর্যন্ত।

এর আগে লার্দোকে নিয়ে ঝামেলা পোহাতে হয়েছে রানার। মোনিকা এবং তার দলকে দুই ভাগ দিতে হবে শুনেই রক্ত চড়ে গিয়েছিল তার মাথায়। 'ঠকতে আমি রাজি নই! কেউ আমাকে ঠকাতে চাইলে তাকে আমি দেখে নেব...' যুক্তি না বুঝে গোঁয়ারের মত শিং নাড়ে শুধু।

শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে রানা বলে, 'ঠিক আছে, তুমি একাই যা করার করো। পাহাড়ের কোথায় সোনাটা আছে তা যখন জানো, বাধাটা কোথায়? একা গিয়ে নিয়ে এলেই তো হয়। নিজের ওপর তোমার যা বিশ্বাস, তাতে কোসেঞ্জা,

গগল, মোনিকা, মোনিকার বাহিনী—সবাইকে তুমি একাই সামলাতে পারবে, জানি। জানি, এপ্রিলের উনিশ তারিখের আগেই ইটালি থেকে বের করে নিয়ে যেতে পারবে সব। খামোকা আমাকে বিরক্ত করছ কেন তাহলে?'

লার্দো এবার শান্ত হলো বটে, কিন্তু অসন্তোষের ভাবটা তার মুখচোখ থেকে দূর হলো না একবিন্দু। সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মত গম্ভীর হয়ে থাকল সে।

এখন মোনিকার দিকে বিরক্ত আর ম্যাটাপ্যানের দিকে হিসেবী চোখে তাকাচ্ছে সে ঘন ঘন। কেবিনের সবচেয়ে দূরের সোফাটায় বসেছে একা।

'তোমাকে আমি চিনি,' ম্যাটাপ্যানের উদ্দেশ্যে বলল লার্দো, 'তারমোলির ছোট ভাই তুমি।'

দ্রুত মাথাটা একটু ঝাঁকাল ম্যাটাপ্যান, কিন্তু উত্তরে কথা বলার প্রয়োজন বোধ করল না।

'ম্যাটাপ্যানের সামনে সব আলোচনা চলতে পারে,' বলল মোনিকা। 'আমি যতটুকু জানি তার চেয়ে কম জানে না ও।' রানার দিকে তাকাল সে। তার তিলটার দিকে তাকিয়ে নেই রানা, লক্ষ করল। 'তোমার সঙ্গীদের সাথে আলোচনা শেষ করেছ?'

'করেছি।'

'চুক্তিটা মানতে রাজি তারা?'

'রাজি।'

'বেশ। সোনাটা কোথায়?'

দুর্বোধ্য, কিন্তু রোমহর্ষক একটা ভরাট শব্দ বেরিয়ে এল লার্দোর গলার ভিতর থেকে। তবে, সেটা চাপা পড়ে গেল সেই মুহূর্তে রানার হোঃ হোঃ হাসির আওয়াজে। কোনরকমে হাসি থামিয়ে বলল রানা, 'মোনিকা, তুমি দেখছি খুন করতে চাও হাসিয়ে দিয়ে! এখুনি সব বলে দেব একথা তুমি ভাবলে কিভাবে!'

মুচকি হাসল মোনিকা। 'জানতাম হাসবে। তবু চেষ্টা করে দেখলাম একবার।'

'সবচেয়ে আগে মনে রাখতে হবে, সময়ের একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে, তার আগেই সব কাজ শেষ করতে হবে। আগামী মাসের এক তারিখের মধ্যেই রাপালোয় নিয়ে আসতে হবে সোনা। নির্জন, নিরাপদ একটা জায়গা দরকার হবে আমাদের। যেখানে আমরা নিরুপদ্রবে এই ইয়ট নিয়ে কাজ করতে পারব। জায়গাটা হতে হবে হয় একটা প্রাইভেট বোট-শেড নয়তো একটা বোটইয়ার্ড। ওটার ব্যবস্থা এখুনি করা দরকার।'

মোনিকার দু'চোখের চারদিকের চামড়া কুঁচকে উঠল। 'মার্চের এক তারিখের মধ্যে কেন?'

'কেন তা জিজ্ঞেস কোরো না,' বলল রানা। 'তবে ওই তারিখের মধ্যেই হতে হবে ব্যাপারটা।'

ম্যাটাপ্যান বলল, 'তাহলে হাতে খুব বেশি সময় নেই আমাদের।' গমগম করে উঠল কেবিনটা।

'ঠিক তাই,' বলল রানা। 'সুতরাং এই নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে সোনাটা

এখানে নিয়ে আসতে হবে আমাদের। এবার, দ্বিতীয় প্রসঙ্গ। গুপ্তধনের কাছে আমরা মাত্র পাঁচজন যাব। তার বেশি একজনও নয়। যেখানে লুকানো আছে সেখানে ঢুকে মজবুত বাক্সে ভরতে হবে সব, তারপর বাক্সগুলো ভিতর থেকে বের করে আনতে হবে। সীল ভেঙে ভিতরে ঢুকব আমরা, জিনিসগুলো বের করে আবার জায়গাটাকে সীল করে দেব। এরপরই শুধু অতিরিক্ত লোকের সাহায্য দরকার হবে আমাদের। তাও শুধু জিনিসগুলো গাড়িতে তোলা আর গাড়ি চালিয়ে উপকূল পর্যন্ত নিয়ে আসার জন্যে মাত্র কয়েকজন লোক হলেই চলবে। খুব বেশি লোকের জানার দরকার নেই কি করছি আমরা।'

'এসব খুবই যুক্তিসঙ্গত কথা,' বলল ম্যাটাপ্যান।

'যাবতীয় সবকিছু বোট-শেডে নিয়ে আসা হবে—সব কিছুই, জুয়েলারীসহ। আমরা পাঁচজন প্রায় এক মাস একসাথে বসবাস করব, ওখানে আমি আমার সঙ্গীদের নিয়ে যা করব ভেবেছি তাই করব—কি সেটা, তা তখনই তোমরা দেখতে পাবে। জুয়েলারীর দাম যদি নির্ধারণ করতে চাও তোমরা, একজন জুয়েলারকে আনার দায়িত্ব তোমাদেরই। জুয়েলারীর কাছে সে আসবে, তার কাছে জুয়েলারী যাবে না। ওগুলোর দাম নির্ধারণ করার পরই ভাগাভাগির চূড়ান্ত হিসেব হবে। কিন্তু ইয়টটা পানিতে নামানোর আগে নয়।'

'তোমার কথার ধরন দেখে মনে হচ্ছে তুমি আমাদেরকে বিশ্বাস করো না,' বলল ম্যাটাপ্যান।

'করি না,' পরিষ্কার বলল রানা। ঝট করে মোনিকার দিকে একটা আঙুল তুলল ও। 'তোমার বান্ধবী, ওকে জিজ্ঞেস করে দেখো, আমাদেরকে ব্ল্যাকমেইল করছে কিনা। বিশ্বাস করার প্রশ্ন ওঠে কোত্থেকে?'

মুখের চেহারা কালো মেঘের মত হয়ে উঠল ম্যাটাপ্যানের। দাঁড়াতে যাচ্ছিল সে, তার কাঁধে একটা হাত রাখল মোনিকা। ঢিল পড়ল ম্যাটাপ্যানের শক্ত পেশীতে।

খুকখুক করে কাশল লার্দো। 'তোমার বীরত্ব একটা মেয়ের হাতের তালুতে বন্দী, ঠিক কিনা, ম্যাটাপ্যান?'

ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল লার্দোর দিকে ম্যাটাপ্যান। 'কথাটা আবার বলো। গলার আওয়াজ কাঁপিয়ে দিল কেবিনটাকে।

লার্দোর মুখের হাসিটা মুছে যেতে গিয়েও যাচ্ছে না, হাসিটাকে যেন আলসেমিতে পেয়েছে।

কথাটা আবার বলতে যাচ্ছিল লার্দো, এমনি সময়ে বলে উঠল রানা, 'লার্দো, এর পরের সব ব্যাপার তোমার ওপর নির্ভর করছে। সোনাটা আনতে কি কি প্রয়োজন তোমার বলো।'

রানার দিকে ফিরল লার্দো। তারপর আবার তাকাল ম্যাটাপ্যানের দিকে। একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে লার্দোর দিকে। তার কানের কাছে ঠোঁট নিয়ে গিয়ে নিচু গলায় কি যেন বলছে তাকে মোনিকা।

রানার দিকে ফিরে হাসল লার্দো। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল সে। 'গত বছর এসে দেখে গেছি, কিছুই বদলায়নি। জায়গাটা পাহাড়ী এলাকায়, সচরাচর কেউ

সেখানে যায় না। বাজে হলেও, একটা রাস্তা আছে, ট্রাক নিয়ে যেতে পারব আমরা।'

'রাতে কাজ করতে কোন বাধা নেই তো?'

ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করল লার্দো। তারপর বলল, 'পাথর পড়ে জায়গাটার এমন চেহারা হয়েছে যে দেখে মনে হতে পারে ওগুলো সরানো দৈত্যের কাজ। আসলে শাবল আর কোদাল নিয়ে দু'জন লোক চার-ঘন্টা খাটলেই পথ বের করে ভিতরে ঢুকতে পারবে। রাতে অবশ্য সময় একটু বেশি লাগবে। ধরো, ছয়-ঘন্টা।'

'তার মানে কমপক্ষে একটা রাত ওখানে আমাদেরকে থাকতেই হবে। বেশিও হতে পারে।'

'হ্যাঁ,' বলল লার্দো। 'শুধু রাতে কাজ করলে দু'রাতের কমে হবে না।'

'ইটালিয়ানরা রাতে পাহাড়ী এলাকায় পায়চারি করতে যায় না,' বলল মোনিকা। 'গ্রাম থেকে যদি দেখা না যায় তাহলে আমরা আলো জ্বেলে কাজ করতে পারব।'

'গ্রাম থেকে ওখানে আলো দেখতে পাওয়া যাবে না।'

'তবু, ওখানে যাবার এবং গিয়ে দুটো রাত থাকার জন্যে একটা অজুহাত দরকার আমাদের,' বলল রানা। 'কেউ কোন বুদ্ধি দিতে পারো?'

কেউ কিছু বলছে না, এমন সময় হঠাৎ এই প্রথম মুখ খুলল পেপিনো। 'একটা গাড়ি আর তাঁবু সাথে নিলে কেমন হয়? ইটালিতে ট্যুরিস্টরা এসে খোলা পাহাড়ী এলাকায় এইরকম রাত কাটায়, সুতরাং ব্যাপারটাকে কেউ অস্বাভাবিক ভাববে না।'

সবাই একমত হলো, পাহাড়ে তাঁবু ফেলার জন্যে অজুহাতটা মন্দ নয়।

'গাড়ি আর তাঁবুর ব্যবস্থা করতে পারব আমি,' বলল মোনিকা।

কি কি থাকবে তার একটা তালিকা তৈরি করছে রানা। 'আলোর ব্যবস্থা কি হবে?'

উত্তর দিল লার্দো। 'গাড়ির হেড লাইট ব্যবহার করব আমরা।'

'সে তো বাইরের জন্যে,' বলল রানা। 'ভেতরের জন্যেও আলো চাই আমাদের। টর্চ দরকার—ধরো, এক ডজন হলেই চলবে। তার সাথে প্রচুর ব্যাটারি।' ম্যাটাপ্যানের দিকে ফিরল ও। 'এগুলো তুমি যোগাড় করবে। কোদাল আর শাবল—ধরো, দুটোই চারটে করে। তারপর, ট্রাক। একবারে বয়ে আনতে ক'টা লাগবে বলে মনে করো, লার্দো?'

'তিন টনী দুটো হলেই চলবে। জার্মানদের অবশ্য চারটে ছিল, কিন্তু তাদের সব জিনিস তো আর আমরা নিচ্ছি না।'

ট্রাক নিয়ে ড্রাইভাররা তৈরি থাকবে আমাদের অপেক্ষায়,' বলল রানা। 'আর কি দরকার? বাক্স। কাঠের বাক্স দরকার হবে, তাই প্রচুর কাঠ চাই। সোনাগুলোকে নতুন বাক্সে ভরে আনতে হবে।'

'তার কি দরকার? বাক্সের ভিতরই তো আছে ওগুলো।' প্রতিবাদের সুরে বলল লার্দো। 'খামোকা গাধার খাটনির দরকার কি?'

'অতীত স্মরণ করো,' বলল রানা। 'মনে করে দেখো জার্মানদের ট্রাকে

বাক্সগুলো দেখেই কি মনে হয়েছিল তোমার। তুমিই তো প্রথম ওগুলোকে চিনতে পেরেছিলে সোনার বাক্স বলে।'

'ঠিক বলেছ। কিন্তু বাক্স থেকে ওগুলো বের করার কোন দরকার নেই,' বলে উঠল পেপিনো। 'চেহারা বদলাবার জন্যে কাঠের পাতলা তক্তা বাক্সের গায়ে পেরেক গেঁথে বসিয়ে দিলেই চলবে। আর, কাঠের ব্যবস্থা এখান থেকে করতে হবে না। প্রচুর আছে ওখানে।'

মাতাল অবস্থায় না থাকলে পেপিনো জ্যান্ত একটা বুদ্ধির মেশিন, মনে মনে স্বীকার করল রানা। 'গুড! কিন্তু ওখানকার কাঠ আমরা ব্যবহার করব না। মাটির তলা থেকে এসেছে বা মাটির তলার গন্ধ লেগে আছে গায়ে এমন কোন জিনিস আমি ব্যবহার করব না। তাছাড়া, ওই কাঠে হয়তো এমন কোন চিহ্ন আছে যা আমাদের চোখে ধরা না পড়ায় পরে সব ভণ্ডুল হয়ে যেতে পারে।'

'কোনরকম ঝুঁকি নিতে চাও না তুমি,' বলল মোনিকা।

'জুয়াড়ী তো আর নই,' বলল রানা। 'কাঠগুলো ট্রাকে করে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে।' ম্যাটাপ্যানের দিকে তাকাল ও।

'যোগাড় করার দায়িত্ব আমার।' মাথা ঝাঁকাল ম্যাটাপ্যান।

'হাতুড়ি আর পেরেকের কথা যেন আবার ভুলে যেয়ো না,' বলল রানা। একটা সিগারেট ধরাল ও। সবদিক চিন্তা করে দেখছে ও, আর কি কি লাগতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে না এখন এমন কোন সামান্য জিনিসের জন্যে কাজে যদি বাধা পড়ে তখন মাথার চুল ছেঁড়া ছাড়া করার আর কিছু থাকবে না।

পর পর দু'বার পাখি ডেকে ওঠার মত শিসের শব্দ ভেসে এল ডেক থেকে। ম্যাটাপ্যান তাকাল মোনিকার দিকে, মাথাটা চুল-পরিমাণ কাত করল মোনিকা। ম্যাটাপ্যান নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল। বেরিয়ে গেল বাইরে।

লার্দোকে বলল রানা, 'আর কিছু জানার দরকার আছে আমাদের? কিছু ভুলে যাওনি বা বাদ পড়ে যাচ্ছে না তো?'

'না।'

ফিরে এসে মোনিকাকে ম্যাটাপ্যান বলল, 'আপনার সাথে কথা বলতে চাইছে ও।'

মোনিকা উঠল। দরজার দিকে এগোল সে। ম্যাটাপ্যান তাকে অনুসরণ করল সশরীরে, আর লার্দো তাকে অনুসরণ করল লোভ চকচকে দৃষ্টি দিয়ে।

খোলা পোর্ট থেকে নিচু গলার কথাবার্তা ভেসে আসছে, শুনতে পাচ্ছে রানা।

'ডাইনীটা বা ওই চর্বির পাহাড়টাকে আমি একবিন্দু বিশ্বাস করি না!' দাঁতে দাঁত ঘষে হঠাৎ চাপা গলায় বলল লার্দো। 'সব বের করার পর ওরা যদি তা আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়? সুড়ঙ্গের ভিতর ওরা আমাদের সবাইকে গুলি করে যদি বাইরে থেকে আবার বন্ধ করে দেয় মুখটা?'

'মোনিকা বেঈমানি করতে পারে, কিন্তু তা করবে বলে আমি মনে করি না,' বলল রানা। 'চোখকান খোলা রাখতে হবে আমাদের, সাবধানে থাকতে হবে। এছাড়া করার আছে কি? ওদেরকে তো সাথে নিতেই হচ্ছে।'

ফিরে এল মোনিকা আর ম্যাটাপ্যান।

'কোসেজ্ঞার দু'জন লোককে রাপালোয় দেখা গেছে,' বলল মোনিকা। 'মিনিট দশেকও হয়নি তারা পোর্ট ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে তোমাদের খোঁজ চেয়েছে।'

'পোর্ট ক্যাপ্টেন নিশ্চয়ই তোমার বন্ধুদের একজন নয়?'

'নয়। তবে চীফ কাস্টমস অফিসার—হ্যাঁ, সে আমার বন্ধুদের একজন। দেখেই সে ওদেরকে চিনতে পারে। গাঁজা চালান দেবার অপরাধে বছর তিন আগে ওদের একজনকে সে জেলে ভরেছিল।'

'যাই হোক,' বলল রানা। 'আমাদের খোঁজ তারা পাবে না এমন আশা করা বৃথা। তবে, তারা যেন কোনমতেই টের না পায় যে তোমাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আছে—অন্তত এখন নয়। তারমানে, রাতের আগে এখান থেকে বেরুতে পারছ না তোমরা।'

'ওদের ওপর নজর রাখা হচ্ছে,' বলল মোনিকা।

'সুখবর, কিন্তু তাও যথেষ্ট নয়,' বলল রানা। সিগারেটে সুখ টান দিয়ে অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিল সেটা। 'আমাদের ব্যাপারে গগল যা করছে আমিও গগলের ব্যাপারে তাই করতে চাই। জেনোয়াতে কোসেজ্ঞার ওপর যাতে নজর রাখা হয় তার ব্যবস্থা করো। উপকূল রেখার সব জায়গায় লোক পাঠাও, তারা যেন, গগলের বোট দেখা মাত্র খবর পাঠায়। সে ইটালিতে ঠিক কখন পৌছায় জানতে চাই আমি।' মোনিকাকে ফেয়ারমেইলের একটা বিশদ বর্ণনা দিল রানা। গগলের বাঁ পা পোকরু এবং মরোক্কান মৌলা ইস্রাফিলের চেহারার বর্ণনা দিতেও ভুল করল না। 'পারবে তুমি কাজগুলো করতে?'

হেসে ফেলল মোনিকা। 'যেভাবে হুকুমের সুরে কথা বলছ, না পেরে উপায় আছে? স্বীকার করা উচিত হচ্ছে না, প্রশংসার মত শোনাবে, তবু বলছি, ইউ হ্যাভ গট পারসোনালিটি!'

'লার্দো,' বলল রানা, 'শুনতে পাচ্ছ? ভূতের মুখে রাম নাম বুঝি একেই বলে, কি বলো?'

বোকা বোকা লাগছে লার্দোকে। রেগে উঠবে কিনা বুঝতে পারছে না, আবার হাসলে মোনিকার ওপর নরম ভাব দেখানো হয়ে যেতে পারে ভেবে হাসতেও পারছে না।

পেপিনো আঙুলের গিঁট গুনছে আপন মনে। কিসের হিসেব নিয়ে এত মগ্ন সে, জানার কৌতূহল হলেও পরিবেশটাকে হালকা করার জন্যে চেঁচিয়ে উঠল রানা, 'পেপিনো! এখনও তুমি বসে আছ! কন্টেসার সম্মানে আজ তুমি পাক্কা দুই আউন্স ঢালতে পারবে গলায়—এ খবর এখনও পাওনি নাকি!'

ছাব্বিশ তারিখ সকালে একটা চিঠি পেল রানা ইয়টের ককপিটে। কাফেতে গিয়ে ম্যানেজার জিসোবিনোকে অনুরোধ করলেই সানফ্লাওয়ার পাহারা দেবার জন্যে একজন লোক যোগাড় করে দেবে সে, জানিয়েছে মোনিকা।

একটু পরই বেরুল রানা। জিসোবিনো আজ ওকে নিজের হাতে পরিবেশন করল ব্রেকফাস্ট।

'লোকটাকে হতে হবে সৎ,' প্রস্তাবটার সাথে ওই একটা মাত্র শর্ত আরোপ

করল রানা। 'অসৎও হতে হবে, কিন্তু তা শুধু আমাদের হুকুম পাবার পর।'

বুঝল না জিসোবিনো। তবে, মোনিকা তাকে আগেই যা বলবার বলে রেখেছে, তাই মাথা কাত করে রাজি হলো সে, বলল, 'এই কাজের জন্যে বুড়ো লুইগীকে দেব আমি।'

ছোটখাট, কিন্তু শক্ত-সমর্থ চেহারা লুইগীর। বয়স ষাটের মত। একটা পা কাঠের। সানফ্লাওয়ার পাহারা দেয়া ছাড়াও মোনিকা আর রানার মাঝখানে একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে শুরু করল সে। রোজ সকালে তার হাতেই একটা করে চিঠি পাঠিয়ে সব খবর জানাতে শুরু করল মোনিকা।

কোসেঞ্জাকে চোখে চোখে রাখা হয়েছে, কিন্তু বিশেষ কিছু ঘটছে না ওদিকে। তার লোকেরা এখনও রাপালো ছেড়ে চলে যায়নি। তারা তীব্র নজর রেখেছে সানফ্লাওয়ারের উপর। তাদের উপরও নজর রাখা হচ্ছে।

সাতাশ তারিখে খবর পেল রানা, ট্রাক যোগাড় করা হয়েছে এবং ড্রাইভাররাও নির্দেশের অপেক্ষায় খাড়া হয়ে আছে এক পায়ে। কাঠের ব্যবস্থা শেষ, যন্ত্রপাতিও সব কেনাকাটা হয়ে গেছে, তাঁবুর যাবতীয় সরঞ্জাম কেনার জন্যে টাকার দরকার, কেননা অত টাকা মোনিকার কাছে নেই।

টাকা পাঠাতে দেরি করল না রানা। কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক হলেও মনে হচ্ছে সময় যেন হু-হু করে বেরিয়ে যাচ্ছে, আঙুলের ফাঁক গলে। বোঝা যাচ্ছে নির্দিষ্ট তারিখে সারা যাচ্ছে না সব কাজ।

মাসের শেষ তারিখের চিঠিতে মোনিকা পরামর্শ দিল গলভিয়ো তুলিনের বোটইয়ার্ডে গিয়ে রানা যেন সানফ্লাওয়ার মেরামত এবং রঙ করার জন্যে তার সাহায্য কামনা করে। 'গলভিয়ো সবরকম সুবিধে দেবে বলে আশা করি,' লিখেছে মোনিকা, 'সে আমার—আমাদের বন্ধু।'

রাপালো থেকে বেশ খানিকটা দূরে গলভিয়োর বোটইয়ার্ড। পঁয়ত্রিশ আর চল্লিশ বছর বয়স্ক দুটো ছেলেকে নিয়ে বোট মেরামতের কারবার চালাচ্ছে সে। রানার প্রতিটি কথার উত্তরে ঘাড় কাত করে সম্মতি দেয়া ছাড়া বিশেষ নড়ল না লোকটা, কথা তো প্রায় বললই না।

'আপনার মত আমিও একজন বোটবিল্ডার,' বলল রানা। 'আমি চাই আপনার ইয়ার্ডে মেরামতির কাজটা আমি নিজের হাতেই করব।'

সম্মতি জানাতে গিয়ে বিনয়ে প্রায় চোখ দুটো বুজে ফেলল গলভিয়ো।

'কেউ যেন উঁকিঝুঁকি না মারে,' বলল রানা। 'কাজটা আমি গোপনে সারতে চাই। কারণটা হলো, ইয়টে আমি কীলটা ফিট করেছি পরীক্ষামূলক ভাবে, ফলাফল জানার জন্যে ওটা হয়তো আবার আমাকে খুলে দেখতে হতে পারে।'

হাসল গলভিয়ো।

'নিজের লোক আছে আমার, তাই বাইরের লেবার দরকার হবে না। আমাদের শুধু এমন একটা জায়গা দরকার যেখানে বাইরের কোন লোক ঢুকতে পারবে না।'

ঘাড় কাত করল গলভিয়ো, তারপর চোখ মেলল।

শেডটা দেখে পছন্দ হলো রানার। ভিতর থেকে তালা মারার ব্যবস্থা আছে।

গলভিয়ো জানাল, পিঁপড়ে আর ইঁদুর ছাড়া কেউ ওদেরকে যাতে বিরক্ত না করে সেদিকে সে বিশেষভাবে তীক্ষ্ণ নজর রাখবে। রানা ভাবল, চোখ দুটো বুজে না রাখলেই হয়।

মার্চের এক তারিখের চিঠিতে মোনিকা ঘোষণা করল, প্রস্তুতি পর্ব শেষ, এখন থেকে যে-কোন মুহূর্তে রওনা হওয়া যেতে পারে।

আগামীকালই। সিদ্ধান্ত নিল রানা।

মোনিকা আরও লিখেছে, কোসেজ্ঞার লোক দু'জনকে ব্যর্থ করে দেয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। জানবে, নির্ভেজাল দুর্ঘটনার শিকারে পরিণত হয়েছে তারা।

চিঠির এক কোনায় আগুন ধরিয়ে লুইগীকে নিচে ডাকল রানা। 'সৎ লোক হিসেবে তোমার সুনাম আছে, লুইগী,' বলল রানা। 'কেউ যদি তোমাকে ঘুষ দিতে চায়, তুমি কি তা নেবে?'

নির্ভেজাল আতঙ্ক ফুটে উঠল লুইগীর চেহারায়। 'না, সিনর।'

'তুমি জানো এই বোটের ওপর নজর রাখা হয়েছে?'

'জানি, সিনর। তারা আপনার আর সিনোরিনার শত্রু।'

'আমি আর তোমার সিনোরিনা কি করতে যাচ্ছি জানো?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল লুইগী। 'না, সিনর। আমি এখানে আপনার কাছে এসেছি তার কারণ সিনোরিনা আমাকে বলেছেন আপনার সাহায্য দরকার। সিনোরিনার কোন ব্যাপারে কখনও আমি প্রশ্ন করি না।'

'বন্ধুদের নিয়ে আমি আগামীকাল চলে যাচ্ছি কোথাও, ফিরতে দু'তিন দিন দেরি হতে পারে,' বলল রানা। 'এই কদিন বোটের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তোমার। ধরো, যারা নজর রাখছে, তারা যদি বোটটাকে সার্চ করার বিনিময়ে তোমাকে বেশ অনেক টাকা দিতে চায়, কি করবে তুমি?'

বুক ফুলিয়ে লুইগী বলল, 'হাত থেকে কেড়ে নিয়ে টাকাগুলো আমি ছিঁড়ে ফেলব।'

'না, তা করবে না,' বলল রানা। 'ওদেরকে বলবে যে ওই টাকায় তুমি সন্তুষ্ট নও, আরও বেশি টাকা দিতে হবে। কেবলমাত্র আরও বেশি টাকা দিলেই তুমি ওদেরকে বোট সার্চ করার অনুমতি দেবে।'

লুইগী রাগ চেপে রাখার চেষ্টা করছে বুঝতে পারল রানা। টকটকে লাল হয়ে গেছে বুড়োর মুখটা। মনে করছে ওর প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ করছে রানা। নিচু গলায় রানা বলল, 'সার্চ করলে কিছু মনে করব না আমি, লুইগী। কেননা গোপন করার মত কিছুই বোটে রেখে যাচ্ছি না। সুতরাং, তোমার সিনোরিনার শত্রুদের কাছ থেকে কিছু টাকা খসাবার এমন মোক্ষম সুযোগটা কোন্ দুঃখে তুমি হাত ছাড়া করবে?'

হঠাৎ হেসে উঠে মাথা চুলকাতে শুরু করল বৃদ্ধ।

'ভাল বলেছেন, সিনর। সিনোরিনার শত্রু, তাই তো! আপনি, সিনর, চাইছেন ওরা যেন বোটটা সার্চ করে···এবার বুঝতে পেরেছি।'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'কিন্তু দেখো, ওরা যেন আবার বুঝতে না পারে কিছু। একটু সময় নিয়ে দর কষাকষিটা করো, তাহলেই হবে।'

দুই কানে গিয়ে ঠেকল লুইগীর হাসিটা।

মোনিকাকে একটা চিঠি লিখে সেটা লুইগীর হাতে দিল রানা। 'কদিন থেকে চেনো তুমি সিনোরিনাকে?'

'কোলেপিঠে করে মানুষ করেছি,' একটু গম্ভীর হলো লুইগী। 'তারপর সিনোরিনা বড় হয়ে আমার মত বুড়ো খোকাদের খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন।'

'তোমার পা-টা বুঝি যুদ্ধের সময়...'

'না, সিনর,' বলল লুইগী। 'বছর তিন আগে একটা রোড অ্যাক্সিডেন্টে পড়েছিলাম। বাঁচতাম না। সিনোরিনাই বাঁচালেন রক্ত দিয়ে। হাসপাতালের বিল দিতে গিয়েই তো গাড়িটা বিক্রি করতে হলো সিনোরিনাকে।'

মোনিকা সম্পর্কে সম্পূর্ণ আলাদা একটা চিত্র পেয়ে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রানা।

'সিনোরিনার জন্যে তাহলে যে-কোন কাজ করতে রাজি হবে তুমি?'

'শুধু আমি?' হাসল লুইগী। 'ডজন ডজন লুইগীর মত কৃতজ্ঞ বান্দা পাবেন আপনি সিনর, যারা সিনোরিনার ইঙ্গিতে হাসতে হাসতে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে নিজের গায়ে।'

নয়

পরদিন দুই তারিখ, সোমবার। ইয়টের ভিতর আবার একটা মঞ্চ তৈরি করল রানা, কাগজপত্রগুলো এমন জায়গায় রাখল যাতে সহজেই পাওয়া যায়, আবার রোপণ করা হয়েছে বলে মনে করতে না পারে গগলের লোকেরা। সানফ্লাওয়ারের মেরামত বাবদ কি পরিমাণ খরচ এবং সময় ব্যয় হবে তার একটা হিসেব থাকল, থাকল গলভিয়োর বোট ইয়ার্ড কেনা সংক্রান্ত হিসাব পত্র।

লার্দো এবং পেপিনোকে নিয়ে সকাল ন'টার মধ্যেই বেরিয়ে পড়ল রানা। জিসোবিনোর কাফেতে গিয়ে পেল ওরা মোনিকা আর ম্যাটাপ্যানকে। ওদেরকে দেখেই ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিল মোনিকা।

ইংলিশ ছাঁটের পোশাক পরেছে সে আজ। প্রতিটি কাজে বুদ্ধি খাটাচ্ছে, ভাবল রানা। রানাকে ঝাড়া পাঁচ সেকেন্ড একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে মোনিকার ঠোঁটের কোণে মৃদু একটু হাসি ফুটল কি ফুটল না।

চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ম্যাটাপ্যানের দিকে তাকাল রানা। 'কোসেঞ্জার গুপ্তচর বাহিনীর খবর কি?'

হাতির দাঁত বেরিয়ে পড়ল। হাসছে ম্যাটাপ্যান। 'একজনের গাড়ি চলন্ত অবস্থায় ব্রেক ফেল করায় একটা পাঁচিল ভেঙে ফেলেছে। না, হাসপাতালে যেতে হয়নি তাকে। তার জন্যে ডকে অপেক্ষা করছিল যে সে বেচারা একটা ক্রেন আসতে দেখে পিছুতে গিয়ে পানিতে পড়ে যায়। ক্রেন চালকই তাকে পানি থেকে

তোলে। কাপড় পাল্টাবার জন্যে হোটেলে ফিরতে বাধ্য হয় সে।'

'তোমার বন্ধু ভিনসেন্ট গগল জেনোয়ায় পৌঁছেচে গত রাতে,' বলল মোনিকা।

'আচ্ছা!'

'সোজা কোসেঞ্জার কাছে যায় সে। একসঙ্গে অনেকক্ষণ ছিল ওরা।'

'নজর রাখছে ওর ওপর তোমার লোক?'

'রাখছে না মানে!'

ব্রেকফাস্ট এল। জিসোবিনো কাউন্টারে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত মুখ খুলল না কেউ। তারপর লার্দোর দিকে ফিরে বলল রানা, 'ঠিক আছে, ভাই আলীবাবা, সিসেম ফাঁকটা কোথায় এবার বলতে পারো তুমি।'

ঝট্ করে মাথা তুলল লার্দো। 'অসম্ভব!' শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল তার। 'তোমাদের নিয়ে যাব সেখানে, কিন্তু আগে থেকে বলতে আমি রাজি নই।'

'ট্র্যান্সপোর্টের ব্যবস্থা হয়েছে, জানো তো?' বলল রানা। 'ট্রাকের ড্রাইভারদের কোথায় যেতে হবে জানিয়ে দেয়া দরকার।'

'কোথাও যেতে হবে না তাদের,' বলল লার্দো। 'এখানেই অপেক্ষা করবে তারা। আমরা তাদেরকে ফোন করে জানাব কোথায় যেতে হবে।'

'কোত্থেকে ফোন করবে তুমি?'

'গ্রামে ফোন আছে, সেখান থেকে...'

'গ্রামে তো দূরের কথা, গ্রামের কাছাকাছিও কেউ যাব না আমরা,' দৃঢ় গলায় বলল রানা। 'তাছাড়া, পরস্পরকে অকারণে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করার কোন প্রয়োজন নেই আমাদের। এখন থেকে যেখানেই যাই, যা-ই করি, এক সাথে থেকে করব। এই দলটা এক বা একাধিক ভাগে বিভক্ত হতে পারবে না কাজটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত। কেউ আমরা কাউকে চোখের আড়ালে যেতে দিচ্ছি না।'

'সন্দেহের মাত্রাটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না কি?' মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করল মোনিকা।

তার চোখে চোখ রাখল রানা। 'আমাকে বিশ্বাস করো তুমি?'

'খুব বেশি না।'

'আমরাও তাই, তোমাদেরকে খুব বেশি বিশ্বাস করি না,' লার্দোর দিকে ফিরল রানা। 'তুমি আর পেপিনো নজর রাখবে ম্যাটাপ্যানের ওপর, আর আমি তো নজর রাখছিই কন্টেসার ওপর।'

'কন্টেসা বলবে না আমাকে!' ঝাঁঝের সাথে বলল মোনিকা।

তার দিকে না তাকিয়ে কথাটা অগ্রাহ্য করল রানা, লার্দোকে বলল, 'বলে ফেলো এবার। তুমি যদি বলতে না চাও কিছু এসে যায় না, পেপিনো তৈরি হয়েই আছে। তবে আমি চাই তোমার মুখ থেকে শুনতে।'

অনেকক্ষণ চিন্তা করল লার্দো। তারপর কাঁধ ঝাঁকাল। 'আমাকে এভাবে বাধ্য করাটা যে ভাল হচ্ছে না তা একদিন তোমাকে আমি টের পাওয়াব, রানা। ঠিক আছে, এখান থেকে চল্লিশ মাইল উত্তরে, ভার্সি আর তাসারো-র মাঝখানে।' ধীরে ধীরে জায়গাটার বিশদ বর্ণনা দিল সে।

'পাহাড়ের মধ্যে একটা জায়গা বোঝাই যাচ্ছে,' বলল ম্যাটাপ্যান।
'ড্রাইভারদের নির্দেশ দিলে জায়গা চিনে ওখানে তারা পৌঁছতে পারবে বলে মনে করো?'
উত্তরে মোনিকা বলল, 'ভার্সিতে অপেক্ষা করতে বলব ওদেরকে। দ্বিতীয় রাতের আগে ট্রাকের কোন প্রয়োজন নেই আমাদের, তাই না? যখন দরকার হবে তখন ভার্সিতে গিয়ে ওদের সাথে দেখা করে নির্দেশ দিলেই চলবে।'
'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'ফোনে ওদেরকে সেই নির্দেশই দাও।'
মোনিকাকে অনুসরণ করে কাফের এক কোণে চলে গেল রানা। যতক্ষণ ফোনে নির্দেশ দিল মোনিকা, তার পাশ ছেড়ে নড়ল না ও।
টেবিলে ফিরে এসে বলল, 'এখন আমরা রওনা হতে পারি।'
ব্রেকফাস্ট শেষ করে সবাই টেবিল ছাড়ল। বাধা দিল মোনিকা। 'উহুঁ, সামনে দিয়ে নয়, পিছনের দরজা দিয়ে। কোসেঞ্জার লোকেরা হয়তো পৌঁছে গেছে ইতিমধ্যে।'
পিছনের উঠানে দাঁড়িয়ে আছে একটা গাড়ি। গাড়িটার লেজুড় হিসেবে একটা ক্যারাভ্যানকে জুড়ে দেয়া হয়েছে। 'পুরো এক হপ্তার উপযোগী খাবার আর পানির ব্যবস্থা করেছি আমি,' বলল মোনিকা।
'ভালই করেছ। কিন্তু ওখানে যদি এক হপ্তা কাটাতে হয় আমাদের তাহলে সোনা উদ্ধার করে কোন লাভ হবে না। কেননা, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সব কাজ শেষ করা তাহলে আর সম্ভব হবে না। তাছাড়া, যেভাবে পিছু নিয়েছে গগল, হপ্তা শেষ হবার আগেই ওই জায়গা চিনে ফেলবে সে।'
গাড়ির সামনে থামল ওরা। সবাইকে তীক্ষ্ণ চোখে দেখে নিল একবার রানা। বলল, 'আমাদের সবাইকে বিদেশী ট্যুরিস্ট বলেই মনে হচ্ছে, একমাত্র তোমাকে ছাড়া, ম্যাটাপ্যান। কেউ দেখলেই এদেশী বলে চিনে ফেলবে তোমাকে। সুতরাং, সময় থাকতে গায়েব হয়ে যাও—ওই ক্যারাভ্যানের ভিতর।'
ভুরু কুঁচকে রানাকে দেখল ম্যাটাপ্যান। তারপর তাকাল মোনিকার দিকে।
'ঠিক আছে, ম্যাটাপ্যান,' বলল মোনিকা। তারপর রানার দিকে ফিরল সে। 'আমি ছাড়া আর কেউ যেন ওকে কোন নির্দেশ না দেয়। ম্যাটাপ্যান শুধু আমাকে চেনে। আশা করি, কথাটা এখন থেকে মনে রাখবে তুমি।'
কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'চলো।'
রাস্তাটা চেনে বলে গাড়ি চালাচ্ছে লার্দো। সামনের সীটে পেপিনোও বসেছে। মোনিকাকে নিয়ে পিছনের সীটে রানা।
গাড়ির ভিতরের পরিবেশে ঠাণ্ডা একটা টেনশন জমে আছে। সোজা নাক বরাবর গুপ্তধনের দিকে এটাই শেষ যাত্রা ওদের, মাঝখানে আর কোথাও বিরতি নেই।
হিসেবটা লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে, ভাবছে রানা। আজ দুই তারিখ। অথচ, আগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কথা ছিল এক তারিখের মধ্যে রাপালোয় ফিরতে হবে সোনা নিয়ে।
কদিন লাগবে ফিরতে? পরশু কি সম্ভব হবে? নাকি উটকো কোন বাধা এসে

আবার পিছিয়ে দেবে ওদেরকে? পরশু ফিরতে পারলেও তিনদিন পিছিয়ে থাকবে ওরা। এই দেরিটা আর একটু লম্বা হলে সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে।

রাপালো ত্যাগ করে পাহাড়ী পথ ধরে উঠতে শুরু করেছে গাড়ি। দু'পাশে চাষবাসের চিহ্ন নেই বললেই চলে। বেশিরভাগই পাথুরে জমি।

ভার্সিতে পৌঁছুতে এক ঘণ্টা লাগল। খানিকপরই মেইন রোড ছেড়ে একটা সাইডরোডে পড়ল গাড়ি। গত শতাব্দী বা তারও আগে কার্পেটিং করা হয়েছিল, খুঁজলে পিচের ছিটেফোঁটা নমুনা চোখে পড়ছে মাত্র। পিছনে ক্যারাভ্যানটা থাকায় ধীরে ধীরে গাড়ি চালাচ্ছে লার্দো। কিন্তু খানাখন্দে ভরা রাস্তা, গাড়ি অবিরাম ঝাঁকুনি খাচ্ছে। বৃষ্টি বোধহয় মাস কয়েক হয়নি এদিকে, তাই ধুলোর পাহাড় উঠছে পিছনে।

একটা বাঁকের কাছে স্পীড কমিয়ে গাড়িটা প্রায় দাঁড় করানোর মত অবস্থায় নিয়ে এল লার্দো। 'এই সেই জায়গা! এখানেই জার্মানদের ট্রাকগুলোকে ঘায়েল করেছিলাম আমরা।'

গাড়ি বাঁক নিতেই শূন্য একটা আঁকাবাঁকা দীর্ঘপথ দেখল ওরা সামনে। লার্দো গাড়ি থামাতেই নেমে পড়ল পেপিনো। ত্রিশ বছর পর এই প্রথম জায়গাটাকে দেখছে, পায়ের নিচে অনুভব করছে সে। রাস্তা পেরিয়ে খানিকটা উঠে বড় একটা পাথরের কাছ পর্যন্ত গেল, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। ওটাই সেই পাথরটা, যেটার পিছনে লুকিয়ে ছিল সে, এবং তারপর ওটার পাশে চলে এসে স্টাফ কারের ড্রাইভারের দিকে গুলি ছুঁড়েছিল—অনুমান করল রানা।

এই জায়গায় সেই অকস্মাৎ হত্যাযজ্ঞটা ঘটেছিল, ভাবছে রানা। গম্ভীর, নির্মম চেহারার পাহাড়ী এলাকা। দেখছে রানা। চোখের সামনে কল্পনায় ভেসে উঠছে দৃশ্যগুলো। প্রাণ বাঁচাবার জন্যে দিশেহারার মত ছুটোছুটি করছে বন্দীরা, পাখি শিকারের মত গুলি করে ধরাশায়ী করা হচ্ছে তাদের। হঠাৎ বলল ও, 'এখানে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না। চলো।'

গিয়ার দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল লার্দো। শ্লথ বেগে এগোচ্ছে গাড়ি। পেপিনো লাফ দিয়ে উপরে উঠে আসতে স্পীড বাড়াল সে।

'এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়,' বলল পেপিনো। উত্তেজনায় হিসহিসে শোনাল তার কণ্ঠস্বর।

পনেরো মিনিটও কাটল না, আর একটা অচল রাস্তায় পড়ল গাড়ি। একেবারেই ব্যবহার হয় না রাস্তাটা, হঠাৎ করে চোখে পড়ে না তাই। 'পরিত্যক্ত খনিটা এখান থেকে দেড় মাইলটাক দূরে,' বলল সে। 'কি করতে বলো এখন?'

গাড়ি থেকে নেমে চারদিকে তাকাল রানা। মোনিকাও নামল। একশো গজ দূরে একটা ঝর্ণা। সেটার দিকে চোখ রেখে বলল রানা, 'আদর্শ ক্যাম্পের কাছাকাছি একটা ঝর্ণা থাকতেই হয়। এখানেই আস্তানা গাড়ি, কি বলো?'

সম্মতি জানিয়ে হাসল মোনিকা। উত্তেজনা বা উদ্বেগের চিহ্ন মাত্র নেই তার চেহারায়।

গাড়ি থেকে ক্যারাভ্যানটা খুলে রাস্তা থেকে ঠেলে খানিক দূর নিয়ে আসা হলো। ম্যাটাপ্যানের সাথে কথা বলার জন্যে ওটার ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল

মোনিকা।

আশ্চর্য দীর্ঘ একটা দিন। প্রচুর সময় নিয়ে ম্যাটাপ্যান আর মোনিকা মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন শেষ করল।

খেতে বসার আগে অস্বাভাবিক একটা চাঞ্চল্য লক্ষ করল রানা লার্দোর মধ্যে। কি যেন খুঁজছে অথবা কোন ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে মনে মনে, মনে হলো রানার। তার উপর তীক্ষ্ণ চোখ রাখার প্রয়োজন বোধ করল ও।

কিন্তু গোপনে মিনিট দশেক লক্ষ করার পরও ব্যাপারটা যে কি, কেন লার্দো হঠাৎ অস্বাভাবিকভাবে অস্থির হয়ে উঠেছে, বুঝতে পারল না রানা।

কেউ ওদেরকে লক্ষ করছে না দেখে লার্দোর পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা।

তাঁবুর ভিতর থেকে ডাক দিল এমন সময় মোনিকা। 'খাবার তৈরি, চলে এসো তোমরা সবাই।'

'ব্যাপার কি, লার্দো?' মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

চমকে, প্রায় দেড় হাত লাফ দিয়ে উঠল লার্দো। থতমত খেয়ে গেছে সে। চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছে যেন। 'ব্যাপার? কিসের ব্যাপার? কই?'

'মিথ্যে কথা বলে লাভ নেই,' কঠোর হলো রানা। 'কি হয়েছে তোমার, বলো।'

রানার মুখের দিকে বোকার মত খানিকক্ষণ চেয়ে থাকল লার্দো। তারপর দ্রুত এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে নিল কেউ কাছেপিঠে আছে কিনা। রানার কানের কাছে ঠোঁট নিয়ে গিয়ে ফিস ফিস করে বলল, 'একটা কুকুর বিড়ালও ছাই দেখতে পাচ্ছি না!'

'বিড়াল! কুকুর বিড়াল দিয়ে কি হবে?'

'খাবারটা পরীক্ষা করিয়ে নিতে পারলে নিঃসন্দেহ হওয়া যেত,' ফিসফিস করে বলল লার্দো। 'কিভাবে জানব খাবারে ওরা বিষ মিশিয়ে দিয়েছে কিনা?'

লার্দোর মহীরুহের মত প্রকাণ্ড শরীরটা পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল রানা। এই লোক নির্মম খুনী? ভাবতে গেলে কেমন যেন খটকা লাগে।

'বোকা কোথাকার!' ধমক মারল রানা। 'খাবার কি আমরাই শুধু খাব? মোনিকা ম্যাটাপ্যান খাবে না?'

'তা খাবে, কিন্তু...'

'বেশ তো, ওরা শুরু করার দু'মিনিট পরেই না হয় খাওয়া শুরু কোরো তুমি।'

রানাকে অনুসরণ করে সোজা তাঁবুতে ঢুকল লার্দো।

লাঞ্চের পর সময় আর কাটতেই চায় না। এদিকে সূর্য যতক্ষণ না ডুবছে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা ছাড়া করার কিছু নেই।

অনেকক্ষণ হলো ঝর্ণার দিকে গেছে মোনিকা। ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে ব্যাপার কি জানার জন্যে নিজেই উঠল রানা।

কাছাকাছি এসে পা টিপে এগোল রানা। পিঁড়ির মত উঁচু একটা পাথরে বসে আছে মোনিকা পিছন ফিরে। সামনেই ঝর্ণা। মাথাটা দুলছে মাঝে মাঝে। দূর থেকে মনে হয়েছিল রানার, কাউকে যেন ইশারায় কিছু বোঝাতে চেষ্টা করছে। তা নয়, গুন-গুন করে একটা ইটালিয়ান গানের সুর ভাঁজছে মোনিকা। আবার পা টিপে

ফিরে এল রানা।

খানিকপর ফিরল মোনিকা তাঁবুতে। 'ম্যাটাপ্যানের ওপর এটা অত্যাচার হয়ে যাচ্ছে,' বলল সে। 'আমি যাই, খানিকক্ষণ গল্প করে আসি ওর সাথে।' কারও মন্তব্যের জন্যে অপেক্ষা না করে বেরিয়ে গেল সে তাঁবু থেকে।

তাঁবুর বাইরে বাতাসে এসে বসল বাকি সবাই। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে যাচ্ছে।

বিকেলে একটা মাত্র ঘটনা ঘটল।

বহুদূরে রাস্তার শেষ মাথায় ছোট্ট মেঘের মত দেখা গেল খানিকটা উড়ন্ত ধুলো। ধুলোর মাঝখানে ছোট্ট একটা বিন্দু। ক্রমশ বড় হচ্ছে সেটা। ভিতর ভিতর উত্তেজিত হয়ে উঠল সবাই। বোঝা গেল, ওটা একটা গাড়ি। গরুর গাড়ি। সোজা এদিকেই আসছে।

কচ্ছপের মত মন্থর বেগে আসছে গাড়িটা। তার আসা আর ফুরোয় না। আসছে তো আসছেই। এক সময় ষাঁড় দুটোর শিং দেখা গেল। কোন কৃষক যাচ্ছে তার আঙুর নিয়ে। কোথায় যাচ্ছে বলা মুশকিল। রানার নির্দেশ পেয়ে নিজের জায়গা ছেড়ে এক ইঞ্চি নড়ল না কেউ। গাড়িটার দিকে একটানা বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতেও নিষেধ করল রানা ওদের।

এক সময় কাছে এসে পড়ল গাড়িটা। পাশ ঘেঁষে রাস্তা দিয়ে যাবার সময় গাড়োয়ান তাকাচ্ছে না দেখে স্থানীয় ভাষায় চিৎকার করে রানা বলল, 'যাত্রা শুভ হোক!'

আড়চোখে তাকাল লোকটা। বিড় বিড় করে কি বলল বুঝলই না রানা। চোখ ফিরিয়ে নিল লোকটা সামনের দিকে। চলে গেল পাশ কাটিয়ে মন্থর গতিতে।

সাড়ে চারটের সময় ক্যারাভ্যানে চড়ল রানা। 'রাতের খাওয়াটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে হবে,' মোনিকাকে বলল ও। 'অন্ধকার নামার সাথে সাথে গাড়ি নিয়ে খনির উদ্দেশে রওনা হব আমরা।'

'যা যা প্রয়োজন সবই ক্যানে আছে,' ক্যারাভ্যানের অর্ধেকের বেশি দখল করে ঘুমিয়ে আছে ম্যাটাপ্যান। ছোট্ট একটা চেয়ারে বসে আছে মোনিকা, কোলের উপর খোলা একটা বই। 'ক্যান থেকে নিয়ে খাবার তৈরি করা কঠিন কোন কাজ নয়। রাতে কাজ করার সময় আমরা হয়তো খেতে-টেতে চাইতে পারি, তাই এই দুটো ভ্যাকিউম কনটেইনার সাথে করে নিয়ে এসেছি—যাবার আগে রান্না করে নিয়ে যাব এ দুটোতে, সারারাত গরম থাকবে খাবারটা। কফির জন্যে কয়েকটা ফ্লাস্কও আনা হয়েছে।'

'বেশ মুক্ত হস্তে আমার টাকাগুলো খরচ করছ, বলতেই হয়।'

গ্রাহ্য করল না মোনিকা। 'খানিকটা শুধু পানি দরকার আমার। ঝর্ণা থেকে পারবে তুমি এনে দিতে?'

'সঙ্গে যদি তুমিও যাও,' বলল রানা। 'পায়ের পেশীগুলোকে একটু খেলানো দরকার তোমার।' হঠাৎ করে মোনিকার সাথে আলাপ করার একটা ইচ্ছে হচ্ছে ওর।

'ঠিক আছে,' একটা দেয়াল আলমারি খুলে তিনটে ক্যানভাসের বালতি বের

করল মোনিকা।

ঝর্ণার পথে প্রশ্ন করল রানা, 'যুদ্ধের কথা তো তোমার কিছুই মনে নেই, তখন তুমি মাত্র এক বছরের, তাই না?'

'হ্যাঁ। তবে যুদ্ধের গল্প শুনেছি লরেলি আর বাবার মুখে। যেদিন শুরু হয় আর যেদিন শেষ হয় এর মাঝখানের প্রতিটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তের বর্ণনা দিতে পারি আমি। শুনে শুনে এমন অবস্থা হয়েছে আমার। আর...' হঠাৎ চুপ করে গেল মোনিকা।

'আর?'

'যুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতি, যার সাথে একমাত্র নরকের তুলনা করা যেতে পারে,' বলল মোনিকা, 'তার সাথে যুদ্ধ করেই বেঁচে আছি আমি।'

'যুদ্ধের পরবর্তী সময়টা ছোট একটা মেয়ের জন্যে মোটেই সুখকর নয়, সে আমি বুঝি।'

'আমাদের পরিবারের জন্যে ব্যাপারটা ছিল সত্যিই খুব খারাপ,' বলল মোনিকা। 'যুদ্ধের পরপরই সবাই যার যার সম্পত্তি ফিরে পেয়েছিল। কিন্তু আমার যখন তেরো বছর বয়স তখনও দেখেছি বাবা তাঁর জমিজমা ফিরে পাবার জন্যে পাগলের মত ছুটোছুটি করছেন। তাঁর সব চেষ্টাই অবশ্য বৃথা গেছে।'

ঝর্ণার ধারে পৌঁছুল ওরা। ঝর্ণার পানি নিচু একটা জায়গায় গড়িয়ে পড়ে ছোট্ট একটা ডোবার মত তৈরি হয়েছে, সেটার চারদিকে গাছ-গাছালির সারি। পাতার ফাঁক গলে হলুদ রোদ ডোবার স্বচ্ছ পানিতে রঙধনুর আলপনা এঁকে রেখেছে। মৃদু বাতাসে ঝিলমিল করছে পানি। ছোট ছোট মাছের দঙ্গল দেখে উবু হয়ে বসে পড়ল মোনিকা। 'ইস! পানিতে নামতে ইচ্ছে করছে আমার।'

'ভিজে কাপড়ে তোমাকে ফিরতে দেখলে ম্যাটাপ্যান কি না কি মনে করে!'

'ম্যাটাপ্যান? আমার সম্পর্কে?' নিখাদ বিস্ময় ফুটে উঠল মোনিকার চোখ মুখে। হঠাৎ হেসে উঠল সে। 'তুমি জানো না। ম্যাটাপ্যানের চোখে আমি দেবী, কিংবা হয়তো আরও বেশি কিছু। লক্ষ করেছ, ও আমাকে সিনোরিনা বলে না? ও আমাকে মা বলে সম্বোধন করে।'

'দুঃখিত,' বলল রানা। 'আমি না বুঝে ঠাট্টা করছিলাম।'

ফেরার পথে, 'আচ্ছা,' বলল রানা, 'সত্যিই কি যুদ্ধের সব ঘটনা তোমার নখদর্পণে!'

'কেন বলো তো?'

'এমনি জিজ্ঞেস করছি। সব ঘটনাই কি তুমি জানো?'

'সব। প্রতিটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তের ঘটনা আমি জানি,' হাসছে মোনিকা।

'বলতে পারো, লার্দো কখনও আহত হয়েছিল কিনা?'

'এদিক থেকে সত্যিই সে ভাগ্যবান,' বলল মোনিকা। 'দু'এক জায়গায় নগণ্য আঁচড় লাগা ছাড়া কখনও আহত হয়নি সে। অথচ, তারই আহত হবার ভয় ছিল সবচেয়ে বেশি।'

'তার মানে খুব লড়েছিল সে? বেপরোয়া যোদ্ধা ছিল?'

'বেপরোয়া যোদ্ধা সবাই ছিল। তবে একটা কথা ঠিক, যুদ্ধকে লার্দো

ভালবাসত। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সেই তো সবচেয়ে বেশি জার্মান খুন করেছে। ইটালিয়ানদেরকেও।'

'ইটালিয়ান খুন করেছে? মানে?' দ্রুত বলল রানা। পেপিনোর বলা কথাগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে ওর।

'ফ্যাসিস্টদের কথা বলছি আমি। যারা মুসোলিনীর পা চাটত তখন। এই পাহাড়ী এলাকায় সে-সময় একটা সিভিল ওয়ার চলছিল।'

খানিকপর রানা বলল, 'তাহলে লার্দো সত্যিই একজন খুনী ছিল?'

'খুনী বলছ কেন? আদর্শ সোলজার ছিল সে। ঠিক ওর মত লোকই দরকার ছিল তখন বাবার। বলতে পারো, লার্দো একজন সত্যিকার নেতা ছিল।'

'ফার্নান্দো খুন হলো কিভাবে?'

'পাহাড়ের একটা পাঁচিল থেকে পড়ে গিয়ে। শুনেছি, একটুর জন্যে লার্দো তাকে রক্ষা করতে পারেনি।'

'হুঁ,' বলল রানা। 'আমিও শুনেছি ওই রকম। আচ্ছা, হ্যারিস আর পার্ক মরল কিভাবে?'

'অ্যাকশনের সময় মারা যায় ওরা। একই সময়ে নয়, আলাদা আলাদা সময়ে।'

'আর তারমোলি? তার কথা কি জানো তুমি?'

'ওর ব্যাপারটা সত্যি আশ্চর্যজনক। ক্যাম্পের কাছে মাথার খুলি চৌচির অবস্থায় পাওয়া যায় ওকে,' বলল মোনিকা। 'পড়ে ছিল একটা পাহাড়ের কোলের কাছে, তাই সবাই ধরে নেয় ওপরে চড়তে গিয়ে পড়ে গিয়ে ওই অবস্থা হয়েছে।'

'পাহাড়ে কেন চড়তে যাবে সে? বিশেষ শখ ছিল নাকি পাহাড়ে চড়া?'

'ঠিক জানি না,' বলল মোনিকা।

ঘটনাটা হারাধনের দশটি ছেলের মত। এখন অবস্থা দাঁড়িয়েছে 'রইল বাকি দুই' এর পর্যায়। 'পেপিনো বেঁচে আছে কেন?'

ঝট করে মুখ তুলল মোনিকা। দাঁড়িয়ে পড়েছে সে। 'কি বলতে চাইছ ঠিক বুঝতে পারছি না। ওদের কারও মরা উচিত হয়নি? ওদের মৃত্যু স্বাভাবিক ছিল না?'

হাতের বালতি দুটো নিচে নামিয়ে রেখে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল রানা। 'কিছুই বলতে চাইছি না আমি,' বলল ও। সিগারেট ধরাল লাইটার জ্বেলে। 'তবে ওরা মারা গেলে কার যেন ভারি সুবিধে হয়ে যাচ্ছে। চিন্তা করে দেখো ব্যাপারটা, ছয়জন লোক মুসোলিনীর এই সোনাটা জার্মান সৈন্যদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে লুকিয়ে রাখল, এর প্রায় পরপরই অল্প সময়ের ব্যবধানে ওদের মধ্যে চারজনই এক এক করে মারা গেল। লাভ হয়েছে কার? বেঁচে আছে মাত্র দু'জন—পেপিনো আর লার্দো। ভাবছি, পেপিনো কেন বেঁচে আছে?'

'জানি না। সে হঠাৎ করে বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায় বলে শুনেছি।'

'পেপিনো যখন বিদায় হয় লার্দো তখন কোথায় ছিল? ক্যাম্পে?'

রানার মুখের দিকে চেয়ে থেকে স্মরণ করার চেষ্টা করল মোনিকা। প্রায় বিশ সেকেন্ড পর মাথা নাড়ল সে। 'এই ব্যাপারটা জানা নেই আমার।'

'পেপিনোর বক্তব্য হলো,' বলল রানা। 'লার্দোর ভয়ে সে পালিয়ে গিয়েছিল। লার্দোকে সে এখনও ভয় পায়। মাঝে মধ্যে সত্যিই ভীতিকর সে, আমারও ধারণা।'

মৃদু গলায় মোনিকা বলল, 'ফার্নান্দো পাহাড়ের পাঁচিলটা থেকে পড়ে গিয়েছিল। লার্দো তাকে হয়তো...'

'...ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল? সেটা সম্ভব। আর, পেপিনো আমাকে বলেছে, পার্ক নাকি মাথার পিছনে গুলি খেয়েছিল।' সিগারেটে টান দিল রানা। 'দেখেশুনে যা মনে হচ্ছে লার্দো একজন কোল্ড ব্লাডেড মার্ডারার। দুয়ে দুয়ে চারের মতই মিলে যাচ্ছে যেন ঘটনাগুলো।'

'লার্দো একটা ভয়ঙ্কর টাইপের লোক এ আমি ছোট বেলা থেকে শুনে আসছি, কিন্তু...'

'কিন্তু? আচ্ছা, ওকে তুমি বিশেষ সহ্য করতে পারো না—কেন?'

'স্বভাব চরিত্র ভাল নয়,' মৃদু কণ্ঠে বলল মোনিকা। 'কাণ্ডজ্ঞান একেবারেই নেই, যার তার দিকে হাত বাড়াতে চায়।'

'এটা ঘটল কখন?'

'বছর তিন আগে। আমার বিয়ের ঠিক পরই,' তাঁবুর দিকে তাকাল মোনিকা। বালতিটা তুলে নিল হাতে।

প্রসঙ্গটা মোনিকা এখানেই শেষ করতে চায় বুঝতে পেরে রানাও ওর বালতি দুটো তুলে নিয়ে হাঁটা ধরল। 'লার্দোর ওপর বিশেষ নজর রাখা দরকার,' বলল ও। 'ম্যাটাপ্যানকে সব কথা জানিয়ে রেখো বরং তুমি, তারও একটু সাবধান থাকা উচিত।'

দাঁড়িয়ে পড়ল আবার মোনিকা। 'লার্দো তোমার বন্ধু বলেই ভেবেছিলাম। এখন দেখছি...'

'আমি কারও দলে যোগ দিইনি,' সংক্ষেপে বলল রানা। 'এবং খুন-খারাবি আমি পছন্দ করি না।'

বাকি পথ চুপচাপ হাঁটল ওরা।

বিকেলের বাকি সময়টা ক্যারাভ্যানে রান্নাবান্নার কাজে কাটাল মোনিকা। দিনের আলো নিভে যেতেই বাকি সবাই তৈরি হতে শুরু করল। গাড়ির পিছনে তোলা হলো কোদাল, শাবল আর কয়েকটা টর্চ। ম্যাটাপ্যান একটা প্রেশার ল্যাম্প এনেছে সাথে, সেই সাথে আধ গ্যালন প্যারাফিন। ট্যানেলের ভিতর ওটা টর্চের চেয়ে অনেক বেশি কাজ দেবে। লার্দোর গায়ে একবার ধাক্কা খেল রানা। 'দুঃখিত।'

দু'কোমরে হাত রেখে বুক টান টান করল লার্দো। 'দুঃখ প্রকাশ কোরো না, আরও সাবধান হও।'

'তোমার সাথে কথা আছে,' নিচু গলায় বলল রানা। 'একটু সরে যাই চলো ওদিকে।'

সবাইকে রেখে খানিক পিছিয়ে গেল ওরা। আবছা অন্ধকারে লার্দোর মুখোমুখি দাঁড়াল রানা।

'কি ব্যাপার?' জানতে চাইল লার্দো।

বুকের কাছে জ্যাকেটটা ফুলে আছে লার্দোর। আঙুল দিয়ে টোকা মারল রানা সেখানে। শক্ত। 'আমার ধারণা, এটা একটা পিস্তল,' বলল রানা।

'তোমার ধারণা মিথ্যে নয়। কিন্তু তাতে তোমার কি?'

'কাকে গুলি করার কথা ভাবছ তুমি?'

'যে বেঈমানি করবে, বা বাধা দেবার চেষ্টা করবে, তাকে।'

'মন দিয়ে শোনো, লার্দো,' বলল রানা। 'সোনার ভাগ যদি পেতে চাও, পিস্তলটা আমার কাছে জমা দিতে হবে তোমার। যদি না দিতে চাও, তোমাকে একার চেষ্টায় উদ্ধার করতে হবে সোনা। কেউ খুন হোক তা আমি চাই না। ইটালিতে আমি খুন করতে বা হতে আসিনি। বুঝেছ?'

'বুঝতে চাই না,' প্রিয় ভঙ্গিটা গ্রহণ করল লার্দো, দু'কোমরে হাত রাখল। 'পিস্তল তোমাকে আমি দিচ্ছি না। যদি নিতে চাও, কেড়ে নিতে হবে। যদি পারবে মনে করো, চেষ্টা করে দেখতে অনুরোধ করছি।' কণ্ঠস্বরে চ্যালেঞ্জ।

'পিস্তল সঙ্গে থাকায় নিজেকে কি ভাবছ তুমি জানি না,' বলল রানা। 'হ্যাঁ, ওটা দেখিয়ে খনি পর্যন্ত আমাদের সবাইকে নিয়ে যেতে পারো তুমি। কিন্তু তারপর? একা, এই অন্ধকারে ক'জনের ওপর নজর রাখবে? শেষ পর্যন্ত যদি পিস্তল দেখিয়ে আমাদেরকে দিয়ে সোনাটা টানেলের বাইরে বেরও করতে পারো, তারপর কি করবে? ওটার ওপর বসে থাকা ছাড়া করার কিছু থাকবে তোমার? মোনিকার লোকের সাহায্য না পেলে উপকূল পর্যন্ত ওটা নিয়ে যেতে পারবে না তুমি। আর আমার সাহায্য না পেলে ইটালির বাইরে নিয়ে যেতে পারবে না। বাস্তব পরিস্থিতিটা তোমার বিরুদ্ধে, এটুকু অন্তত বুঝতে পারা উচিত তোমার।'

চুপ করে থাকল লার্দো। বলার মত কিছু খুঁজে পাচ্ছে না। খানিকপর অবশ্য বলল, 'পিস্তল রেখেছি আমি অন্য কারণে।'

'কি সেটা?'

'টানেলের মুখ খোলা হলেই মোনিকার লোকেরা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে না তার নিশ্চয়তা কি? দলটা হয়তো আশেপাশেই কোথাও ওত্ পেতে আছে...'

'তারা জানেই না কোথায় আমরা রয়েছি। তাছাড়া, এমন বোকামি তারা করবে বলে আমি মনে করি না। যদি করেও, জিম্মি হিসেবে মোনিকা তো রয়েছেই আমাদের সাথে।'

ইতস্তত করছে লার্দো।

'দাও, লার্দো,' মৃদু গলায় বলল রানা। হাত পাতল। 'আমি চাই তুমি নিজে থেকে জমা দেবে ওটা আমার কাছে।'

ধীরে ধীরে জ্যাকেটের ভিতর হাত গলিয়ে পিস্তলটা বের করে আনল লার্দো। রানার দিকে মুখ করে ধরল সেটা। ট্রিগার চেপে বসে আছে আঙুলটা। গুলি করার

ইচ্ছে প্রকাশ পাচ্ছে চোখের দৃষ্টিতে। কিন্তু পেশীগুলো ঢিল করে দিয়ে রানার বাড়ানো হাতে রাখল সে পিস্তলটা। 'কাজটা উদ্ধার হয়ে গেলে তোমার সাথে একটা বোঝাপড়া আছে আমার, মাসুদ রানা। কথাটা স্মরণ রেখো।' রাগে কাঁপছে ওর কণ্ঠস্বর।

চুপ করে থাকল রানা। পিস্তলটা দেখছে। একটা ল্যুগার। লোডেড। লার্দোর দিকে তাক করে ধরল রানা। 'সাবধান, লার্দো। একচুল নোড়ো না। তোমাকে সার্চ করব।'

দাঁতে দাঁত ঘষল লার্দো। কিন্তু নড়ল না একচুল। বাঁ হাত দিয়ে চাপড় মেরে তার শরীর সার্চ করল রানা।

জ্যাকেটের পকেটে একটা স্পেয়ার ম্যাগাজিন পাওয়া গেল। রিলিজ বাটন টিপে অভ্যস্ত হাতে ম্যাগাজিন বের করে নিল রানা পিস্তল থেকে। স্লাইড টেনে দেখল চেম্বারে কোন বুলেট রয়ে গেল কিনা। তারপর দুটো ম্যাগাজিনই রেখে দিল বুক পকেটে।

'ম্যাটাপ্যানের কাছেও নিশ্চয়ই পিস্তল আছে,' বলল লার্দো। 'তুমি আমাকে নিরস্ত্র...'

'এখুনি দেখছি আমি,' বলল রানা। 'এসো আমার সাথে। পিছন থেকে ওকে সার্চ করবে তুমি।' গুলিহীন ল্যুগারটা কোটের সাইড পকেটে রেখে দিল ও।

ক্যারাভ্যানের কাছে ফিরে এল ওরা। মোনিকাকে ডাকতেই—ক্যারাভ্যান থেকে মোনিকার সাথে বাইরে বেরিয়ে এল ম্যাটাপ্যানও।

'ম্যাটাপ্যানের কাছে পিস্তল বা অন্য কোন অস্ত্র আছে?' প্রশ্নটা করল রানা মোনিকার চোখে চোখ রেখে।

অবাক হয়ে গেছে মোনিকা। 'জানি না তো!' ম্যাটাপ্যানের দিকে তাকাল সে। 'আছে ম্যাটাপ্যান?'

ইতস্তত করছে ম্যাটাপ্যান। ঘাড় কাত করল সে। 'আছে।'

ল্যুগারটা বের করে তার দিকে তাক করে ধরল রানা। 'বের করো। খুব সাবধানে, ম্যাটাপ্যান। বি কেয়ারফুল।'

রানার দিকে তাকাল ম্যাটাপ্যান। দৃষ্টি স্থির হয়ে রয়েছে ল্যুগারটার উপর। ধীরে ধীরে কুঁচকে উঠছে ভুরু জোড়া। অদ্ভুত একটা জিনিস দেখছে যেন সে। তারপর লাল হয়ে উঠতে শুরু করল মুখটা। শক্ত হয়ে উঠছে শরীরের সমস্ত পেশী।

'এবারের মত আমার হুকুমই শুনতে হবে তোমাকে, ম্যাটাপ্যান,' বলল রানা।

মোনিকার দিকে তাকাল ম্যাটাপ্যান।

মৃদু ঘাড় নেড়ে রানার কথা মত কাজ করার নির্দেশ দিল মোনিকা। কিন্তু নড়ল না ম্যাটাপ্যান। মুহূর্তের জন্যে সন্দেহ হলো রানার, মোনিকার নির্দেশ হয়তো অমান্য করতে যাচ্ছে দৈত্যটা।

রানার দিকে এতক্ষণে তাকাল সে। কি যেন বোঝার চেষ্টা করল। চোখ না সরিয়েই পকেটে হাত ভরল সে। বের করে আনছে পিস্তলটা।

'মোনিকার হাতে দাও,' দ্রুত বলল রানা।
থমকে গেল ম্যাটাপ্যানের হাতটা পকেটের ভিতর। ভাল করে তাকাল রানার দিকে। তারপর বের করে আনল পিস্তলটা।
মোনিকা হাত বাড়াতেই সেটা দিয়ে দিল ম্যাটাপ্যান।
রানা দেখল, ওটা একটা আর্মি বেরেটা। পিছন থেকে সার্চ করল লার্দো ম্যাটাপ্যানকে। দুটো স্পেয়ার ক্লিপ বের করে দিল সে রানার হাতে।
'তোমার কাছে আছে?' পেপিনোকে প্রশ্ন করল রানা।
'ওসব আমি রাখি না।'
'এদিকে এসে সার্চ করার সুযোগ দাও,' বলল রানা। ম্যাটাপ্যানের দিকে ফিরল, 'তুমি সার্চ করো।'
কিছু পাওয়া গেল না পেপিনোর কাছে।
'এবার গাড়িটা সার্চ করো, দেখো ওখানে কেউ কিছু লুকিয়ে রেখেছে কিনা,' বলল রানা। 'তোমরা তিনজনই যাও।' মোনিকার দিকে ফিরল রানা। 'তোমার কাছে কিছু নেই তো?'
বুকে হাত বাঁধল মোনিকা। 'আমাকেও সার্চ করবে নাকি?'
'না। তোমার মুখের কথাই বিশ্বাস করব।'
মুহূর্তে ফণা নামিয়ে নিল মোনিকা। বলল, 'নেই।'
মোনিকার হাত থেকে পিস্তলটা নিয়ে ম্যাগাজিন বের করে নিল রানা, চেম্বার পরীক্ষা করে দেখল।
'দাঁড়াও,' ওরা তিনজন গাড়ির দিকে পা বাড়াতে যাচ্ছে দেখে বলল রানা। 'সবাইকে বলছি আমি কথাগুলো।' গুলির ম্যাগাজিনগুলো দূর অন্ধকারে একেকটা একেক দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল ও। 'কোন কারণে নিজেদের মধ্যে যদি গোলমাল লেগেই যায়, খালি হাতে লড়তে হবে সবাইকে। কেউ যেন খুন না হয়—বুঝেছ আমার কথা?'
গুলিহীন পিস্তল দুটো লার্দো আর ম্যাটাপ্যানকে ফিরিয়ে দিল রানা। 'বাক্সে পেরেক গাঁথার জন্যে এগুলোকে তোমরা হাতুড়ি হিসেবে ব্যবহার করতে পারো।'
নিঃশব্দে নিল তারা পিস্তল দুটো। দু'জনেই গম্ভীর। তিনজন অদৃশ্য হয়ে গেল ক্যারাভ্যানের মধ্যে। খুটখাট আওয়াজ আসছে খোঁজাখুঁজির।
'অযথা বেশ কিছুটা সময় নষ্ট করলাম আমরা,' বলল রানা। বিরক্ত কণ্ঠে। 'গাড়ি তৈরি হয়েছে?'
গাড়ির ভিতর থেকে বাইরে মুখ বের করল লার্দো। 'এখানে কিছু নেই।'
গাড়িতে ওঠার আগে রানার কোটের আস্তিন ধরে টানল মোনিকা। 'কাজটা সত্যিই ভাল করেছ। সাহস আছে বলতে হবে। ম্যাটাপ্যানের কাছে যে পিস্তল ছিল তা আমি জানতাম না।'
'আমিও জানতাম না লার্দোর কাছে ছিল,' বলল রানা। 'তবে, আগেই সন্দেহ করা উচিত ছিল আমার। ওর যা রেকর্ড!'
'ওর কাছ থেকে আদায় করলে কিভাবে?'

'বেশ কষ্ট হয়েছে,' বলল রানা। 'আমাকে খুন করার চেয়ে সোনাটা বেশি দরকার ওর। সোনাটা পাওয়া হয়ে গেলে পরিস্থিতি অবশ্য অন্য রকম হতে পারে।'

'খুব সাবধানে থাকতে হবে তোমাকে।'

'হ্যাঁ, তোমার কাছ থেকেও। যাই হোক, আমার মঙ্গল কামনা করছ—সেজন্যে ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'চলো, গাড়িতে ওঠা যাক।'

স্বর্ণতরী-২

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ১৯৭৯

এক

ঝাঁকুনি খেতে খেতে এগোচ্ছে গাড়ি। উঁচু-নিচু বন্ধুর পথ। হেডলাইট অফ করে রেখে শ্লথ বেগে গাড়ি চালাচ্ছে লার্দো ডি'কুজে।

গাড়ির ভিতর একটা মৌন উত্তেজনা। কারও মুখে কথা নেই। বাঁক নিয়ে প্রধান সড়কের আড়ালে চলে এসে হেডলাইট অন করল লার্দো। স্পীড বাড়িয়ে দিল।

ম্যাটাপ্যান আর লার্দো দু'জনেই খেপে আছে রানার ওপর। পিস্তল দুটো এভাবে কেড়ে নিয়ে গুলি বের করে নেবে রানা, ওরা ভাবতেই পারেনি। কথা কাটাকাটি হওয়ায় মোনিকাও মুখ ভার করে আছে। পেপিনোর ওসব কোন ব্যাপারই নেই, ভেতর ভেতর টগবগ করে ফুটছে সে উত্তেজনায়। কিন্তু সবাইকে গম্ভীর দেখে কথা বলতে সাহস পাচ্ছে না।

একটু পরই খনিগুলো দেখতে পাওয়া গেল। বিল্ডিংগুলোর ভগ্নস্তূপে পড়ল উজ্জ্বল হেডলাইটের আলো। শক্ত পাথুরে মাটির সাথে প্রায় শুয়ে আছে ফ্যাক্টরি বিল্ডিংগুলো, অবহেলা আর অযত্নে মেশিনারিগুলোর চেহারা হয়েছে কঙ্কালসার ভূতের মত। দামী এবং কাজের সব জিনিস তুলে নিয়ে যাওয়ার পর যা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাতে আর গত পৌনে একশো বছর কোন মানুষের হাত পড়েনি, ধারণা করল রানা।

গাড়ি থামতেই ওরা সবাই নামল একে একে।

'বুঝতে পারছি না কি ধরনের খনি ছিল এগুলো,' বুকে হাত বেঁধে বলল ম্যাটাপ্যান।

'লেড মাইন,' বলল পেপিনো। '১৯০৮ সালে এখান থেকে পাততাড়ি গুটানো হয়।'

'ওই সময়ই সারডিনিয়ায় নতুন একটা খনির সন্ধান পায় সরকার,' বলল ম্যাটাপ্যান। 'এখান থেকে রেলগাড়িতে সীসা তুলে বন্দরে নিয়ে যাওয়ার চেয়ে ওখান থেকে সরাসরি স্পেজিয়া বন্দরের জাহাজে তোলাটা অনেক সহজ। সম্ভবত সেজন্যেই এখানকার এই খনিগুলো পরিত্যক্ত হয়।'

'টানেল,' লার্দোর দিকে তাকাল রানা। 'কোথায়, লার্দো?'

হাত বাড়িয়ে দেখাল লার্দো। 'ওদিকে। ওটার পাশে আরও চারটে মুখ-খোলা টানেল আছে।'

'জায়গা মত নিয়ে রাখা দরকার গাড়িটাকে,' বলল রানা।

ড্রাইভিং সীটে আবার উঠে বসল লার্দো। ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগোল

গাড়ি। হেডলাইটের আলোয় দেখল রানা মুখ-বোজা টানেলটাকে। দমে গেল বুকটা। পাহাড়ের ওই স্তূপ সরাতে গোটা একটা সেনাবাহিনীর এক মাস লাগবে বলে আশঙ্কা হলো।

কথাটা শুনে হোঃ হোঃ করে হাসল লার্দো।

'এক রাতের মধ্যে মুখটা খোলা সম্ভব বলে মনে করো?'

'অনায়াসে,' বলল লার্দো।

গাড়ির বুট থেকে সাজ-সরঞ্জাম বের করতে লেগে গেছে ম্যাটাপ্যান আর পেপিনো। ওদেরকে সাহায্য করতে গেল রানা। পাথরের স্তূপের দিকে এগোল লার্দো। কাছ থেকে পরীক্ষা করছে টানেলে ঢোকার বাধাটাকে।

দ্রুত নিজের কাঁধে সব দায়িত্ব তুলে নিল লার্দো। সবাই মেনে নিল তার নেতৃত্ব। খনিতে ঢোকার ব্যাপারে কিভাবে কি করতে হবে তা ওর চেয়ে ভাল আর কেউ জানে না। যাকে যা করতে বলছে সে, সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ছে সেই কাজে।

'গোটা স্তূপ সরাবার কোন দরকারই নেই,' বলল সে। 'এমন ভাবে বিস্ফোরণটা ঘটিয়েছিলাম যাতে মুখের একটা অংশে পাথর খুব বেশি না পড়ে।' আঙুল দিয়ে একটা জায়গা দেখাল সে। 'ওখানে দশ ফিটের বেশি পুরু হবে না স্তূপটা।'

'দশ ফিটও কম নয়।'

'দশ ফিট কিছুই নয়,' রানার অজ্ঞতায় হাসল লার্দো। 'দেখে সলিড বলে মনে হলেও, আসলে ঢিলে ঢালা ভাবে পড়ে আছে ওগুলো।' পিছন দিকে তাকাল সে। 'বিল্ডিংগুলোর ব্যাকসাইডে প্রচুর বাঁশ আছে। বছর তিনেক আগে এসে ওগুলো আমি বাছাই করে সাজিয়ে রেখে গেছি। ওগুলো তাড়াতাড়ি এখানে আনার ব্যবস্থা করো। সাথে ম্যাটাপ্যানকে নিয়ে যাও। পেপিনো আর আমি খুঁড়তে শুরু করি এখানে।'

'আমার কাজটা কি?' জিজ্ঞেস করল মোনিকা।

'আমরা যা খুঁড়ব তুমি তা বেতের ঝুড়িতে ভরে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে দেবে,' বলল লার্দো। 'এখানে আমরা টুকরো পাথরের স্তূপ রেখে যেতে পারি না।'

টর্চ নিয়ে রওনা হলো রানা। সাথে ম্যাটাপ্যান। বিল্ডিংগুলোর পিছনে বাঁশ আর কাঠের তক্তা খুঁজে বের করল ওরা। লার্দোর একনিষ্ঠতার কথা ভাবছে রানা। প্রায় প্রতি বছর একবার করে এখানে এসেছে সে। চিন্তা-ভাবনা করেছে কিভাবে উদ্ধার করা যায় গুপ্তধনটা। কিন্তু কোন উপায় বের করতে পারেনি। প্রতিবার খালি হাতে ফিরে যেতে হয়েছে তাকে। একটা উপায় আছে বুঝতে পেরেই রাজি হয়েছে সে রানার প্রস্তাবে।

ঝাড়া একটি ঘণ্টা লাগল ওদের বাঁশ আর কাঠের তক্তাগুলোকে বয়ে আনতে। ইতিমধ্যে তিন ফিটের মত পাথর সরিয়ে ফেলেছে লার্দো আর পেপিনো। কাজের অগ্রগতি দেখে খুশি হলো রানা।

'কিন্তু সবটা এত সহজে সরানো যাবে না,' বলল লার্দো। 'যতটুকু খুঁড়ছি

ততটুকু জায়গায় ছাদ তৈরি করতে হবে বাঁশ আর তক্তা দিয়ে। তা নাহলে…'

তা নাহলে কি বিপদ ঘটতে পারে তা সহজেই অনুমেয়, ভাবল রানা। যে কোন মুহূর্তে উপর থেকে ধসে পড়তে পারে পাথরের স্তূপ। চাপা পড়ে সবাই মারা যাবার আশঙ্কা নিয়ে কাজ করাচলে না।

খুব একটা বড় করে গর্ত করছে না ওরা, দেখল রানা। পাঁচ ফিট উঁচু, দু'ফিট চওড়া। একবারে মাত্র একজন মানুষ যেতে বা আসতে পারবে। গর্তের উপরের পাথরগুলোর পড়ে যাওয়া ঠেকাবার জন্যে দুই পাশে বাঁশ পুঁতে কাঠের তক্তা বিছিয়ে দিতে শুরু করছে লার্দো।

প্রচুর সময় নষ্ট হচ্ছে। কিন্তু কাজটা না করলেও নয়।

একদিকে ভোঁতা একটা কিনারা নিয়ে প্রায় গোটা একটা চাঁদ উঠল পাহাড়ের কোলে। টুকরো পাথর ছড়িয়ে দেবার কাজটা অনেক সহজ হয়ে গেল মোনিকার। নিভিয়ে দেয়া হলো গাড়ির হেডলাইট দুটো। প্রেশার ল্যাম্প জ্বেলে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে লার্দো। রানা গেল মোনিকার কাজে হাত লাগাতে। পেপিনো আর ম্যাটাপ্যান দাঁড়িয়ে আছে, লার্দোর কাজ দেখছে চুপচাপ। আর কাউকে হাত লাগাতে দিতে রাজি নয় লার্দো তার কাজে।

প্যাসেজটা ছয় ফিট লম্বা হলো আরও ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে। শুধু উপরেই নয়, দু'পাশেও কাঠের তক্তা সাঁটিয়ে পথটাকে পুরোপুরি নির্বিঘ্ন করতে করতে এগোচ্ছে লার্দো। প্রায় টেনেহিঁচড়ে প্যাসেজ থেকে উপরে তোলা হলো ওকে। 'খানিকক্ষণ বিশ্রাম নেয়া দরকার। পেটে কিছু দানাপানিও পড়া দরকার,' বলল রানা।

গোগ্রাসে খেয়ে নিয়ে দড়িছেঁড়া ষাঁড়ের মত কাজের জায়গায় ছুটে গেল লার্দো। ঘোঁৎ করে বিদঘুটে আওয়াজ করল তার দিকে চোখ রেখে ম্যাটাপ্যান।

কৌতূহল ফুটে উঠল রানার চোখে। 'মোনিকা তোমাকে কিছু বলেছে লার্দোর কথা?'

'হ্যাঁ। আশ্চর্য হয়ে গেছি আমি। আজ প্রায় ত্রিশ বছর, অথচ এতদিনে একবারও আমি ভাবিনি যে ওরা কেউ খুন হয়েছিল। আমরা সবাই পরস্পরের বন্ধু ছিলাম, ভায়ের মত ছিলাম। কেউ কাউকে খুন করতে পারে ভাবা যায় না। অবশ্য, এখন মনে পড়ছে, তারমোলিকে যখন নিহত অবস্থায় পাওয়া যায় তখন আমরা সবাই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলাম।'

'তখনকার সব কথা কি মনে আছে তোমার?' প্রশ্ন করল রানা। 'তোমার কি মনে হয় লার্দোই চারজনকে খুন করেছিল?'

'চারজনকেই?' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল ম্যাটাপ্যান। 'না। হ্যারিসকে আমি নিজে খুন হতে দেখেছি। তাকে যে জার্মানটা গুলি করে আমি নিজের হাতে সে ব্যাটাকে গুলি করে মারি। কিন্তু অন্যান্যরা—পার্ক, ফার্নান্দো, তারমোলি, এদেরকে খুন করে থাকতে পারে লার্দো। ঠিক জানি না। তবে সম্ভব। যুদ্ধের সময় দেখেছি, জার্মান খুন করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন চিন্তা ছিল না তার মাথায়।'

'শত্রু খুন করা আর বন্ধু খুন করা এক কথা নয়,' বলল রানা।

'কে বলতে পারে। অনেকদিন আগের কথা, নিজের চোখে কেউ কিছু

দেখেওনি।'

লার্দোর কাজ দেখতে ফিরে গেল ওরা।

ল্যাম্পের লালচে আলোয় সোনার মত চকচক করছে লার্দোর ঘামে ভেজা মস্ত মুখটা। অমানুষিক খাটছে সে। তার নাগাল থেকে আর মাত্র কয়েক ফিট দূরে গুপ্তধনটা, যার জন্যে গত ত্রিশ বছর ধরে অপেক্ষা করে আছে সে। এবং পুরোটা একা হজম করার জন্যে সম্ভবত চারজন মানুষকে খুন করেছে সে এরই জন্যে।

কথাটা বারবার ঘুরে ফিরে আসছে রানার মনে, কিছুতেই ভুলতে পারছে না। সত্যিই কি? লার্দো?

মোনিকা আর ম্যাটাপ্যান তেমন উত্তেজিত নয়। ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করছে। এর একটা কারণ হতে পারে, ভাবল রানা, সোনার চেহারাটা ওরা দেখেনি। কল্পনার চোখে কতটুকুইবা আর দেখা যায়।

আড়চোখে তাকানোর অভ্যাসটা সাংঘাতিক বেড়ে গেছে পেপিনোর। কাউকে বাদ দিচ্ছে না। আর সারাক্ষণ বিড় বিড় করে কি যে বলছে, সেই জানে।

এঁটো বাসনকোসন ধুয়ে রাখার জন্যে গাড়ির কাছে ফিরে গেল মোনিকা।

'অদ্ভুত এক মেয়ে, তাই না?' নিচু গলায় ম্যাটাপ্যানকে বলল রানা।

'সত্যি তাই,' মাথা ঝাঁকাল ম্যাটাপ্যান। 'ওর তুলনা হয় না। এমন আশ্চর্য ত্যাগ আর কোন মেয়ের জীবনে আছে কিনা আমি জানি না।'

'যতদূর শুনেছি, ওর বিয়েটা সুখের হয়নি।'

'জঘন্য একটা চরিত্র এস্ত্রোনোলি।'

'তাহলে তাকে বিয়ে করল কেন?'

'সে এক কাহিনী,' একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ম্যাটাপ্যান। 'বলতে পারো, বিয়েটা করেছিল মোনিকা সুখী হতে পারবে না জেনেই।'

'মানে?'

রানার কাছ থেকে একটা সিগারেট নিতে আপত্তি করল না ম্যাটাপ্যান। 'তুমি জানো প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দল কাউন্টের পিছনে কিভাবে লেগেছিল আদাজল খেয়ে?'

'মোনিকা কিছু কিছু বলেছে।'

'খুবই দুঃখজনক ঘটনা। কাউন্ট একজন সাচ্চা মানুষ, দেবতাতুল্য। ওরা তাঁর পায়ের জুতো চাটার যোগ্যতাও রাখে না। অথচ, রাজনীতির প্যাঁচে আজ তিনি কপর্দকহীন।' দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরাল ম্যাটাপ্যান। গ্রীক ভাস্কর্যের মত পাথরের খোদাই করা নির্ভীক একটা মুখ আলোকিত হয়ে উঠল।

'এর সাথে মোনিকার বিয়ের সম্পর্ক কি?'

'কাউন্ট এই বিয়ের বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি এস্ত্রোনোলিকে ভালই চিনতেন। তার মত দুশ্চরিত্র লোক খুব কম আছে। কিন্তু কন্টেসার জেদ, তিনি তাকেই বিয়ে করবেন। না, ব্যাপারটা প্রেম নয়। দু'জনের কারও দিক থেকেই নয়।'

'বুঝলাম না। তাহলে বিয়েটা হলো কেন?'

'এস্ত্রোনোলি চাইত কন্টেসাকে। তার চাওয়ার মধ্যে প্রেম ছিল না, ছিল শুধু

লোভ—কন্টেসা অত্যন্ত সুন্দরী, সেটাই তাকে লোভী করে তুলেছিল। কন্টেসা যে এটা জানতেন না তাও না।'

'তাহলে? জেনেশুনে···'

'ওখানেই এস্ত্রোনোলির চালাকি! মন্ত্রীপরিষদে তার এক চাচা আছে, তার মাধ্যমে কাউন্টের সমস্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সে কন্টেসাকে।'

'বুঝেছি।'

'কন্টেসা তাই বিয়েতে রাজি হলো,' বলল ম্যাটাপ্যান। 'সম্পত্তি ফিরে পেলে আমাদের জন্যে কি কি করবেন তাই নিয়ে রাতদিন পরিকল্পনা করতেন তিনি। আমাদেরকে আশার বাণী শোনাতেন। নিজেই স্বীকার করতেন, সব জেনেও তিনি এই এস্ত্রোনোলিকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন।'

'তারপর? তারপর এস্ত্রোনোলির প্রতিশ্রুতির কি হলো?'

'প্রতিশ্রুতি রক্ষার কোন ইচ্ছা তার কোনকালেই ছিল না। বিয়ের পর কন্টেসাকে নিয়ে ফুর্তি করে সে, তারপর আবার তার পুরানো জগতে ফিরে যায়।'

'পুরানো জগৎ?'

'ছোকরা বন্ধু-বান্ধবের দল আর ড্রাগস, তার পুরানো জগতে এই দুটো জিনিস ছাড়া আর কিছু ছিল না। সেখানেই আবার ফিরে যায় সে। রোমের কুখ্যাত একটা পরিবেশ সেটা, এমন কোন খারাপ কাজ নেই যা সেখানে হয় না। সিনর মাসুদ রানা, তুমি হয়তো জানো না, রোমান সমাজের একটা অংশ কি পরিমাণ করাপটেড। সেই সমাজের ছোটখাট একটা শয়তান ওই এস্ত্রোনোলি।'

'হুঁ,' রানা অন্যমনস্ক।

'আমাদের মত পুরানো কমরেড আর বুড়ো বাপকে তবু তিনি সাহায্য করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু ব্যাপারটা এস্ত্রোনোলি টের পেয়ে যায়। এটাকেই সে ফাঁদ হিসেবে ব্যবহার করতে চায় কন্টেসাকে নিজের পর্যায়ে টেনে নামাবার জন্যে। কন্টেসা সুন্দরী, তার মাধ্যমে বাজারের সমস্ত ধনী খদ্দেরকে তার বাড়িতে টেনে আনা যাবে, প্রচুর টাকা রোজগার করা যাবে, এই রকম কিছু ভেবেছিল সে। কিন্তু কন্টেসা কি ধাতুতে গড়া তা তার জানা ছিল না। প্রস্তাব শুনে তার মুখে থুথু ছিটিয়ে বেরিয়ে আসেন কন্টেসা। সেই শেষ।'

'এস্ত্রোনোলির কাছ থেকে সোজা সে লিগুরিয়ায় চলে আসে?'

'হ্যাঁ, সোজা আমাদের কাছে ফিরে আসেন। সেদিন খুব কেঁদেছিলেন কন্টেসা। আমাদের জন্যে কিছু করতে পারলেন না, তাই। আমরা তাঁকে সান্ত্বনা দিলাম। আর কিইবা দেবার আছে আমাদের।'

'বিয়েটা তাহলে এখনও বহাল আছে কাগজে কলমে?'

'ইটালিতে বিবাহ-বিচ্ছেদের কোন আইন নেই।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে রানা আবার একটা সিগারেট ধরাল। 'মোনিকাকে তাহলে তোমরাই এখন দেখছ?'

'দেখতে আর পারছি কই! যখন যা পারছি করছি।'

'এখন যেমন, তাই না?'

'এই ব্যাপারটায় আমার কোন সমর্থন নেই,' পরিষ্কার জানাল ম্যাটাপ্যান। 'আমার বিশ্বাস, অনেকগুলো প্রাণ অকালে ঝরে পড়বে দুনিয়ার বুক থেকে—এটা এমন একটা সাংঘাতিক ব্যাপার। দু'চারটে জীবন না হারিয়ে কেউ কখনও কোন গুপ্তধন উদ্ধার করতে পেরেছে? যাই হোক, তবু আমি কন্টেসার সাথে আছি। তার জন্য মরতে পারা গর্বের ব্যাপার।'

'গুপ্তধনের ব্যাপারে কি বলেছে সে তোমাকে?'

'প্রথমে আমি রাজি হতে পারিনি। কিন্তু কন্টেসা আমাকে কয়েকটা যুক্তি দেখালেন। বললেন, তাঁর বাবার হয়ে যারা যুদ্ধ করেছে, যারা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে, তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের এটাই শেষ সুযোগ। বললেন, সবাই ছোটখাট ব্যবসা করে জীবন ধারণের একটা উপায় করে নিতে পারবে। চিকিৎসার জন্য টাকার অভাব আর কারও হবে না। বললেন, আমাদের সব ছেলেমেয়েরা রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা না করে এরপর থেকে ইউনিফর্ম পরে স্কুলে যেতে পারবে। শুনতে খুব ভালই লাগল। এখন, খুনোখুনির কোন ব্যাপার না ঘটলেই বলতে পারব, এর চেয়ে ভাল আর কিছু হতে পারে না।'

'হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছ, খুনোখুনির কোন ব্যাপার না ঘটলেই ভাল হয়,' বলল রানা। 'আমিও তা চাই না, ম্যাটাপ্যান।'

'তোমার ব্যাপারটা আমি জানি, সিনর,' বলল ম্যাটাপ্যান। 'ইতিমধ্যেই প্রমাণ করেছ খুন-খারাবি চাও না। প্রথমে ভয়ানক রেগে গিয়েছিলাম, পরে বুঝতে পেরেছি। যদিও,' যোগ করল সে, 'পিস্তল দেখানো উচিত হয়নি তোমার।'

'গুলি ছিল না ওতে।'

'লক্ষ করেছি। এবং সেটাই আমার রাগের প্রধান কারণ। যাই হোক, কথা হচ্ছিল খুন-খারাবির ব্যাপারে। তুমি বা আমি না চাইতে পারি, কিন্তু অন্যান্যরা? কোসেঞ্জা, গগল—এবং নার্দো?'

'ওকে তুমি বিশ্বাস কোরো না, বুঝতে পারছি। কিন্তু পেপিনোকে?'

'গোণার মধ্যে ধরি না।'

'আর আমাকে?'

মস্ত একটা পা তুলে ফেলে দেয়া সিগারেটের টুকরোটা মাড়াল ম্যাটাপ্যান। 'অন্য কোথাও তোমাকে হয়তো আমি বিশ্বাস করতে পারি, সিনর রানা—ধরো কোন বোটে বা অন্য কোন পাহাড়ে। কিন্তু সোনার ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত বিশ্বস্ত থাকতে পারে কয়জন?'

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু কর্কশ একটা হাঁক ছাড়ল নার্দো।

'কি করছ তোমরা ওখানে?' নিজের তৈরি প্যাসেজটা থেকে সরে এসেছে সে খানিকটা। দু'কোমরে দু'হাত রেখে দাঁড়িয়েছে। 'সঙের মত দাঁড়িয়ে থাকার আর সময় পাওনি? ম্যাদা,' মানে ম্যাটাপ্যান, 'তোমার স্বামী-খেদানো বিবিসাব কোথায়? চাঁদকে সাক্ষী রেখে দু'ফোঁটা চোখের পানি ফেলতে গেছে বুঝি?'

রানার দিকে চোখ, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ম্যাটাপ্যান। ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে

তাকাল সে লার্দোর দিকে।

'এখানে যে পাথর জমে ওঠায় আমি কাজ করতে পারছি না সেদিকে কারও খেয়ালই নেই, আশ্চর্য!' রাগে ফুঁসছে লার্দো। 'হারামের ভাগ মারতে তো ছুটে আসতে পেরেছে, কাজের বেলায় এরকম গড়িমসি কেন?'

রানাকে পাশ কাটিয়ে এগোল পাহাড়টা। দ্রুত অনুসরণ করল তাকে পিছন থেকে রানা। 'ম্যাটাপ্যান!'

ম্যাটাপ্যান এখন বধির।

লার্দোর মুখোমুখি, মাঝখানে তিন চার হাত ব্যবধান রেখে দাঁড়াল ম্যাটাপ্যান। 'আর একবার বল্ কথাটা।'

'কি! কি করবি তুই আরেকবার বললে?'

কদর্য চ্যালেঞ্জ আর অবজ্ঞা ফুটে উঠতে দেখল রানা লার্দোর চোখে। গুহামুখে পৌঁছে ঠিক প্রবেশ মুহূর্তে ম্যাটাপ্যান সত্যি সত্যি ওর শক্তি প্রয়োগের সাহস পাবে এ যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না লার্দো। প্রমাদ গুণল রানা মনে মনে।

প্রলয়ঙ্করী একটা ঝড়ের পূর্ব-মুহূর্ত যেন ম্যাটাপ্যান। থমথম করছে চেহারাটা। 'কন্টেসার কথা কি যেন বললে? আরেকবার বলো।' গমগমে কণ্ঠস্বরে ক্ষীণ একটা অনুরোধের আভাস। যেন লার্দো কথাটা পুনরাবৃত্তি না করলে ম্যাটাপ্যান তাকে ছিঁড়ে ফেলতে পারছে না। চাইছে, করুক পুনরাবৃত্তি।

একটা হাসির রেখা ফুটল লার্দোর ঠোঁটে। শক্তি পরীক্ষা হবে ভাবতেই যেন শিহরিত হচ্ছে সে। এক পা এগোল সামনে।

'অ্যাই, কি করছ তোমরা?'

কান দিল না লার্দো রানার কথায়। কারও কথায় কান দেবার মত অবস্থায় নেই সে এখন।

'এস্ত্রোনোলি তোর বিবিসাহেবার স্বামী নয়?' বুক চিতিয়ে আছে লার্দো। হাত দুটো কোমর থেকে নামাল। পুরোপুরি তৈরি সে ম্যাটাপ্যানকে সামলাবার জন্যে। ল্যাম্পের আলোয় চকচক করছে দু'পাটি সাদা দাঁত। 'এক লাথি মেরে ভাগিয়ে দেয়নি সে তোর বিবিসাবকে...'

'বানচোত!' দানবের মত দুটো মস্ত হাত তুলে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল ম্যাটাপ্যান লার্দোর উপর।

বিদ্যুৎ বেগে দু'জনের মাঝখানে চলে এল রানা। 'খবরদার বলছি!'

শোরগোল শুনে ছুটে এসেছে মোনিকা। কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে সে বুকে দু'হাত ভাঁজ করে। ম্যাটাপ্যানের উপর আস্থার কোন অভাব নেই। জানে, লার্দো তিন মিনিটের বেশি যুঝতে পারবে না তার সাথে।

পনেরো গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে পেপিনো। ম্যাটাপ্যানের জন্যে করুণা বোধ করছে সে। লার্দোর অবিশ্বাস্য প্রচণ্ড শক্তি সম্পর্কে পরিষ্কার জ্ঞান আছে তার। ওর ধারণা, স্রেফ হাড় গুঁড়ো করে পাউডার বানিয়ে ফেলবে লার্দো ম্যাটাপ্যানকে।

রানাকে দু'জনের মাঝখানে দাঁড়াতে দেখে ছ্যাঁৎ করে উঠল মোনিকার বুক।

আরও দু'পা পিছিয়ে গেল পেপিনো।

'সরে যাও, রানা!' লার্দোর এই হুঙ্কার কান পাতলে এক মাইল দূর থেকেও শুনতে পাবার কথা। 'একটা বোঝাপড়া হয়ে যাক। আমাদের ব্যাপারে নাক গলাতে এসো না তুমি। সরে যাও। দেখি শালার...'

'ব্রেফ পাঁচটা মিনিট সময় দাও আমাদের,' বলল ম্যাটাপ্যান। 'তারপর একজনের লাশ পুঁতে ফেলার ব্যবস্থা করো। অবশ্য, আমিও তোমাকে সাহায্য করব।'

'কেউ যদি কারও গায়ে হাত তোলে, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি!' রূঢ় কণ্ঠে বলল রানা। 'এখানে গায়ের জোর দেখাতে আসিনি আমরা কেউ। থামো এখন!'

কটমট করে তাকাল লার্দো রানার দিকে। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'মরণ ঘনিয়েছে ব্যাটার! বড় বেশি বাড়াবাড়ি শুরু করে দিয়েছ তুমি, রানা! নিজের ভাল যদি চাও, সরে যাও সামনে থেকে। তা নইলে...'

'তা নইলে আমাকেই মারবে, এই তো? বেশ,' সোজা হয়ে দাঁড়াল রানা, 'এসো।'

হাঁ হয়ে গেছে মোনিকার মুখ। হঠাৎ এক সাথে পাগল হয়ে গেল নাকি এরা সব?

'তবে রে, শালা!' ধেয়ে এল লার্দো।

সামনে থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্যে বাম হাতে খপ করে রানার কাঁধ ধরল ম্যাটাপ্যান।

সাথে সাথেই চড়াৎ করে কড়া একটা চড় পড়ল ওর বামগালে।

এক মুহূর্তের জন্যে ভ্যাব্যাচ্যাকা খেয়ে গেল ম্যাটাপ্যান, পরমুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে রানার উপর।

'ম্যাটাপ্যান! ম্যাটাপ্যান!'

ডাকছে মোনিকা, কিন্তু কারও কোন কথা ঢুকছে না এখন ম্যাটাপ্যান, রানা বা লার্দোর কানে। অসহায়ভাবে ছটফট করছে, আর নিজের হাত কামড়াচ্ছে মোনিকা। আরও কয়েক পা দূরে সরে গেছে পেপিনো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে।

এক মিনিটের মধ্যেই জমির ওপর পড়ে থাকা টুকরো পাথরগুলো ছিটকে এদিক ওদিক সরে গেল পায়ের ধাক্কায়। তৃতীয় মিনিটে দেখা গেল নাক-চোখ-কপাল-ঠোঁট ফেটে দরদর করে রক্ত বেরোচ্ছে লার্দো আর ম্যাটাপ্যানের। প্রজাপতির মত উড়ে বেড়াচ্ছে রানা, একটা ঘুসিও লাগাতে পারেনি কেউ ওর গায়ে, বিদ্যুৎবেগে মেরে চলেছে ও দু'জনকেই পাইকারী হারে।

পঞ্চম মিনিটে হাতের সাথে সাথে পা-ও ব্যবহার শুরু করল রানা। মার খেয়ে হুঁশ ফিরে আসতে শুরু করেছে লার্দো আর ম্যাটাপ্যানের। রানা যে হেলাফেলার পাত্র নয়, বুঝে নিয়েছে দু'জনেই। সাবধান হয়ে গেছে।

ষষ্ঠ মিনিটের মাথায় লার্দোর তলপেটে এক প্রচণ্ড লাথি মেরে সরে যাওয়ার আগেই পিছন থেকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে ফেলল ওকে ম্যাটাপ্যান।

ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল মোনিকা। বুকের সাথে ঠেসে ধরে একটা চাপ দিলেই যে রানার দম বেরিয়ে যাবে, এ ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই ওর। কিন্তু ঘটনা

ঘটল অন্য রকম। ম্যাটাপ্যানের পায়ে ছোট্ট একটা লাথি মেরে শরীরটা বাঁকা করল রানা। পরমুহূর্তে চারদিকে হাত-পা ছড়িয়ে শূন্যে উঠে গেল ম্যাটাপ্যানের বিশাল শরীরটা। হুড়মুড় করে পড়ল গিয়ে লার্দোর ঘাড়ে। তারপর দু'জন একসাথে পপাত ধরণীতল।

এক লাফে এগিয়ে এল রানা। দু'জনের দুটো হাত মুচড়ে ধরল বেকায়দা মত। আহ্ উহ্ করল না কেউ ঠিকই, কিন্তু অবস্থা এমন দাঁড়াল যে একচুল নড়ার ক্ষমতা নেই কারও—নড়তে গেলেই মড়াৎ করে ভেঙে যাবে কনুইয়ের হাড়।

চেয়ে আছে ম্যাটাপ্যান আর লার্দো। মাঝে মাঝে চোখ পিট পিট করছে। ওঠার শক্তি নেই কারও। বেকুবের মত মুখের চেহারা হয়েছে দু'জনের। দেখছে রানাকে। যেন জীবনে কখনও দেখেনি এর আগে।

'কি হলো, শুয়ে থাকলে চলবে?' কৃত্রিম ধমকের সুরে বলল রানা। 'রাত প্রায় ভোর হয়ে এল, কাজ শেষ করতে হবে না? ওঠো, উঠে পড়ো!'

নড়ল না কেউ। উপায় নেই নড়ার।

হাসল রানা।

'তোমাদের অপমান বা ছোট করার জন্যে কাজটা করিনি,' বলল রানা। 'একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে, সবার মঙ্গলের জন্যেই করতে হয়েছে এটা আমাকে, নিজের বীরত্ব দেখাবার জন্যে নয়। তোমরা দু'জনই যে এক কিলে আমাকে ভর্তা করে দেয়ার শক্তি রাখো, ভাল করেই জানা আছে আমার। কিন্তু, বাবা, প্যাঁকে পড়ে গেছে হাতী। আমার শর্ত না মানলে রাতভর শুইয়ে রাখব এইভাবে।'

'কি শর্ত?' গমগম করে উঠল ম্যাটাপ্যানের গলা।

'হাত মেলাতে হবে দু'জনকে। খেলোয়াড়ী মন নিয়ে দেখতে হবে ব্যাপার-টাকে—ভুলে যেতে হবে তিক্ততা। আর কথা দিতে হবে, কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন গোলমাল পাকাবে না তোমাদের কেউ।'

গম্ভীর হয়ে রইল ম্যাটাপ্যান। কিন্তু খুব দ্রুত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিল লার্দো। ধীরে ধীরে হাসি ফুটে উঠল ওর রক্তাক্ত বীভৎস মুখে। বলল, 'হাত মেলাব কি করে, নড়তেই তো পারছি না।'

এবার হাসি ফুটল ম্যাটাপ্যানের মুখেও। ওদের হাত ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল রানা। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি হলো দুই দৈত্য। লার্দোর বাড়িয়ে দেয়া হাত চেপে ধরল ম্যাটাপ্যান। মুখে লজ্জা লজ্জা ভাব।

পিছন থেকে উচ্চকণ্ঠ হাসির আওয়াজে পেপিনোর দিকে ফিরল রানা। ইলেকট্রিকের একটা ধাক্কা ঝাঁকুনি খাইয়ে দিল যেন তাকে। হাসি থামিয়ে এক পা পিছিয়ে গেল সে।

'এদিকে এসো,' মোনিকার দিকে তাকাল রানা। 'বালতি করে পানি নিয়ে এসে রক্ত মুছিয়ে দাও ওদের। ডেটল আর তুলো আনতে ভুলো না যেন আবার।'

কেঁদে ফেলেছিল মোনিকা, চোখ মুছে হাসল। দুই চোখে কৃতজ্ঞতা। কিন্তু কিছু বলল না, ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়িয়ে এগোল গাড়ির দিকে।

'তুমি সাহায্য করো কন্টেসাকে,' পেপিনোর উদ্দেশ্যে বলল রানা।
'আমি কি···মানে, পারব?' ঢোক গিলল পেপিনো কথাটা বলে।
তাকাল রানা।
'পারব, পারব!' দ্রুত পা বাড়াল পেপিনো।

দুই

রাত তিনটেয় টানেলের মুখ ভেদ করল ওরা। কোদালের ফলা নির্বাধায় ভিতরে ঢুকে যেতেই একটা উল্লাস-ধ্বনি বেরিয়ে এল লার্দোর গলা থেকে। দশ সেকেন্ডের মধ্যে ফুটোটাকে একজন মানুষ গলার মত বড় করে ফেলল সে। ইঁদুরের গর্তে ঢোকার মত হামাগুড়ি দিয়ে ভিতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল সে অন্ধকারে। গর্তের ভিতর ল্যাম্পটা ঢুকিয়ে দিল রানা। হামাগুড়ি দিয়ে অনুসরণ করল লার্দোকে।

টুকরো পাথরে ঢাকা পড়ে আছে টানেলের মেঝে। উঠে বসতে গিয়ে পারছে না লার্দো, তাকে সাঁতার কাটার ভঙ্গিতে হাত-পা ছুঁড়তে দেখল রানা। 'শান্ত হও,' বলল ও। 'ব্যস্ততার কিছু নেই।'

কান দিল না লার্দো। রানার হাঁটু আঁকড়ে ধরে দাঁড়াল সে। টলতে টলতে এগোল সামনের অন্ধকারের দিকে। ঠোক্কর খাবার একটা আওয়াজ এল রানার কানে। 'শালার আলোটা আনছ না কেন!' খেঁকিয়ে উঠল লার্দো।

এগোল রানা। ওর সাথে আলোর বৃত্তটা। সরাসরি গিয়ে ধাক্কা খেয়েছে লার্দো একটা ট্রাকের নাকের সাথে। কপালের একটা ক্ষত আবার ছিলে যাওয়ায় তাজা রক্ত গড়িয়ে নামছে, দ্রুত শুষে নিচ্ছে সে রক্ত মুখে লেগে থাকা ধুলোর স্তর। রক্তে ভেজা কাদাময় মুখের মাঝখানে চোখ দুটো চকচক করছে ল্যাম্পের আলোয়।

'এটার মধ্যেই আছে!' কেঁপে গেল লার্দোর গলা। 'বলিনি তোমাকে, সোনা আছে? এবার নিজের চোখেই দেখো। একসাথে এত সোনা জীবনে কখনও দেখোনি!' রানার দু'কাঁধ ধরে জোরে একটা ঝাঁকুনি দিল সে। 'বিশ্বাস হচ্ছে এবার? আমার কথা ফলছে? ওহ্ গড, এই খুশি আমার জীবনে ছিল! কোনদিন ভাবিনি সম্ভব হবে···ভাবিনি···'

পিছন থেকে শব্দ পেল রানা। ফোকর গলে ভিতরে ঢুকছে সবাই। একটা হাত রাখল রানা লার্দোর কাঁধে। সর্বশরীর কাঁপছে লার্দোর। সবাই এসে পৌঁছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা, তারপর বলল, 'আলিবাবা আমাদের চার ডাকাতকে তার গুপ্তধনের কাছে নিয়ে এসেছে, সেজন্যে ওর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত।'

দ্রুত প্রসঙ্গটাকে ধামাচাপা দিল পেপিনো। 'প্রথম, মানে, এই ট্রাকটাতেই সোনা আছে। আরও আছে, দ্বিতীয়টায়, কিন্তু বেশিটা এর মধ্যেই। জুয়েলারী সব ওই দ্বিতীয় ট্রাকেই—শয়ে শয়ে নেকলেস, আঙটি, ডায়মন্ড, এমারেল্ড আর পার্ল,

অসংখ্য সিগারেট লাইটার, সিগারেট কেস—সব সোনার, আর অগাধ টাকা। সব রকমের টাকা। লিরা, ডলার, পাউন্ড। আর প্রচুর কাগজ—সব দলিল দস্তাবেজ। আর...' আঁতকে উঠে চুপ করে থাকল পেপিনো তিন সেকেন্ড। 'আর লাশ! জার্মানদের লাশ...বাবা গো...কাগজগুলো সব ওই লাশের সাথেই!'

সবাই চুপ। এই প্রথম ওরা উপলব্ধি করল টানেলটা গুপ্তধনের কবরের সাথে সাথে একটা গণ-কবরও বটে। কতক্ষণ চুপ করে থাকল ওরা জানে না কেউ। সবচেয়ে আগে নড়ল লার্দো। ছোঁ মেরে কেড়ে নিল সে রানার হাত থেকে ল্যাম্পটা। মাথার উপর তুলে ধরল সেটা। ট্রাকটাকে দেখছে। জিভের কাছে টাকরা সংযোগে চুক-চুক আওয়াজ করল সে। 'আরও যদি সাবধান হতাম, চাকাগুলোর এই দশা হত না!' ত্রিশ বছর আগে করা নিজের ভুল ধরছে সে।

ট্রাকের টায়ারগুলো গলে গিয়ে বসে গেছে মেঝের সাথে।

'ভেবেছিলাম, আবার যখন আসব, ট্রাকগুলো চালিয়ে বের করে নিয়ে যাব এখান থেকে,' বলল লার্দো। 'কিন্তু তখন কি আর জানতাম ত্রিশ বছর পেরিয়ে যাবে ফিরতে!' হেসে উঠল সে। ভৌতিক লাগল টানেলের ভিতর তার হাঃ হাঃ হাসিটা, ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হলো কয়েক দিক থেকে।

অধৈর্য হয়ে উঠেছে পেপিনো। 'প্রলাপ বকার সময় নয় এটা। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাদের।'

'কাজের একটা সিস্টেম চাই,' বলল রানা। 'একটা একটা করে ট্রাক ধরি আমরা। এসো, দেখা যাক প্রথমটায় কি আছে।'

ল্যাম্পটা উপরে তুলে ধরে পথ দেখিয়ে এগোল লার্দো। টানেলের দেয়াল আর ট্রাকের মাঝখানে জায়গা নেই বললেই চলে, পিঠে আর বুকে ঘষা খেতে খেতে কোনমতে এগোল ওরা। শতধা বিভক্ত উইন্ডস্ক্রীনটা চোখে পড়ল রানার, মেশিনগানের গুলি ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল কাঁচটাকে—প্রথম পশলাতেই ড্রাইভার আর তার সঙ্গী নিহত হয়েছিল। ধুলোর পুরু স্তর সবখানে। রানা ধারণা করল, লার্দো বিস্ফোরণ ঘটিয়ে টানেলের মুখ সীল করার সময় জমেছে এই ধুলো।

পাথরের একটা টুকরো দিয়ে টেইলবোর্ডের বোল্টে ঘা মারছে লার্দো। 'কতদিন নাড়াচাড়া হয়নি, মরচে ধরে জাম হয়ে গেছে,' বলল সে। 'একটা হাতুড়ি দরকার আমার।'

'ম্যাটাপ্যান,' ডাকল রানা। 'একটা হ্যামার।'

'সাথেই আছে।'

পিঠের এত কাছ থেকে বলল মোনিকা যে প্রায় লাফিয়ে উঠল রানা। হাতুড়িটা নিয়ে লার্দোকে দিল ও। কয়েকটা ঘা খেয়ে বল্টুটা ঢিল হলো। দ্বিতীয় বল্টুর উপর হামলা চালাল লার্দো। টেইলবোর্ডটা ধরে ফেলল সে পড়ে যাবার সময়। 'এইবার!' চাপা স্বরে বলল, 'সোনায় হাত দেব এইবার!' লাফ দিয়ে উঠে পড়ল ট্রাকে।

লার্দোকে ল্যাম্পটা দিয়ে উপরে উঠল রানাও। একটা হাত বাড়িয়ে দিতে মোনিকা উঠল সেটা ধরে। রানাকে ধাক্কা মেরে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল

পেপিনো। ম্যাটাপ্যান চড়ল সবার শেষে, ধীরেসুস্থে।

কাঠের বাক্সের উপর একটা বৃত্ত রচনা করে বসল ওরা।

'আমরা যেটা খুলেছিলাম··· কোথায় সেটা?' বলল লার্দো। 'নিশ্চয়ই পেছন দিকে কোথাও হবে।'

ব্যথায় ককিয়ে উঠল মোনিকা। 'পেরেক বিঁধেছে আমার পায়ে।'

হেসে উঠে উল্লাস প্রকাশ করল লার্দো, 'ওটাই তাহলে সেই বাক্সটা!'

মোনিকা সরে যাচ্ছে। ল্যাম্পটা উঁচু করে ধরল লার্দো। চেপে রেখেছে যে-যার নিঃশ্বাস। কোন শব্দ নেই, বাতাসের নড়াচড়া নেই। ঘামছে ও, অনুভব করল রানা।

মোনিকা যে বাক্সটার উপর বসেছিল সেটাকে ঘিরে ফেলল পাঁচজন। রানা দেখল, বাক্সটার ঢাকনি খোলা, অযত্নের সাথে বাক্সের ওপর ফেলে রাখা হয়েছে। হাত লম্বা করে সেটা তুলে নিল রানা। ল্যাম্পের আলোয় উজ্জ্বল হলুদ ধাতব পদার্থ জ্বলজ্বল করে উঠল চোখের সামনে।

'সকল আশা পূর্ণ হলো মোর!' ধেই ধেই করে নেচে উঠল লার্দো।

রানার ভয় হলো, কারও ঘাড়ে অতবড় শরীরটা পড়লে নির্ঘাৎ মারা পড়বে সে তক্ষুণি। 'পায়ে লাগছে?' মোনিকার দিকে তাকাল ও।

চোখে পলক নেই, চেয়ে আছে মোনিকা সোনার দিকে। 'না, লাগছে না,' অন্যমনস্ক কণ্ঠস্বর। আশ্চর্য এক আকর্ষণ আছে সোনার।

বাক্স থেকে একটা ইনগট তুলে নিল ম্যাটাপ্যান। ওজন ধারণা করতে না পেরে এক হাত দিয়ে তুলতে গেল সে, পড়ে যাচ্ছে দেখে দু'হাত দিয়ে ধরল তাড়াতাড়ি, তারপর নিজের উরুর উপর রাখল সেটাকে।

অদ্ভুত একটা আতঙ্কের সুরে বলল পেপিনো, 'কিভাবে জানব এ ধরনের সব বাক্সে সোনা সত্যি আছে কিনা? খুলে তো আর দেখা হয়নি।'

'আমি জানি,' বলল লার্দো। 'ত্রিশ বছর আগে প্রত্যেকটি বাক্সের ওজন পরীক্ষা করেছি। এই ট্রাকে প্রায় তিন টনের মত সোনা আছে, বাকি এক টন পরের ট্রাকে।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'উঠে পড়ো এবার সবাই। হাজারটা কাজ বাকি রয়ে গেছে এখনও।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠল সবাই। সবাইকে নিয়ে দ্বিতীয় ট্রাকে চড়ল রানা। এটাতে সোনার বাক্সগুলো পড়েছে অন্য সব বাক্সের নিচে।

'ওই ওটাতে আছে ইথিওপিয়ান সম্রাটের মুকুটটা,' চেঁচিয়ে উঠল পেপিনো।

একে একে সকলের দিকে তাকাল লার্দো। মোনিকার উপর স্থির হলো তার দৃষ্টি। পেপিনোর দেখানো বাক্সটার গায়ে পা দিয়ে ঠেলা মারল সে। 'খোলো এটা, তারপর যা খুশি বেছে নাও।'

বাক্সটা খোলাই। ঢাকনিটা সরিয়েই নিঃশ্বাস আটকে ফেলল মোনিকা। আলোক রশ্মির বিচিত্র সমাবেশ চোখ ধাঁধিয়ে দিল ওদের। ডায়মন্ডের নির্ভেজাল শুভ্রতা, এমারেল্ডের উজ্জ্বল সবুজাভা, রুবির ম্লান রক্তিমাভা। হাত বাড়িয়ে সামনে

যেটা পেল তুলল মোনিকা। ডায়মন্ড আর এমারেল্ডের তৈরি একটা নেকলেস।

'কি সুন্দর!'

গলাটাকে শান্ত রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করল ম্যাটাপ্যান। 'কত দাম হতে পারে এটার?'

'জানি না,' বলল রানা। 'দু'লাখ পাউন্ড, সম্ভবত। অবশ্য পাথরগুলো যদি খাঁটি হয় তবেই।' ভঙ্গিটা ব্যঙ্গাত্মক।

'যা কিছু আছে সব বের করা দরকার,' বলল লার্দো। 'তা নাহলে জানব কিভাবে কতটা কি পাচ্ছি আমরা।'

'গুড,' বলল রানা। 'এবং তাড়াতাড়ি করতে হবে, হাতে সময় নেই বেশি। খানিকপরই সকাল হয়ে যাবে। দিনের বেলা খনির কাছে কেউ যেন আমাদের না দেখে।'

এক এক করে বাক্সগুলো সরানোর কাজে হাত লাগাল ওরা। ট্রাকগুলোর মাঝখানে বুদ্ধিমানের মত যথেষ্ট জায়গা রেখেছিল ত্রিশ বছর আগে লার্দো, বাক্সগুলো নামিয়ে রাখতে তাই কোন অসুবিধেই হলো না। মোট চারটে জুয়েলারীর বাক্স। একটাতে বিয়ের আঙটি ছাড়া আর কিছুই নেই, হাজার খানেকের কম হবে না। আক্রমণকারী শত্রুর বিরুদ্ধে দেশের সরকারকে মদদ দেবার জন্যে এগুলো ইটালির মেয়েরা দান করেছিল, ধারণা করল রানা।

আরেকটা বাক্সে মুকুটটা ছাড়া আর কিছু নেই। কোন মানুষ একটানা বেশিক্ষণ এটা পরে থাকলে তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে ধরে নিতে হবে, ভাবল রানা, জিনিসটা এতই বড়। গোটা মুকুটটার গায়ে এমন সিকি ইঞ্চি জায়গা নেই যেখানে জ্বলজ্বল করছে না হরেক রঙের দামী পাথর। আট বাক্স ভর্তি পেপার-কারেন্সি, নিখুঁত ভাবে প্যাক করা। রাবার ব্যান্ড আছে, কিন্তু গলে গেছে। উপর আর নিচের নোট দুটোয় লেপ্টে আছে গলা রাবার। সবচেয়ে নিচে, ট্রাকের মেঝেতে রয়েছে বাকি সোনার বাক্সগুলো—আরও এক টন।

বাইরে বেরিয়ে গিয়ে গাড়ি থেকে দুটো গরম কফি ভর্তি ফ্লাস্ক নিয়ে এল মোনিকা। খেতে গিয়ে প্রায় সবাই পুড়িয়ে ফেলল জিভ।

গুপ্তধন পরীক্ষা করতে বসল এরপর ওরা। যে বাক্সটা থেকে মোনিকা নেকলেসটা তুলেছিল দামী জুয়েলারী বলতে সেটাতেই যা কিছু আছে। পাথর সম্পর্কে ভাল ধারণা নেই রানার। অনেক বাদ-ছাদ দিয়ে, সতর্ক হিসাব কষে আন্দাজ করল ও, কমপক্ষে মোট সোনার দেড়গুণ দাম হবে সবগুলোর।

আরেকটা বাক্সে পুরুষদের ব্যবহার্য জিনিসপত্র রয়েছে। সবই সোনার তৈরি। পকেট ঘড়ি, গোল্ড মেডাল, সিগার কাটার। কোন-কোনটায় নামধাম খোদাই করা। বুঝতে অসুবিধে হয় না এগুলো সরকারকে সাহায্য করার জন্যে ইটালিয়ান পুরুষদের বদান্যতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

তৃতীয় বাক্সটায় বিয়ের আঙটি, আর শেষ বাক্সটায় স্বর্ণমুদ্রা ঠাসা। বৃটিশ, আমেরিকান আর অস্ট্রেলিয়ান মুদ্রা সব। অসম্ভব ভারী এই বাক্সটা।

আবার নেকলেসটা তুলে নিল মোনিকা।

'সুন্দর, তাই না?' বলল রানা।
'এর চেয়ে সুন্দর অলঙ্কার জীবনে দেখিনি আমি,' নিঃশ্বাস ছাড়ল মোনিকা।
ওর হাত থেকে নিল রানা নেকলেসটা। 'ঘুরে দাঁড়াও,' বলল। পরিয়ে দিল গলায়। 'বাইরে বেরিয়ে এটা পরার সুযোগ তুমি কোনদিন পাবে না, সুতরাং এখনই সময়।'
মোনিকার কাঁধ দুটো উঁচু হয়ে উঠল। কালো সোয়েটারের গায়ে ঝিলিক দিচ্ছে দামী ডায়মন্ড। মেয়েলি প্রতিক্রিয়াটা প্রকাশ পেল তখুনি। মোনিকা বলল, 'শুধু যদি একটা আয়না থাকত!' নেকলেসটার গায়ে সাদরে আঙুল বুলাচ্ছে সে।
পাগলের হাসির মত বেখাপ্পা একটা শব্দ শুনে ঘাড় ফেরাতেই রানা দেখল, দু'হাত দিয়ে মুকুটটা ধরে তাল সামলে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে পেপিনো। অতি কষ্টে মাথার উপর তুলল সে। হাত দুটো একটু একটু কাঁপছে। নিজের নয়, নাটকীয়ভাবে লার্দোর মাথায় পরিয়ে দিল সেটা সে। 'মহামান্য রাজাধিরাজ লার্দো ডি'কুঁজে!' স্লোগানের সুরে গলা ফাটাল সে। 'সবাই বলো—জিন্দাবাদ!'
মুকুটের ভারে কুঁজো হয়ে যাবার অবস্থা লার্দোর। 'আরে না,' বলল। 'আমি একজন রিপাবলিকান।' সরাসরি রানার দিকে তাকাল। 'আমাদের এই অভিযানের ওই হচ্ছে নায়ক।'
কল্পনা করার চেষ্টা করছে রানা, বাইরের কোন লোক এই মুহূর্তে ওদেরকে দেখলে কি ভাববে! চারজন দিশেহারা নোংরা লোক—একজনের মুখে রক্ত আর ধুলো মিশে আশ্চর্য একটা কাদা তৈরি হয়েছে, তার মাথায় আবার সম্রাটের মুকুট! চারজনের সাথে যোগ দিয়ে ষোলো কলা পূর্ণ করেছে মুখে কালো তিল আঁকা অপূর্ব সুন্দরী এক ধূলিধূসরিত যুবতী, তার গলায় আবার রানীর নেকলেস। মুচকি হাসিটাকে ফুটতে দিল না রানা, একটু গম্ভীর শোনাল ওর কণ্ঠস্বর। 'পরবর্তী কাজ কি ভাবো সবাই।'
হাত তুলে মুকুটটা ধরল লার্দো। মাথা থেকে নামাল সেটা। খেলা শেষ, কঠিন কাজের পালা আবার শুরু।
'টানেলের মুখটা আরও বড় করতে হবে তোমাকে,' বলল রানা। 'তা নাহলে এসব বের করা যাবে না।'
'জানি,' বলল লার্দো। 'খুব বেশি সময় লাগবে না।'
'তবু, এখুনি সেরে ফেলো কাজটা। সকাল হতেও দেরি নেই আর।' তিন নম্বর ট্রাকটা বুড়ো আঙুল দিয়ে দেখাল রানা। 'দামী কিছু আছে ওতে?'
'কাগজপত্র আর জার্মানদের লাশ। এত বছর পর দামী কিনা আমি জানি না।'
'হোক বা না হোক, এক নজর দেখব,' বলল রানা। টানেলের চারদিকে তাকাল ও। 'আমার পরামর্শ হলো, আমি আর পেপিনো সারাটা দিন এখান থেকে যা-যা নেবার বেছে টানেলের মুখের কাছে জড়ো করে রাখব। ওখান থেকে বের করা সহজ হবে। ট্রাক এলে তাতে তুলতে প্রচুর সময় বাঁচবে তখন। ওগুলো কারও কৌতূহলের সৃষ্টি করুক তা আমি চাই না।'
সতর্ক ভাবে চিন্তা করে এই ব্যবস্থাটা বেছে নিয়েছে রানা। মোনিকা আর

ম্যাটাপ্যানের দিকে নজর রাখার জন্যে লার্দোর উপর আস্থা রাখা যায়। ভার্সিতে গিয়ে ওরা যদি কোন গণ্ডগোল করার চেষ্টা করে লার্দো তা সামাল দেবার জন্য যথেষ্ট।

কিন্তু পরামর্শটা শুনেই সন্দিহান হয়ে উঠল লার্দো। রানা আর পেপিনোকে কোটি কোটি টাকার গুপ্তধনের কাছে রেখে যেতে সায় দিচ্ছে না তার মন। প্রকাশ্যে কথাটা উচ্চারণ করতেও বাধল না তার। 'পেপিনো আর তুমি? কেন? আমি আর তুমি থাকলে ক্ষতি কি? কিংবা আমি একা যদি থাকি?'

'সময় বাঁচাবার জন্যে এই ব্যবস্থার কথা ভেবেছি আমি,' বলল রানা। 'ছেলেমানুষের মত দয়া করে ভেব না যে আমরা এখান থেকে সব নিয়ে ভেগে যাবার তালে আছি। তা সম্ভবই নয়, মগজ খেলালেই বুঝতে পারবে। বড়জোর কয়েক পকেট ভর্তি করে যা কিছু নেবার নিতে পারি আমরা, তাই না? কেন নিতে যাব তা, যেখানে ভাগে পাব কয়েক হাজার গুণ বেশি? তাছাড়া,' হেসে ফেলল রানা, 'যাবার সময় তুমি বাইরে থেকে টানেলের মুখ আবার সীল করে দিয়ে যাবে।'

মগজ খেলিয়ে কি বুঝল সে কে জানে, খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর কর্কশ গলায় লার্দো বলল, 'ঠিক আছে।' ম্যাটাপ্যানকে নিয়ে টানেলের মুখটা বড় করতে চলে গেল সে।

পেপিনোর দিকে ফিরল রানা। 'চলো, পিছনটা একবার দেখে আসি।'

ইতস্তত করতে লাগল পেপিনো।

'কি হলো!'

'না, পিছন দিকে যাচ্ছি না,' বলল পেপিনো। 'কক্ষনো না।'

'চলো, আমি যাব তোমার সাথে,' বলল মোনিকা। 'জার্মানদের আমি ভয় পাই না, বিশেষ করে মরাগুলোকে তো নয়ই।' পেপিনোর দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে মৃদু শব্দে হেসে উঠল সে। 'ভূতের গল্প বলতে কি যে ভালবাসি আমি! এই সুযোগে কিছু পুঁজি যোগাড় হলে মন্দ কি।'

ল্যাম্পটা তুলতে যাচ্ছে রানা, আঁতকে উঠল পেপিনো। 'আলোটা রেখে যাও!'

'এমন কাপুরুষ তো দেখিনি!' ধমকে উঠল রানা। নিজের অজ্ঞাতে সঠিক সম্বোধনটাই বেরিয়ে এসেছে ওর মুখ থেকে। 'এটা লার্দোকে দিয়ে এসো, যাও। টর্চের চেয়ে এটা বেশি কাজ দেবে ওদের। ফিরতে যদি ভয় লাগে ওদের সাথে তুমিও হাত লাগাও কাজে।'

পেপিনো ল্যাম্প নিয়ে চলে যেতে রানা টর্চ জ্বালল। দেখাদেখি মোনিকাও। 'চলো,' বলল মোনিকা। 'ভূতগুলোকে খানিক ভয় পাইয়ে দেয়া যাক।'

তিন নম্বর ট্রাকে প্যাকিং কেস আর আগ্নেয়াস্ত্রের সংখ্যা দেখে থমকাল রানা, ছোটখাট একটা যুদ্ধের জন্যে যথেষ্ট রয়েছে। একটা সাব-মেশিনগান তুলে নিয়ে মেকানিজমটা পরীক্ষা করল রানা। আঁটসাঁট হয়ে আছে কলকজাগুলো, কিন্তু অচল হয়ে যায়নি। ব্রীচ থেকে বেরিয়ে এল একটা রাউন্ড। লার্দো আর ম্যাটাপ্যানকে

নিরস্ত্র করা নিরর্থক হয়েছে, ভাবল রানা। মনে মনে তখন থেকে সম্ভবত হেসে খুন হচ্ছে লার্দো, এই আর্মস ডিপোর কথা যদি তার স্মরণের মধ্যে থাকে। অ্যামুনিশনগুলোও এই রকম বহাল তবিয়তে আছে কিনা কে জানে, ভাবল ও।

কয়েকটা রাইফেল একধারে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে একটা কেসের ঢাকনি খুলল মোনিকা। ধুলো মাখা ফাইলের স্তর ভিতরে। একটা তুলে নিয়ে খুলল সে। পড়ছে, পাতা উল্টাচ্ছে। পড়ছে।

'বিচিত্র কিছু?'

'অ্যালবেনিয়া আক্রমণ সংক্রান্ত,' বলল মোনিকা। 'আর্মি স্টাফ বৈঠকের প্রতি মুহূর্তের বর্ণনা টাইপ করে রাখা হয়েছে।'

যুদ্ধ অতীত হয়ে গেছে, কিন্তু তার ঘা এখনও দগদগে।

মোনিকাকে ধুলো ভর্তি কাগজের মধ্যে রেখে পিছনের চার নম্বর ট্রাকটা দেখতে গেল রানা।

দৃশ্যটা প্রীতিকর নয়। টানেলটা একেবারে শুকনো খটখটে, এবং কোন ইঁদুর যে নেই, তার প্রমাণ পাওয়া গেল। লাশগুলো মমিতে পরিণত হয়েছে। রঙ চেনার উপায় নেই, কালো হয়ে গেছে। চামড়ায় এমন টান পড়েছে, সারাক্ষণ ভৌতিক হাসিতে বিকৃত হয়ে আছে মুখগুলো। লাশগুলো গুনল রানা। ট্রাকে পনেরোটা। স্টাফ কারে দুটো, তার মধ্যে একটা সিক্রেট সার্ভিস অফিসারের। কাঠের একটা কেস রয়েছে ট্রাকের পিছনে, কিন্তু রানা সেটা মৃতদের পাহারায় রাখার সিদ্ধান্ত নিল, খুলে আর ভিতরটা দেখল না। আবার স্টাফ কারের কাছে ফিরে গেল, কারণ কাজের একটা জিনিস পড়ে থাকতে দেখেছে ও সেখানে।

পিছন দিকে, মোটরসাইকেলটার আড়ালে পড়ে আছে স্মাইযার মেশিন-পিস্তলটা। হাতে তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে রানা, চিন্তিত। গগলের চেয়ে এই মুহূর্তে বেশি চিন্তা করছে ও লার্দোর কথা। অন্তত তিনটে খুনের জন্যে সন্দেহ করা হচ্ছে লার্দোকে। এই খুনগুলো সে যদি করে থাকে তার একমাত্র উদ্দেশ্য গুপ্তধনের ভাগ কাউকে না দেয়া। ভাগাভাগির ব্যাপারটা এখনও বাকি আছে, লার্দো যদি ত্রিশ বছর আগের উদ্দেশ্য এখনও বাস্তবায়িত করতে চায়, যদি আর কাউকে ভাগ দিতে না চায় তাহলে শেষ চাল সে একটা চালবেই। এর আগে তিনজনের বেলায় যে ধরনের চাল চেলেছে।

স্মাইযার মেশিন-পিস্তল দেখতে অনেকটা সাধারণ অটোমেটিক পিস্তলের মত এবং ইচ্ছে করলে ওগুলোর মতও ব্যবহার করা যায়। এটার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চমৎকার একটা শোল্ডার রেস্ট রয়েছে, যার সাহায্যে অস্ত্রটাকে কাঁধে ঠেকিয়ে রেখে গুলি চালানো যায়। অপর বৈশিষ্ট্য, এতে দুই সাইজের ম্যাগাজিন ব্যবহার করা যায়। একটা সাধারণ পিস্তল ক্লিপের আট রাউন্ড। আরেকটা লম্বা ম্যাগাজিন, ত্রিশ রাউন্ডের। লম্বা ম্যাগাজিন লাগিয়ে নিয়ে ট্রিগার টিপে দিলে এটা একটা পুরোপুরি সাব-মেশিনগান, কাছ থেকে অত্যন্ত মারাত্মক।

চারদিকে তাকাল রানা স্পেয়ার ক্লিপের খোঁজে। দেখল না কোথাও। খুঁজে বের করার পরিশ্রমটা স্বীকার করতে হলো তাই। মিনিট কয়েকের মধ্যেই যা

খুঁজছিল পেয়ে গেল ও: চারটে লম্বা ক্লিপ, দুটো ছোট ক্লিপ। আরেকটা মেশিন-পিস্তলও দেখল ও, কিন্তু সেটা ছুঁলো না।

অস্ত্রটা হোলস্টারে ভরে অ্যামুনিশনসহ টানেলের একটা গর্তে রেখে মোনিকার কাছে ফিরে এল ও। তখনও টর্চের আলোয় ফাইল পড়ছে সে। 'কলেজে তোমার সাবজেক্ট ইতিহাস ছিল বুঝি?'

মুখ তুলল মোনিকা। 'অদ্ভুত একটা দলিল, রানা, উপর মহলের তর্ক আর ঝগড়ার বিশদ বিবরণ চমৎকার সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা রয়েছে,' দীর্ঘশ্বাসের সাথে এদিক ওদিক মাথা দোলাল সে। 'ফাইলগুলো এখানে থাকলেই সবচেয়ে ভাল হয়। এসব নোংরা ব্যাপার ভুলে যাওয়াই উচিত।'

'কোন মার্কিন ইউনিভার্সিটি যদি এগুলো কেনার জন্যে যথেষ্ট অসৎ হতে রাজি হত তাহলে এগুলোর বিনিময়ে আমরা পঞ্চাশ কোটি ডলার অনায়াসে পেতে পারতাম,' বলল রানা। 'যে-কোন ঐতিহাসিক তার একটা হাত খোয়াতেও রাজি হবে এগুলো পেলে। কিন্তু তোমার কথাই ঠিক। বাইরের দুনিয়াকে এ ব্যাপারে কিছু জানতে দেয়া উচিত হবে না। সব তাহলে ফাঁস হয়ে যাবে।'

'কি দেখলে তুমি পিছনে?'

'ভাল কিছু নয়।'

'আমি দেখতে চাই।'

'উচিত হবে না।'

'তুমি বলছ?' রানার মুখের দিকে দুই সেকেন্ড চেয়ে মত পরিবর্তন করল মোনিকা। 'তবে থাক।'

টানেলের মুখ ইতিমধ্যে বড় করা হয়ে গেছে। লার্দোর পিঠ চাপড়ে দিল রানা। 'সাবাশ!' লার্দোর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখল রানা। ওর কাছ থেকে প্রশংসা, দুর্লভ একটা জিনিস বলে ভাবছে সে। বিছানা আর খাবার আনার জন্যে মোনিকার সাথে পেপিনোকে পাঠাল রানা ক্যারাভ্যানে। তারপর একপাশে ডেকে নিয়ে গেল লার্দোকে।

'দ্বিতীয় কোন রাস্তা আছে এই খনিতে আসার?' নিচু গলায় জানতে চাইল রানা।

'দুনিয়া ঘুরে যদি কেউ আসতে চায়, হয়তো আছে।'

'ম্যাটাপ্যান আর মোনিকার সাথে ক্যারাভ্যানে তুমি সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকবে,' বলল রানা। রাস্তা দিয়ে কেউ যাওয়া আসা করছে কিনা দেখতে হবে তোমাকে। কাউকে দেখলে দুনিয়া ঘুরে ছুটে চলে আসবে তুমি আমাকে খবর দেবার জন্যে। বুঝেছ?'

'হ্যাঁ।'

'ম্যাটাপ্যান সম্ভবত ছুঁড়ে ফেলে দেয়া অ্যামুনিশন ক্লিপগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে। তাই, ওর ওপর কড়া নজর রাখতে হবে। দায়িত্বটা আমি তোমাকে দিচ্ছি। আরেকটা ব্যাপার। ভার্সিতে ট্রাক আনতে যাবে তোমরা। ওখানে ওদের দু'জনকে মুহূর্তের জন্যেও চোখের আড়াল করা চলবে না। তোমার অনুপস্থিতিতে

ওরা যেন অন্য কারও সাথে কোন শব্দ বা ইঙ্গিত বিনিময় না করে।'

'আমাকে ফাঁকি দিয়ে?—হাহ্!'

'গুড!'

বাইরে বেরিয়ে এসে মুক্ত বাতাসে পায়চারি শুরু করল রানা। মোনিকার উপর দায়িত্ব দেবার পর গগল আর কোসেঞ্জা সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়ার নিজস্ব কোন উপায় অবশিষ্ট নেই ওদের হাতে। ভাবছে রানা। এই একটা ব্যাপার ছাড়া আর সব এখন পর্যন্ত ঠিকঠাক মতই চলছে।

খানিকপর টানেল থেকে বেরিয়ে এল ম্যাটাপ্যান। আকাশের দিকে মুখ তুলে বলল, 'ভোর হচ্ছে।'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'ম্যাটাপ্যান, একটা ব্যাপারে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছি আমি।'

'কি ব্যাপার, সিনর রানা?'

'লার্দো।'

কঠিন হয়ে উঠল ম্যাটাপ্যানের মুখ। 'কি করেছে ও?'

'এখনও করেনি,' বলল রানা। 'কিন্তু পিস্তলটা ওর কাছেই তো আছে, তাই না? অ্যামুনিশনগুলো যদি খুঁজে বের করে ফেলে?'

হাসল ম্যাটাপ্যান। 'আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে? হাঃ হাঃ। এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র চিন্তা কোরো না, সিনর রানা, ওকে আমি চোখে চোখে রেখেছি।'

ব্যস, আর কোন চিন্তা নেই—ভাবল রানা। দু'জন দু'জনকে চোখে চোখে রাখলেই নিশ্চিন্ত।

খাবার আর কম্বল নিয়ে ফিরে এল ওরা। মোনিকার সামনে দাঁড়িয়ে জানতে চাইল রানা। 'বেখাপ্পা কিছু চোখে পড়েনি তো?'

'না।'

পুবের আকাশ লজ্জা ভাঙছে। 'ভেতরে ঢোকার সময় হয়ে গেছে,' বলল রানা। পেপিনোকে নিয়ে টানেলের দিকে এগোল ও।

ওদের দু'জনকে ভিতরে রেখে বাইরে থেকে টানেলের মুখ সীল করে দিল লার্দো। ভিতর থেকে তাকে সাহায্য করল রানা। কাজটা শেষ হতে চিৎকার করে বলল ও, 'আগামীকাল সন্ধ্যায় ফিরবে তোমরা। হাতে সময় খুব কম, কথাটা মনে রেখো।' এক তারিখে রাপালোয় সোনা নিয়ে ফেরার কথা ছিল, আজ তিন তারিখ ওদেরকে পিছনে রেখে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে সময়।

'আরও আগে ফেরার চেষ্টা করব,' বাইরে থেকে চিৎকার করে বলল লার্দো। 'সবই তো রেখে যাচ্ছি তোমাদের দু'জনের কাছে, বেশিক্ষণ দূরে থাকতে মন চাইবে?'

শেষ পাথরটা জায়গা মত বসিয়ে দিয়ে সীল করে দিল লার্দো মুখটা। বাইরের আর কোন শব্দ ভিতরে ঢুকছে না।

দুই ট্রাকের মাঝখানে ফিরে এসে রানা দেখল, স্বর্ণমুদ্রার স্তূপের উপর হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাত দিয়ে সেগুলো তুলছে পেপিনো, আর ঝন ঝন শব্দে ফেলে দিচ্ছে।

'স্বপ্নেই শুধু মানুষএই সুযোগ পায়,' মুচকি হাসল রানা। 'তাই না?'

রানার উপস্থিতি চমকে দিল পেপিনোকে। মুখটা কালো করে ফেলল সে।

'শুরু করা যাক কাজটা,' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'অর্ধেকটা টানেলের মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে নাস্তা খাব, তারপর বাকি অর্ধেকটা নিয়ে যাব। তারপর ঘুম।'

একটানা গাধার খাটুনি খাটাতে চাইছে রানা পেপিনোকে, যাতে ঘুমটা তার গাঢ় হয়। সে ঘুমালে মেশিন-পিস্তলটা নিয়ে আসবে ও।

প্রথম ট্রাকের সামনে পাহাড় হয়ে থাকা পাথরের টুকরো সরানোটা এক নম্বর কাজ। দেড় ঘণ্টা একটানা খেটে জায়গাটা পরিষ্কার করা হলো। তারপর সোনা বয়ে নিয়ে আসা। অসম্ভব ভারী বাক্সগুলো। খুব সাবধানে ধরাধরি করে নিয়ে আসতে শুরু করল ওরা। ঠিক মত না ধরেই রানাকে আরেক দিক তুলতে বলায় হাত থেকে বাক্স ফস্কে গিয়ে পেপিনোর একটা পা আর একটু হলেই জন্মের মত পঙ্গু হয়ে যেত। এরপর ট্রাক থেকে ধরাধরি করে নয়, বাক্সগুলোকে ধাক্কা দিয়ে নিচে নামানোর ব্যবস্থা করল রানা। থাক দেয়া কম্বলের উপর ফেলায় কম্বলগুলো কিছু কিছু নষ্ট হলো বটে, কিন্তু বিপদের আর কোন ভয় থাকল না।

বাক্সগুলোকে টানেলের মুখের কাছে বয়ে নিয়ে যেতে নাকানি চুবানি খেতে হলো ওদের। দেয়াল আর ট্রাকের মাঝখানে জায়গা এত কম যে দু'জন লোকের স্থান-সঙ্কুলান হয় না, অথচ একজনের পক্ষে একটা বাক্স বয়ে নিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেতে একটা লোহার শিকল বের করল রানা। এরপর শিকলে বেঁধে একটা একটা করে বাক্স গুহামুখের কাছে টেনে নিয়ে যেতে বিশেষ অসুবিধে হলো না ওদের।

প্রথম ট্রাকের সব ক'টা বাক্স সরানো হলো। এখন নাস্তা। মোনিকা গরম খাবার তৈরি করে রেখে গেছে, কফিরও কোন টানাটানি নেই।

'তোমার ভাগটা নিয়ে কি করবে তুমি?' জিজ্ঞেস করল রানা। গত দেড় ঘণ্টায় একটা কথাও বলেনি পেপিনো—ব্যাপারটা লক্ষ করেছে সে।

'ভাগ সত্যি পাচ্ছি তাহলে?' রানার দিকে তাকাল না পেপিনো। যেন খাওয়ার ব্যাপারেই সবটুকু মনোযোগ।

'পাচ্ছ না মানে?'

'সব যদি ভালয় ভালয় মেটে তবে তো!'

'ধরো, সব ঠিকঠাক মতই শেষ হলো। কি করবে তোমার ভাগ নিয়ে?'

'খরচ করব,' একটু চিন্তা করল পেপিনো। 'এখনও ভাল করে ভেবে দেখিনি; তবে, এটা ঠিক যে কষ্টের মধ্যে ফেলব না নিজেকে আর। অনেক কষ্ট করেছি, এবার দুনিয়ার যত মজা আছে সব চেখে দেখব।'

প্রায় সবটাই তুমি খরচ করবে মদ খেয়ে, ভাবল রানা।

'তুমি কি করবে?'

'প্রায় সতেরো কোটি টাকা, কম নয়,' বলল রানা। 'কিন্তু আমার প্রয়োজনের তুলনায় সামান্যই। আমার আরও দরকার।'

'আরও দরকার তোমার?' চমকে উঠে রানার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল

পেপিনো।

'হ্যাঁ। কিন্তু তার মানে এই নয়, তোমাদের ভাগে হাত দেবার মতলব রয়েছে আমার। আমি ওই সতেরো কোটিকে সত্তর কোটি করে তোলার কথা ভাবছি।'

'কিভাবে?' সন্দেহ বাড়ছে পেপিনোর।

'ব্যবসা করে।'

'ও, তাই বলো!' স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল সে। 'কিন্তু, তাহলে আর লাভ হলো কি! আবার সেই কাজের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়া। না বাবা, ওর মধ্যে আমি নেই। আমি পায়ের ওপর পা তুলে নিজেকে কুড়েমির হাতে সমর্পণ করে দেব। কোথাও চুলকাবার দরকার হলে চাকর-বাকরদের হুকুম করব। মোট কথা, খাটাখাটনির ব্যাপারে আমি নেই। তওবা, তওবা!'

হেসে উঠল রানা।

থতমত খেয়ে গেল পেপিনো। তারপর গম্ভীর, সন্দিহান হয়ে উঠল ধীরে ধীরে। 'হাসির কি ঘটল শুনি?'

'কিছু না,' হাসি সামলে নিল রানা, বলল, 'কাজকে তুমি এত ভয় করো তা আমার জানা ছিল না। একটা কথা তুমি জানো না, পেপিনো।'

'কি জানি না?'

'কাজ না করলে আরামের কোন স্বাদ নেই। কাজ ছাড়া তুমি আরাম পাবে না।'

'মানে, তুমি বলতে চাইছ…'

'কি বলতে চাই তা তুমি বুঝবে না,' বলল রানা। 'বাদ দাও। চলো, বাকি কাজটা সেরে ফেলা যাক।'

সকাল ন'টা। আজ মার্চের তিন তারিখ।

তিন নম্বর ট্রাক থেকে মাল নামানোর কাজ শুরু হলো। অনেক বেশি সময় লাগল কাজটায়, টানেলের মুখ থেকে ট্রাকটা বেশ অনেকটা দূরে বলে।

বিরতি না নিয়ে কাজ চালিয়ে গেল ওরা। এক সময় দেখা গেল পেপার কারেন্সির বাক্সগুলো ছাড়া বাকি সবই সরিয়ে আনা হয়েছে। 'ওগুলো এখানেই থাক। সবচেয়ে ভাল হত যদি আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে ফেলা যেত। কিন্তু ধোঁয়া হবে বলে সেটা সম্ভব নয়।'

এরপর ঘুমোবার আয়োজন।

কিন্তু ঘুমের ভান করে পড়ে থাকল ওরা, ঘুমুতে পারছে না কেউই। পেপিনো সম্ভবত কি ভেবে কে জানে বিশ্বাস করতে পারছে না রানাকে। অনেক…অনেকক্ষণ জেগে রইল সে, এপাশ ওপাশ ফিরল। কিন্তু, খাটনির একটা প্রতিক্রিয়া আছেই—নিজের অজান্তে এক সময় চোখ লেগে গেল ওর। টের পেয়ে নিঃশব্দে উঠল রানা। মেশিন-পিস্তল আর অ্যামুনিশন ক্লিপগুলো নিয়ে ফিরে এল আবার বিছানায়। নাক ডাকছে পেপিনোর। কোথায় রাখবে অস্ত্রটা, প্রথমে ভেবে পেল না রানা। তারপর ঠিক করল বালিশের ভিতর ঢুকিয়ে দেয়া যেতে পারে। কাভার আর খোল ছিঁড়ে তুলোর ভিতর ওগুলো লুকিয়ে রাখতে কোন অসুবিধে হলো না। তবে, বালিশটা

একটু শক্ত শক্ত লাগছে। তাতে কিছু মনে করল না রানা।

কেন যেন মনে হচ্ছে ওর, খুব শীঘ্রিই দরকার লাগবে এই অস্ত্রটা।

তিন

বেলা চারটের সময় ঘুম ভাঙল পেপিনোর। টানেলের মুখের কাছে গিয়ে সব ঠিকঠাক আছে কিনা চেক করল রানা একবার। ভিতরে ঘন অন্ধকার, টর্চ নেভালে আধ হাত দূরের জিনিস দেখা যায় না।

ঘাবড়ে গেছে পেপিনো। দু'বার সে জিজ্ঞেস করল রানাকে, টানেলের পিছন দিক থেকে কোন শব্দ শুনতে পেয়েছে কিনা। যাদেরকে নিজ হাতে খুন করেছে তাদের মৃতদেহগুলোই ভীতির কারণ হয়ে উঠেছে তার কাছে। শক ট্রিটমেন্টে উপকার হতে পারে ভেবে রানা তাকে পিছনে গিয়ে নিজ চোখে অবস্থাটা দেখে আসতে বলল। কিন্তু কিছুতেই রাজি হলো না সে।

অবশেষে অস্পষ্ট একটা আওয়াজ পেল রানা। পিছন দিক থেকে? ঠিক ধরতে পারল না। আবার আওয়াজটা হতে বোঝা গেল টানেলের মুখের কাছ থেকেই আসছে সেটা।

হাতে হাতুড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে রানা। লার্দো? নাও হতে পারে। পাথর পড়ার শব্দ এল এবার। সেই সাথে একটা কণ্ঠস্বর, 'রানা!'

চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা ধীরে ধীরে ছাড়ল রানা। 'সব ঠিক আছে, লার্দো?' হাঁক ছাড়ল ও।

'সব ঠিক আছে,' দ্রুত হাতে পাথর সরাচ্ছে সে। 'পৌঁছে গেছে ট্রাক।'

ভিতর থেকে পেপিনো আর রানা সীল ভাঙার কাজে সাহায্য করল লার্দোকে। একসময় লার্দোর হাতের টর্চ আলো ফেলল রানার মুখে। আঁতকে উঠল লার্দো। 'রানা! নাকি ভূত? মুখটা অন্তত ধুয়ে নেয়া দরকার তোমার।'

চেহারাটা কেমন দাঁড়িয়েছে অনুমান করার ব্যর্থ চেষ্টা করল রানা। পানি নেই, তাই ধোয়াধুয়ির প্রশ্ন ওঠেনি।

লার্দোর পাশ থেকে মোনিকা বলল, 'তোমার কোন অসুবিধে হয়নি তো, রানা?' একটু যেন উদ্বেগ রয়েছে তার গলায়।

'হয়নি,' বলল রানা। 'ট্রাকগুলো কোথায়?'

সরে এল মোনিকা, অন্ধকারে ভাল দেখা যাচ্ছে না তাকে। 'কাছেই দাঁড়িয়ে আছে।'

'মোট চারজন ইটালিয়ান এসেছে,' বলল লার্দো।

'জানে এখানে কি করতে এসেছে তারা?'

টানেলের ভিতর অন্ধকার একটা পাহাড়ের মত ঢুকল ম্যাটাপ্যান। 'ব্যাপারটা গোপনীয় এবং বেআইনী, এটুকু তারা জানে,' বলল সে। 'তাছাড়া আর কিছু জানে

না।'

খানিক চিন্তা করল রানা। তারপর বলল, 'ক্যারাভ্যানের কাছে গিয়ে তাঁবু ফেলতে বলো ওদের। ওটাই ওদের স্টেশন, যতক্ষণ এখানে থাকতে হয়। ক্যাম্প থেকে দু'জন রাস্তার ওপর নজর রাখবে। সন্দেহজনক কিছু দেখলে সাথে সাথে খবর দেবে আমাদেরকে। বাকি দু'জনকে পাঠাও পাহাড়ের দক্ষিণ আর উত্তরে। পাহাড় টপকে এদিকে কেউ আসছে কিনা তা দেখতে হবে ওদের। আমাদের পরিকল্পনার এই পর্যায়টাই সবচেয়ে বিপজ্জনক, এখানেই সোনা আমরা বাইরে বের করব। অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটুক তা আমি চাই না।'

দ্রুত বাইরে বেরিয়ে গেল ম্যাটাপ্যান। তার গলার স্বর ভেসে এল ভিতরে। ড্রাইভারদের নির্দেশ দিচ্ছে সে।

'বাকি সবাই আমরা এই ভিতরেই কাজ করব,' বলল রানা। 'ট্রাক থেকে কাঠগুলো নিয়ে আসার ব্যবস্থা করো।'

প্রয়োজনের চেয়ে আকারে বড় ট্রাকগুলো। বাক্সের জন্যে বিশেষভাবে কেটে তক্তা করা কাঠগুলো একটায় তুলে নিয়ে আসা হয়েছে। কিছু তৈরি করা বাক্সও দেখল রানা। করাত, চারটে হাতুড়ি আর কয়েক প্যাকেট পেরেকও আনা হয়েছে। সব বয়ে নিয়ে আসা হলো টানেলের ভিতর। সময় নষ্ট না করে সোনা ভর্তি বাক্সগুলোর গায়ে তক্তা বসিয়ে পেরেক গাঁথার কাজ শুরু করে দিল ওরা। দ্রুত বদলে যেতে লাগল বাক্সগুলোর চেহারা।

খাটনির কাজ। চারজনের পেশীই টনটন করছে ব্যথায়। তিন ঘণ্টা পর হাঁফ ছাড়ার অবকাশ পেল ওরা। প্রতিটি বাক্সের চেহারা পাল্টানো হয়ে গেছে। এখন শুধু বাক্সগুলো বাইরে বের করে নিয়ে গিয়ে ট্রাকে তুলতে পারলেই হয়।

বালিশসহ কম্বলটা গুটিয়ে নিল রানা। ছুঁড়ে রাখল একটা ট্রাকের ড্রাইভিং সীটের পিছনে। মেশিন-পিস্তলটার ব্যাপারে আর কোন চিন্তা নেই।

যত ভারীই হোক, ম্যাটাপ্যান আর লার্দো অনায়াসে একটা একটা করে ধরে বাক্সগুলো নিয়ে গেল ট্রাকের কাছে, সেখান থেকে ট্রাকে তুলে সাজিয়ে রাখল। একগাদা স্যান্ডউইচ আর কয়েক ফ্লাস্ক কফি সরবরাহ করল মোনিকা, খেয়ে নেয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি দেখে বোঝা গেল, মেয়েলি স্বভাবটা তার কাছ-ছাড়া হবার নয়।

ট্রাকে বাক্স তোলার কাজ শেষ হতে রানা বলল, 'টানেলের ভিতর আমাদের কোন জিনিস যেন পড়ে না থাকে। চলো, কি আছে দেখে আসি।'

সবাইকে নিয়ে ভিতরে ঢুকল রানা। চাদর, কম্বল, যন্ত্রপাতি, টর্চ, ফ্লাস্ক, এমন কি বেঁকে বাতিল হয়ে যাওয়া পেরেকগুলো পর্যন্ত খুঁজে খুঁজে বের করল ওরা। সব সাথে নিয়ে বেরিয়ে এল সবাই। ভিতরে শুধু রানা একা। শেষবারের মত তীক্ষ্ণ চোখে দেখে নিচ্ছে আর কিছু রয়ে গেল কিনা। কোনও চিহ্ন কি রয়ে যাচ্ছে?

একটা দড়ির টুকরো। আর একটা লম্বা তক্তা। চোখে পড়েনি কারও। এগিয়ে গিয়ে তুলে নিল রানা। ঘুরে দাঁড়াল বেরিয়ে আসার জন্যে।

ঘটনাটা তখনই ঘটল।

টানেলের শেষ মাথাটায় বাঁশ পুঁতে তক্তা সাজাবার সময় খুব তাড়াহুড়ো

করেছিল লার্দো, সন্দেহ নেই—সোনা দেখার ব্যাকুলতায় কাজে ফাঁকি দিয়েছিল সে। লম্বা তক্তা নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে টানেলের মুখটা পেরোতে গেল রানা। তক্তার একটা কোনা বাড়ি খেল টানেলের দেয়ালের গায়ে। ছোট্ট একটা পাথর খসে পড়ল। তারপর চার-পাঁচটা। তারপর আতঙ্কিত দৃষ্টিতে দেখল রানা হুড়মুড় করে ওর ওপর ধসে পড়ছে গোটা টানেলের ছাদ। দৌড়ুতে শুরু করেই বুঝল, অনেক দেরি হয়ে গেছে—সরে যাওয়ার চেষ্টা বৃথা।

পিঠে প্রচণ্ড একটা আঘাত অনুভব করল রানা। হাঁটু দুটো ভাঁজ হয়ে গেল নিজের অজান্তেই। উপর থেকে হড় হড় করে গড়িয়ে নামছে ঝর্নাধারার মত টুকরো পাথর। চাপা পড়ে যাচ্ছে রানা। বাঁচার জন্যে চেষ্টা করবে বা চিৎকার করবে সে সময় পেল না। প্রচণ্ড ব্যথা! অসহ্য হয়ে উঠছে ক্রমে! আঁধার হয়ে আসছে চোখ। জ্ঞান হারাল ও।

জ্ঞান ফিরল, কিন্তু চেতনা পরিচ্ছন্ন নয়। কে যেন বলছে, 'রানা, কেমন বোধ করছ! বলো, কেমন লাগছে তোমার? রানা?'

মুখে নরম কি যেন লাগছে, জিনিসটা ঠাণ্ডা আর ভিজে। ব্যথায় ককিয়ে উঠল রানা, চোখ মেলল। সব ঝাপসা। মাথার পিছনটা দপ্ দপ্ করছে, পিঠে কোন সাড়া নেই।

আবার একবার জ্ঞান হারাল রানা। জ্ঞান ফিরে পেয়ে যখন চোখ মেলল ঝাপসা ভাবটা আগের মত নয়। শুনতে পেল লার্দো বলছে, 'পা দুটো নাড়তে পারো, রানা? চেষ্টা করে দেখো। নাড়তে পারো পা দুটো?'

চেষ্টা করল রানা। বুঝতে পারল না কেন নাড়তে বলছে, তবু চেষ্টা করল। নড়ছে বুঝতে পেরে উঠে বসতে গেল ও। কিন্তু পারল না। অসম্ভব ভারী কিছু একটা চেপে আছে পিঠে, উঠতে দিচ্ছে না ওকে।

'রানা, মাথা ঠাণ্ডা রাখো!' বলছে লার্দো। 'ঘাবড়াবার কিছুই নেই, তোমাকে আমরা বের করে আনব যেভাবে পারি।'

রানার মনে হলো কথা বলতে বলতে দূরে কোথাও সরে গেল লার্দো। মোনিকার গলা শুনতে পেল ও। 'রানা, প্লীজ, একটুও অস্থির হয়ো না। আমরা থাকতে তোমার কোন চিন্তা নেই। একচুল নোড়ো না, প্লীজ! আমার সব কথা শুনতে পাচ্ছ, রানা?'

নিজের কণ্ঠস্বর চিনতে কষ্ট হলো রানার, 'পাচ্ছি। কি হয়েছে?' কথা বলতে সুবিধে হচ্ছে না। মুখের ডান দিকটা শক্ত আর কর্কশ কিছুর সাথে সেঁটে আছে, অনুভব করছে।

'অনেক পাথরের মাঝখানে আটকা পড়ে গেছ তুমি,' বলল মোনিকা। পা দুটো নাড়তে পারছ?'

'হ্যাঁ, পা দুটো শুধু নাড়তে পারছি।'

পায়ের শব্দ শুনল রানা মোনিকার। একটু পর আর কার সাথে যেন কথা বলছে, আওয়াজ পেল ও। অনুভূতি ফিরে আসছে দ্রুত। পিঠে দুনিয়ার ভার চেপে

আছে, বুঝতে পারছে এখন। মুখটা ফেরানো, তাই ডান দিকটা পড়ে আছে পাথরের গায়ে। ডান হাতটা শরীরের পাশেই, কিন্তু নাড়তে পারছে না। বাঁ হাতটা উপরে উঠে আছে, কিন্তু চারধার থেকে চেপে রেখেছে পাথরের স্তূপ।

ফিরে এসে মোনিকা বলল, 'রানা, খুব মন দিয়ে শোনো আমার কথা। লার্দো বলছে তোমার পা দুটো মুক্ত করার পর শুধু তোমার মাঝখানটা আটকে থাকবে। ওই অবস্থা থেকে তোমাকে মুক্ত করা সম্ভব, কিন্তু কাজটা খুবই বিপজ্জনক। খুব সাবধানে আর ধীরে ধীরে করতে হবে, একচুল নড়া চলবে না তোমার। বুঝতে পারছ তো?'

'পারছি!'

'এখন কেমন লাগছে তোমার? ব্যথা পাচ্ছ?' মোনিকার কণ্ঠস্বর নরম।

'অসাড় লাগছে,' বলল রানা। 'পিঠে প্রচণ্ড চাপ ছাড়া আর কিছুই অনুভব করছি না। ভয় হচ্ছে, শিরদাঁড়াটা...'

'কোন ভয় নেই।' দ্রুত সান্ত্বনা দিল মোনিকা। 'ভাঙবে না...তোমার শির...মানে, কিছুই ভাঙবে না, বিশ্বাস করো।'

কিন্তু ব্যাপারটা বিশ্বাসের নয়, ভাবল রানা। মাথা নাড়তে গিয়ে পারল না ও।

'ব্র্যান্ডি আছে আমার কাছে। এক ঢোক খাইয়ে দিই?'

'না,' বলল রানা। মাথা নাড়ার চেষ্টাই করল না এবার। 'যা করার তাড়াতাড়ি করতে বলো লার্দোকে।'

চলে গেল মোনিকা। লার্দো এল। 'রানা,' বলল সে। 'কায়দা মতই আটকেছে তোমাকে ওরা। কিন্তু, চিন্তা কোরো না। এ ধরনের কাজ এর আগেও করেছি আমি। তোমাকে শুধু মড়ার মত স্থির হয়ে থাকতে হবে।'

নড়েচড়ে বসল লার্দো। পাথরের সাথে পাথর ঘষা খাচ্ছে, শব্দ পেল রানা। ধুলো উড়ছে ওর মুখের সামনে।

দীর্ঘক্ষণ সময় লাগল। অত্যন্ত ধীরে ধীরে আর সতর্কতার সাথে প্রতিবার একটা করে পাথর সরাচ্ছে লার্দো। পাথরটার গায়ে আঙুল ছোঁয়াবার আগে তীক্ষ্ণ চোখে দেখে নিচ্ছে স্পর্শ করা উচিত হবে কিনা। বাছাই করতেই বেশির ভাগ সময় বেরিয়ে যাচ্ছে। খানিক পরপরই উঠে দাঁড়িয়ে দূরে সরে যাচ্ছে সে। নিচু গলায় কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে রানা। কার সাথে কি যেন আলোচনা করছে সে। কিন্তু ফিরে আসছে প্রতিবার আবার ধীর ভঙ্গিতে কাজটায় হাত দেবার জন্যে।

শেষ পর্যন্ত রানাকে বলল, 'খুব বেশি দেরি নেই আর।'

হঠাৎ লার্দো কোদাল দিয়ে পাথর সরাতে আরম্ভ করল। পিঠের ভার হালকা হচ্ছে, অনুভব করল রানা। অদ্ভুত আরামদায়ক একটা অনুভূতি।

লার্দো বলল, 'টেনে বের করতে চলেছি এখন আমি তোমাকে। একটু ব্যথা লাগতে পারে।'

'টানো,' বলল রানা।

রানার বাঁ হাতটা শক্ত করে ধরল লার্দো। টানল। শরীরটা নড়ছে রানার। দুই মিনিটের মধ্যে সম্পূর্ণ মুক্ত হলো রানা। দেখতে পেল মাথার উপর পিট পিট করে

জ্বলছে অস্পষ্ট হয়ে আসা দুটো একটা তারা।

উঠে বসতে গেল রানা, কিন্তু ওর মাথায় একটা হাত রেখে চাপ দিল মোনিকা। 'লক্ষ্মী হয়ে শুয়ে থাকো।'

ভোরের প্রথম আলোয় মোনিকাকে ওর মুখের উপর ঝুঁকে থাকতে দেখতে পাচ্ছে রানা। দুই ভুরুর মাঝখানে একটা ভাঁজ তার, রানার শরীর স্পর্শ করে দেখছে কোথাও কোন হাড় ভেঙেছে কিনা। 'পাশ ফিরতে পারো তুমি?' জানতে চাইল।

ব্যথায় কুঁচকে উঠল মুখ, কিন্তু পাশ ফিরতে পারল রানা। তারপর উপুড় হয়ে শুলো। মাঝপথে মোনিকটার দ্রুত নিঃশ্বাস আটকাবার আওয়াজ পেল ও। 'রঙ বদলে গেছে পিঠের,' বলল মোনিকা।

আলতোভাবে পিঠে হাত রাখল মোনিকা। টিপে টিপে দেখল হাড়গুলো। 'কিছুই ভাঙেনি তোমার!' কণ্ঠস্বরে নিখাদ বিস্ময়। শার্টটা কাঁচি দিয়ে কেটে নিল সে।

নিঃশব্দে হাসছে রানা। স্বস্তির একটা ঠাণ্ডা পরশ অনুভব করছে ও মনের ভিতর। কিন্তু পিঠে কেউ যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

কাপড় ছিঁড়ছে মোনিকা। পিঠের ক্ষতগুলোয় ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল সে। মোনিকার হাত ধরে উঠে বসল ও।

ছয় বাই ছয় ফিট একটা তক্তা দেখিয়ে লার্দো হাসতে লাগল। 'তোমার প্রাণ বাঁচাবার সবটুকু কৃতিত্ব ওই তক্তাটার,' বলল। 'পিঠের ওপর আড়াআড়ি ভাবে ছিল এটা, পাথরের সব ভার তোমার পিঠের বদলে এই তক্তা বেচারাই বহন করেছে।'

'আসল কৃতিত্ব তোমার।' লার্দোর চোখে চোখ রাখল রানা। 'ধন্যবাদ, লার্দো।'

লার্দোকে লজ্জা পেতে দেখে অবাক হয়ে গেল রানা। রঙের ছোপ লেগেছে প্রকাণ্ড মুখটায়। 'ও কিছু নয়, রানা।' ঝট করে মুখ তুলল আকাশের দিকে। 'এবার আমাদের বোধহয় রওনা হওয়া উচিত,' মোনিকার দিকে তাকাল সে, চোখের দৃষ্টিতে ব্যাকুলতা। 'নড়তে চড়তে পারবে তো ও?'

ধীরে ধীরে দু'পায়ে দাঁড়াল রানা। 'না পেরে উপায় আছে?' বলল ও। হাসছে। 'এখানে আর এক মুহূর্তও নয়।' লার্দোর দিকে ফিরে বলল, 'যাও, টানেলের মুখটা আবার সীল করে দাও।' লার্দো রওনা হয়ে গেল। 'পেপিনো কোথায়?'

'ট্রাকে বসে আছে সারাক্ষণ,' বলল ম্যাটাপ্যান।

'ক্যারাভ্যানে পাঠাও ওকে। তোমাদের লোক দু'জনকেও পাহাড় থেকে নামতে বলো। পেপিনোর সাথে তারাও যাক। ওরা এই মুহূর্তে রাপালোর উদ্দেশে রওনা হয়ে যেতে পারে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানিয়ে চলে গেল ম্যাটাপ্যান। মোনিকটা বলল, 'খানিক বিশ্রাম নিয়ে নিলে পারতে না?'

'রাপালোয় বিশ্রাম নেবার অনেক সময় পাওয়া যাবে। তুমি ট্রাক চালাতে

পারবে তো ঠিক?'

'তা পারব।'

'গুড! লার্দো আর ম্যাটাপ্যান একটায় উঠুক, আমরা আরেকটায় চড়ব। আমি চালাতে পারব না, তবে তোমাকে সঙ্গ দিতে পারব।' মোনিকা আর ম্যাটাপ্যানকে একসাথে থাকতে দিতে চায় না রানা। ম্যাটাপ্যানের সাথে ও নিজে যেতে পারে, কিন্তু রাস্তায় সে যদি কোনরকম চালাকি করতে চায়, রানা তার সাথে এই শরীর নিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারবে না।

টানেলের মুখ সীল করে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল লার্দো। 'কিভাবে যাচ্ছি আমরা?'

'তুমি যাচ্ছ ম্যাটাপ্যানের সাথে ওই ট্রাকে,' বলল রানা। 'এক্ষুণি ফিরছে সে। সাবধান, খুব কাছ থেকে অনুসরণ কোরো না আমাদের। ট্রাক দুটোকে দেখে একটা কনভয় বলে যেন মনে না হয়।'

'রাস্তায় অসুস্থ হয়ে পড়বে না তো?'

'আমি ঠিক থাকব,' বলে হাঁটা ধরল রানা ট্রাকটার দিকে। যান্ত্রিক পুতুলের মত লাগছে ওর হাঁটা, লক্ষ্য করল মোনিকা। শরীর খুব কম নেড়ে চলাফেরা করতে হচ্ছে ওকে। ড্রাইভিং সীটের পাশে বসল ও। কিন্তু পিছনে হেলান দিতে সাহস পেল না। পাশে বসে ওর দিকে তাকাল মোনিকা।

'স্টার্ট দিয়ে ছেড়ে দাও,' বলল রানা।

সৌখিন প্রাইভেট কার চালিয়েছে মোনিকা, ট্রাক চালাবার অভিজ্ঞতা তার এই প্রথম। গিয়ার বদলাতে হিমশিম খাচ্ছে দেখে ট্রাক থামাতে নির্দেশ দিল রানা। ডাবল ডি-ক্লাচ কিভাবে করতে হয় তা দেখিয়ে দিল ও। এরপর থেকে আর বিশেষ কোন অসুবিধে হলো না মোনিকার।

সারাটা রাস্তা অসহ্য কষ্ট পেল রানা। পিঠের ব্যথায় চোখ শুকনো রাখা কঠিন হয়ে উঠল ওর পক্ষে।

'একজন ডাক্তারকে না দেখালেই নয়,' বলল মোনিকা।

'ধন্যবাদ,' বলল রানা।

'ধন্যবাদ কিসের?'

'বন্ধুর মত আচরণ করছ, তাই।'

'আমি তাহলে এখন তোমার বন্ধু?'

'যখন আটকা পড়েছিলাম, কই, দাঁতে তো কিক মারোনি!'

কৌতুক ফুটে উঠল মোনিকার চোখে। 'সেজন্যে বন্ধু হয়ে গেলাম? কিন্তু, তা তো লার্দোও মারেনি।'

'আমাকে ওর এখনও দরকার। আমাকে ছাড়া ইটালি থেকে সোনাটা বের করে নিয়ে যেতে পারবে না সে।'

'তোমার বিপদে ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে দেখেছি ওকে আমি,' বলল মোনিকা। 'আমার কিন্তু মনে হয় না সে-সময় সোনার কথা মনে ছিল ওর।' বাঁক নিতে যাচ্ছে, তাই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল মোনিকা। 'সোনার কথা মুহূর্তের জন্যে ভুলতে

পারছে না, বা ভুলতে রাজি নয়, মাত্র একজনই।'

'কে?'

'পেপিনো,' বলল মোনিকা। 'বারবার ডেকেও তাকে আমি এক বারের জন্যে ট্রাক থেকে নামাতে পারিনি। সারাক্ষণ তৈরি হয়ে বসে ছিল স্টার্ট দিয়ে রওনা হবার জন্যে। আশ্চর্য একটা মানুষ।'

ব্যথায় কাতর থাকায় মোনিকার কথার অন্তর্নিহিত অর্থ যাচাই করে দেখার অবকাশ পেল না রানা। পুরানো, ময়লা ফিতের মত রাস্তার দিকে চেয়ে আছে ও। অতীতের অনেক টুকরো কথা মনে আসছে অসংলগ্ন ভাবে। ছোট্ট একটা কথা মনে পড়ল। কই, ওটা তো চোখে পড়ল না! বেশ ক'বছর আগে একটা সিগারেট কেসের কথা বলেছিল ওকে পেপিনো। কোথায় সেটা? এই সিগারেট কেসটাই তো ১৯৪০ সালে Brenner Pass এ মুসোলিনীকে উপহার দিয়েছিল হিটলার। অন্তত এই রকম ধারণা পোষণ করা হয়।

মাত্র একবার ভাবল রানা সিগারেট কেসটার কথা। পরমুহূর্তে মাথা থেকে বেরিয়ে গেল প্রসঙ্গটা। আবার যখন ফিরে এল মাথায়, তখন এ ব্যাপারে কিছু করার সময় পেরিয়ে গেছে।

চার

পরদিন চার তারিখ। গতকালের চেয়ে বেশ কিছুটা সুস্থ আর সতেজ বোধ করছে রানা। সবাই ইতিমধ্যে গলভিয়োর বোটইয়ার্ডে আশ্রয় নিয়েছে। রিজার্ভ করা প্রকাণ্ড শেডটা এখন ওদের দখলে। মালপত্তর নামিয়ে নিয়ে ট্রাকগুলো মালিকদের কাছে ধন্যবাদ সহ ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। ক্যারাভ্যানটা রাখা হয়েছে একধারে, রান্নাঘর এবং শোবার ঘর হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে।

কাজের ক্ষমতা এখনও রানার ফিরে আসেনি, তাই লার্দো আর পেপিনো ইয়ট বেসিন থেকে সানফ্লাওয়ারকে আনতে গেল। ওদেরকে পাঠাবার আগে রানা অবশ্য গগল আর কোসেঞ্জা সম্পর্কে শেষ খবরটা জেনে নিয়েছে।

গলভিয়োর সাথে কথা বলল মোনিকা। তারপরই কয়েকজন ইটালিয়ান ঢুকল ইয়ার্ডে তাদের রিপোর্ট দেবার জন্যে। মোনিকার সাথে গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা বিনিময়ের পর আবার তারা গা ঢাকা দিল অন্ধকারে।

মোনিকা থমথমে মুখে কাছে এল রানার। 'লুইগী হাসপাতালে,' গলাটা শুকনো। 'ওরা তার মাথার খুলি ফাটিয়ে দিয়েছে।'

বেচারা, ভাবল রানা। কোসেঞ্জার অনুচররা তাকে ঘুষ দেবার ঝামেলার মধ্যে যায়নি, বোঝা যাচ্ছে। বন্দর পুলিস অপরাধীদের খুঁজছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। কর্তৃপক্ষ রানার সাথে দেখা করে জানতে চায় সানফ্লাওয়ার থেকে কি কি জিনিস চুরি গেছে। তাদের ধারণা, এটা আর একটা ডাকাতির কেস।

মোনিকা কঠোর। 'তারা কে আমরা তা জানি,' বলল সে। 'রাপালো থেকে তারা নিজেদের পায়ে হেঁটে বেরিয়ে যেতে পারবে না।'

'না। ওদেরকে ছুঁয়ো না,' বলল রানা। চুরি করে যে কাগজপত্রগুলো নিয়ে গেছে ওরা তা দেখে কোসেঞ্জা এবং গগল ভুল বুঝতে পারে, এখনও আশা করছে ও। নিষেধ করার আরেকটা কারণ হলো, মোনিকাদের সাথে ওদের সম্পর্ক আছে তা প্রচার হতে দিতে চায় না ও। কোসেঞ্জার অনুচরদের মোনিকার লোকেরা ঠেঙালে কোসেঞ্জা এবং গগল দুয়ে-দুয়ে চারের মত সহজেই অঙ্ক কষে ব্যাপারটা বুঝে নেবে। এর ফলে চিহ্নিত হয়ে যাবে মোনিকা।

'কেন?'

'আমরা চলে যাব,' বলল রানা। 'কিন্তু তুমি থাকবে ইটালিতে। আমাদের জন্যে ভবিষ্যতে তোমার কোন বিপদ হোক এ আমি চাই না। দরকার নেই ওদের গায়ে হাত দেবার। পরে ওদের ব্যাপারে কিছু একটা করা যাবে। গগল আর কোসেঞ্জার খবর কি পেয়েছো বলো।'

এখনও জেনোয়াতেই আছে, পরস্পরের সাথে দেখা করছে প্রতিদিন। রাপালো থেকে ওদের অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার খবর পেয়েই আরও তিনজন লোক পাঠিয়েছে ওরা, একুনে রাপালোয় ওদের লোক সংখ্যা দাঁড়াল পাঁচে। গগল তার ফেয়ারমেইলকে পানি থেকে তুলেছে এবং সাদা চুলো পোকরু এখন খুব ব্যস্ত সেটাকে নতুন করে রঙ লাগাবার কাজে। কিন্তু অ্যারাবিয়ান মৌলা ইস্রাফিল গায়েব হয়ে গেছে। তবে, রাপালোয় সে যে নেই সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

সব কথা জানাল রানা লার্দোকে ডেকে। সব শেষে বলল, 'সানফ্রাওয়ারকে আনতে গিয়ে পুলিসকে তুমি জানাবে যে পাহাড়ে চড়তে গিয়ে আহত হয়েছি আমি, চলাফেরা করতে পারছি না। চুরি প্রসঙ্গে যত পারো চেঁচামেচি করবে, যেন তুমি দুনিয়ার সবচেয়ে সৎ লোক। হাসপাতালেও যেতে হবে তোমাকে একবার। খবর নেবে লুইগীর। ওকে বলবে হাসপাতালের যাবতীয় খরচ তো বটেই, আরও কিছু টাকা ওকে আমরা দেব।'

অভ্যাসবশত দু'কোমরে হাত রেখে বুক ফুলাল লার্দো। 'আমাকে একবার অনুমতি দাও, বেজন্মাগুলোর পা কেটে নিয়ে ব্যাঙ বানিয়ে ছেড়ে দিই! বুড়ো মানুষের গায়ে হাত তোলার মজাটা...'

'এখন নয়,' বলল রানা। 'ওদেরকে চিনতে পারলেও কাছাকাছি যেয়ো না। তোমাকে আমি অনুমতি দেব, কিন্তু পরে। এখান থেকে রওনা হবার ঠিক আগে।'

পেপিনোকে নিয়ে চলে গেল লার্দো।

ম্যাটাপ্যানের সাথে কথা বলল রানা। 'লুইগীর ব্যাপারটা শুনেছ?'

দু'দিকের চোয়াল উঁচু হয়ে উঠল ম্যাটাপ্যানের। এটাই তার জবাব। মুখে কিছু বলল না।

'আমি ভাবছি, এখানে আমাদের নিরাপত্তার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা দরকার।'

'ব্যবস্থা হয়েছে,' বলল ম্যাটাপ্যান। 'নিখুঁত একটা পাহারার মাঝখানে আছি

আমরা।'

'মোনিকা জানে? কই, সে তো আমাকে কিছু বলেনি!'

'তিনি আমার ওপর দায়িত্ব দিয়েছেন, আমি তা পালন করছি। সবকিছু তার না জানলেও চলে। প্রয়োজন হলে জানাব বৈকি। একটা কথা জেনে রাখুন, এই বোটইয়ার্ডের চারধারে কড়া পাহারা আছে। যখন তখনই পাঁচ মিনিটের মধ্যে দশজন লোককে পেতে পারি আমি।'

'কেমন লোক তারা? কোসেঞ্জার লোকদের সাথে লড়তে পারবে?'

হাসল ম্যাটাপ্যান। 'কোসেঞ্জার লোকেরা যুদ্ধ-ফেরতা নয়, সিনর রানা। আমি যাদের কথা বলছি তারা সবাই এক একজন সেয়ানা যোদ্ধা। কোসেঞ্জার লোকেরা যদি লাগতে আসে, ওদের জন্যে করুণা বোধ করব আমি।'

সন্তুষ্ট হলো রানা। যতদূর সম্ভব যোদ্ধাদের সাহসের কাছে কোসেঞ্জার ডক-চোরেরা কোনভাবেই হালে পানি পাবে না।

'কিন্তু, মনে রেখো, খুন খারাবি চাই না আমরা।'

'ওদের তরফ থেকে শুরু না হলেই হয় এখন,' বলল ম্যাটাপ্যান। 'যদি হয়,' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'তাহলে আমার লোকদের আমি সামলাতে পারব কিনা বলতে পারছি না।'

ম্যাটাপ্যানকে রেখে ক্যারাভ্যানে গিয়ে উঠল রানা। মেশিন-পিস্তলটা পরিষ্কার করে তাতে তেল দিল। টানেলটা একেবারে শুকনো ছিল বলে অস্ত্রটার বিশেষ ক্ষতি হয়নি। কিন্তু অ্যামুনিশনের ব্যাপারে পুরোপুরি সন্দেহ মুক্ত হতে পারছে না রানা। বুলেটের পিছন দিকের চার্জে গত ত্রিশ বছরে যদি রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে থাকে তাহলে দরকারের সময়ে কোন কাজেই আসবে না ওগুলো। গোলাগুলি শুরু হবার আগে ব্যাপারটা জানার কোন উপায় দেখল না রানা। ফলে অস্বস্তি রয়ে গেল মনের মধ্যে।

অবশ্য, গোলাগুলি আরম্ভ নাও হতে পারে। ভাবছে রানা। ওদের সাথে মোনিকা-বাহিনীর সম্পর্ক আছে তা গগল এবং কোসেঞ্জার না জানার সম্ভাবনাই বেশি। ব্যাপারটাকে গোপন রাখার জন্যে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করেছে ও। কোসেঞ্জা যদি আক্রমণ করেই বসে, জীবনের সবচেয়ে বড় চমক খাবে সে। কিন্তু তা করবে বলে মনে হচ্ছে না আপাতত।

শেষ বিকেলের দিকে সানফ্লাওয়ারকে নিয়ে ইয়ার্ডে ঢুকল ওরা। গলভিয়োর দুই ছেলে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ইয়টটাকে মাস্তুল খুলে শেডে ঢোকাতে। রানাকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল লার্দো, 'একটা লঞ্চ আমাদেরকে ফলো করে এই পর্যন্ত এসেছে।'

'তার মানে ওরা জানে এখানে আমরা আছি?'

'হ্যাঁ। কিন্তু ভুগিয়েছি খুব।'

'তাতে কি লাভ হলো?' বলল রানা। 'যাক, করতে পারতেই বা কি তোমরা! কি চুরি গেছে সানফ্লাওয়ার থেকে দেখেছ?'

'বিশেষ কিছু না,' বলল লার্দো। 'কাগজপত্র কিছু চুরি গিয়ে থাকতে পারে।

দেখলাম ড্রয়ার আর লকারে যা কিছু ছিল সব নামিয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে রেখে গেছে। আমরা তুলে রেখেছি আবার।'

'ফার্নেসগুলো?'

'সব ঠিক আছে। গিয়ে ওগুলোই তো প্রথম খোঁজ করি।'

একটা স্বস্তি অনুভব করল রানা। ফার্নেসগুলো চুরি গেলে এত পরিশ্রম সব মাঠে মারা যেত। আবার বিকল্প ব্যবস্থা করতে হলে নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে তাঞ্জিয়ারে পৌঁছানোর কোন আশাই থাকত না। দেরি এমনিতেই অনেক হয়ে গেছে, সময় মত পৌঁছানো এই পরিস্থিতিতেও সম্ভব কিনা কে জানে।

সানফ্লাওয়ার থেকে ফার্নেসগুলো নামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল লার্দো। খানিকপরই দেখা গেল শেডের একধারে একটা বেঞ্চের উপর সবগুলোকে সাজিয়ে ফেলেছে সে। ম্যাটাপ্যান মুখ ভার করে দেখল সব, কিন্তু কোন মন্তব্য বা প্রশ্ন করল না।

রানা বুঝল, ম্যাটাপ্যান বা মোনিকার কাছে ওদের পরিকল্পনা খুলে বলার সময় এসেছে। এই পর্যন্ত ইটালিয়ানরা ওদের সাথে খারাপ কোন আচরণ করেনি, এবং পছন্দ হোক বা না হোক, আসলে অনেকটা ওদের দয়ার উপরই টিকে আছে ওরা। যদি চায় তাহলে যে-কোন মুহূর্তে গুপ্তধনের সবটা কেড়ে নিতে পারে তারা।

ম্যাটাপ্যানকে বলল রানা, 'সানফ্লাওয়ারের জন্যে নতুন একটা কীল তৈরি করতে যাচ্ছি আমরা।'

'কেন? পুরানোটার কি হয়েছে?'

'হয়নি কিছু। ওটা শুধু সীসার তৈরি। আমি চাই সোনার একটা কীল।'

হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ম্যাটাপ্যানের মুখ। 'ভেবে মরছিলাম এদেশ থেকে কিভাবে তোমরা সোনটা বের করে নিয়ে যাবে। কোন উপায় দেখছিলাম না, অথচ তোমাদেরকে এ নিয়ে মাথা ঘামাতে দেখিনি। কেন, তা এখন বুঝতে পারছি।'

ম্যাটাপ্যানকে মুচকি একটা হাসি উপহার দিয়ে লার্দোর কাছে গেল রানা, তাকে বলল, 'ক'দিনের জন্যে খবরদার, ভারী কোন কাজের ভার আমার ওপর চাপিয়ো না। বসে করার কাজ দাও। ফার্নেসগুলোকে বরং ফিট করতে দাও আমাকে। তুমি অন্য কিছুতে হাত দাও।'

'গলভিয়োর কাছে প্রচুর মোল্ডিং স্যান্ড আছে, সেগুলো নিয়ে এসে রাখি আমি,' বলল লার্দো।

কোমরের বেল্ট খুলে গোপন পকেট থেকে নতুন কীলটার একটা নক্সা বের করল রানা। রেবেকার চাপে পড়ে এই নক্সাটা তৈরি করেছিল ও। কাগজটা লার্দোকে দিল রানা। 'এই প্যাটার্ন হবে কীলটার। মাপ যদি ঠিক থাকে খাপে খাপে বসে যাবে ইয়টের তলায়।'

নক্সাটা নিয়ে গলভিয়োর সাথে দেখা করতে চলে গেল লার্দো। ফার্নেসগুলো ফিট করতে বসল রানা। কঠিন কোন কাজ নয়, সে রাতেই শেষ করতে পারল ও।

করাত দিয়ে সোনা কাটা বিদঘুটে একটা কাজ। জিনিসটা নরম, করাতের দাঁত খানিকপরই বুজে যায়। অথচ, করাত ছাড়া কাটার আর কিছু ব্যবস্থা নেই।

কাটতেই হবে, কারণ প্রতিবার দু'পাউন্ড করে সোনা গলাতে হচ্ছে। সোনা কাটার দায়িত্ব নিয়ে গলদঘর্ম হতে লাগল পেপিনো। চার টন সোনাকে দু'পাউন্ডের টুকরোয় রূপান্তরিত করা চাট্টিখানি কথা নয়। সোনার গুঁড়ো একটা সমস্যা হয়ে দেখা দিলেও রানা ছোট একটা ভ্যাকিউম ক্লিনার কিনে এ ব্যাপারে সাহায্য করল পেপিনোকে। সেটাকে ব্যবহার করে সোনার ধুলো শুষে নেয়া হচ্ছে মেঝে থেকে। তা সত্ত্বেও, দিনের শেষে রানা অনুমান করল, কাটাকুটির ফলে বেশ অনেকটা সোনা ফালতু নষ্ট হয়েছে।

প্রথম দফা সোনা গলানো দেখার জন্যে গোল হয়ে দাঁড়াল ওরা সবাই। ছোট একটুকরো সোনা গ্র্যাফাইট ম্যাটে ফেলে ফার্নেসের বোতামে চাপ দিল লার্দো। দারুণ সাদা একটা শিখা লকলকিয়ে উঠল ম্যাটটা গরম হয়ে উঠতেই। উঁচু মত টুকরোটা বসার ভঙ্গিতে ধসে গেল, গলে তরল হয়ে গেল চোখের পলকে। ছাঁচে ঢালা যেতে পারে এখন।

ফার্নেস তিনটে নিখুঁত কাজ করছে, কিন্তু অল্প অল্প করে সোনা গলাতে হবে বলে কাজটা লম্বা সময় নেবে, জানে রানা। ছাঁচের ভিতর এক প্রস্থ তার ঢোকাল ওরা, সোনা যাতে গায়ে গা লাগিয়ে থাকে। কিন্তু লার্দো মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারছে না।

'এই যে অল্প অল্প করে ঢালা হচ্ছে, এর পরিণতি কি?' জানতে চাইল সে। 'অসংখ্য ফাটল থেকেই যাবে, দেখো। গোটা একটা সোনার কীল আমরা শেষ পর্যন্ত পাব? আমার মনে হয় না।'

তাই আরও বেশি করে তারের জাল ছাঁচে ফেলে তার উপর তরল সোনা ঢালা হতে লাগল।

সামনের দিকে ঝুঁকতে পারছে না রানা, বসলে দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে। ব্যাপারটা নিয়ে লার্দোর সাথে আলাপ করতে সে বলল, 'তোমার বাপু আমাদের সাথে থেকে লাভটা কি! তারচে' শহরে গিয়ে ঘুর-ঘুর করো না কেন!'

মোনিকা নতুন করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল ওর পিঠে। খুশি মনে শহরে গেল রানা। শহরে মানে, সোজা ইয়ট ক্লাবে। জানালার সামনে একটা টেবিলে এক পেগ হুইস্কি নিয়ে বসল ও। ছোট ছোট চুমুক দিচ্ছে গ্লাসে, চোখের দৃষ্টি ইয়ট বেসিনের দিকে। নতুন একটা বোট নজর এড়াল না। প্রায় একশো টনের। হরহামেশা এই রকম বড় আকারের মোটর ইয়ট মেডিটারেনিয়ানে দেখতে পাওয়া যায়। ধনীদের বিলাস-ভ্রমণের বাহন। নতুন করে রঙ লাগানো হয়েছে ইয়টটায়, সাদা রাজহংসীর মত ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন লাগছে। বিনকিউলার চোখে তুলে তাকাল রানা। ইয়টটার নাম ম্যামারিজ।

ক্লাব ছাড়ার সময় অনুসরণকারীদের অস্তিত্ব টের পেল রানা। আপন মনে হাসল ও। ক্লাব থেকে বেরিয়ে এমন সব জায়গায় গেল যেখানে নিরীহ একজন ট্যুরিস্টেরই শুধু যাবার কথা। শরীর অক্ষত থাকলে হেঁটেই খসাতে পারত সে ওদেরকে। একটা ট্যাক্সি ভাড়া করল রানা। ওদের সংগঠনটা ভাল, স্বীকার করল ও। ভোজবাজির মত একটা প্রাইভেট কার পৌঁছে গেল, তুলে নিল অনুসরণ-

কারীদের।

শুনে মোনিকা বলল, 'কোসেঙ্গা রাপালোয় তার আরও লোক পাঠিয়েছে।'

খারাপ। 'আরও কত?'

'তিনজন। মানে, মোট আটজন হলো। আমার ধারণা তোমাদের প্রত্যেককে ফলো করার ব্যবস্থা করেছে কোসেঙ্গা, তোমরা ছড়িয়ে পড়ার পরও। এবং রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা।'

'গগল কোথায়?'

'এখনও জেনোয়ায়। আজ সকালে তার বোট পানিতে নামানো হয়েছে।'

'ধন্যবাদ, মোনিকা। তোমার দিকটা তুমি সুন্দর ম্যানেজ করছ।'

'ঝামেলাটা চুকলেই বাঁচি এখন,' গম্ভীর হয়ে উঠল সে। 'মনে হচ্ছে, এসবে জড়িয়ে না পড়লেই ভাল হত।'

'ভয় পেয়েছ?'

'পাব না? খুন খারাবি কিছু একটা যে ঘটবে তাতে তোমার কোন সন্দেহ আছে?'

'পরিস্থিতি খুব যে সুবিধের নয় তা আমিও স্বীকার যাচ্ছি,' নিঃশব্দে হাসল রানা। 'কিন্তু অনেক দূর এগিয়ে এসেছি আমরা, এখন আর চাইলেও পিছিয়ে যাওয়ার উপায় নেই।'

'তা ঠিক,' মৃদু কণ্ঠে বলল মোনিকা।

মোনিকাকে ক্যারাভ্যানে রেখে বেরিয়ে এল রানা বাইরে। ভাবছে। মোনিকা এতক্ষণে টের পেয়েছে খেলাটা সোনা নিয়ে নয়, আগুন নিয়ে। এই খেলায় দু'চারটে খুন না হওয়াই আশ্চর্য ব্যাপার বলে মনে হয়। বিরোধী পক্ষ আক্রমণ করবেই। তাছাড়া, লার্দোকেও বিশ্বাস করা যায় না। কাউকেই কি যায়?

কীল তৈরির কাজ এগোচ্ছে। উত্তপ্ত ফার্নেসের কাছে বসে সারাক্ষণ ঘামছে লার্দো আর ম্যাটাপ্যান। রানাকে দেখে চোখ থেকে গগলস সরাল লার্দো। 'গ্র্যাফাইট ম্যাট কত আছে আমাদের?'

'কেন?'

'বেশিক্ষণ টিকছে না এগুলো। একটা ম্যাটে চারবার গলাতে পারছি মাত্র, তারপরই পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। কাজটা শেষ হবার আগেই যদি ম্যাট শেষ হয়ে যায়? তখন?'

ভীতিকর। 'চেক করছি আমি,' কাগজ-কলম নিয়ে হিসেব করতে গেল রানা। হিসাবের পর ম্যাট গুনে ফিরে এল আবার লার্দোর কাছে। 'একটা ম্যাটে পাঁচবার গলাতে পারো?'

'হয়তো পারা যাবে, কিন্তু খুব সাবধানে কাজ করতে হবে বলে সময় লাগবে আরও বেশি। অত সময় কি দিতে পারব আমরা?'

'কাজ শেষ হবার আগেই ম্যাট যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে সময় থাকলেই বা কি!' বলল রানা। 'একটা ম্যাটে পাঁচবার গলালে দিনে কতবার গলাতে পারবে তুমি?'

চিন্তা করল লার্দো। তারপর উত্তর দিল, 'ঘন্টায় বারো বারের বেশি গলাতে পারব না।'

আবার অঙ্ক কষার জন্যে ফিরে গেল রানা। মোট সোনা ৯০০০ পাউন্ড। তার মানে ৪৫০০ বার গলাতে হবে। ৫০০ বার ইতিমধ্যে গলিয়ে ফেলেছে লার্দো। ঘন্টায় বারো বার মানে, ৩৪০টা শ্রম ঘন্টা—বারো ঘন্টায় একদিন ধরলে লাগছে ২৮ দিন।

উঁহু, ভাবল রানা, খুব বেশি সময় লেগে যাবে, নতুন করে হিসাব করা দরকার।

আজ আট তারিখ। ১৯ এপ্রিলের আগে বিক্রি করতেই হবে। হাতে মোট চল্লিশটা দিন। পনেরো দিন লাগবে তাঞ্জিয়ারে ফিরতে। হাতে থাকে ২৫ দিন। বার তৈরি করতে ৩ দিন যাবে। থাকে ২২ দিন। শেষ বার হিসাব করার সময় অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্যে ৭ দিন ধরেছিল ও, তা কমিয়ে যদি ৪ দিনও ধরা হয় তাহলেও হাতে ১৮ দিনের বেশি থাকে না।

ষোলো ঘন্টা করে যদি কাজ করা হয় তাহলেও লাগে ২১ দিন। ধরা যাক, অপ্রত্যাশিত ঘটনা কিছু ঘটল না। ১৮ দিনের সাথে ৪ দিন যোগ করা যেতে পারে তাহলে। ২২ দিন।

কিন্তু অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটবে না তা কি ধরে নেয়া উচিত হবে? পরিস্থিতি প্রতি মুহূর্তে যে রকম ঘোলাটে রূপ নিচ্ছে তাতে···তাছাড়া, বিরতি ছাড়া প্রতিদিন একটানা ষোলো ঘন্টা করে অমানুষিক পরিশ্রম করা কি গাধার পক্ষেও সম্ভব?

রক্তাক্ত পিঠটাকে অভিশাপ দেয়া ছাড়া করার কিছু দেখল না রানা। তীরে এসে তরী ডুববে নাকি শেষ পর্যন্ত? ওদেরকে সাহায্য করতে পারলে সমস্যাটাকে এত বড় মনে করত না ও। সাহায্য করা একেবারে যে অসম্ভব তা নয়, কিন্তু তা করতে গিয়ে খারাপ যদি কিছু ঘটে তাহলে আর কোন সন্দেহ নেই যে গোটা ব্যাপারটাই ধসে পড়বে হুড়মুড় করে। কে চালিয়ে নিয়ে যাবে সানফ্লাওয়ারকে? যে রকম হাবভাব দেখাচ্ছে তাতে পেপিনোকে একবিন্দু আর বিশ্বাস করা যায় না। সম্পূর্ণ বোবা হয়ে গেছে সে। সারাক্ষণ কি যেন ভাবছে আর আড়চোখে ঘন ঘন তাকাচ্ছে চারপাশে সবার দিকে।

লার্দোর কাছে ফিরে এল রানা। 'একটানা আরও বেশিক্ষণ খাটতে হবে তোমাকে, লার্দো। সময়ের সাথে পাল্লা দিতে পারছি না আমরা।'

'পারলে দিনে চব্বিশ ঘন্টা খাটব আমি,' বলল লার্দো। 'কিন্তু তা পারব না। সুতরাং, জ্ঞান হারাবার আগে পর্যন্ত থাকছি আমি।'

ওদের কাজে কোন ত্রুটি আছে কিনা দেখার সিদ্ধান্ত নিল রানা। জায়গা ছেড়ে নড়ল না ঝাড়া একঘন্টা। এক ঘন্টার মধ্যেই কাজের গতি বাড়াবার একটা উপায় আবিষ্কার করে ফেলল ও।

পরদিন মার্চের নয় তারিখ। সকালেই দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিল ও। প্রথমেই সোনা ছাঁচে ঢালা ছাড়া লার্দোকে আর কোন কাজে হাত লাগাতে নিষেধ করল। বলল, 'ফার্নেস লোড করা বা ম্যাট পরিষ্কার করা বাদ দাও তুমি।' সোনা

গলাবার এবং তরল সোনা সহ ফার্নেস লার্দোর হাতে তুলে দেয়ার দায়িত্ব দেয়া হলো ম্যাটাপ্যানকে।

করাত দিয়ে ইতিমধ্যে যথেষ্ট সোনা টুকরো করেছে পেপিনো, তাই বেঞ্চ থেকে তাকে নামতে বলল রানা। তাকে লার্দোর কাছ থেকে ফার্নেস নেবার, নিয়ে তাতে নতুন ম্যাট বসাবার এবং ম্যাটে সোনার টুকরো রাখার কাজ দিল ও। পুরানো ম্যাট পরিষ্কার করে আবার সেটাকে ব্যবহারের উপযোগী করার দায়িত্ব রাখল নিজের হাতে—কাজটা যেহেতু বসে করার।

নিয়মটা চালু তো হলো, কিন্তু ফলাফল? ফলাফল দেখে তাজ্জব বনে গেল সবাই। দিন শেষে দেখা গেল ঘণ্টায় গড়ে ষোলো বার সোনা গলিয়েছে ওরা, খুব বেশি ম্যাটও পুড়ে বাতিল হয়নি।

নতুন উদ্যমে শুরু হলো কাজ। এক এক করে কাটতে লাগল দিন। কিন্তু ক'দিন পরই দেখা গেল, কাজের অগ্রগতি আর আগের মত নেই। প্রচণ্ড, অমানুষিক পরিশ্রমে প্রত্যেকের ওজন কমে গেছে। চেহারাগুলো হয়েছে দেখার মত। শেষ পর্যন্ত অবস্থা দাঁড়াল, সারাদিনে ১৫০ বারের বেশি সোনা গলছে না। অথচ এখনও ২০০০ বার গলাতে হবে। রীতিমত আতঙ্ক বোধ করল রানা।

কিছু একটা করা দরকার। অস্থির হয়ে ভাবল রানা। সেদিন সন্ধ্যায় ডিনার খাবার সময় বলল রানা, 'দেখো, অসম্ভব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমরা। আগামীকাল আমরা সবাই ছুটি নেব, কাজের ধারে কাছেও যাব না কেউ। স্রেফ গায়ে বাতাস লাগিয়ে বেড়াব।'

বিশ্রাম নেবার পর কাজের গতি বাড়তে পারে, এই আশার উপর একটা ঝুঁকি নিতে চাইছে রানা।

কিন্তু লার্দো অগ্রাহ্য করল প্রস্তাবটা। 'ওসব ছাড়ো। নষ্ট করার মত সময় আমাদের হাতে নেই।'

'বিশ্রাম নিলে সুবিধে হবে,' বলল রানা। 'শেষ পর্যন্ত দেখবে বেশি কাজ করতে পারব আমরা। ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো।'

এতদিনের জমে ওঠা ক্লান্তি তর্ক করার জোর কেড়ে নিয়েছে লার্দোর কাছ থেকে। রানার কথার উত্তরে একটা শব্দও উচ্চারণ করল না সে। কালি পড়া চোখ ঘষল দু'হাতে।

পরদিন ছুটি, এই চিন্তায় বিভোর হয়ে ঘুমাতে গেল বাকি সবাই।

ব্রেকফাস্টের সময়, পরদিন, মোনিকাকে প্রশ্ন করল রানা, 'শত্রুরা করছেটা কি?'

'এখনও লক্ষ্য রাখছে।'

'দল ভারি করছে না?'

মাথা নাড়ল মোনিকা। 'না। সেই আটজনই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে পালা বদল করে।'

'একটু পরিশ্রম করানো যেতে পারে ওদের,' বলল রানা। 'শহরে ছড়িয়ে পড়ব আমরা তিনজন এমন কি শহরের বাইরেও কোথাও থেকে বেড়িয়ে আসতে পারি।

এতদিন বিনা পরিশ্রমে বেতন নিয়েছে ব্যাটারা, আজ না হয় একটু ঘাম ঝরালই। কেমন হবে বলে মনে করো?'

মুখ দেখেই বোঝা গেল লার্দো খুশি।

'কিন্তু,' তাকে বলল রানা, 'কারও গায়ে হাত তুলতে পারবে না তুমি। সংঘর্ষের জন্যে এখনও আমরা তৈরি নই। ওটা যত দেরিতে ঘটে আমাদের জন্য ততই মঙ্গল। এই অবস্থায় আমাদের মধ্যে কেউ যদি অচল হয়ে পড়ে, তাহলেই সর্বনাশ। কীল তৈরি করতে একটা দিনও যদি দেরি হয়, এত পরিশ্রম সব বৃথা হয়ে যাবে।'

অন্যদিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে পেপিনো। তাকে বলল রানা, 'আর তুমি বাবাজী দয়া করে মদ্য পান করা থেকে বিরত থাকবে। খেতে ইচ্ছে হবে, মনে রেখো, কিন্তু খাবে না। কি?'

'আচ্ছা, আচ্ছা!'

'তাঞ্জিয়ারে কি বলেছিলাম মনে আছে তো?' কঠোর হলো রানা। 'মদ খেলে...'

'মনে আছে,' রানাকে থামিয়ে দিয়ে কর্কশ গলায় বলল পেপিনো। পরমুহূর্তে তাকাল আড়চোখে রানার দিকে। ধরা পড়ে গিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল দ্রুত।

মোনিকাকে বলল রানা, 'পাথরগুলোর দাম জানার কি উপায় করছ তুমি?'

'একজন জুয়েলারের সাথে আজই আমি দেখা করব ভেবেছি,' বলল মোনিকা। 'খুব সম্ভব আগামীকাল দেখতে আসবে সে।'

'আসুক। কিন্তু ছদ্মবেশ ইত্যাদির ব্যবস্থা যেন করে আসে। জুয়েলের গন্ধ পেলে কোসেঞ্জার লোকদের কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না।'

'গলভিয়ো তাকে একটা ট্রাকে লুকিয়ে নিয়ে আসতে পারবে, বলল ম্যাটাপ্যান।

'সেই ভাল,' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা, সিধে হলো যতটা সম্ভব। 'আমরা এক-একজন এক-একদিকে রওনা হব। ম্যাটাপ্যান, তুমি আর মোনিকা সবার শেষে বেরুলে ভাল হয়। তোমাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক আছে তা জানাজানি হোক চাই না। আরেকটা কথা। সবাই চলে গেলে এই জায়গা কতটুকু নিরাপদ?'

মোনিকা বলল, 'সারাদিন আমার দশজন লোক থাকবে এখানে।'

'গুড! কিন্তু ওদেরকে বলে দিয়ো সন্দেহ জাগাতে পারে এমন কোন আচরণ যেন না করে।'

শহরের পথে হাঁটার সময় মনটা খুশি রানার। পিঠটা সেরে উঠছে। ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে আসছে সব।

সকালটা গোবেচারা ট্যুরিস্টের মত টুকিটাকি জিনিস কিনে কাটিয়ে দিল। একটা বই কিনে ঢুকল একটা কাফেতে। তিন কাপ কফি খেলো, কেনেথ এন্ডারসনের লোমহর্ষক শিকার কাহিনীর অর্ধেক পড়ে শেষ করল ওখানেই বসে।

দুপুরের দিকে ইয়ট ক্লাবে ঢুকল রানা গলা ভেজাবার জন্যে। অন্যান্য দিনের তুলনায় ভিড় একটু বেশি, তারচেয়ে বেশি চেঁচামেচি। বারের দূর প্রান্তে হাফ

মাতালদের একটা দল মহা হাঙ্গামা বাধিয়ে বসেছে। আর সব দিক থেকে খদ্দেররা সেদিকে তাকাচ্ছে ভুরু কুঁচকে, বিরক্তির সাথে। স্টুয়ার্ড আসতে হুইস্কির অর্ডার দিল রানা, জানতে চাইল, 'এত হৈ চৈ কিসের?'

অসন্তোষ ফুটে উঠল লোকটার চেহারায়। 'আর বলবেন না! মাতলামো করতেই এসেছে ওরা।'

'ক্লাবের সেক্রেটারি কি করছে?'

স্টুয়ার্ড একটু থমকে গেল। বলল, 'কিছু লোক আইনের তোয়াক্কা করে না, সিনর। ওদের সাথে লাগতে গেলে ঝামেলাই শুধু বাড়ে।'

কথা বাড়াল না রানা। ড্রিঙ্ক নিয়ে পাশের লাউঞ্জে গিয়ে বসল ও। বিশ মিনিট পর অন্য একজন স্টুয়ার্ড সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, 'একজন ভদ্রমহিলা আপনার সাথে দেখা করতে চাইছেন, সিনর।'

করিডরে বেরুতেই রানা দেখতে পেল মোনিকাকে। 'এখানে কি মনে করে?' বিরক্তি চেপে রেখে জানতে চাইল ও।

'কোসেঞ্জা এখন রাপালোয়,' বলল মোনিকা।

কিছু বলতে যাচ্ছিল, করিডরের বাঁকে ক্লাব সেক্রেটারিকে দেখতে পেয়ে চুপ করে গেল রানা। লোকটা দ্রুত এগিয়ে আসছে। মোনিকার দিকে ফিরল ও, 'ভিতরে চলো...'

'কন্টেসা!' বারে ঢুকতে গিয়ে থমকাল সেক্রেটারি, 'অনেক দিন পর আপনাকে দেখছি আবার...'

অনারারী হলেও রানা একজন ক্লাবের মেম্বার, তাই বলল, 'এঁকে আমার একজন গেস্ট হিসেবে সম্ভবত ক্লাবে আনতে পারি আমি, তাই না?'

থতমত খেয়ে গেল সেক্রেটারি, একটু পর মাথা ঝাঁকাল, 'অবশ্যই। একশো বার! ওঁর জন্যে এমন কি ক্লাবে ঢোকার কোন অনুমতিরও দরকার করে না।' দ্রুত পায়ে বারের দিকে ছুটল সেক্রেটারি। কি এক ব্যাপারে যেন ভীষণ উদ্বিগ্ন সে।

মোনিকাকে নিয়ে লাউঞ্জে ফিরে এসে বসল রানা। 'কয়েক ঢোক ড্রিঙ্ক দরকার তোমার,' বলল ও।

'শ্যাম্পেন,' কণ্ঠস্বর নিচু এবং উত্তেজিত মোনিকার। 'সাথে অনেক লোকজন নিয়ে এসেছে কোসেঞ্জা।'

'ঠাণ্ডা হও,' লাউঞ্জের স্টুয়ার্ডকে ডেকে শ্যাম্পেনের অর্ডার দিল রানা, সে চলে যেতে বলল, 'গগলের খবর কি?'

'জেনোয়া ত্যাগ করেছে ফেয়ারমেইল, কিন্তু এখন ঠিক কোথায় জানি না।'

'কোসেঞ্জা? কোথায় এখন সে?'

'রোঁয়াজা কাপ্রা হোটেলে একটা স্যুইট বুক করেছে সে ঘণ্টাখানেক আগে।'

'অনেক লোক?'

'আরও আটজন।'

খারাপ কথা, ভাবল রানা। আট আর আট, ষোলো। সাথে যোগ হবে কোসেঞ্জা, এবং সম্ভবত ফেয়ারমেইলের অন্যান্য আরোহী—গগল, মৌলা ইস্রাফিল,

পোকরু, কয়েকজন ক্রু। অনেক লোক। বিশজনেরও বেশি।

'আর আমরা ক'জন?'

হিসাব করল মোনিকা। 'পঁচিশ—পরে হয়তো সংখ্যা বাড়বে। এখনও কিছু বলতে পারি না।'

লোক সংখ্যা সমান সমান। অবস্থা খুব খারাপ তা বলা যায় না। প্রতিপক্ষের সব লোক ভাড়াটে, কিন্তু ওদের লোক মোনিকার ভক্ত এবং অধিকাংশই যুদ্ধ-ফেরতা।

কিন্তু দুশ্চিন্তার কারণ অন্যখানে। তিনজন মাত্র নিরীহদর্শন লোককে সামলাবার জন্যে কোসেঞ্জা বিশজন লোকের বাহিনী আনল কেন? এ থেকে একটা সত্যই বেরিয়ে আসছে, মোনিকার সাথে ওদের সম্পর্ক এখন আর কোসেঞ্জার কাছে গোপন নেই।

স্টুয়ার্ড শ্যাম্পেন নিয়ে এল। বিল মিটিয়ে দেয়ার সময় লক্ষ করল রানা, জানালা দিয়ে ইয়ট বেসিনের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে মোনিকা।

স্টুয়ার্ড চলে যেতে মোনিকা জানালার দিক থেকে চোখ ফেরাল। 'বলতে পারো, ওটা কি জাহাজ?'

'কোন্‌টা?'

'হাত তুলে ইয়ট বেসিনের মোটর ইয়টটাকে দেখাল মোনিকা। এর আগের বার ক্লাবে এসে দেখে গেছে রানা ওটাকে। 'ওহ্, ওটার কথা! ধনী কোন লোকের ভাসমান ব্রথেল আর কি!'

দ্রুত জানতে চাইল মোনিকা, 'নাম?'

স্মৃতি থেকে নামটা শিকার করে আনতে পাঁচ সেকেন্ড সময় নিল রানা। 'ম্যামারিজ।'

নামটা শুনেই রক্তশূন্য হয়ে গেল মোনিকার মুখ। চেয়ারের হাতল দুটো শক্ত করে ধরে ফেলল। 'এডোয়ার্ডোর বোট ওটা,' তিনটে অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল গলার ভিতর থেকে।

'এডোয়ার্ডো? কে সে?'

'এস্ত্রোনোলি এডোয়ার্ডো, আমার স্বামী।'

এক টুকরো আলো দেখতে পেল যেন রানা। সেক্রেটারির থতমত খাওয়ার কারণটা এবার পরিষ্কার হয়ে গেল। স্বামী নাগালের মধ্যেই রয়েছে, অথচ একজন আগন্তুক ম্যাডামকে গেস্ট হিসেবে আমন্ত্রণ জানাতে চাইছে ক্লাবে—ব্যাপারটা বিসদৃশ লাগারই কথা। 'বারে গণ্ডগোলের মূল কারণ সম্ভবত সে-ই তাহলে!'

'আমি যাই,' বলল মোনিকা।

'কেন?'

'ওর সাথে দেখা হয়ে যাক তা চাই না,' হাতের গ্লাস নামিয়ে রেখে হ্যান্ডব্যাগটা তুলে নিল মোনিকা।

'ড্রিঙ্কটা শেষ করেও তো যেতে পারো। এই প্রথম তোমাকে আমি একটা ড্রিঙ্ক কিনে দিয়েছি।'

রানার চোখে চোখ রেখে কি যেন বলতে গিয়েও বলল না মোনিকা। গ্লাসটা তুলে নিল নিঃশব্দে।

কিন্তু এস্ত্রোনোলির সাথে ওদের দেখা হয়েই গেল। লাউঞ্জের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গলাটাকে লম্বা করে দিয়ে হাসল সে। ঘাড় ফেরাতেই দেখতে পেল তাকে রানা।

'কি আশ্চর্য! মাই লাভিং ওয়াইফ, তুমি এখানে?' এস্ত্রোনোলির ছয় ফিটের মত লম্বা শরীরটা কোমরের কাছে ভাঁজ হয়ে উপরের অংশটা মেঝের সাথে সমান্তরাল হয়ে গেল। অদ্ভুত একটা কৌতুককর ভঙ্গি। তারপর সিধে হলো সে। 'ভদ্র পরিবেশেও মাঝে মাঝে গলা ভেজাও তাহলে? আমার ধারণা ছিল রাস্তার নোংরা শুঁড়িখানায় মদ খাও তুমি।'

দেখতে সুন্দর এস্ত্রোনোলি, কিন্তু কপালের দু'পাশে আর চোখের নিচে নীল শিরা ফুটে আছে। চোখের নিচে কালি, মুখটা বিবর্ণ। রানাকে গ্রাহ্যই করল না সে। এগিয়ে এল।

পাথরের মত সোজা নিষ্প্রাণ বসে আছে মোনিকা। সোজা তাকিয়ে আছে সাদা দেয়ালের দিকে। এস্ত্রোনোলি এসে পাশের চেয়ারে ধপ করে বসতেও তাকাল না ও।

'আমাদের সাথে বসার জন্যে তোমাকে ডাকা হয়নি,' বলল রানা।

ঝট্ করে ঘাড় ফেরাল এস্ত্রোনোলি রানার দিকে, খক্ খক্ করে বেয়াড়া হাসি হাসল। ফিরল মোনিকার দিকে। তার প্রায় কানের কাছে মুখ সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বলল, 'ইটালিয়ান চোর-ছ্যাঁচড়গুলোই কি যথেষ্ট নয়, মোনিকা? টাকার এতই অভাব? বিদেশী লাভার আবার ধরতে শুরু করলে কবে থেকে?'

টেবিলের নিচে দিয়ে একটা পা লম্বা করে দিল রানা। সামনের চেয়ারের একটা পায়ায় আটকে নিল পা। তারপর কষে টান মারল। অপর পায়ে লাথি মারল চেয়ারের সীটের কাছে। মুহূর্তে উল্টে গেল চেয়ারটা, চোখের পলকে নিজেকে আবিষ্কার করল এস্ত্রোনোলি মেঝের উপর চিৎপটাং অবস্থায়। চেয়ার ছেড়ে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। কিন্তু কোন কথা বলল না। ওঠার জন্যে সাহায্যের হাত বাড়াল না।

কোমরে ব্যথা পেয়েছে এস্ত্রোনোলি। ব্যথার ঘোর কাটতেই টের পেল ব্যাপারটা কি ঘটেছে। রাগে টকটকে লাল হয়ে উঠল মুখটা। ধীরে ধীরে দাঁড়াল সে। কাঁপছে।

'জানো তুমি আমি কে?' চেঁচিয়ে উঠল সে। গলার রগগুলো ফুলে উঠল। 'চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তোমাকে আমি এ দেশ থেকে বের করে দিতে পারি···'

'এস্ত্রোনোলি, রোমে ফিরে যাও,' শান্ত গলায় বলল রানা, 'লিগুরিয়া তোমার জন্যে খুব স্বাস্থ্যকর জায়গা নয়।'

'কথাটার মানে?' দু'কোমরে হাত রেখে রানার দিকে ঝুঁকে পড়ল এস্ত্রোনোলি। 'ওরে আমার কে রে! তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ নাকি?'

'পঞ্চাশজন লোক খুঁজছে তোমাকে,' বলল রানা। 'তুমি এসেছ একথা শুনলেই

কে আগে তোমার মুণ্ডু ছিঁড়বে তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে লড়াই বাধিয়ে দেবে ওরা।' মোনিকার দিকে ফিরল ও। 'তাড়াতাড়ি কেটে পড়ি চলো, মোনিকা। বানরের গায়ের গন্ধ একেবারেই সহ্য হয় না আমার।'

হ্যান্ডব্যাগ তুলে নিয়ে রানাকে পাশ কাটিয়ে করিডরে বেরিয়ে গেল মোনিকা। তাকে অনুসরণ করল রানা। লাউঞ্জে উপস্থিত লোকেরা ফিসফাস করছে, শুনতে পেল ও।

করিডর পেরোবার সময় কাঁধে একটা শক্ত হাত পড়ল। দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। 'হাত সরাও, এস্ত্রোনোলি।' ঠাণ্ডা গলায় বলল ও।

'জানি না তুমি কে,' দাঁতে দাঁত ঘষল এস্ত্রোনোলি। 'কিন্তু এতে কোন ভুল নেই যে তোমার পরিচয় উদ্ধার করতে আমার দশ মিনিটের বেশি সময় লাগবে না। তোমাদের দূতাবাসটাকে নরক করে তুলব আমি, কথা দিচ্ছি।'

'আমার নাম মাসুদ রানা, বাংলাদেশী,' বলল রানা। 'হাতটা তুমি এখনও সরাওনি, এস্ত্রোনোলি!'

সরায়নি, সরালও না। তার বদলে রানার কাঁধটা খামচে ধরে নিজের দিকে ওকে ঘোরাবার চেষ্টা করল এস্ত্রোনোলি।

ব্যাপারটা একেবারেই সহ্যের বাইরে মনে হলো রানার।

ঘুরল ও। এস্ত্রোনোলির নরম তলপেটে তিনটে আঙুল ঢুকিয়ে দিল। গুঙিয়ে উঠে নুয়ে পড়ল এস্ত্রোনোলি, গত কয়েক হপ্তার যাবতীয় রাগ ঝাড়ল রানা লোকটার পাঁজরে প্রচণ্ড এক ঘুসির মধ্যে দিয়ে। একা এস্ত্রোনোলিকে নয়, কোসেঞ্জা, গগল এবং আর সবাই যারা শকুনের মত ভিড় জমাচ্ছে তার চারপাশে তাদের উদ্দেশে মারল রানা দ্বিতীয় ঘুসিটা। এস্ত্রোনোলির চোয়ালটা গুঁড়ো হয়ে গেছে বলে মনে হলো ওর। ডান হাতের চারটে আঙুলের চামড়া ছড়ে গেছে তার চোয়ালের সাথে সংঘর্ষে। ময়দা ভর্তি বস্তার মত ধপাস করে কংক্রিটের করিডরে পড়ল এস্ত্রোনোলি, নিঃসাড় পড়েই থাকল। রানা দেখল, ঠোঁটের কোণ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে মেঝেতে।

ঘাড় ফেরাল রানা মোনিকার দিকে। কোথায় মোনিকা!

মোনিকার পরিবর্তে তার জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে অন্য একজন।

'কি পাঞ্চ!' প্রশংসা ঝরে পড়ল গগলের কণ্ঠস্বরে। 'মারও যে এমন সৌন্দর্য-মণ্ডিত হয়, এই প্রথম জানলাম। ও বেচারার চোয়াল দু'ভাগ হয়ে গেছে—নিজের কানে শব্দ শুনেছি আমি। লাইট-ওয়েটে নাম কিনতে পারবে তুমি, রানা, যদি চেষ্টা করো।'

জবাব দিল না রানা। ঘুসি মারতে গিয়ে আবার ব্যথা লেগেছে পিঠে। গগলের বেশ অনেকটা পেছনে মোনিকাকে দেখতে পেল রানা। পিছন ফিরে ওকে দেখল গগল। একগাল হাসি দিয়ে মোনিকাকে আপ্যায়িত করে রানার দিকে ফিরল আবার, অজ্ঞান এস্ত্রোনোলির দিকে তর্জনী তাক করল।

'করিডরে এভাবে পড়ে থেকে ও যে পাবলিক নুইস্যান্স ক্রিয়েট করছে, তার কি? ধরো, পাশের রুমে রেখে আসি জঞ্জালটাকে।'

চ্যাঙদোলা করে তুলে নিয়ে যাওয়া হলো এস্ত্রোনোলিকে। খালি রূমে নামিয়ে রাখা হলো অচেতন শরীরটা। সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে গগল বলল, 'দূতাবাসকে নাকি নরক বানিয়ে ছাড়বে—বাপরে বাপ! গভীর জলের মাছ। সন্দেহ নেই। কে?'

সংক্ষেপে পরিচয়টা দিল রানা।

'বুঝেছি, আর বলতে হবে না।' বিস্ময় ফুটে উঠল গগলের চোখে। 'ওকে তুমি মারলে? নাহ্ তোমার সাহস আছে বলতে হবে। তা মারলে কেন?'

'ব্যক্তিগত কারণে।'

'ভদ্রমহিলার সাথে জড়িত কোন ব্যাপার?'

'এস্ত্রোনোলির স্ত্রী ও।'

নিজের কপালে মৃদু চাপড় মারল গগল। 'বিপদেই পড়লে দেখতে পাচ্ছি। তোমাকে ছেড়ে দেবে, সে পাত্র ও নয়। যার নাম এস্ত্রোনোলি এডোয়ার্ডো। ওপর তলার সমস্ত শয়তানের সাথে দহরম-মহরম আছে ওর। তবে, বোধহয় কিছু করতে পারবে না তোমার। বোধহয় আমি সামলাতে পারব ব্যাপারটা। রানা, আমি না ফেরা পর্যন্ত এক-পা নোড়ো না তুমি এখান থেকে। তোমার বান্ধবীকেও নড়তে দিয়ো না! সাবধান, এস্ত্রোনোলিকে কেউ যেন এখান থেকে নিয়ে যেতে না পারে। আমি…এই যাব আর আসব!'

দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল রানা। একটা সিগারেট ধরাল। গগল সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে কোন সূত্র পাচ্ছে না। পিঠটায় নতুন করে আবার কি হয়েছে কে জানে, দাউ দাউ করে জ্বলছে। দপ দপ করছে ডান হাতের চারটে আঙুল। নিজের উপর রাগ হলো ওর। লার্দোকে যে ভুল করতে নিষেধ করেছিল, সেই ভুলই করে বসেছে সে নিজে।

দু'মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল গগল। সাথে চৌকো মুখো এক ইটালিয়ান, কাঁধ দুটো উঁচু, পরনে চমৎকার এক প্রস্থ স্যুট। 'আমার বন্ধু, সিনর কোসেঞ্জা,' ভুরু নাচিয়ে বলল গগল। 'কোসেঞ্জা, ও হলো রানা, সিনর মাসুদ রানা, যার কথা তোমাকে বলেছি।'

চমকে উঠল কোসেঞ্জা। দ্রুত একবার তাকাল গগলের দিকে। গগলকে নিঃশব্দে হাসতে দেখে তার হতভম্ব ভাবটা বাড়ল বৈ কমল না।

'সিনর রানা একটা গোলমালে জড়িয়ে পড়েছে,' বলল গগল। 'সরকারের একটা শক্ত খুঁটির সাথে ধাক্কা খেয়ে খুঁটির ক্ষতিসাধন করেছে ও,' কোসেঞ্জার কনুই ধরে তাকে ক'হাত তফাতে সরিয়ে নিয়ে গেল সে। দু'জন নিচু গলায় কি আলাপ করছে শুনতে পেল না রানা। কোসেঞ্জার দিকে চোখ রেখে ভাবছে সে, পরিস্থিতি প্রতি মুহূর্তে বিপজ্জনক মোড় নিচ্ছে, চলে যাচ্ছে আয়ত্তের বাইরে।

ফিরে এল গগল রানার সামনে। 'চিন্তার কিছুই নেই! কোসেঞ্জা সামলে নেবে সব। ওর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।'

'এস্ত্রোনোলিকে…'

'পারবে, পারবে!' হাত নেড়ে অভয় দিল গগল। 'ইটালির এই এলাকার দ্বিতীয় সরকার বলতে পারো ওকে। চলো, কেটে পড়া যাক। এখন থেকে সব দায়িত্ব

কোসেঞ্জার।'

করিডরে বেরিয়ে এসে মোনিকাকে দেখল না রানা।

'মিসেস এস্ত্রোনোলি বাইরে আমার গাড়িতে অপেক্ষা করছেন,' কথাটা বলে মুচকি হাসল গগল।

বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। লাল একটা স্পোর্টস কারে বসে আছে মোনিকা। সিগারেট ধরাচ্ছিল, ওদেরকে দেখে মুখ তুলল। 'সব ঠিক আছে?'

'বোধ হয়,' বলল রানা।

'আপনার স্বামী ছাড়া আর সব পুরোপুরি ঠিক আছে, কন্টেসা। জ্ঞান ফেরার পর নিজের জন্যে দুঃখে বুক ফেটে যাবে তার।'

গাড়ির দরজার উপর একটা হাত রেখেছে মোনিকা। সেটার উপর নিজের হাত রাখল রানা। সাবধান হবার জন্যে চাপ দিল মৃদু। 'আমি দুঃখিত,' বলল রানা। 'মোনিকা, এ আমার পুরানো বন্ধু মি. গগল।'

মোনিকার আঙুলগুলো শক্ত হয়ে উঠল, অনুভব করল রানা। দ্রুত বলল আবার ও, 'মি. গগলের বন্ধু, মি. কোসেঞ্জা, এই মুহূর্তে তোমার স্বামীর ভালমন্দের ওপর নজর রাখছেন। তার আর কোন অসুবিধে হবে না, এ ব্যাপারে আমি শিওর।'

'তা ঠিক,' সহাস্যে বলল গগল। 'আপনার স্বামী সিধে হয়ে যাবে এবার থেকে। আর কারও অসুবিধে করতে যাবে না সে, তাই নিজেও আর অসুবিধেয় পড়বে না।' হঠাৎ ভুরু কুঁচকে তাকাল সে রানার দিকে। 'তোমার পিঠ কেমন আছে, রানা? এখুনি বরং যত্ন নাও ওটার। যদি বলো, একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে পারি তোমাকে।'

'এত ব্যস্ত হবার কিছু নেই,' বলল রানা। গগলের সাথে কোথাও যেতে চায় না ও।

'ব্যস্ত হবার কিছু নেই মানে? সব ব্যাপারে জেদ ধরলে চলে নাকি? কোন্ ডাক্তারকে দেখাচ্ছ বলো।'

মোনিকার পরিচিত কোন ডাক্তারের কাছে যদি নিয়ে যায়, যাওয়া যেতে পারে, ভাবল রানা। মোনিকার দিকে তাকাল ও।

'একজনকে চিনি আমি, ভাল ডাক্তার,' বলল মোনিকা।

'এই তো! চলো, আর এক মুহূর্ত দেরি নয়।'

শহরের উপর দিয়ে ষাট মাইল স্পীডে গাড়ি চালিয়ে মোনিকার কথা মত একটা ডাক্তারখানার সামনে থামল গগল। 'তোমরা দু'জন অন্দরমহলে যাও, আমি অপেক্ষা করি এখানে। ফিরে এসো, তারপর গলভিয়োর বোট ইয়ার্ডে পৌঁছে দেব দু'জনকে!'

আরেকটা ধাক্কা, ভাবল রানা। কিছুই লুকাতে চেষ্টা করছে না গগল। বাতাসে কিসের যেন চাপা অদ্ভুত একটা ভাব, মোটেও ভাল ঠেকছে না ওর।

ডাক্তারের ওয়েটিং রুমে ঢুকেই মোনিকা বলল, 'এই লোক গগল? দেখে তো খারাপ লোক বলে মনে হলো না।'

'খারাপ লোক নয় ও,' বলল রানা। 'কিন্তু ওর চলার পথে পড়লে মাড়িয়ে

চিড়ে চ্যাপ্টা করে দিয়ে চলে যাবে।' পিঠের ব্যথায় মুখ কুঁচকে উঠল রানার। 'ওদের দু'জনকে এখানে উপস্থিত দেখে কি মনে হচ্ছে তোমার?'

'পরিস্থিতি আগের মতই আছে,' মৃদু কণ্ঠে বলল মোনিকা। 'ওরা যে আসছে তা আমরা জানতাম।'

সত্যিই তাই। 'এস্ত্রোনোলির ব্যাপারে আমি দুঃখিত, মোনিকা।'

'আমি নই,' সংক্ষেপে বলল মোনিকা। খানিকপর বলল, 'তোমার কোন বিপদ হয় কিনা...'

'কোসেঞ্জা ওদিকটা সামলাবে,' বলল রানা। 'কিন্তু গগল আর কোসেঞ্জার এই ভূমিকাটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আমাকে গোলমালে জড়িয়ে পড়া থেকে সরিয়ে রেখে ওদের কি লাভ?'

ডাক্তারের চেম্বারে ডাক পড়ল রানার। ওর পিঠ পরীক্ষা করে তিনি বললেন, 'মঙ্গলগ্রহের সাথে ধাক্কা খেয়েছেন নাকি?' পিঠে তো বটেই, হাতেও একটা ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল ডাক্তার। সেই সাথে একটা লম্বা চওড়া প্রেসক্রিপশন।

মোনিকাকে নিয়ে বেরিয়ে আসতেই হাত নেড়ে ডাকল ওদেরকে গগল। ওরা কাছে যেতে সে বলল, 'গাড়িতে ওঠো।'

এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। নিঃশব্দে ব্যাক সীটে উঠল মোনিকা। গগলের পাশে বসল রানা। 'কোথায় আছি আমরা তা তুমি জানলে কিভাবে?'

'এদিকের সাগরে আছ এটুকু জানতাম,' গগল হাসছে। 'পোর্ট ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করতেই তোমাদের সব খবর জানিয়ে দিল আমাকে।'

যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত, গগলকে না চিনলে কথাটা বিশ্বাস করত রানা।

'শুনলাম কীল নিয়ে বিপদে পড়েছ তুমি।'

অনেক খবরই জেনে ফেলেছে, ভাবল রানা। বলল, 'হ্যাঁ পরীক্ষামূলকভাবে ফিট করেছিলাম ওটা, কিন্তু ভাল ফল পাচ্ছি না। খুলে আবার হয়তো নতুন করে লাগাতে হতে পারে।'

'একাজে গাফিলতি করলে ভুগতে হবে পরে,' বলল গগল। 'মাঝ সাগরে যদি খুলে পড়ে যায়, সব যাবে, মাথার চুল ছেঁড়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না তখন।'

অস্বস্তি লাগছে রানার। কতটুকু জানে গগল? সব জানে, নাকি এমনিই বলেছে কথাটা? এই আলোচনাই আর কারও সাথে হলে এমন লাগত না রানার, কিন্তু গগলের প্রতিটা কথার একাধিক অর্থ থাকা খুবই সম্ভব। বোঝার উপায় নেই। নিজেই আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে অন্য প্রসঙ্গ তুলল গগল।

'মুখের এমন চেহারা করলে কিভাবে?'

'পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে,' হালকা সুরে বলল রানা।

চুক চুক করে জিভ দিয়ে শব্দ করল গগল। 'তোমার আরও সাবধান হওয়া উচিত, রানা, মাই বয়। হঠাৎ কোন দুর্ঘটনায় তোমার কিছু ঘটুক তা আমি চাই না।'

'একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?' ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

'মানে, আমার প্রতি তোমার এই হঠাৎ প্রেম...'

অবাক হয়ে রানার দিকে ফিরল গগল। 'হঠাৎ নয়, রানা। কোনদিনই আমি চাইনি আমার কোন বন্ধু বিপদে পড়ুক। বিশেষ করে তোমার ব্যাপারে তো বটেই। কারণ, আমার যতগুলো বন্ধু আছে তাদের মধ্যে তুমিই সবচেয়ে সুদর্শন।' পিছন ফিরে মোনিকার দিকে তাকাল সে। 'সত্যি কিনা?'

'আমারও তাই মনে হয়।'

'চিন্তা কোরো না,' বলল রানা। 'আরও দু'চারবার পাহাড় থেকে অমন পড়লেও আমি বাঁচব। এসবে অভ্যাস আছে।'

বোট ইয়ার্ডের গেটে গাড়ি থামাল গগল। মোনিকা আর রানা এক সাথে নামল নিচে। এগোল গেটের দিকে। মৃদু একটা হাসির শব্দ শোনা গেল পিছন থেকে গগলের। বলল, 'তোমার নতুন কীল কিভাবে বাঁধো দেখার বড় শখ ছিল, রানা।'

নিঃশব্দে হাসল রানা। বলল, 'আমি একজন সৌখিন ডিজাইনার, গগল, নিজের ভুল-ত্রুটি কাউকে দেখতে দিই না।'

হাসছে গগল। 'না দেয়াই উচিত। এখানে-সেখানে দেখা হবে আবার, কি বলো?'

মোনিকাকে রেখে গাড়ির কাছে ফিরে এল রানা। নিচু গলায় জানতে চাইল, 'এস্ত্রোনোলির কপালে কি আছে?'

'বিশেষ আর কি! ডাক্তারখানায় নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাবে কোসেঞ্জা ওর, তারপর রোমে ফেলে দিয়ে আসবে। তার আগে ওর মুখে কিছু দাগ রেখে আসবে কোসেঞ্জা। আমার ধারণা, যত বেশি যোগাযোগই থাকুক এস্ত্রোনোলির, আসলে সে ভীতুর ডিম। কোসেঞ্জাকে বলেছি, যাতে ভয় পায় তার জন্যে যেন বিশেষ ব্যবস্থা করে। একবার যখন কোসেঞ্জার হাতে পড়েছে, ভবিষ্যতে আর কখনও গোলমাল করবে বলে আমি বিশ্বাস করি না।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'হ্যাঁ, দেখা হয়েও যেতে পারে। শহর এটা খুবই ছোট, তাই না?'

গিয়ার দিয়ে সামনের দিকে গাড়ি ছেড়ে দিল গগল। ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। জানালা দিয়ে মুখটা বের করে দিল বাইরে। নিঃশব্দে হাসছে। 'তোমাকে ভাল মানুষ হিসেবে জানি, রানা। সাবধান, কাউকে বিশ্বাস করতে যেয়ো না।'

স্পীড বাড়িয়ে দিয়ে হুস্ করে চলে গেল গাড়ি নিয়ে গগল।

কি বোঝাতে চাইল? ভাবছে রানা। ওর কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারেনি ও। নাকি পেরেছে?

সতর্ক করে দেবার সাথে সাথে একটা হুমকি দিয়ে গেল গগল। তাই কি?

পাঁচ

আগের চেয়ে অনেক বেশি লোক দেখল রানা ইয়ার্ডে। দল ভারি করছে মোনিকা,

ভাবল ও।

শেডের ভিতর উত্তেজনা। ওরা ঢুকতেই ম্যাটাপ্যান সটান উঠে দাঁড়াল। 'কি ঘটেছে ক্লাবে?' কাঁপছে ওর গলাটা।

'ও কিছু না,' বলল রানা। 'গুরুতর কিছু ঘটেনি।' নতুন একজন লোককে দেখতে পেল ও। বেঁটে খাটো কিন্তু মুখটা চকচকে, চোখ দুটো অনুসন্ধিৎসু। 'এ আবার কে?'

ম্যাটাপ্যান রানার দিক থেকে চোখ সরাল না। 'কারপিনো। জুয়েলার। ওর কথা থাক, সিনর। ক্লাবে কি ঘটেছে তাই বলুন। আপনি ভিতরে গেছেন, তারপর গেছেন কন্টেসা; তারপর সেখানে গগল আর কোসেঞ্জা ঢুকেছে, শেষ পর্যন্ত আপনারা গগলের সাথে বেরিয়ে এসেছেন। ব্যাপারটা কি?'

'শান্ত হও। বললাম তো, গুরুতর কিছু ঘটেনি। আমরা দুর্ভাগ্যক্রমে এস্ত্রোনোলির সামনে পড়ে যাই, মেঝেতে তার শোয়ার ব্যবস্থা না করে উপায় ছিল না।'

'এডোয়ার্ডো?' অবাক হয়ে তাকাল ম্যাটাপ্যান মোনিকার দিকে, মোনিকা মাথা ঝাঁকাল মৃদু। 'কোথায় সে এখন?' উত্তেজনায় প্রায় লাফিয়ে উঠল ম্যাটাপ্যান।

'কোসেঞ্জার জিম্মায়,' বলল রানা।

গোটা ব্যাপারটা ধাঁধার মত লাগছে ম্যাটাপ্যানের। একবার মোনিকা আর একবার রানার দিকে তাকাল। 'কোসেঞ্জা?' ভুরু কুঁচকে মেঝের দিকে তাকিয়ে থেকে ব্যাপারটা বোঝার ব্যর্থ চেষ্টা করল সে। 'এডোয়ার্ডোর কাছে কোসেঞ্জার কি পাওয়ার আছে?'

'আমারও জানতে ইচ্ছে করে ব্যাপারটা,' বলল রানা। 'এটা গগলের প্ল্যান। আমি শুধু জানি এস্ত্রোনোলিকে আমার কোন ক্ষতি করতে দিতে চায় না গগল। কেন? এই কেন-র উত্তর আমার জানা নেই।'

মুখ তুলে তাকাল ম্যাটাপ্যান। 'শুনেছি আপনি নাকি ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত মেলামেশা করেছেন আজ গগলের সাথে,' সন্দেহে ভারি কণ্ঠস্বর।

'করেছি এবং ভুল করিনি। তাকে চটিয়ে দিয়ে আমরা লাভবান হতে পারব বলে আমি মনে করি না। যাই হোক, কিছু জানতে চাইলে আমাকে জেরা না করে তোমাদের কন্টেসাকেই জিজ্ঞেস করো। ও ছিল সেখানে। আর একটা কথা, তোমার গলার সুর বদলাও, ম্যাটাপ্যান। চোখের দৃষ্টিও।'

হঠাৎ এমন কঠোর হয়ে উঠবে রানা, ধারণাই করেনি ম্যাটাপ্যান। বোকা বোকা লাগছে তাকে।

'রানা যা করেছে ঠিকই করেছে,' বলল মোনিকা। 'গগলকে খেপাবার কোন মানেই হয় না। তাছাড়া, এমন একটা মানুষ সে, তাকে ঘৃণা করা সহজ নয়।'

'কিন্তু কোসেঞ্জাকে তো আর ঘৃণা করা কঠিন নয়?' ম্যাটাপ্যান বলল। 'গগল তারই বন্ধু।'

বিরক্ত হয়ে উঠল রানা। বলল, 'লার্দো আর পেপিনো কোথায়?'

'শহর থেকে ফেরেনি এখনও,' বলল ম্যাটাপ্যান, গলার স্বর এখন তার নরম।

'কোথায় আছে জানি আমরা।'

'তাড়াতাড়ি ফিরলেই হয় এখন। যে কোন মুহূর্তে অবাঞ্ছিত কিছু ঘটতে শুরু করতে পারে।'

নিঃশব্দে বাইরে চলে গেল ম্যাটাপ্যান।

খাটো জুয়েলারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। 'আপনি পাথরগুলো দেখতে এসেছেন, তাই না, সিনর কারপিনো?'

'আপনি ঠিকই ধরেছেন, যদি কিছু মনে না করেন,' কারপিনো জোর করে হাসি টানল মুখে। 'কিন্তু এখানে বেশিক্ষণ আমি থাকতে চাই না, যদি কিছু মনে না করেন।'

মোনিকার কাছে এল রানা। 'সিনর "যদি কিছু মনে না করেন"-কে এখুনি পাথরগুলোর মাঝখানে ছেড়ে দিয়ে এসো। পরে হয়তো আর সময় পাওয়া যাবে না।'

কারপিনোর সাথে কথা বলতে বলতে চলে গেল মোনিকা। রানা কীলের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। ওজনে এখন মাত্র দু'টনের মত কীলটা। একটা অস্থিরতা অনুভব করল ও। আটদিন! কমপক্ষে আরও আটদিন লাগবে কীলটা শেষ করতে। তারপরও এক দিন লাগবে জায়গা মত বসাতে, একদিন লাগবে গ্লাস ফাইবার বদলাতে এবং সানফ্লাওয়ারকে পানিতে ভাসাতে।

দশ দিন! গগল আর কোসেঞ্জা কি এতদিন অপেক্ষা করবে?

খানিকপর ফিরে এল মোনিকা। 'মুগ্ধ হয়ে গেছে সিনর যদি কিছু মনে না করেন। কোন মানুষ যে কিছু দেখে এত সুখী হতে পারে, ওকে আজ না দেখলে বিশ্বাস হত না আমার।'

'তাকে সুখী করতে পেরে আমরাও যার-পর-নাই গর্বিত ও আনন্দিত,' বলল রানা। 'গোটা পরিকল্পনাটাই গুঁড়ো হয়ে ভেঙে পড়ার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।'

রানার একটা কনুই ধরল মোনিকা। 'সব দোষ নিজের ঘাড়ে চাপিয়ো না রানা,' বলল ও। 'তুমি যতটা যা করেছ আর কারও পক্ষে তার অর্ধেকও সম্ভব ছিল না।'

'কিছুই এখনও আমি করতে পারিনি,' বলল রানা। 'শুধু যদি আমার নিজের ব্যাপার হত, যে-কোন মুহূর্তে সোনার লোভ ত্যাগ করে চলে যেতে পারতাম আমি। কিন্তু আমাকে এখন ভাবতে হচ্ছে তোমার কথা, লার্দো, পেপিনো, ম্যাটাপ্যানের কথা। নাহ্! পিছিয়ে যাবার কোন উপায় নেই আমার, মোনিকা। যা শুরু করেছি তা আমাকে সকলের কথা ভেবে শেষ করতেই হবে।'

'হ্যাঁ,' বলল মোনিকা, 'শেষ করতে হবে আরেকজনের কথা ভেবে, রানা। সে চেয়েছিল সোনাটা উদ্ধার করতে, তাই না?'

খুব নরম একটা জায়গায় হাত দিয়ে ফেলেছে মোনিকা। খচ্ করে একটা ব্যথা অনুভব করল রানা বুকের মাঝখানে। কথা বলার শক্তি পেল না কিছুক্ষণ।

'তাকে আমি ভালবেসেছিলাম,' এক সময় মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। 'কেমন ভালবেসেছিলাম তার ব্যাখ্যা দিতে পারব না। তারমোলিদের জীবন যেভাবে কেড়ে

নেয়া হয়েছে, সেভাবে কেড়ে নেয়া হয়েছে তার জীবনও। তাই, মোনিকা, তারমোলিদের খুনীকে আমি চিনতে চাই। কে সে? জানো, কেবলমাত্র সোনার জন্যেই নয়, তাকে চেনার জন্যেও এখনও রয়েছি আমি এই পরিকল্পনার সাথে।'

'সত্যি যদি ওদেরকে কেউ খুন করে থাকে, তার উপযুক্ত শাস্তি হওয়া দরকার,' বলল মোনিকা। 'তোমার ওপর আমার অদ্ভুত এক আস্থা এসেছে, রানা। জানি, তোমার বিচার হবে নিখুঁত। কিন্তু, যাক এ প্রসঙ্গ। তুমি আমাকে তার কথা বলো।'

তার কথা? হঠাৎ বুঝতে পারল রানা। রেবেকার কথা জানতে চাইছে মোনিকা।

'গগল কেন আমাদেরকে সাহায্য করতে চাইবে?' শেডে ঢুকেই ব্যাখ্যা চাইল লার্দো।

'জিজ্ঞেস করলে হয়তো সরাসরি সত্যি কথাটাই বলে ফেলত সে,' বলল রানা। 'সেটা আরও ভয়ঙ্কর বিপদে ফেলে দিত আমাদের।'

রানার মতই, ধাতস্থ হয়ে প্রথমেই তাকাল লার্দো কীলটার দিকে।

'কম করেও দশ দিনের কাজ বাকি আছে এখনও।'

'ওসব কথা আমাকে শুনিয়ো না!' বোমার মত ফাটল লার্দো। গা থেকে জ্যাকেট খুলে ফেলল দ্রুত। 'কীলের কাছ থেকে কেউ এখন আর আমাকে তুলতে পারবে না। খুনোখুনি হয়ে যাবে তাহলে। এই মুহূর্তে আমরা কাজে লাগছি আবার।'

'আমাকে ছাড়া ঘন্টাখানেক চালিয়ে যাও তোমরা,' বলল রানা। 'বাইরে আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

তাকিয়ে থাকল লার্দো। কিন্তু কিছু বলল না।

'কোথায়?' গেটের কাছে দেখা হতে জানতে চাইল মোনিকা।

'গগলের কাছে। কয়েকটা ব্যাপার পরিষ্কার জানতে চাই।'

মাথা ঝাঁকাল মোনিকা। 'কিন্তু সাবধানে থেকো।'

বাইরে বেরিয়েই পেপিনোকে দেখল রানা। বিড় বিড় করছে আর ঘন ঘন মাথা নাড়ছে।

'কি হয়েছে?' জানতে চাইল রানা।

'এক শালা আমার পকেট মেরে দিয়েছে।'

'কত?'

'কত মানে? আমার শখের সি…' দ্রুত নিজেকে সামলে নিল পেপিনো। 'মানিব্যাগটাই নেই, যা ছিল সব গেছে।'

'কতই বা ছিল!' বলল রানা। 'অসতর্ক হলে এবার সোনাটাও যাবে। জলদি কীলের কাছে যাও। লার্দোকে জিজ্ঞেস করলেই সব বলবে তোমাকে।' পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল রানা।

ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল পেপিনো।

গলভিয়োর অফিসে গেল রানা। তার ছোট্ট ফিয়াটটা ধার করে নিয়ে সোজা

পৌঁছুল ইয়ট বেসিনে। ফেয়ারমেইলকে খুঁজে পেতে বেগ পেতে হলো না। লক্ষ করল, ইয়ট ক্লাব থেকে জাহাজটাকে দেখতে পাবার উপায় নেই। পোকরুকে দেখল রানা, হুইল হাউজের হাতল, রেলিং এই সব চকচকে করছে পালিশ করে।

'হাই!' রানাকে দেখেই বলল। 'গগলের কাছ থেকে শুনলাম আপনি শহরে আছেন।'

'বান্দা আছে নাকি? দেখা করতে চাই।'

'এক মিনিট,' বলে নিচে নেমে গেল পোকরু, ফিরে এল সাথে সাথে। 'নিচে যেতে হবে আপনাকে, সিনর।'

লাফ দিয়ে ডেকে নামল রানা, তারপর পোকরুর পিছু পিছু সোজা নিচে। ডিভানে আধশোয়া অবস্থায় গোগ্রাসে একটা উপন্যাস গিলছে গগল। থ্রিলার, অবশ্যই। 'এত তাড়াতাড়ি চলে এলে কি মনে করে?'

'কিছু বলতে চাই,' পোকরুর দিকে তাকাল রানা।

'ঠিক আছে, পোকরু,' রানার তাকাবার অর্থ বুঝতে পেরে বলল গগল। পোকরু কেবিন থেকে বাইরে যেতে ডিভান থেকে নামল সে। সিগারেটের একটা প্যাকেট বাড়িয়ে ধরল রানার দিকে। মাথা নেড়ে প্রত্যাখ্যান করল রানা। গগল একটা কাবার্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। 'ড্রিঙ্ক?'

'থ্যাঙ্কস।'

বরফ বা পানি ছাড়াই দুটো গ্লাসে চার আউন্স আন্দাজ স্কচ হুইস্কি ঢেলে ডিভানের কাছে ফিরে এল গগল। রানার হাতে একটা গ্লাস ধরিয়ে দিয়ে হাসল, 'এত রাগ কিসের?'

'রাগ?'

'বসছ না যে?'

প্রাণ বাঁচিয়েছিল রানা লোকটার, একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত পায়নি ও। জবাবটা একটু ঝাঁঝের সাথেই বেরুল ওর মুখ থেকে, 'বসতে বলার ভদ্রতা আরও আগে দেখানো উচিত ছিল তোমার।'

মুখটা হাসি হাসি গগলের। জবাব না দিয়ে মৃদু কাঁধ ঝাঁকাল সে। সিগারেট ধরাবার ফাঁকে দেখল একবার রানাকে, 'কি যেন বলবে বলেছিলে না?'

'তুমি বলেছ কোসেঞ্জা এস্ত্রোনোলির দায়িত্ব নেবে—কথাটা আরও একটু পরিষ্কার বুঝতে চাই আমি,' বলল রানা। 'আমি চাই ওর গায়ে আর যেন কারও হাত না পড়ে।'

'হঠাৎ এত দয়ার কারণ? স্বামীর ওপর দয়া উথলে উঠেছে নাকি মিসেসের?'

'শাট আপ!'

হাসল গগল। 'চটছ কেন? অবশ্য, হৃদয়গত দুর্বলতার ব্যাপারে এমন হতে পারে। যাক...'

'আমি চাই এস্ত্রোনোলিকে নিরাপদে রোমে পৌঁছে দেয়া হোক।'

'নিরাপদে? কিন্তু, রানা, তুমি নিজেই তো আর একটু হলে লোকটাকে খতম করে ফেলেছিলে। আর একটু জোরে ঘুসিটা লাগলেই পটল তুলত।'

'ওর চেয়ে জোরে মারার শক্তি ছিল না আমার।'

'হয়তো, যাক গে,...এখনও জ্ঞান ফেরেনি তার। ডাক্তার জানিয়েছে মাস দুই কথা বলতে পারবে না। ঠিক আছে, নিরাপদেই পৌঁছে দেয়া হবে তাকে রোমে।'

'লিখিতভাবে চাই আমি,' বলল রানা। 'আজ থেকে এক হপ্তার মধ্যে স্বয়ং এস্ত্রোনোলির হাতের লেখা একটা চিঠি রোম থেকে প্লেতে চাই।'

'আবদারটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না, রানা?' হাসছে গগল। কৌতুক অনুভব করছে সে।

'আমার শেষ কথা ওটা, গগল।'

তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল গগল রানার চোখের দিকে। 'এই রকম বাঘের বাচ্চার স্বভাব তুমি কোত্থেকে পেলে, গড নোজ! ঠিক আছে, তোমার কথা মতই কাজ হবে।' বিরতি নিয়ে রানাকে খুঁটিয়ে দেখল সে। 'কি জানো,' অনেকটা স্বগতোক্তির মত শোনাল কথাগুলো, 'তোমার জায়গায় আমি হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাপালো থেকে সরে যেতাম। সব কাজ ফেলে কীলটা ফিট করেই পানি কেটে বেরিয়ে যেতাম। জড়িয়ে পড়লে কোসেঞ্জার মত খারাপ লোক আর নেই।'

'কে জড়াচ্ছে কোসেঞ্জার সাথে? আজই তাকে প্রথম দেখেছি আমি।'

'তোমাকে আমি উপদেশ দিতে চাই না। সামলাতে পারবে বলে মনে করলে যা খুশি করো, সে তোমার ব্যাপার। কিন্তু, রানা এস্ত্রোনোলির ব্যাপারে আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করে জিতে গেছ বলে ভেব না...তোমার জেদের মর্যাদা আমি রেখেছি, তার কারণ তুমি আমার বন্ধু, কিন্তু কোসেঞ্জা? ওকে ঘাঁটিয়ো না...ঘাঁটানো তো দূরের কথা, ওকে তুমি ক্ষতি করার কোন সুযোগই দিয়ো না। সুযোগ পেলে ওর চেয়ে খারাপ লোক আর নেই।'

'ওকে আমি ঘাঁটাচ্ছি না,' বলল রানা। 'অন্তত যতক্ষণ আমাকে ও না ঘাঁটাচ্ছে।' উঠে দাঁড়াল ও। 'দেখা হবে আবার।'

দেঁতো হাসিতে উজ্জ্বল হলো গগলের মুখ। 'অবশ্যই। তোমার কথার সূত্র ধরে বলতে পারি শুধু শহরটা নয়, গোটা দুনিয়াটাই খুব ছোট। অন্তত আমার জন্যে।'

পরিষ্কার হুমকি দিচ্ছে গগল, অনুভব করল রানা। পিছু নেবে সে। বিদায় দেবার জন্যে রানার সাথে ডেকে উঠে এল, কিন্তু আর কোন কথা হলো না ওদের মধ্যে।

কোসেঞ্জা সর্বনাশ করার আগে পালিয়ে যাবার বুদ্ধি দিয়েছে গগল, ফেরার পথে ভাবছে রানা। উদ্দেশ্য কি ওর? কি বলতে চায়? বুঝতে পারছে না রানা। কোসেঞ্জা তো গগলেরই বন্ধু। তবু এসব কথা বলার মানে কি?

শেডে ফিরে রানা দেখল ধুমসে আবার শুরু হয়ে গেছে কাজ।

'এস্ত্রোনোলির ব্যাপারটা ঠিক করে এলাম,' মোনিকাকে বলল রানা। 'ওর চিঠি পাবে তুমি এক হপ্তার মধ্যে।'

বিষণ্ন দেখাল মোনিকাকে। 'কিছু খাবে চলো,' বলল সে। 'কিছু যে খেয়ে বেরোওনি তা আমার মনেই ছিল না।'

'চলো,' মোনিকাকে অনুসরণ করে ক্যারাভ্যানে গিয়ে উঠল রানা।

'একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছ?' টেবিলে খাবার সাজাচ্ছে মোনিকা।
'কি?'
'লার্দোকে এখন আর চেনাই যায় না।'
'মানে?'
'তার আগের সেই মেয়ে-ঘেঁষা স্বভাবের কথা বলছি—একেবারেই নেই।'
'সোনা ওকে জাদু করেছে,' মুচকি হেসে বলল রানা, 'কিংবা, ম্যাটাপ্যানকে দেখে নিজেকে সংযত রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করছে।'
'আমার তা মনে হয় না,' বলল মোনিকা। 'আমার মনে হয়…' হঠাৎ চুপ করে গেল মোনিকা। লজ্জা পেল।
'কি মনে হয় তোমার?'
একটু ইতস্তত করল মোনিকা, তারপর বলল, 'তোমাকে ও যে ঠিক ভয় করে, তা নয়—আমার ধারণা, ও তোমাকে সমীহ করছে।'
হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল রানা। বলল, 'তুমি বলতে চাইছ, আমি তোমার প্রতি ইন্টারেস্টেড বুঝতে পেরে তোমার ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়েছে ও?'
'হেসো না, ব্যাপারটা আসলে তাই-ই।'
'তাই যদি হয়, মনে করতে হবে সবাই…'
'হ্যাঁ,' বলল মোনিকা, 'সবাই ধরতে পারছে ব্যাপারটা। এ ব্যাপারে ম্যাটাপ্যান খুব খুশি। আমি চাইনি, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তার মতামত দিয়েছে। বলেছে…'
'কি বলেছে?'
'বাক্যটি ছিল এই রকম,' হাসি চেপে রাখার জন্যে একটা হাত তুলল মোনিকা মুখের কাছে, 'কন্টেসা, আপনাকে আমি সমর্থন করি। সিনর রানা আপনার সবচেয়ে উপযুক্ত বন্ধু হতে পারেন।'
'ওর সাথে তুমি একমত কিনা?' মোনিকার বাঁ গালের কালো তিলটার উপর চোখ রেখে প্রশ্ন করল রানা।
'কি করে একমত হই? তোমাকে যত দেখছি, ততই সন্দেহ বাড়ছে আমার।'
'কি রকম?'
'ভুয়া পরিচয় নিয়ে ইটালিতে ঢুকেছ, এ ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ। স্রেফ একজন বোট-বিল্ডার তুমি—বিশ্বাস করি না। তোমার অন্য কোন পরিচয় আছে। সেটাই আসল পরিচয়। কি সেটা, রানা?'
'আমার পরিচয় দিয়ে কি হবে? আমিই কি যথেষ্ট নই?'
একটু ভাবল মোনিকা। 'হ্যাঁ, শুধু তুমিই যথেষ্ট, সত্যি। ভাল আমার তোমাকেই লেগেছে। তোমার পরিচয় যাই হোক, সেটা আমার ভাল লাগাকে টলাতে পারবে না। কিন্তু, তবু রানা, জানতে ইচ্ছে করে। জানতে ইচ্ছে করে আবার কোনও ভুল করতে যাচ্ছি কিনা। জানোই তো, ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। ঘর একবার ভেঙেছে, তাই বিয়ের নাম আর আমি মুখে আনতে যাচ্ছি না। কিন্তু যাকে বন্ধু হিসেবে পেতে চাই, তার সম্পর্কে সব জানতে চাই।'

'সব যদি জানাতে না পারি?'
'সেক্ষেত্রে যেটুকু জানি তাতেই সন্তুষ্ট থাকব, কিন্তু বন্ধুর ঘনিষ্ঠতা চাইব না।'
'এত কঠিন হতে পারবে তুমি?'
'হাত মুছছ যে? কিছুই তো খেলে না!' আঁতকে উঠল মোনিকা।
'পরের বার খেতে বসে পুষিয়ে নেব,' বলল রানা। 'আগে পরিচয়টা দিয়ে নিই। কারণ, তোমার বন্ধুত্বকে মূল্য দিই আমি, সেটা হারাতে চাই না।'
অদ্ভুত একটা গর্ব ফুটে উঠতে দেখল রানা মোনিকার চোখে-মুখে। একটা হাত ধরল রানা ওর। 'এসো,' কাছে টেনে এনে পাশের চেয়ারে বসাল ওকে। মোনিকার ঘাড়ের পিছন দিয়ে একটা হাত নিয়ে গিয়ে রাখল ওদিকের কাঁধে। 'আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়, আমি একজন দেশপ্রেমিক...'

ছয়

খাটুনি কাকে বলে! এই পুরো হপ্তাটার কথা কোনদিন ভুলবে না ওরা। চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল রঙের চিড় খাওয়া নিকষ কালো একটা স্মৃতির মত ব্যাপারটা। দিনে ষোলো ঘন্টা হাড়ভাঙা পরিশ্রম। আসলে কি ষোলো ঘন্টা? নাকি একুশ? কিংবা বাইশ নয়তো? হাত অবশ না হওয়া পর্যন্ত, চোখ বুজে না আসা পর্যন্ত থামল না ওরা।
সোনার গন্ধ এবং স্পর্শ ঘৃণার উদ্রেক করতে লাগল রানার মনে। মার্চের আটাশ তারিখে, সোনা তখনও বেশ অনেকটা গলানো বাকি, হাল ছেড়ে দিল সে। তাঞ্জিয়ারের খোলা বাজার বন্ধ হতে আর মাত্র একুশ দিন বাকি আছে। পনেরো দিন লাগবে শুধু ওখানে পৌঁছুতেই, যদি সাগরে কোনরকম বাধাবিঘ্ন না ঘটে। ঘটবে না এমন আশা করা বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়। তারপর, কীল ভেঙে বার তৈরি করতে লাগবে তিন দিন। হলো আঠারো দিন। হাতের কাজ শেষ করতে আরও দিন কতক লাগবে। ক'দিন?
কাজ থামিয়ে কীলটার দিকে তাকাল রানা। প্রায় তৈরি হয়ে এসেছে। বড়জোর চার দিন লাগতে পারে শেষ হতে। তার মানে? বাইশ দিন। তার মানে? মানে, একদিন লেট হয়ে যাচ্ছে ওদের, যদি সব ঠিকঠাক চলে। তা অবশ্য চলবে না, মনে মনে জানে রানা। ঘাপলা কোথাও না কোথাও একটা দেখা দেবেই। গগল একটা বিষফোঁড়া, কোসেজ্ঞা একটা কেউটে, সাগর একটা রাক্ষস—জানা নেই এমন আরও অসংখ্য বাধাবিঘ্ন চারদিকে ওত্ পেতে বসে আছে। অর্থাৎ? বাইশ দিনের আগে কোন ভাবেই তাঞ্জিয়ারে পৌঁছুতে পারছে না ওরা। এমন কি কোন বিপদ আপদ যদি নাও ঘটে, সতেরো তারিখের আগে তো কোনভাবেই পৌঁছানো সম্ভব নয় তাতেই বা কি লাভ? তিন দিন লাগবে বার তৈরি করতে। বিক্রির জন্যে তৈরি হবে ওরা বিশ তারিখে। তার আগের দিনই তো বন্ধ হয়ে যাবে সোনার

বাজার। এত পরিশ্রম সব বৃথা, তীরে এসেই ডুববে স্বর্ণতরী—পরিষ্কার অনুভব করতে পারছে সে।

তবু, হাত গুটিয়ে বসে থাকারও তো কোন মানে হয় না। লাঞ্চের সময় রূঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করল রানা, 'বিশ ঘন্টা। আজ থেকে আমরা সবাই বিশ ঘন্টা করে কাজ করব।' নিজেদেরকে এই অমানুষিক শাস্তিটা দেবার আগে মনেই পড়ল না ওর যে গত তিন দিন থেকেই প্রতিদিন বিশ ঘন্টার উপর কাজ করছে প্রত্যেকে।

ওদিকে আরেকটা উদ্বেগের কারণ, গগল বা কোসেঞ্জা রহস্যময় ভাবে চুপচাপ। ওদেরকে, অর্থাৎ বোটইয়ার্ডকে চোখে চোখে রেখেছে তাদের লোকেরা, কিন্তু ওইটুকুই, আর কোন সাড়া শব্দ নেই। অথচ কোসেঞ্জা আরও লোকজন সাথে নিয়ে রাপালোয় এসেছে নিজের হাতে গোটা ব্যাপারটা সামলাবার জন্যেই। কিন্তু কোথায়, তার কোন তৎপরতাই চোখে পড়ছে না রানার।

ব্যাপারটা কিছুই বুঝছে না ও।

এই কষ্ট আর উদ্বেগের মাঝখানে শান্তি আর উৎসাহের একমাত্র উৎস মোনিকা। প্রত্যেকের সবরকম চাহিদার দিকে তীক্ষ্ণ নজর তার। কাজ থেকে এর তার হাত জোর করে সরিয়ে দিয়ে ধরিয়ে দিচ্ছে কফির কাপ বা মাংস ভরা স্যান্ডউইচ। কখনও বালতি ভরা পানি রাখছে সামনে, চোখে মুখে পানি ছিটিয়ে যতটুকু সম্ভব তাজা হয়ে নেবার জন্যে। কাজ থেকে তোলা হাত, ময়লা লাগা—তাতে কি, মোনিকাই তোয়ালে দিয়ে এক এক করে সকলের মুখ মুছিয়ে দিচ্ছে।

গগলের সাথে রানার দেখা হবার পর সাত দিনের দিন একটা চিঠি পেল মোনিকা। রোম থেকে এসেছে সেটা। পড়েই পুড়িয়ে ফেলল সে। রানাকে একান্তে বলল, 'এডোয়ার্ডো নিরাপদে পৌচেছে রোমে।'

'কথা রেখেছে গগল,' বলল রানা।

'এবার তোমার কথা তুমি রাখো,' বলল মোনিকা। 'আগামীকালই যেতে হবে তোমাকে ডাক্তারের কাছে।'

'চুলোয় যাক পিঠ। সময় নেই!' অধৈর্য শোনাল রানার কণ্ঠ।

'সময় এর মধ্যে থেকেই বের করে নিতে হবে,' বলল মোনিকা। 'ক'দিন পরই তো সানফ্লাওয়ারকে ভাসাতে হবে পানিতে। এর মধ্যে সুস্থ করে নিতে হবে নিজেকে তোমার।'

একা রানার সাথে পারবে না বুঝতে পেরে নিজের দলে লার্দোকে টেনে নিল মোনিকা। 'কন্টেসা ঠিকই বলছে, রানা,' বলল লার্দো। 'পেপিনোর ওপর আমরা ভরসা করতে পারি না, তাই না?'

এটা আর একটা উদ্বেগের কারণ। অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটছে পেপিনোর মধ্যে, লক্ষ করছে রানা। সোনা ওকে পাগল করে তুলেছে। মুখে কিছু না বললেও, পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়, প্রত্যেককে সন্দেহের চোখে দেখছে সে। সারাক্ষণ কি যেন এক গভীর ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে মনে মনে। কাজে মন নেই বলে কমানো তো দূরের কথা, ভুলভাল করে কাজ বাড়িয়ে তুলছে সে।

'তোমার পিঠের ওই অবস্থার জন্যে আসলে আমিই দায়ী,' বলল লার্দো। 'সুতরাং, তুমি যাও, কাজে যাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ রাখব আমি।'

ওদের সাথে একা পারল না রানা। পরদিন মোনিকার সাথে ওকে যেতেই হলো ডাক্তারখানায়। পিঠে নতুন ব্যান্ডেজ নিয়ে ফেরার পথে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে মোনিকা বলল, 'এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি বলো তো?'

'বোটইয়ার্ডে?'

'কিচ্ছু জানো না তুমি!' হেসে উঠল মোনিকা। 'আমরা এখন যাচ্ছি হোটেল কোরাল-এ।'

'কেন···অসম্ভব!'

'দু'চার মিনিট দেরিতে ফিরলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।' শেষ পাঁচটি শব্দ বাংলায় বলল মোনিকা। 'একটু গলা ভেজানো বৈ তো নয়!' হঠাৎ রানার বিস্মিত দৃষ্টি লক্ষ্য করে জানতে চাইল, 'কি? আমার মুখে বাংলা শুনতে খারাপ লাগছে?'

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল রানা। একটা সিগারেট ধরাল ও। 'অপূর্ব লাগল শুনতে। কিন্তু আমি ভাবছি মহাভারত অশুদ্ধ হবার ব্যাপারটা। ঠিক মনে রেখেছ দেখছি!'

রানার মুখ থেকে বাংলা শোনার আবদার ধরেছিল মোনিকা, সেটা রক্ষা না করে মুক্তি পায়নি রানা। কি বলেছিল এখন আর সঠিক মনে নেই ওর, কিন্তু 'মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না' এই শব্দ কটি যে ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

'শুনবে?' হাসছে মোনিকা। 'তুমি যা যা বলেছ মুখস্থ বলব?'

'রক্ষে করো!' আঁতকে উঠল রানা। 'কিন্তু···এমন স্মরণশক্তি! আশ্চর্য!'

'সত্যিই আশ্চর্য,' বলল মোনিকা। গাড়ি থামাল হোটেল কোরালের সামনে। 'একবার কিছু শুনলে তা কখনও ভুলি না আমি। ভেবে দেখো, যুদ্ধের সময় আমি ছিলাম মাত্র এক বছরের, কিন্তু জানতে চাইলে আমি তখনকার প্রতিটি দিনের ডিটেইলস দিতে পারব।'

'দুর্লভ একটা গুণ,' স্বীকার করল রানা। গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলল, 'এই রকম গুণী একজনকে দরকার আমার প্রতিষ্ঠানে।'

বারে বসে শ্যাম্পেনের গ্লাসে শেষ চুমুকটা দিয়ে একটা সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিল মোনিকা, কিন্তু আবার সেটা প্যাকেটে রেখে দিয়ে বলল, 'না, থাক, এখুনি ওপরতলায় যেতে হবে একবার।'

'কি ব্যাপার?'

'তোমার সাথে একজনের পরিচয় করিয়ে দিতে চাই আমি, রানা,' মোনিকা হঠাৎ একটু গম্ভীর।

'এখানে? কার সাথে?'

'বাবা। ওপরে আছেন। তাঁর সাথে দেখা করার এটাই হয়তো তোমার প্রথম এবং শেষ সুযোগ।'

ইতস্তত করছে রানা। 'সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত একটা ব্যাপার। 'একটু বেশি

মেলামেশা করছি আমরা তা উনি জানেন?'

'সোনা আর জুয়েলের কথা বলেছি। ভীষণ খেপে আছেন এ ব্যাপারে, জানি না কি করবেন বলে ভেবেছেন। না, তোমার-আমার ব্যাপারে আমি কিছু বলিনি।'

জটিল একটা সাক্ষাৎকার, বোঝা যাচ্ছে। ভাবছে রানা। ইতিমধ্যে কাউন্ট মারদাস্ত্রোয়ানি ডোনাল্টো ল্যাগারাস ডি আলবিনো সম্পর্কে যতটুকু জেনেছে ও, বৃদ্ধ ভদ্রলোক কট্টর দেশপ্রেমিক এবং নীতিবান। তাঁর দেশ থেকে কোটি কোটি টাকার সম্পদ বলতে গেলে লুট করে নিয়ে যাচ্ছে, এমন একজন যুবকের সাথে তিনি কি আচরণ করবেন বুঝতে অসুবিধে হয় না।

কিন্তু ইতস্তত ভাবটা দূর করে দিয়ে হাসল রানা। বলল, 'চলো, আমারও কিছু বলার আছে তোমার বাবাকে।'

কাউন্টের রুমটা দোতলায়। একটা আরাম কেদারায় বসে আছেন তিনি, পায়ের আঙুল থেকে হাঁটুর উপর পর্যন্ত একটা চাদর দিয়ে ঢাকা। ওরা ঢুকতেই ঝট্ করে মুখ তুলে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন তিনি। ক্লান্ত, নিঃসঙ্গ এক বৃদ্ধ। সাদা চুল। সাদা দাড়ি। সাদা ভুরু। চোখের নিচে পরাজয়ের কালো ছাপ। সারা মুখে অসংখ্য রেখা, ব্যর্থতার এক একটা স্বাক্ষর যেন।

'ইনি সিনর মাসুদ রানা,' বলল মোনিকা।

কাউন্টের কাছে গিয়ে দাঁড়াল রানা। 'আপনার সাথে পরিচিত হয়ে আমি খুব খুশি হলাম।'

কি যেন একটা জ্বলে উঠল কাউন্টের চোখে। 'তাই কি?' রানার বাড়িয়ে রাখা হাতটাকে অগ্রাহ্য করে বললেন, 'তুমিই তাহলে সেই কুখ্যাত চোর যে আমার দেশ থেকে সোনা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছ?'

চোয়াল দুটো উঁচু হয়ে উঠছে, অনুভব করল রানা, কিন্তু শান্ত কণ্ঠে বলল, 'আপনার কথাতেই প্রমাণ হচ্ছে, কাউন্ট, নিজের দেশের আইন সম্পর্কে আপনি পুরোপুরি অবহিত নন।'

পাকা ভুরু কপালে উঠল কাউন্টের। 'তাই নাকি! সম্ভবত এ ব্যাপারে আমাকে তুমি জ্ঞান দান করতে পারবে?'

'পারব। এই গুপ্তধন সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী পরিত্যক্ত সম্পত্তির আওতায় পড়ে,' বলল রানা। 'ইটালির আইন অনুযায়ী, সবচেয়ে আগে যে হস্তগত করতে পারবে সেই হবে এর আইনসঙ্গত মালিক।'

'তোমার কথা সত্যি হতেও পারে,' একটু থমকে গিয়ে বললেন বৃদ্ধ। 'কিন্তু, সেক্ষেত্রে, এত গোপনীয়তা কিসের?'

মৃদু হাসল রানা। 'অগাধ টাকার ব্যাপার এটা। ইতিমধ্যেই শকুনের দল ভিড় করতে শুরু করেছে, এত গোপনীয়তা রক্ষা করার চেষ্টার পরও।'

'আইনের কথা শুনিয়ে আমাকে শান্ত করার চেষ্টা করছ বটে,' বললেন কাউন্ট, 'কিন্তু আমি এখনও মনে করি না যে ওটা পরিত্যক্ত সম্পত্তির আওতায় পড়ে। অস্ত্রের মুখে ওটা ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল জার্মানদের কাছ থেকে। কোর্টে একটা কেস করে এ ব্যাপারে প্রচণ্ড একটা আলোড়ন সৃষ্টি করা যায়।'

'কিন্তু তাতে লাভ কিছু হবে কি? শেষ পর্যন্ত আমরাই জিতব,' বলল রানা। 'এবং, কেস যদি সরকার করে, রায়ের জন্যে তাকে অপেক্ষা করতে হবে বিশ বছর। আর কেসের ব্যাপারে যা খরচ হবে তা গুপ্তধনের মোট মূল্যকেও ছাড়িয়ে যাবে বলে মনে হয়।'

'হয়তো তোমার কথাই সত্যি,' বললেন কাউন্ট। 'কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে ব্যাপারটাকে আমি মেনে নিতে পারছি না। এর সাথে মোনিকা জড়িত, ভাবতেও আমার অসহ্য লাগছে।'

'আপনার মেয়ে এর চেয়ে আরও অনেক খারাপ ব্যাপারের সাথে জড়িত ছিলেন।'

'ঠিক কি বোঝাতে চাইছ তুমি?' জবাব চাইলেন কাউন্ট চোখ পাকিয়ে।

'এস্ত্রোনোলি!'

'ওই বিয়েতে মত ছিল না আমার।' কাউন্ট বললেন। হেলান দিলেন চেয়ারে, যেন শক্তি হারিয়ে ফেললেন। 'আমি...'

'এ প্রসঙ্গ থাক, পাপা,' এই প্রথম বিতর্কে অংশ গ্রহণ করল মোনিকা। 'সব দিক ভেবেই কাজটা করেছিলাম আমি। আশাভঙ্গের কোন দুঃখও আমার নেই, কারণ, ওর স্বভাব-চরিত্র আমার আগে থেকেই জানা ছিল।'

'সে যাই হোক,' কাউন্টের দিকে তাকিয়ে বলল রানা, 'এস্ত্রোনোলির ব্যাপারটা সামলানো গেছে, সে আপনার মেয়েকে আর কখনও বিরক্ত করতে সাহস পাবে না।'

অবাক হলেন কাউন্ট। 'এস্ত্রোনোলিকে পচা ঘা বলেই জানি আমি, তাকে...'

'এ ধরনের ক্যানসার উপযুক্ত চিকিৎসায় সেরে যায়,' বলল রানা। 'এ ব্যাপারে আপনি আর কোন চিন্তা করবেন না।'

'ওকে পিটিয়ে রোমে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে রানা,' বলল মোনিকা।

'তাই নাকি?' চকচকে চোখে রানাকে আরেকবার দেখলেন বৃদ্ধ আপাদ-মস্তক। তারপর বললেন, 'তোমার সম্পর্কে কিছু কথা কানে এসেছে আমার। শুনলাম ইটালি ছেড়ে চলে যাচ্ছ তুমি কয়েকদিনের মধ্যেই। হয়তো দেখা হবে না আর কোনদিন। কয়েকটা কথা এখুনি বলতে চাই আমি তোমাকে।' বলেই মোনিকার দিকে চাইলেন তিনি।

'যাচ্ছি আমি,' বলল মোনিকা। 'তবে তার আগে, পাপা, তোমাকেও কয়েকটা জরুরী কথা আমার বলার আছে।'

ভুরু কুঁচকে উঠল বৃদ্ধ কাউন্টের।

'যতদূর মনে হয় বড়সড় একটা গোলমাল বাধতে যাচ্ছে এখানে রানা চলে যাবার একটু আগে বা পরে,' বলল মোনিকা। 'কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হতে পারে আমাকে। তখন ম্যাটাপ্যান এসে তোমার সাথে দেখা করবে। আগামী কিছুদিন ও-ই দেখাশোনা করবে তোমার।'

দেখাশোনা বলতে কি বোঝায় তা আর মুখ ফুটে উচ্চারণ করল না মোনিকা, কিন্তু কাউন্ট তা বুঝতে পারলেন। এবং রাগে লাল হয়ে উঠলেন মুহূর্তে।

'তোমাদের ওই টাকা স্পর্শ করতে আমি ঘৃণা বোধ করব, মোনিকা। যদি মনে করে থাকো…'

'পাপা, শোনো। ওই টাকা আমি বা রানা ভোগ বিলাসের জন্যে নিচ্ছি না—এটুকু বিশ্বাস তুমি রাখতে পারো আমাদের ওপর। রানা ও-টাকা লাগাচ্ছে একটা মহৎ কাজে, আমি দিয়ে দেব তোমার অধীনে যারা যুদ্ধ করেছে সেই নির্ভীক সৈন্যদের। আমি চাই, টাকাটা তোমার মাধ্যমে তাদের হাতে পৌঁছোক।' মুখটা হাঁ হয়ে গেছে কাউন্টের, চোখ দুটো বিস্ফারিত। 'অনেক টাকা, পাপা। কোটি কোটি। তোমার প্রয়োজন মত তুমি অবশ্যই নেবে। বাকি সব ওদের প্রয়োজন মত দেবে ওদের। কিছু টাকা দিয়ো ম্যারিয়ো পার্দেলিকে, ওই যে ছেলেটা পঙ্গু হয়ে জন্মেছে যার। পিয়েত্রো মোরেলির ছেলেকে ভার্সিটির পড়াশোনা চালিয়ে যাবার জন্যে যা লাগে দিয়ো। আন্তেনিয়োর বউয়ের যাবতীয় হাসপাতাল খরচা দিয়ো। যার যা প্রয়োজন, সব মেটাবার মত যথেষ্ট টাকা আছে। কারও কোন প্রয়োজন যেন অপূর্ণ না থাকে।'

দু'চোখ উপচে পানি বেরিয়ে এল খুশিতে, দিশেহারার মত লাগছে কাউন্টকে। 'তার মানে, তার মানে…সত্যিই তাহলে সৎ কাজে লাগতে যাচ্ছে টাকাগুলো? বাহ্, এ দেখছি খুব ভাল কথা! আয়, মা…তোকে একটু আদর করি।'

মোনিকার দুই গালে চুমো খেলেন কাউন্ট, মাথায় হাত রেখে নিঃশব্দে কিছু বললেন চোখ বুজে, ঠোঁট দুটো নাড়তে দেখা গেল সামান্য।

বুড়ো বাবার আশীর্বাদ মাথা পেতে গ্রহণ করল মোনিকা। অনেক কষ্টে চোখের পানি সামলে নিয়ে কাউন্টের রেখাঙ্কিত কপালে চুমো খেল। 'বিদায়, পাপা। নিজের ওপর নজর রেখো, নইলে মাথা খাবে আমার।'

হাসিমুখে ঘাড় কাত করলেন কাউন্ট।

সিধে হয়ে দাঁড়াল মোনিকা। ঘুরল। তারপর রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে ছুটে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে। সেই দিকে কয়েক সেকেন্ড চেয়ে রইলেন বৃদ্ধ, তারপর ধীরে ধীরে ফিরলেন রানার দিকে।

'ম্যাটাপ্যান এবং আরও কয়েকজনের কাছে তোমার সম্পর্কে অনেক ভাল কথা শুনেছি আমি, সিনর রানা। আরও শুনেছি, মোনিকার সাথে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করছ তুমি। যদিও আমি জানি নিজের ভাল বুঝবার ক্ষমতা রয়েছে মোনিকার, তবু তোমাকে ছোট্ট একটা অনুরোধ করব আমি, বাবা।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মনে মনে কথাগুলো বোধহয় সাজিয়ে নিলেন তিনি। 'সারাটা জীবন ভয়ানক কষ্ট করেছে মেয়েটা আমার, অসহ্য যন্ত্রণায় দাউ-দাউ জ্বলেছে—কিন্তু পরাজয় মানেনি। ও যে কতবড় মনের মানুষ, বাপ হয়ে আমি আর তা উচ্চারণ করতে চাই না। তোমার প্রতি শুধু ছোট্ট একটা অনুরোধ, দয়া করে কষ্ট দিয়ো না ওকে, অসম্মান করো না।'

বৃদ্ধের শীর্ণ দুটো হাত নিজের হাতে তুলে নিল রানা।

'কথা দিচ্ছি। বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে ও আমাকে, ওর বন্ধুত্বের অমর্যাদা করব না কোনদিন।'

বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল রানা।

কীলটা তৈরি হয়ে গেছে এ যেন একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা। সবাই ঘিরে দাঁড়াল সেটাকে। দীর্ঘ এক মাসের শ্রম, বুদ্ধি আর ঘাম ঝরাবার ফল হলুদ ধাতব এই আট কিউবিক ফিটের কীল।

'আর মাত্র দু'দিন,' বলল রানা। 'তারপরই পানিতে ভাসবে সানফ্লাওয়ার।'

নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকাল লার্দো। 'আরও কাজ রয়েছে হাতে। কীলটা শেষ হয়ে গেছে বলেই গায়ে বাতাস লাগানো চলবে না। আরও অনেক কাজ বাকি আছে।'

'ঠিক,' খুশি হয়ে উঠল লার্দোর ওপর রানা। 'পেপিনোকে নিয়ে তুমি সানফ্লাওয়ারের সীসার কীলটা খোলার ব্যবস্থা করো।'

আজকের রাতটা আনন্দের। বদলে গেছে কাজের ধরন।

শত্রুপক্ষের খবর জানতে চাইলে মোনিকা বলল, 'গগল আর কোসেঞ্জা যার যার হোটেলেই আছে। বোটইয়ার্ডের ওপর নজর রাখার মাত্রা বেড়েছে একটু। এছাড়া আপাতদৃষ্টিতে কোথাও কোন পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না।'

রহস্যটা এখানেই! ভাবছে রানা। থমথম করছে পরিবেশটা। এতদিন ঝাঁপিয়ে পড়েনি কেন ওরা? কিসের জন্যে ধৈর্যের সাথে বসে আছে? সোনার কীল তৈরি হয়ে যাবার অপেক্ষায়? এইবার? এইবার কি আসবে সেই প্রত্যাশিত আক্রমণ?

পরের দিন নির্ভেজাল মজা! যে কোন দিনের চেয়ে অনেক বেশি পরিশ্রম করল ওরা, এবং কাজ শেষ হবার সাথে সাথে সানফ্লাওয়ার পরিণত হলো দুনিয়ার সবচেয়ে দামী বোটে। কীলটা জায়গা মত ফিট করতে কোন অসুবিধেই হলো না ওদের। সীসার বদলে এটা সোনার হবে বলে নকশাটার মধ্যে কিছু এদিক ওদিক করাই ছিল, যার ফলে নতুন কীলটা হলো একটু অন্য আকৃতির। সীসার তুলনায় সোনা বেশ অনেকটা ভারি, তাই, ওজন বন্টন রীতি দুটোর বেলায় দু'রকম হতেই হবে।

সে রাতে খেতে বসে সবাই খুব খুশি, কিন্তু বিশেষ কথা বলছে না কেউ। কাজের লোকের স্বভাব অল্প-বিস্তর সকলের ভিতরই সংক্রামিত হয়েছে।

'জুয়েলগুলো আজ রাতেই বের করে ফেলো,' মোনিকাকে বলল রানা। কখন গোলমাল শুরু হয়ে যায়, এরপর আর হয়তো সময় পাবে না।'

মোনিকা হাসল। 'ওটা কোন সমস্যাই নয়। ইতিমধ্যে তোমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার কৌশল শিখে নিয়েছি আমরা।'

'কি রকম?' লার্দো জানতে চাইল।

'মাটির নিচে পুঁতে ওপরে কংক্রিটের চাতাল তৈরি হয়ে গেছে।'

হেসে ফেলল সবাই।

খাওয়া শেষ করে সিগারেট ধরাল রানা। মোনিকাকে বলল, 'চলো একটু হেঁটে আসি।'

'চলো,' সাথে সাথেই রাজি হয়ে গেল মোনিকা।

অন্ধকার রাতকে টর্চের আলো দিয়ে চিরে চিরে এগোল ওরা। নতুন শেডটার কাছে গিয়ে থামল মোনিকা একটা কংক্রিটের চাতালের ওপর। পা ঠুকে বলল, 'এটাই।'

'মন্দ নয়,' চাতালটার উপর দাঁড়িয়ে বলল রানা। 'ভালই বুদ্ধি বের করেছ। তবে বেশিদিন রেখো না এখানে।'

'আর এক সপ্তাহ পর একটা দানাও থাকবে না।'

রানার কাঁধে একটা হাত রাখল মোনিকা। নিভিয়ে দিল টর্চটা। এক হাত দিয়ে জড়িয়ে কাছে টানল রানা তাকে।

'কবে ফিরছ তুমি আবার?'

'জানি না,' বলল রানা। 'সময় পেলেই আসব।'

'অপেক্ষা করব তোমার জন্যে,' ফিসফিস করে বলল মোনিকা রানার বুকে গাল রেখে। 'যতদিন তুমি না ফেরো। এখানে নয়, মিলানে পাবে আমাকে।'

ঠিকানাটা মুখস্থ করে নিল রানা।

নিজের দিকে পুরোপুরি ঘুরিয়ে নিল সে মোনিকাকে। অন্ধকারে মোনিকার চোখ দুটো আশ্চর্য জ্বলজ্বল করছে। ঠোঁট দুটো মৃদু ফাঁক। চুম্বন প্রতীক্ষায়।

হাঁপাচ্ছে দু'জনই। দু'জনই বুঝতে পারছে আর বাড়াবাড়ি করা ঠিক হবে না, আকুল হয়ে রয়েছে ওরা প্রচণ্ড তৃষ্ণায়, সামলাতে পারবে না নিজেদের। শিউরে উঠল মোনিকা রানার বাহুবন্ধনে। সরে গেল একটু। 'ভয় লাগছে, রানা। পালাই।'

চলে গেল মোনিকা। ক্রমশ অস্পষ্ট হতে হতে এক সময় আর শোনা গেল না তার পায়ের আওয়াজ।

আরেকটা সিগারেট পোড়াবার জন্যে রয়ে গেছে রানা। ধরাতে যাবে, ফিসফিস করে উঠল একটা কণ্ঠস্বর, 'রানা!'

চমকে উঠল রানা। 'কে ওখানে?' শব্দ লক্ষ্য করে টর্চের আলো ফেলল ও।

'দুত্তোরী ছাই! আলোটা নেভাও না! আমি—আমি গগল!'

মুহূর্তে সজাগ, সচেতন, প্রস্তুত হয়ে গেল রানা।

গাঢ় একটা ছায়া এগিয়ে আসছে। 'আমি তো ধরেই নিতে যাচ্ছিলাম আজ রাতে আর তোমাদের প্রেম থামবে না,' বলল গগল।

'কি চাও তুমি, ঢুকেছই বা কিভাবে?'

'গগলকে এ প্রশ্ন করতে নেই,' বলল গগল। 'তাকে নরকে ঢুকতে বলো, তাও সে ঢুকে দেখিয়ে দেবে। এসেছি সাগর থেকে, কেননা, বিবো কোসেঞ্জার গুণ্ডাপাণ্ডারা ইয়ার্ডের সামনের দিকটা পাহারা দিচ্ছে।'

'জানি।'

গগলের কণ্ঠে বিস্ময়। 'সত্যি জানো?' তারার আলোয় গগলের সাদা দাঁত দেখতে পেল রানা। 'কিছু এসে যায় না তাতে, তাই না?'

'কিসের কিছু এসে যায় না?'

'রানা, মাই ফ্রেন্ড, ইউ আর ইন ট্রাবল,' বলল গগল। 'চারদিকে বিপদ, মাঝখানে তুমি। তুমি জানো, কোসেঞ্জা তোমাদেরকে আক্রমণ করতে যাচ্ছে—

আজ রাতে? তাকে ক্ষান্ত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি আমি, কিন্তু সে আমার আওতার বাইরে চলে গেছে।'

'তুমি তাহলে এখন আমার দলে?' বিদ্রূপ ঝরে পড়ল রানার কণ্ঠে।

জিভ আর টাকরা সহযোগে টক্ করে আওয়াজ করল গগল, 'নিজের দলে,' বলল সে। গলার স্বর বদলে আবার বলল, 'কি করতে চাও এখন তুমি?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'লড়াই ছাড়া করার আছে কি?'

'লড়াইয়ের কথা ভুলে যাও। কোসেঞ্জার ছোরা বাহিনীর বিরুদ্ধে জেতার কোন সম্ভাবনাই তোমাদের নেই। তোমার বোট কি তৈরি হয়নি এখনও?'

'হয়নি। কিছু কাজ এখনও বাকি আছে। যেমন রঙ করা ইত্যাদি।'

'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে নাকি?' চড়ে গেল গগনের গলা। 'রঙ করা না হলে কি এসে যায় এখন? নতুন কীলটা তৈরি হয়েছে কিনা তাই বলো।'

'হলেই বা কি?' ভাবছে রানা, কীলের কথাও তাহলে জানে?

'আর এক ঘণ্টাও দেরি না করে সানফ্লাওয়ারকে পানিতে ভাসাও। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে লেজ তুলে ভাগো, রানা।' কি একটা গুঁজে দিল সে রানার হাতে। 'তোমার ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট তৈরি করে নিয়ে এসেছি। বলেছিলাম না, পোর্ট ক্যাপ্টেন আমার একজন বন্ধু।'

কাগজটা নিয়ে বলল রানা, 'আমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছ—কেন? কোসেঞ্জাকে তোমার লোক হিসেবেই জানি আমরা।'

হেসে উঠে গগল বলল, 'নিজের ছাড়া আর কারও লোক নয় কোসেঞ্জা। অনুরোধ করায় সে আমার হয়ে লক্ষ রাখার কাজটা করছিল বটে কিন্তু আসল ব্যাপার যে কি তা ঘুণাক্ষরেও তাকে আমি জানতে দিইনি। তোমাকে শুধু চোখে চোখে রাখতে বলেছিলাম। বিশ্বাস করো, বৃদ্ধ পাহারাদারের কথা শুনে দুঃখ পেয়েছিলাম আমি—কোসেঞ্জার বেয়াদব বাহিনীর কাজ ওটা, আমার কোন হাত ছিল না।'

'একটু অবাকই হয়েছিলাম,' বলল রানা। 'তোমাকে যতটুকু চিনি, এতটা স্থূল নয় তোমার শয়তানিগুলো।'

'যাই হোক,' বলল গগল। 'গোটা ব্যাপারটা এখন কোসেঞ্জা জানে। পেপিনোই সব ফাঁস করে দিয়েছে।'

'পেপিনো!'

'হ্যাঁ, পে-পি-নো।'

'কিভাবে?' নিজের কানেই রুক্ষ শোনাল রানার নিজের কণ্ঠস্বর।

'কোসেঞ্জার একজন লোক ওর পকেট মারে। পকেটেই ছিল সিগারেট কেসটা। সেটা সোনার তৈরি। কেসের ভিতর লেখা ছিল আশ্চর্য একটা বাক্য—"Caro Benito da Parte di Adolf–Brennero–1940." দেখেই কোসেঞ্জার মাথা ঘুরে যায়। এই সেই গুপ্তধন যার সন্ধানে গোটা ইটালিকে ইঁদুর-খোঁড়া করা হচ্ছে যুদ্ধের পর থেকে। পাগলা কুকুর হয়ে গেছে কোসেঞ্জা, বুঝতেই পারছ।'

দাঁতে দাঁত ঘষল রানা অন্ধকারে। আবার সেই পেপিনো! কিন্তু পেপিনোর মুণ্ডুপাত করেই বা এখন আর কি লাভ?

'কোসেঞ্জাকে ভুজুংভাজং দিয়ে ঠাণ্ডা রাখার অনেক চেষ্টা করেছি আমি,' বলল গগল। 'সব যখন জেনে গেছে, ওকে ঠেকানো আর সম্ভব নয়। ওই গুপ্তধনের জন্যে প্রয়োজন হলে তোমার সাথে সাথে আমারও গলা কাটতে চাইবে ও। এই বিদেশ বিভুঁইয়ে তোমাকে অন্য কোন সাহায্য করতে পারছি না, শুধু আক্রমণের আগাম খবরটা দিতে এসেছি।'

'কখন সে আক্রমণ করতে যাচ্ছে?'

'আজ রাত তিনটেয়। তার সব লোককে নিয়ে চড়াও হবে সে।'

'আগ্নেয়াস্ত্র?'

'তুমি ইটালিয়ান গুণ্ডাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু জানো না নাকি? ফায়ার আর্মসের কারবারে যেতে চায় না ওরা পারতপক্ষে। গুলির আওয়াজে আকৃষ্ট হয়ে পুলিস এসে পড়ে ভাগ বসাতে। মব স্টাইলে আসবে আক্রমণ। চুপচাপ আসবে কোসেঞ্জা সদলবলে, হঠাৎ আক্রমণ করবে। যাবার সময় সোনাটা নিয়ে যাবে। চলে যাবার পর দেখা যাবে তোমাদের সবাই হয় বুকে না হয় পিঠে ছোরা খেয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছ আঙিনার এখানে ওখানে।'

'তার লোকজন এখন কোথায়?'

'যতদূর জানি ঘুমাচ্ছে। সারারাত জেগে থাকতে পছন্দ করে না ওরা।'

'তার মানে যার যার হোটেলে রয়েছে তারা,' বলল রানা। 'মোট ষোলোজন।'

'তুমি দেখছি প্রায় আমার সমান খবরই রাখো।'

'রাখি প্রথম থেকেই,' বলল রানা। 'মেডিটারেনিয়ানের প্রতিটি বন্দরে তোমার লোকদের চিনতে পেরেছি আমরা।'

'মন্টিকার্লোয় ডিনো মার খাবার পর এটা আমিও সন্দেহ করেছিলাম,' বলল গগল। 'কে মেরেছিল তাকে? তুমি?'

'লার্দো,' ছোট্ট করে বলেই হাতের মুঠি পাকাল রানা। গগল নিজেকে চতুর ভাবুক আর যাই ভাবুক, ওর এই দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয়টা মোটেই পছন্দ হচ্ছে না রানার। ওকে খোদার এতবড় দুনিয়ায় মুক্ত ছেড়ে দিলে কখন কোন্ দিক থেকে বিপদ আসবে তার ঠিক নেই। এমন এক জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করা দরকার ওর, ভাবল রানা, যেখানে সারাক্ষণ নজর রাখা যায় ওর ওপর।

হাসল গগল। 'ঠিক, লার্দোরই উপযুক্ত কাজ বটে।'

ধীরে ধীরে ঘুরছে রানা। 'আমরা কিসের পিছনে ছুটছি তুমি তা জানতে তাহলে?' আলাপের ভঙ্গিতে বলল রানা। 'ঠিক কিভাবে জানলে, বলো তো? তাঞ্জিয়ারে?'

উত্তর নেই গগলের।

বলল রানা, 'কি দেখে বুঝলে ব্যাপারটা, গগল?' ঝট্ করে ঘুরল সে।

সাড়া নেই। কোন শব্দ নেই।

'গগল?' বিস্মিত কণ্ঠে ডাকল রানা। টর্চ জ্বালল।

নেই গগল। দূর থেকে ঝপাৎ করে একটা অস্পষ্ট শব্দ এল। পানিতে পড়ল কিছু। আলো নিভিয়ে দিয়ে তিক্ত হাসল রানা।

সাত

হাতঘড়ি দেখল রানা। দশটা বাজে—পাঁচ ঘণ্টা পর হামলা চালাবে কোসেঞ্জা। এর মধ্যে কি মাস্তুল ইত্যাদি দাঁড় করানো সম্ভব? ভাবছে রানা। সম্ভব বলে মনে হয় না। শেডের বাইরে ফ্লাডলাইট জ্বালা হলে কোসেঞ্জার লোকেরা তা পরিষ্কার দেখতে পাবে, এবং তিনটে পর্যন্ত অপেক্ষা না করে সেই মুহূর্তে আক্রমণ করে বসবে। কিন্তু অন্ধকারে কাজ করা প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। পরিপূর্ণ অন্ধকারে পঞ্চান্ন ফুট উঁচু একটা মাস্তুলকে খাড়া করতে যাওয়া পাগলামি তো বটেই সম্ভব কিনা কে জানে।

পরিস্থিতি যা তাতে ওদেরকে থেকে গিয়ে যুদ্ধই করতে হবে দেখা যাচ্ছে। আক্রমণের আগে পালানো যাবে না।

ভিতরে ঢুকে লার্দোকে ঘুম থেকে জাগাল রানা। ঘুমের ঘোরে চোখ মেলতেই পারছে না, কিন্তু আক্রমণ আসছে শুনেই 'কোথায় শালারা' বলে একটা হুঙ্কার ছাড়ল সে। কি ঘটতে যাচ্ছে ধীরে ধীরে বলতে শুরু করল রানা, দেখল, ক্রমশ উদ্বেগ ফুটে উঠছে লার্দোর চেহারায়। পেপিনোর ভূমিকাটা অবশ্য পুরোপুরি চেপে গেল সে। এই অবস্থায় লার্দোকে সব খুলে বললে কি হতে পারে পরিষ্কার জানা আছে ওর।

সন্দেহে ভারি শোনাল লার্দোর গলা, 'এর মধ্যে গগলের স্বার্থটা কি?'

'জানি না, জানতে চাইও না,' বলল রানা। 'তবে, তার হুঁশিয়ারিতে কান না দিলে আমরা ভুল করব, এটুকু বুঝতে পারছি। সম্ভবত, কোন ব্যাপারে কোসেঞ্জার সাথে ঝগড়া বেধেছে ওর।'

'হুঁ,' বলল লার্দো। 'চলো, কাজে হাত দেয়া যাক।'

'একমিনিট, মাস্তুলের ব্যাপারটা ভেবে দেখেছ?' অন্ধকারে মাস্তুল ফিট করার ব্যাপারে অসুবিধেটা কোথায় জানাল ওকে রানা।

খস্ খস্ করে খোঁচা খোঁচা দাড়ি ভর্তি গাল ঘষতে শুরু করল লার্দো হাতের তালু দিয়ে। 'ঝুঁকি নিয়ে ফ্লাডলাইট জ্বালানোই বরং ভাল,' অবশেষে বলল সে, 'তবে, তার আগে কোসেঞ্জাকে ঠেকাবার ব্যাপারে প্রস্তুতি যা নেবার নিয়ে ফেলতে হবে। আক্রমণ সে করতে যাচ্ছেই, আগে হোক বা পরে। আমরা তৈরি হয়ে নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারি।'

ভঙ্গি, কথা, ভাবনা—সবই সামরিক বাহিনীর একজন কমান্ডারের মত। এটাই যেন লার্দোর সত্যিকার পরিচয়। ম্যাটাপ্যানকে ঘুম থেকে ওঠাল সে। পেপিনোকে

নিয়ে রানা শেড পরিষ্কার করে যা কিছু নেবার সব সানফ্রাওয়ারে তুলতে শুরু করল। গোলমালের শব্দ পেয়ে উঠে পড়ল মোনিকাও। লার্দোর পিছনে গিয়ে দাঁড়াল সে।

কি একটা হুকুম দিয়ে ম্যাটাপ্যানকে শেডের বাইরে বের করে দিল লার্দো, তারপর ডাকল রানাকে। 'আক্রমণটা কিভাবে ঠেকাতে হবে সে ব্যাপারে আমি কি ভেবেছি শোনো।'

মন দিয়ে শুনল রানা লার্দোর সমর পরিকল্পনাটা। সুন্দর। সেনাবাহিনীতে টিকে থাকলে কমিশন পেয়ে বড় অফিসার হতে পারত সে, মনে মনে স্বীকার করল সে।

লার্দোর পরিকল্পনাটা সম্পূর্ণ প্রতিরক্ষামূলক। কিন্তু রানা সেটাকে অদলবদল করে যথাসম্ভব আক্রমণাত্মক পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাইছে। বলল, 'তোমার পরিকল্পনাটাই গ্রহণ করছি আমরা, লার্দো। তবে, ছক ঠিক রেখে আমি একটু অদলবদল করতে চাই।'

'অবশ্যই।'

মোনিকার দিকে ফিরল রানা, 'এক ছুটে রাপালোর ম্যাপটা নিয়ে এসো, কুইক!'

একছুটে গেল আর এল মোনিকা। তার হাত থেকে ম্যাপটা নিয়ে সামনে বিছাল রানা। 'ছুটির মরসুম এখন, হোটেলে তিল ধারণের জায়গা নেই। কোসেঞ্জা তার লোকদের একটা হোটেলে জড়ো করতে পারেনি,' ম্যাপের বিভিন্ন জায়গায় আঙুল রেখে কথা বলছে ও, চারজন এখানে, ছয়জন ওখানে, তিনজন এখানে, বাকি সবাই কোসেঞ্জার সাথে এখানে। অর্থাৎ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ওরা।

শোনার অপেক্ষায় চুপ সবাই।

'ইয়ার্ডের এখানে দশজন লোক আছে আমাদের, এদেরকে নিয়ে মোট লোক সংখ্যা আমাদের পঁচিশ। ইয়ার্ডের বাইরে এই মুহূর্তে কোসেঞ্জার চারজন লোক নজর রাখছে আমাদের ওপর। আমাদের দশ ওদের চারকে কুপোকাৎ করতে যাচ্ছে—কাজটা পানির মত সহজ। এর অর্থ, আমরা যখন আলো জ্বালব তখন কোসেঞ্জাকে সাবধান করে দেবার মত কেউ থাকছে না।'

'চমৎকার আইডিয়া,' মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করল লার্দো।

'বাকি পনেরো জনকে আমরা কিভাবে ব্যবহার করব?' বলল রানা। 'তারা আছে প্রতিটি হোটেলের বাইরে দু'জন করে শুধু একটি হোটেল ছাড়া।' ম্যাপের একটা নির্দিষ্ট জায়গায় আঙুল রাখল রানা। 'এখানে কোসেঞ্জার লোক আছে চারজন। আর আমাদের লোক আছে নয়জন। বেরুলেই আমাদের লোক ওদেরকে ঘায়েল করবে। এটাও কঠিন কোন কাজ নয়।'

উল্লাসে ঘোঁৎ করে উঠল লার্দো। 'রানা! ইতিমধ্যেই কোসেঞ্জার বাহিনীকে অর্ধেক কমিয়ে ফেলেছ তুমি!'

'এরপর, কোসেঞ্জা আর তার সাথে আটজন। এরা ইয়ার্ডে ঢুকবে। দলে মোট ষোলোজনকে আশা করবে সে, কিন্তু তাদের ছায়া পর্যন্ত দেখতে পাবে না। এতে সে নার্ভাস হয়ে পড়তে পারে, কিন্তু আমার বিশ্বাস তা হবে না। তার ধারণা,

এখানে আমরা চারজন মাত্র আছি, এবং আমাদের সাথে একজন অবলা আছে—সুতরাং, আমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে আটজন, যোগ নিজে একজন, এই নয় জনের দলটাকে যথেষ্ট বলেই মনে করবে সে। কিন্তু আসলে ইয়ার্ডে আমরা থাকব চোদ্দজন। তারপর ওদের পিছন থেকে আসবে আমাদের আরও পনেরো জন, কোসেজ্ঞো আক্রমণ করার পরপরই। কেমন মনে হচ্ছে?'

'তুখোড়!' লার্দো প্রায় লাফিয়ে উঠল। 'এটা সম্পূর্ণ তোমার নিজস্ব পরিকল্পনা, আমারটার গন্ধ পর্যন্ত নেই! সে যাই হোক, ঘটনাচক্রে একটা জিনিস প্রমাণ হয়ে গেল।'

'কি প্রমাণ হলো আবার?'

'তুমি বোট বিল্ডার হতে পারো, কিন্তু সেটা তোমার আসল পরিচয় নয়,' বলল লার্দো। 'আমি বাজি ধরে বলতে পারি সামরিক বাহিনীর সাথে তোমার কোন না কোন সম্পর্ক আছে বা ছিল।'

হেসে ফেলল রানা, 'আমি বাজি ধরতে রাজি নই।'

'হেরে যাবে জানো, তাই!' সবজান্তার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল লার্দো। 'ভাল কথা, রানা, ম্যাটাপ্যানকে পাঠিয়েছি আমি আমাদের সব লোককে ফোন করে জানাতে যে, যে-কোন মুহূর্তে কিছু একটা ঘটতে পারে, সবাই যেন সতর্ক থাকে।'

'গুড!'

ফিরে এল ম্যাটাপ্যান। 'হোটেলের বাইরে যারা আছে তাদের সবাইকে সতর্ক থাকতে বলেছি আমি।'

'এবার কি করতে হবে, শোনো,' বলল রানা। দ্রুত কয়েকটা নির্দেশ দিল ম্যাটাপ্যানকে।

আবার অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল ম্যাটাপ্যান। দশজনকে হুকুম দিতে যাচ্ছে সে চারজনকে কাবু করার জন্যে।

পাঁচ মিনিট কাটল। তারপর দশ মিনিট। ত্রিশ মিনিটের মাথায় রানা বলল, 'এগারোটা বাজতে আর পাঁচ মিনিট বাকি। বাজলেই প্রথম দলটাকে বিসমিল্লাহ করা হবে। চলো। মজাটা দেখে আসা যাক।'

'কোথাও গোলমাল হবার তো কোন উপায় দেখছি না,' বলল মোনিকা। 'প্র্যাকটিক্যালি এটা একটা ফুলপ্রুফ পরিকল্পনা।'

ফেঁসে যেতে পারে এমন কোন ফাঁক রানাও দেখল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফেঁসেই গেল।

শেড ছেড়ে বেরুবার সময় লেজের মত সকলের পিছনে দেখতে পেল রানা পেপিনোকে। সবাইকে এগিয়ে যেতে দিয়ে পিছিয়ে পড়ল রানা, কনুইয়ের কাছে চেপে ধরল শক্ত করে পেপিনোর হাত। 'তুমি এখানেই থাকবে,' বলল রানা চাপা স্বরে। 'এই শেড ছেড়ে যদি বেরুতে দেখি, তোমাকে আমি নিজের হাতে খুন করব।'

রক্তশূন্য হয়ে গেল পেপিনোর মুখ। 'কেন?'

'পকেটমার মানিব্যাগ নিয়ে গেছে, না?' বলল রানা। 'মিথ্যাবাদী! সিগারেট

কেসটা সাথে করে নিয়ে কে ঘুরে বেড়াতে বলেছিল, শয়তান?'

গোবেচারা সাজার চেষ্টা করল পেপিনো। 'কি···কোন্ সিগারেট কেসের কথা বলছ?'

'মিথ্যে ভান কোরো না, পেপিনো। কোন্ সিগারেট কেসের কথা বলছি তা তুমি ভাল করেই জানো। এখন এখানে থাকো, এক পা-ও কোথাও নড়বে না। তোমার ওপর সারাক্ষণ চোখ রাখার সময় আমি পাব না। আর চোখ না রাখলেই সর্বনেশে কোন ভুল করে সব মাটি করে দেবে তুমি।' হাত ছেড়ে দিয়ে তার শার্টের কলার মুঠো করে ধরল রানা। 'শেড থেকে যদি বেরোও তাহলে লার্দোকে আমি জানাব, কেন আজ কোসেঞ্জা আক্রমণ করছে। লার্দো তোমাকে খুন করার আগে হাত আর পা চারটে ছিঁড়ে নেবে ধড় থেকে।'

নিচের ঠোঁটটা কাঁপতে শুরু করল পেপিনোর। 'না! ওকে বলো না!' ফিসফিস করে বলল সে। 'লার্দোকে নয়! বলো না!'

ছেড়ে দিল রানা। 'ঠিক আছে। কিন্তু এই শেড থেকে যেন বেরুনো না হয়।'

সকলের পরে গলভিয়োর অফিসে গিয়ে পৌঁছুল রানা। লার্দো বলল, 'মঞ্চ তৈরি। যে-কোন মুহূর্তে পর্দা উঠবে এখন।'

ম্যাটাপ্যানকে বলল রানা, 'গলভিয়োকে এখানে ডেকে আনো, মাস্তুল ফিট করতে ওকে আমাদের লাগবে।'

'ফোন করেছি,' বলল ম্যাটাপ্যান। 'পনেরো মিনিটের মধ্যে আসছে সে। এর মধ্যে প্রথম সাফল্য অর্জন করব আমরা,' মেন গেটের দিকে ইঙ্গিত করল সে।

'গুড!' বলল রানা। 'কি ঘটছে তা দেখার কোন উপায় আছে?'

'সামান্য। কোসেঞ্জার একজন লোক নিজেকে লুকিয়ে রাখার কোন চেষ্টাই করছে না। মেন গেটের ওপাশে ল্যাম্পপোস্টের নিচেই দাঁড়িয়ে রয়েছে।'

নিঃশব্দে গেট পর্যন্ত গেল রানা। বুড়ো হয়ে গেছে রোদে পোড়া, রঙ না-করা কাঠের গেটটা। চোখ রাখার মত ফাটল অনেক। হাঁটু ভাঁজ করে মাটিতে ঠেকাল রানা, একটা ফাটলে চোখ রেখে দেখল রাস্তার অপর পারেই ল্যাম্পপোস্টের আলোয় দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন, নিশ্চিন্ত মনে সিগারেট ফুঁকছে। ট্রাউজারের পকেটে একটা হাত ঢোকানো। চাবি বা পয়সা নাড়াচাড়া করছে কিংবা কিছু চুলকাচ্ছে।

সব চুপচাপ। সামুদ্রিক পাখির তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার চিরে দিল অখণ্ড নিস্তব্ধতাকে। তারপর নৈঃশব্দ্য।

নিচু গলায় ম্যাটাপ্যান বলল, 'দু'জনকে কাবু করা গেছে।'

'জানছ কিভাবে?'

গলার স্বরে হাসি জড়িয়ে আছে ম্যাটাপ্যানের। 'ওই যে পাখির আওয়াজ—শুনেই বুঝে নিচ্ছি।'

কোথায় যেন একটা অসঙ্গতি আছে, এতক্ষণ ভাবছিল রানা। ম্যাটাপ্যানের কথায় কারণটা বুঝতে পারল—সী-গাল রাতে চিৎকার করে না, ঘুমায়।

অস্পষ্ট একটা সুর। একজনের গলা থেকে আসছে বলে মনে হলো না

রানার। কারা যেন গান-টান গাইছে। বাড়ছে শব্দটা।

রাস্তার দূর প্রান্তে দেখা গেল তাদেরকে। তিনজন। মদ খেয়ে পুরো মাতাল, টলতে টলতে আসছে। একজনের অবস্থা সত্যি কাহিল। তাকে বাকি দু'জন ধরে রেখেছে।

ল্যাম্পপোস্টের নিচে দাঁড়ানো লোকটা হাতের সিগারেট ফেলে জুতো দিয়ে পিষল, তারপর মাতালের দলটাকে পথ ছেড়ে পিছিয়ে গিয়ে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল। মাতালদের একজন মাথার উপর একটা বোতল তুলে চেঁচিয়ে উঠল। 'এক ঢোক খেয়ে ফূর্তি করো, ভাই। আজ আমি জীবনে প্রথম বাবা হয়েছি!'

কোসেঙ্গার অনুচর মাথা নেড়ে প্রত্যাখ্যান করল বটে, কিন্তু মাতালরা তাকে ঘিরে ধরল তিনদিক থেকে। জড়ানো গলায় অনুরোধ করছে তিনজনই. 'এমন খুশির দিন! না খেলে চলে নাকি! খাও! খেতেই হবে! হাঁ করো, ঢেলে দিচ্ছি আমি...'

উপর থেকে হঠাৎ বোতলটা সাঁই করে নেমে এল। কাঁচ ভাঙার শব্দের সাথেই ধপাস করে পড়ল অনুচর সাহেব রাস্তার উপর।

'মরে না গেলেই হয় এখন!' বলল রানা।

'মানুষের খুলি কতটা পুরু তা ওরা জানে,' বলল ম্যাটাপ্যান। 'খুন করার জন্যে মারেনি, সুতরাং মরবে না।'

মাতলামির অভিনয় ছেড়ে মুহূর্তে কাজের লোক হয়ে উঠেছে তিনজনই। রাস্তা থেকে চ্যাঙদোলা করে তুলে আনছে তারা কোসেঙ্গার অজ্ঞান অনুচরকে। একই সময় রাস্তার ডান এবং বাম দিকে আরও লোককে অচেতন দেহ বয়ে আনতে দেখল ওরা। সেই সাথে ঝড় তুলে এল একটা প্রকাণ্ড প্রাইভেট কার।

খুব খুশি লার্দো। যুদ্ধের প্রেমিক সে, যুদ্ধের গন্ধ পেয়ে আনন্দে দিশেহারা। 'মোট চারজন। শেডের ভিতর নিয়ে গিয়ে রাখো।'

'না,' বলল রানা, 'নতুন যে শেডটা তৈরি হচ্ছে ওটার ভিতর নিয়ে গিয়ে রাখো ওদের।' জ্ঞান ফেরার পর কিছু দেখতে দিতে চায় না ওদেরকে রানা। 'হাত পা বেঁধে মুখে কাপড় গুঁজে দাও।'

খই ফুটতে শুরু করল ম্যাটাপ্যানের মুখে। আঞ্চলিক ভাষায় নির্দেশ পেয়ে অজ্ঞান দেহগুলোকে নিয়ে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল কয়েকজন লোক।

ইটালিয়ানদের একটা দল ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে ওদেরকে। এক ফোঁটা ঘাম ঝরল না, কেমন কাজ এটা?—এই নিয়ে হাসাহাসি করছে তারা, ম্যাটাপ্যান ধমক মারল, 'এত চেঁচামেচি কিসের শুনি? জেমিনি, একটা চোখ রাখো তুমি বাইরের দিকে। নিপো, আটক করা গাড়িটাকে ভেতরে ঢোকাও। বাকি তোমরা সবাই লক্ষ রাখো চারদিকে, আর দয়া করে ঠোঁটে তালা মারো।'

গাড়িটা গেটের ভিতর ঢোকানো হলো। গেট বন্ধ করতে যাচ্ছে ম্যাটাপ্যান, এমন সময় বাইরে থেকে এঞ্জিনের আওয়াজ আসছে শুনতে পেয়ে ঝট্ করে তাকাল রানা।

'ও কিছু না,' বলল ম্যাটাপ্যান। 'গলভিয়ো আসছে।' গেট খুলে একপাশে দাঁড়াল সে।

ছোট্ট ফিয়াট ঢুকল ভিতরে। গেট আবার বন্ধ করে দিল ম্যাটাপ্যান।
একটা সিগারেট ধরাল রানা। না তাকিয়েও অনুভব করল মোনিকার দুটো চোখ স্থির হয়ে আছে ওর দিকে।
দুই ছেলেকে নিয়ে গাড়ি থেকে নামল গলভিয়ো। সোজা হেঁটে এসে রানার সামনে দাঁড়াল সে। 'শুনলাম আপনি নাকি বোটটা পানিতে ভাসাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন? নিশ্চয়ই জানেন, এখন যে কাজই করব আমরা, সব ওভারটাইমের আওতায় পড়বে?'
নিঃশব্দে হাসল রানা। 'কতক্ষণ সময় লাগবে?'
'আলোর ব্যবস্থা করা হলে চার ঘণ্টা—তবে আপনাদের সাহায্য লাগবে।'
তার মানে কাজ শেষ হতে সোয়া তিনটে বেজে যাবে। উঁহু, ভাবছে রানা, সংঘর্ষের মধ্যে জড়িয়ে না পড়ে কোন রাস্তা নেই। 'কাজে আমাদেরকে বাধা দেয়া হতে পারে, সিনর গলভিয়ো।'
'কিছু এসে যায় না। তবে, ক্ষতি যা হবে তার দাম ধরে দিতে হবে আমাকে।'
কিছুই জানতে বাকি নেই গলভিয়োর, এবং সবরকম ঝুঁকি নিয়েই কাজ করতে অভ্যস্ত সে—অন্তত তাই মনে হলো রানার।
'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'যান, ঝাঁপিয়ে পড়ুন।'
'সঙ সেজে দাঁড়িয়ে আছিস কি মনে করে?' খেঁকিয়ে উঠল গলভিয়ো ছেলেদের উদ্দেশে। 'শুনলি না কি বললেন সিনর?' ছেলেদের ধাওয়া করে ছুটিয়ে নিয়ে গেল সে।
শেডের ভিতর সাগরের দিকের আলো জ্বলে উঠল। রানাকে বলল মোনিকা, 'কোসেঙ্গা যদি একটা লরি নিয়ে গেট ভেঙে ভেতরে ঢুকতে চায়?'
'পারবে। গেটটা নামকাওয়াস্তে।'
'এক্ষুণি ব্যবস্থা করছি,' বলল লার্দো। 'ওদের একটা গাড়ি আটক করেছি, সেটাকেই গেটের গা ঘেঁষে আড়াআড়িভাবে দাঁড় করিয়ে রাখি।'
'গুড, তাই করো,' বলল রানা। 'আমি গলভিয়োকে সাহায্য করতে যাচ্ছি।' ছুটল রানা। শেডে ঢোকার মুখে পিছনে এঞ্জিন স্টার্ট নেবার শব্দ পেল।
মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল গলভিয়োর সাথে। খেপা ষাঁড়ের মূর্তি নিয়ে ছুটে আসছিল, রানাকে দেখে থমকে দাঁড়াল। 'সিনর, এই বোট আপনি পানিতে ভাসাতে পারেন না। তলায় না আছে রঙ, না আছে কপার, না আছে কিছু—আমাদের মেডিটারেনিয়ানের পানিতে স্রেফ ধ্বংস হয়ে যাবে বোটটা। পোকাগুলো আস্ত খেয়ে ফেলবে ওটাকে।'
'সময় নেই, কি আর করা। এই অবস্থাতেই পানিতে ভাসাতে হবে ওকে।'
পেশাগত দায়িত্ব বোধে ঘা লাগছে গলভিয়োর। 'আমি সমর্থন করতে পারি না, আপনি যাই বলুন। আমার ইয়ার্ড থেকে এই হালে কোন বোট বেরোয়নি কোনদিন। লোকে জানলে বলবে গলভিয়োর বয়স বেড়ে যাওয়ায় গরু হয়ে গেছে সে।'
'কেউ জানবে না, সিনর গলভিয়ো। আমি কাউকে বলব না,' বলল রানা।

'চলুন, অযথা সময় নষ্ট করার মানে হয় না।' অধৈর্য হয়ে উঠেছে রানা, কিন্তু তা প্রকাশ করে কোন লাভ নেই জেনে যথাসম্ভব শান্ত থাকতে চেষ্টা করছে। সানফ্লাওয়ারের কাছে পৌঁছুল ওরা। রেগেমেগে কীলটার দিকে তাকিয়ে থাকল গলভিয়ো। আঙুলের উল্টোপিঠের গাঁট দিয়ে টোকা মারল সেটার গায়ে। 'এটা কি ছেলে খেলা? এত বয়স হলো, বোট মেরামত করতে করতে শরীরের লোম সব পাকিয়ে ফেললাম, কই, পালিশ করা কীলের কথা জীবনে তো কখনও শুনিনি!'

'কীল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছি একথা তো আপনাকে আমি আগেই বলেছিলাম।'

রানার অস্বাভাবিক ম্লান কণ্ঠস্বর শুনে হেসে ফেলল গলভিয়ো। 'কি ফ্যাসাদে ফেললেন বলুন দেখি! যাই হোক, বুঝতে পারছি, আপনাকে টলানো যাবে না। যাই, ছানাগুলোকে ধমক-ধামক মেরে...'

শেডের সামনের দিকে আলো, সেদিকে ছুটে চলে গেল গলভিয়ো।

পিছন থেকে হাঁক ছেড়ে বলল রানা, 'সীসার একটা অতিরিক্ত কীল রয়ে গেল, ওটা কাজে লাগাতে পারেন আপনি। সীসার এখন যা দাম, বিক্রি করে দিলে অন্তত দুই হাজার পাউন্ড দাম পাবেন।'

'আজকের ওভারটাইম পুষিয়ে যাবে ওটায়!' দূর থেকে ভেসে এল গলভিয়োর কণ্ঠ।

আরও ভারী, থমথমে হয়ে গেছে পেপিনোর চেহারা। গ্রাহ্য না করে সানফ্লাওয়ারকে সাগরের উপযুক্ত করার কাজে বেদম খাটাতে শুরু করল তাকে রানা। লার্দো আর মোনিকা ওদের সাথে যোগ দিতে কাজের গতি বেড়ে গেল দ্রুত।

'ম্যাটাপ্যানকে ওদিকের দায়িত্ব দিয়ে এসেছি,' বলল মোনিকা। 'কি করতে হবে না হবে জানে ও। কিন্তু বোটের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।'

'তুমিও তাই।'

'তাই। তবে, আমাকে শিখতে হবে।'

কাজ ফেলে মোনিকার চোখের দিকে, তারপর তিলটার দিকে তাকাল রানা।

'দেখছ কি? রানা এজেন্সির একজন ব্রাঞ্চ ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করতে হলে নিজেকে উপযুক্তভাবে গড়ে তুলতে হবে না?'

'একশোবার,' বলল রানা। 'নিজেই অ্যাপয়েন্টমেন্টটা নিয়ে নিয়েছ বুঝি? ভেরি গুড! যাও, তোমার জিনিসপত্র ছোট একটা সুটকেসে গুছিয়ে নাও। তুমিও আমার সাথে যাচ্ছ।'

হাসল মোনিকা। 'অনেক আগেই আমি গুছিয়ে রেখেছি সব। কিছুদিন গা ঢাকা দিতেই হবে যখন, ভাবলাম তোমার সাথেই নিরুদ্দেশ হয়ে যাই।'

'ঠিক আছে, এখন এখান থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যাও,' বলল রানা। 'এই জায়গা খানিকপর কুরুক্ষেত্রে পরিণত হবে।'

'কুরুক্ষেত্র? এটা নতুন শব্দ। এই কাজের সময় কি মনে করে তুমি এমন একটা নতুন শব্দ উচ্চারণ করলে?'

'তুমি যাচ্ছ কিনা?'
'না।'
'যাচ্ছ।'
'না।' দু'কোমরে হাত রেখে মাটিতে পা ঠুকল মোনিকা। 'আমি থাকব তো বটেই, দরকার হলে তোমার পাশে দাঁড়িয়ে মারপিটও করব।'
'তর্ক করার সময় নেই,' প্রকারান্তরে পরাজয় স্বীকার করল রানা।
শেড থেকে টেনে বের করল ওরা সানফ্লাওয়ারকে। গলভিয়োর একটা ছেলে ছোট ক্রেনটাকে ওটার পাশাপাশি চালিয়ে নিয়ে গেল। মাস্তুলটাকে বোটের উপর তুলল সে, তারপর ধীরে ধীরে নামাতে শুরু করল মাস্ট পার্টনারের মাঝখানে। মাস্তুলের হিল বাট প্লেটের মেঝেতে খাপে খাপে বসছে কিনা নিশ্চিত হবার জন্যে নিচে রয়েছে রানা। বুড়ো নেমে এল নিচে, বলল, 'এদিকে আমি চোখ রাখছি। আপনি, সিনর, এঞ্জিনটা ঠিক আছে কিনা দেখে আসুন।'
বোটের পিছন দিকে এল রানা। পানি থেকে তোলার পর হপ্তায় দু'বার করে এঞ্জিন পরীক্ষা করেছে ও। মাঝে মাঝে স্টার্ট দিয়ে ব্যবহারের উপযোগী রাখতে চেষ্টা করেছে। বোতাম টিপতেই মুহূর্তে চালু হয়ে গেল এঞ্জিন। ফুয়েল আর ওয়াটার ট্যাঙ্ক চেক করে ডেকে উঠে এল গলভিয়োর ছেলেদেরকে রিগিং দাঁড় করাবার কাজে সাহায্য করতে।
খানিকপর মোনিকা এল গরম কফি নিয়ে। ধন্যবাদ সহকারে নিজের কাপটা তার হাত থেকে নিল রানা। 'সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে,' বলল মোনিকা।
রিস্টওয়াচ দেখল রানা। দুটো বাজে, 'মাই গড!' আঁতকে উঠল ও, 'এক ঘণ্টা পর ডেডলাইন। কোন খবর পেয়েছ ম্যাটাপ্যানের কাছ থেকে?'
মাথা নাড়ল মোনিকা। 'তোমাদের কাজ শেষ হতে আর কত দেরি?' ডেকের চারদিকে দৃষ্টি বুলাচ্ছে সে।
'দেখে মনে হচ্ছে দিন পাঁচেক লাগবে,' বলল রানা। 'আসলে লাগবে আরও দু'ঘণ্টা।'
'তার মানে যুদ্ধ করছি?'
'এড়িয়ে যাবার উপায় দেখছি না।'
'ম্যাটাপ্যানের সাথে আছি আমি,' বলল মোনিকা। 'কিছু ঘটলে খবর দিয়ে যাব।'
মোনিকার গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। তাকে দেখতে দেখতে একজনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল, থাবা মেরে স্মৃতির ঢাকনিটা বন্ধ করে দিয়ে পেপিনোর কাছে গিয়ে দাঁড়াল ও। বলল, রানিং রিগিঙের ব্যাপারে মাথা ঘামাতে হবে না তোমাকে। ওটা সাগরে ফিক্স করে নেব আমরা। তুমি শুধু দড়িদড়াগুলো কপিকলের ভিতর দিয়ে ঢুকিয়ে জায়গা মত বেঁধে নাও। সময়ের অভাব...'
অফিস থেকে ছুটে আসতে দেখল রানা মোনিকাকে। 'রানা! রানা! ম্যাটাপ্যান ডাকছে তোমাকে'
সব ফেলে ঝেড়ে দৌড় দিল রানা ইয়ার্ডের সামনের দিকে। না থেমেই হাঁক

ছাড়ল লার্দোর নাম ধরে। পৌঁছে দেখল ম্যাটাপ্যান কথা বলছে টেলিফোনে। এক মিনিট পর রিসিভার ক্রেডলে নামিয়ে রেখে বলল, 'শুরু হয়ে গেছে।'

ম্যাপ বিছানো রয়েছে যে টেবিলটায় সেটার উপর পা ঝুলিয়ে বসল লার্দো। 'কার সাথে কথা বললে?'

সাগর কলার মত মোটা একটা আঙুল রাখল ম্যাপে ম্যাটাপ্যান। 'এখানের লোকগুলো রওনা হয়েছে। আমাদের দু'জন লোক অনুসরণ করছে ওদেরকে।'

'যে চারজনকে সরাসরি কাবু করতে যাচ্ছিলাম আমরা ওরা তারা নয়?' জানতে চাইল রানা।

'না, তাদের কোন খবর পাইনি আমি।' দ্রুত জানালার দিকে এগোল সে। জানালার বাইরে দাঁড়ানো লোকটাকে কি যেন বলল।

ঘড়ি দেখল রানা। আড়াইটা।

চুপচাপ বসে থাকতে হচ্ছে। কিছুই করার নেই, অধীর অপেক্ষা করা ছাড়া। সেকেন্ডের কাঁটা পুরো চক্কর দিয়ে আসছে। এক মিনিট কাটছে। আরেক চক্কর। দু'মিনিট। আবার শুরু হচ্ছে ঘোরা। শেষ পর্যন্ত ঘড়ি দেখার ধৈর্য হারিয়ে ফেলল রানা। সিগারেট ধরাল একটা। লক্ষ করল, উত্তেজনায় একটু যেন কাঁপছে হাত দুটো।

ঝনঝন শব্দ চমকে দিল সবাইকে। কয়েকটা হাত ছুটল রিসিভারের দিকে।

ম্যাটাপ্যান তুলল সেটা। কানের সাথে চেপে ধরে শুনছে। ঠোঁট দুটো শক্তভাবে সেঁটে আছে পরস্পরের সাথে। রিসিভার রেখে দিল। একে একে তাকাল সকলের দিকে। রানার চোখে স্থির হলো তার দৃষ্টি। 'আরও লোকজন সংগ্রহ করেছে কোসেঞ্জা। তার হোটেলের সামনে জড়ো হয়েছে ওরা। দুই ট্রাক ভর্তি।'

হুড়মুড় করে মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল।

এক মুহূর্ত নিস্তব্ধতা। কেউ নড়ল না এক সেকেন্ড। শুধু এঁকেবেঁকে ধোঁয়া উঠছে রানার দু'আঙুলের ফাঁকে ধরা সিগারেট থেকে।

'কোন জাহান্নাম থেকে এল ওরা?' জানতে চাইল রানা।

'স্পেজিয়া থেকে। অন্য আরেকটা গোটা গ্যাঙ ভাড়া করেছে কোসেঞ্জা,' বলল ম্যাটাপ্যান। 'সিনর রানা, ইটালির এ ধরনের গ্যাঙ অ্যাটাক অত্যন্ত কুৎসিত একটা ব্যাপার। কি হয় কিছুই বলা যায় না। এটা এড়িয়ে যাওয়ার কি কোন উপায় নেই?'

ম্যাটাপ্যান ভয় পাচ্ছে নাকি? সব ফেলে পালাতে বলছে ওকে? হোঁচট খেল রানা। পরমুহূর্তে কথাটার গুরুত্ব পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করল সে। আরেক দল গুণ্ডা ভাড়া করতে গেল কোসেঞ্জা কি মনে করে? ওদের চারজনের বিরুদ্ধে এত লোক দরকার মনে করল কেন? তার মানে মোনিকার দলের খবর অজানা নয় তার। সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েই আসছে সে, নির্বিচারে হত্যা করবে যে বাধা দেবে তাকেই।

'অতিরিক্ত কজন ওরা?' প্রশ্নটা লার্দোর।

কাঁধ ঝাঁকাল ম্যাটাপ্যান। 'কমপক্ষে ত্রিশজন, ওরা বলছে।'

ওদের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনাটা সহস্র টুকরো হয়ে ভেঙে পড়েছে, উপলব্ধি করল

রানা। শত্রুপক্ষ একত্রিত হচ্ছে, আর ওদের নিজেদের দল বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। 'তোমার লোকদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে?' ম্যাটাপ্যানকে প্রশ্ন করল ও।

'পারি। একজন নজর রাখছে, আরেকজন অপেক্ষা করছে টেলিফোনের কাছে।'

'ওদেরকে ডেকে পাঠানোই ভাল,' বলল রানা।

'না!' লার্দো প্রতিবাদ জানাল। 'পরিকল্পনাটা এখনও প্রায় নিখুঁত আছে বলেই মনে করি আমি। এখনও আমরা এখানে ওদেরকে ব্যস্ত রাখতে এবং পিছন থেকে আক্রমণ করতে পারি। সব মিলিয়ে কত লোক আছে আমাদের?'

ম্যাটাপ্যান বলল, 'আমাদের চারজনকে নিয়ে উনত্রিশ জন।'

'ওরা তেতাল্লিশ জন, কমপক্ষে,' বলল রানা। 'আমাদের চেয়ে চোদ্দ জন বেশি।'

'আমাদের সাথে যারা রয়েছে তারা সবাই যুদ্ধ করতে পারবে,' ম্যাটাপ্যানকে বলল মোনিকা। 'এদেরকে নজর রাখার কাজে না লাগিয়ে বয়স্ক কিছু লোককে ডেকে পাঠাও, যারা যুদ্ধ করতে না পারলেও নজর রাখার কাজ চালাতে পারবে।'

ফোনের রিসিভার তুলল ম্যাটাপ্যান। খপ্ করে তার হাত ধরে ফেলল লার্দো। 'না! আইডিয়াটা ভাল, কিন্তু এখন আর সময় নেই হাতে। প্ল্যান বদলাতে শুরু করলে বিপদে পড়ে যেতে পারি। তাছাড়া, ফোনটাকে এখন অন্য কোন কাজে ব্যস্ত রাখা যাবে না। খবর দরকার আমাদের।'

আবার সেই অপেক্ষার পালা। সেকেন্ডের কাঁটা চক্কর মারছে। হঠাৎ জানতে চাইল লার্দো, 'পেপিনো কোথায়?'

'বোটে কাজ করছে,' মৃদু স্বরে বলল রানা। 'ওখানেই ঠিক আছে ও, মারপিটের মধ্যে ওকে না রাখাই ভাল।'

'ঠিক বলেছ!'

টেলিফোন বাজতেই চিলের মত ছোঁ মেরে রিসিভার তুলল ম্যাটাপ্যান। ব্যগ্রতার সাথে শুনল সে, তারপর নির্দেশ দিতে শুরু করল। লার্দোর দিকে তাকাল রানা। 'চারজন কাবু হলো···বাকি থাকল উনচল্লিশ জন,' নিজেকেই যেন ব্যঙ্গ করল ও।

রিসিভার নামিয়ে রাখতে রাখতে ম্যাটাপ্যান বলল, 'আমাদের মোবাইল ফোর্স—ওরা কোসেঞ্জার হোটেলের দিকে রওনা হয়েছে।'

রিসিভার রেখে হাত গুটিয়ে নিচ্ছে ম্যাটাপ্যান, আবার বেজে উঠল ফোন।

'বোটের কাছে ফিরে যাও তুমি,' মোনিকাকে বলল রানা। 'জান-প্রাণ দিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে বলো পেপিনোকে। তুমিও থাকো ওখানে—যাও।'

অফিস থেকে মোনিকা বেরিয়ে যেতে ম্যাটাপ্যান বলল, 'হোটেল ছেড়ে রওনা হয়েছে কোসেঞ্জা, দুটো কার আর দুটো ট্রাক নিয়ে। মাত্র দু'জন লোক ওখানে আমাদের—ইতিমধ্যে একটা ট্রাককে হারিয়ে ফেলেছে ওরা। একটা ট্রাক আর দুটো কার সোজা এদিকেই আসছে।'

টেবিলের ওপর ঘুসি মারল লার্দো। ছয় ইঞ্চি লাফিয়ে উঠল টেলিফোনটা। 'আমি জানতে চাই দ্বিতীয় ট্রাকটা গেল কোথায়!'

'উত্তেজিত হয়ো না,' শান্ত ভাবে বলল রানা। 'পরিস্থিতি খুবই খারাপ, এর চেয়ে খারাপ আর কি হবে?'

অফিস থেকে বেরিয়ে এল একা রানা। বাইরে অন্ধকার। বুকে হাত বেঁধে দাঁড়াল। এগোল। আবার দাঁড়াল। নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল আপন মনে।

গলভিয়োর একটা ছেলে ওকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসে জানতে চাইল, 'কি ঘটছে, সিনর?'

'কোসেঞ্জা তার দলবল নিয়ে আসছে। যাও, সবাইকে তৈরি থাকতে বলো।'

কয়েক সেকেন্ড পর মত্ত হাতির মত ছুটে এল লার্দো। 'টেলিফোনের লাইন কেটে দিয়েছে!'

'এইটুকুই বাকি ছিল,' বলল রানা। 'কি ঘটছে না ঘটছে জানার আর কোন উপায় থাকল না।'

'আমাদের বাইরের লোকেরা বুদ্ধি খাটিয়ে যদি এক জায়গায় জড়ো হয় তবেই রক্ষে, তা নইলে আমরা গেছি!' লার্দো গম্ভীর।

ম্যাটাপ্যান বেরিয়ে এল। তাকে প্রশ্ন করল রানা, 'গলভিয়োর ছেলেরা লড়বে?'

'যদি আক্রান্ত হয়।'

'বুড়োকে কোথাও সটকে পড়তে বলো, যাও। ও জখম হোক তা আমি চাই না।'

ম্যাটাপ্যান দ্রুত চলে গেল শেডের দিকে। বাইরে নজর রাখতে ব্যস্তহয়ে পড়ল লার্দো। রাস্তাটা ফাঁকা। একটা টু-শব্দ নেই কোথাও। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল ওরা, কিছুই ঘটছে না। কোসেঞ্জা ভড়কে যায়নি তো তার লোক সংখ্যা কমে গেছে দেখে? ভাবছে রানা। রোল-কল করলেই জানতে পারবে সে, আটজন লোকের কোন খবর নেই। এই আবিষ্কার কতটুকু নাড়া দেবে তাকে? কি রকম প্রতিক্রিয়া হবে তার?

রিস্টওয়াচের রেডিয়াম লাগানো ডায়ালে চোখ রাখল রানা। তিনটে পনেরো।

এখনও দেখা নেই কোসেঞ্জার। আরও আধ ঘণ্টা যেন দেরি করে সে।—ভাবনাটা প্রায় প্রার্থনার মত রানার। তাহলেই সানফ্লাওয়ারকে পানিতে নামানোর কাজ শেষ হয়।

কিন্তু কোসেঞ্জা দেরি করল না।

'আসছে! আসছে ওরা!' হঠাৎ ঘোষণা করল লার্দো।

একটা এঞ্জিনের গিয়ার বদলাবার আওয়াজ পেল রানা, শব্দটা আচমকা উচ্চকিত হলো। বাঁ দিকে হেডলাইটের ঝলক দেখা গেল, দ্রুত কাছে সরে আসছে, চারদিক ভরাট করে দিচ্ছে এঞ্জিনের গর্জন।

প্রথমটা একটা ট্রাক। কাছাকাছি এসে পড়েছে, কিন্তু স্পীড কমাবার কোন লক্ষণ নেই। হঠাৎ ইয়ার্ডের দিকে নাকটা ঘুরে গেল ট্রাকের। কি ঘটতে যাচ্ছে,

আগেই পরিষ্কার দেখতে পেল রানা মনের চোখ দিয়ে।

আঞ্চলিক ভাষায় একটা হুঙ্কার ছাড়ল ও। 'গেটের দিকে ছোটো!'

গেটের সাথে ট্রাকের সংঘর্ষের শব্দ খুব একটা হলো না, গেটটা কয়েকশো টুকরো হয়ে উড়ে এল ইয়ার্ডের ভিতর দিকে, কিন্তু বিকট একটা আওয়াজ হলো ট্রাকটা আড়াআড়িভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা গাড়িটার পেট বরাবর ধাক্কা খেতেই। ফুল স্পীডে গেট ভেঙে ঢুকেছিল ট্রাক, ধাক্কাটা খেয়ে আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল।

কোসেঙ্গার লোকদেরকে ধাতস্থ হবার সময় দিল না ওরা। মাথা নিচু করে সকলের আগে ছুটল রানা, লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে পেরিয়ে গেল চুরমার হয়ে যাওয়া কারটাকে। ট্রাকের বনেটে নামল রানা, সেখান থেকে প্যাসেঞ্জার সীটের পাদানিতে গিয়ে দাঁড়াল। সীটের এ পাশের লোকটা পাগলের মত মাথা ঝাঁকাচ্ছে, কিন্তু সামনের দিকটা বাঁকা হয়ে ভিতরে ঢুকে ওকে এমন বেকায়দায় আটকে ধরেছে যে টেনে বের করা প্রায় অসম্ভব। লোকটার কানের পাশে একটা ঘুসি মারল রানা, তবেই জ্ঞান হারাল।

ড্রাইভার যা করছে, দেখে বিশ্বাসই হলো না রানার। চুরমার হয়ে যাওয়া এঞ্জিনটাকে স্টার্ট দেবার জন্যে হাতের কাছে যা পাচ্ছে তাই ধরে উন্মাদের মত টানাটানি করছে। আরেক দরজায় দেখা গেল লার্দোকে। দোরগোড়া থেকে দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে লোকটাকে টেনে তুলল সে, তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিল বাইরের অন্ধকারে। একলাফে উঠে পড়ল লার্দো ট্রাকের পিছনে। রানাও উঠতে যাবে এমন সময় কিসের সাথে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ল সে নিচে। পড়েই মচকে গেল পা-টা। পায়ের কব্জিটাকে বাঁচাতে গিয়ে কাত হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়তে হলো ওকে। শুয়েই দেখতে পেল ওদের লোকজন ডাকাতের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে শত্রুপক্ষের উপর।

হুড়মুড় করে ওর ঘাড়ের ওপর পড়ল একজন; পড়েই একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে চোঁ-চোঁ দৌড় দিল গেটের দিকে।

সামলে নিয়ে রানা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতেই থেমে গেল হাঙ্গামা। কোথাও কোন গোলমালের যেন এক কণাও অবশিষ্ট নেই। একলাফে পাশে এসে দাঁড়াল লার্দো। 'তবিয়ত ঠিক হ্যায়, রানা?'

'ঠিক আছি,' বলল রানা। 'কি হলো? হঠাৎ থেমে গেল কেন সব?'

'ধাক্কাটাই ওদেরকে বেদিশা করে দিয়েছে। ঠিক কি হয়েছে ওদের অনেকেই তা বুঝতে পারেনি। ট্রাক থেকে তুলে আছড়ে নিচে ফেলেছি আমরা একজন একজন করে, ব্যস! যে-যার জান নিয়ে ভেগেছে। গেটের দিক থেকে ভুলেও আর আসছে না ওরা।

রানা দেখল সবচেয়ে দুর্বল জায়গা গেটটাই এখন সবচেয়ে শক্তিশালীতে পরিণত হয়েছে। কার আর ট্রাকের ধ্বংসস্তূপ গোটা প্রবেশপথটাকে বন্ধ করে রেখেছে, গাড়ি তো দূরের কথা, মানুষ গলাও কঠিন।

মুক্তোর মত দু'সারি দাঁত দেখা গেল অন্ধকারে; ম্যাটাপ্যান হাসছে। 'আমাদের হাতে তিনজন বন্দী হয়েছে, সিনর।'

'হাত পা বেঁধে অন্যান্যদের সাথে ফেলে রাখো,' বলল রানা। এগারোজন লোক হারিয়েছে কোসেঙ্গা এরই মধ্যে, ভাবছে ও। মোট শক্তির চার ভাগের এক ভাগ গায়েব হয়ে গেছে তার। আবার আক্রমণ করার আগে কয়েকবার ভেবে দেখতে হবে তাকে।

'দু'পাশ থেকে ওরা আক্রমণ করতে পারবে না, তুমি শিওর, লার্দো?'

'মোর দ্যান শিওর। দু'দিকেই উঁচু বিল্ডিঙের বাধা আছে। আক্রমণ করতে হলে সামনের দিক থেকেই করতে হবে তাকে। ভাবছি···ভাবছি দ্বিতীয় ট্রাকটা গেল কোথায়?'

টেলিফোনের আওয়াজ শুনে ভুরু কুঁচকে তাকাল রানা। 'তুমি না বলেছিলে তার কেটে দিয়েছে?'

'ম্যাটাপ্যান তাই তো বলেছিল!'

দৌড়ে অফিসে ঢুকল ওরা। রিসিভার তুলল লার্দো। ভুরু কুঁচকে এক সেকেন্ড শুনল, তারপর রানার দিকে বাড়িয়ে দিল রিসিভারটা, 'কোসেঙ্গা! তোমাকে চাইছে।'

রিসিভার নিল রানা। মাউথপীসে হাত চাপা দিয়ে রেখে লার্দোকে বলল, 'মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে—বুড়োকে ডেকে আনো এখানে।' মাউথপীস থেকে হাত সরিয়ে কোসেঙ্গাকে বলল, 'কি চাও?'

'কে তুমি? মাসুদ রানা?' ভাল ইংরেজী জানে বদমাসটা।

'হ্যাঁ।'

'রানা, যা বাস্তব সেটাকে মেনে নিতে পারছ না কেন? বুঝতেই পারছ, কোন আশা নেই তোমার।'

'তোমার এই ফোন করাই প্রমাণ করে যা করছি ঠিকই করছি আমরা। যা চাইছ তা অন্য কোনভাবে পাবার উপায় থাকলে তুমি আমার সাথে কথা বলতে চাইতে না। এখন, যদি কোন প্রস্তাব থাকে, বলো, তা নাহলে রেখে দিই।'

'এটা ইটালি—কথাটা তুমি ভুলে গেছ রানা। কন্টেসার লোকদের পেয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করছ, তাই না? কিন্তু তুমি জানো না···'

'রিসিভার রাখছি তাহলে···'

'ঠিক আছে,' দ্রুত বলল কোসেঙ্গা। 'আমার প্রস্তাব দিচ্ছি আমি—আমাকে আধাআধি ভাগ দিলে তোমার বন্ধু হতে পারি।'

'গো টু হেল!'

'রাজি নও?'

'তোমাকে কাছে পেলে তোমার পাছা বরাবর অ্যায়সা এক লাথি মারতাম···'

দাঁতে দাঁত ঘষল কোসেঙ্গা। 'ঠিক আছে। আমিও দেখাচ্ছি মজা!'

'নির্লজ্জের মত, বোকার মত ফের হামলা করবে?' কৃত্রিম বিস্ময়ের সুরে বলল রানা। 'কিন্তু এবার যদি এসে দেখো পুলিস পৌঁছে গেছে?'

'পুলিসে খবর দেবে তুমি?' টিটকারির হাসি হাসল কোসেঙ্গা, 'অসম্ভব! তাছাড়া, ফোন তো আবার আমি কেটে দিচ্ছি, খবর দেবে কিভাবে?'

'ফোনই কি একমাত্র যোগাযোগ?' হাসল রানা। 'আমরা সব দিকেই বিকল্প ব্যবস্থা রেখেছি। ধরো, তোমার লোকেরা গায়েব হয়ে যাচ্ছে কেন? এ পর্যন্ত ক'জন গেছে, তার কোন হিসেব রাখো?'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে দৃঢ়কণ্ঠে বলল কোসেঞ্জা, 'পুলিসে খবর দিতে পারো না তুমি। পুলিসকে আমার মতই এড়িয়ে যাবে তুমি, জানি। রানা, এক সময় তোমার একটা উপকার করেছিলাম আমি, সে-সময় এস্ত্রোনোলির দায়িত্ব যদি নিজের কাঁধে তুলে না নিতাম, কি হত ভাবতে পারো? সে তোমাকে ছাড়ত? সেই উপকারের প্রতিদান চাইছি আমি, রানা।'

'উপকার তুমি আমার নয়, গগলের করেছিলে,' কথাটা বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা।

'কি চায়?' জানতে চাইল লার্দো।

'আধাআধি ভাগ।'

'মাইরি!'

'গলভিয়ো আসছে?'

'আসছে।'

তখুনি অফিসে ঢুকল বুড়ো। 'সিনর গলভিয়ো, আগে বোটের খবর বলুন,' আগ্রহের সাথে জানতে চাইল রানা।

'আর মাত্র পনেরো মিনিট দিন আমাকে, মাত্র পনেরো মিনিট—ব্যস!'

'দিতে পারছি না, দুঃখিত,' বলল রানা। 'রাতে কাজ করার জন্যে আপনার কাছে কিছু পোর্টেবল ফ্লাডলাইট আছে। দুজন লোককে নিয়ে গিয়ে সেগুলো এখানে আনার ব্যবস্থা করুন। তাড়াতাড়ি!'

লার্দোর দিকে ফিরল রানা। 'যদি আসে, পাঁচিল টপকে আসতে হবে এবার ওদেরকে। আর এসে ফিরে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। তার মানে এটাই হবে শেষ আক্রমণ—হয় জিত না হয় হার। এবার শোনো, ঠিক কি করতে যাচ্ছি আমরা।'

আলোগুলোকে ঠিক কিভাবে কাজে লাগানো হবে তা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল রানা। সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকাল লার্দো। পাঁচ মিনিট লাগল সব আয়োজন সম্পন্ন করতে। অতিরিক্ত আলো পাবার জন্যে ফিয়াট আর ট্রাকের হেডলাইটগুলোকেও ব্যবহার করা হবে। জায়গা মত লোক দাঁড় করিয়ে আক্রমণের জন্যে অপেক্ষা শুরু হলো ওদের।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। পাঁচিলের অপরদিকের গা আঁচড়াবার মৃদু আওয়াজ ভেসে এল। 'পাঁচিল টপকাচ্ছে ওরা।'

'দাঁড়াও!' রুদ্ধশ্বাসে বলল রানা।

ধুপধাপ শব্দ হচ্ছে। উপর থেকে মাটিতে লাফিয়ে পড়লে যেমন শব্দ হয়। আচমকা চেঁচিয়ে উঠল রানা, 'জ্বালো!' প্রতিধ্বনি থামার আগেই চোখ ধাঁধানো আলোর বন্যায় ভেসে গেল গোটা এলাকাটা।

অদ্ভুত একটা দৃশ্য, মনে হলো রানার। শত্রুদের কয়েকজন পাঁচিল টপকে উঠানে নেমে দাঁড়িয়েছে। আলো থেকে চোখ বাঁচাবার জন্যে হাত ওঠাল তারা।

পাঁচিল থেকে নামছে কয়েকজন, তারা স্থির হয়ে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে আলো দেখছে। নগ্ন অবস্থায় ধরা পড়ে গেছে যেন তারা। কয়েক মুহূর্ত কিছুই নড়ল না। শত্রুপক্ষ শুধু আলোই দেখতে পাচ্ছে, আর দেখতে পাচ্ছে আলোর পিছনে ঘন কালো অন্ধকার।

দু'দিক থেকে আক্রমণ চালানো হলো হতভম্ব লোকগুলোর উপর। ডান দিক থেকে ম্যাটাপ্যানের নেতৃত্বে একটা দল, বাম দিক থেকে লার্দোর একটা দল। তিনজনের রিজার্ভ বাহিনীর সাথে থাকল রানা, ম্যাটাপ্যান বা লার্দোর সাহায্য দরকার হলে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে।

ইটালিয়ান গ্যাঙ অ্যাটাক দুনিয়ার আর সব গুণ্ডামির মতই। হকি স্টিক, ছোরা, বোতল আর লোহার রড নিয়ে চড়াও হয়েছে কোসেঙ্গার দল। ছোরার ধারাল ইস্পাত ঝিলিক মারছে আলোয়। প্রথম দশ সেকেন্ডেই তিনজন শত্রুকে নিরস্ত্র হতে দেখল রানা। দু'দিক থেকে তাড়া করে মাঝখানের একটা জায়গায় ঘিরে ফেলা হয়েছে তাদেরকে। মট্ করে একটা হকি স্টিক ভাঙল লার্দো। চটাস করে একটা চড় মারল ম্যাটাপ্যান একজনকে। লাটিমের মত ঘুরে গেল লোকটা ছয় হাত তফাতে, নড়ল না আর।

কিন্তু আরও লোক আসছে পাঁচিল টপকে। ছোট্ট দলটাকে নিয়ে সামনে বাড়তে গেল রানা, বাধা দিল একটা শোরগোল।

হৈ-চৈ-এর আওয়াজ। পিছন দিক থেকে আসছে।

'এসো,' চেঁচিয়ে ছুটল রানা সানফ্লাওয়ারের উদ্দেশে। দ্বিতীয় ট্রাকটা কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল, বোঝা যাচ্ছে এখন। এক ট্রাক ভর্তি লোক সাগরের দিক থেকে হামলা চালিয়েছে।

সানফ্লাওয়ারকে আড়াল করে রেখেছে শত্রুপক্ষ। কংক্রিটের পাড়ে একটা বোট আগেই ঠেকেছে, আরেকটা থেকে লাফ দিয়ে নামছে শত্রুরা। সানফ্লাওয়ারের চার দিকে তুমুল লড়াই বেধে গেছে। কোসেঙ্গার লোকেরা চেষ্টা করছে ডেকে চড়তে, কিন্তু গর্লভিয়োবাহিনীর প্রচণ্ড বাধার মুখে অভিযান এখন পর্যন্ত অসফল। বুড়োকে দেখে ঢোক গিলল রানা। এক টুকরো মোটা কাছি তার হাতে, শেষ প্রান্তে লোহার একটা হাতুড়ি কিংবা ওই জাতীয় কিছু একটা বাঁধা। মাথার উপর বন বন করে সেটা ঘোরাচ্ছে সে। একজনের চোয়ালে লাগল হাতুড়িটা। হাড় ভাঙার আওয়াজ পেল রানা, মই থেকে হাত পা ছড়িয়ে পড়ে গেল পানিতে।

বাপের বেটা ছেলেরাও মরিয়া হয়ে লড়ছে। তাদের একজনকে আহত হয়ে পড়ে যেতে দেখল রানা। হঠাৎ মোনিকার উপর চোখ পড়তে অবাক হয়ে গেল রানা। লোহার একটা শিক কোথা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে ঝড়ের বেগে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে এদিক-সেদিক। শিকের আগাটা ছুঁচাল। সামনে একজনকে দেখতে পেয়েই সেটা তার উরুতে ঢুকিয়ে দিল ঘ্যাচ করে।

মাংসে গেঁথে গেল শিকটা। চিৎকার করে উঠল লোকটা। দু'পা পিছিয়ে গেল মোনিকা। চোখ দুটো আতঙ্কে বিস্ফারিত। তার পা দুটোর দিকে তাকাল রানা। কাঁপছে। লোকটা টলতে টলতে পড়ে গেল। পায়ে এখনও বিঁধে আছে শিকটা।

ধীরে ধীরে পিছিয়ে যেতে দেখল মোনিকাকে রানা।

মাত্র সাত সেকেন্ড ব্যয় করল রানা গোটা পরিস্থিতিটার উপর চোখ বুলাতে। রিজার্ভ বাহিনী নিয়ে এরপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ও গলভিয়ো বাহিনীকে সাহায্য করার জন্যে।

সংখ্যাল্পতাই পিছিয়ে আসতে বাধ্য করল রিজার্ভ বাহিনীকে। সানফ্লাওয়ার শত্রুদের দখলে চলে যাওয়া আটকানো গেল না কিছুতেই। ভাগ্য ভাল যে বোটটা দখল করার আনন্দে তারা মশগুল হয়ে রয়েছে··· তেড়ে এল না আর এদিকে। ওরা এগিয়ে এলেই সব শেষ হয়ে যেত তিন মিনিটের মধ্যে। খুব সম্ভব শুধু বোট দখলের নির্দেশই রয়েছে ওদের উপর, বোটশেড দখলের দায়িত্ব অন্যদের।

ইয়ার্ডের আরেক প্রান্তে কি ঘটছে দেখার জন্যে ঘাড় ফেরাল রানা। ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকটা লার্দোর বাহিনীকে পিছিয়ে আসতে দেখে। তবে, পিছিয়ে এলেও এই মুহূর্তে সে আক্রান্ত নয়।

মোনিকাকে চটের বস্তার স্তূপে গা ঢাকা দেবার নির্দেশ দিয়ে ছুটে লার্দোর কাছে চলে এল রানা। 'তোমার খবর কি?'

দু'সারি দাঁত বের করে হাসল লার্দো, গাল থেকে রক্ত মুছল শার্টের আস্তিন দিয়ে। 'দারুণ জমে উঠেছে মারামারিটা, তাই না? খুব মজা লাগছে আমার।'

'মজা লাগছে?'

হোহো করে হাসতে শুরু করল লার্দো। 'আমাদের বাইরের লোকেরা একসাথে জড়ো হয়েছে পাঁচিলের ওপারে। গোটা পাঁচিলের ওদিকটা এখন আমাদের পনেরো জনের দখলে। কোসেঞ্জা আটকা পড়ে গেছে, পিছিয়ে যাবার তার আর কোন উপায় নেই।'

'সেক্ষেত্রে তুমি এখানে কি করছ?'

'মারপিট করতে করতে হাসা যায় নাকি?' বলল লার্দো। 'চেপে রাখতে পারছিলাম না, তাই যতটা জমেছে সব বের করে দিতে এসেছি।' বলেই হোহো করে আবার ফেটে পড়ল সে।

'সানফ্লাওয়ার এখন ওদের দখলে,' বলল রানা। 'সাগরের দিক থেকেও এসেছে ওরা···বাক্সবন্দী এখন আমরাও।'

বুক ফুলাল লার্দো। 'ঠিক আছে, ওখানে ওদেরকে আমরা চিঁড়ে-চ্যাপটা করে মারব।'

ইয়ার্ডের সামনের দিকে তাকাল রানা। 'না,' বলল ও। 'ওই দেখো, কোসেঞ্জা!'

পাঁচিলের ঠিক নিচে দেখা যাচ্ছে তাকে। হাত পা ছুঁড়ছে, চেঁচাচ্ছে—নিজের লোকদের উত্তেজিত করছে আবার আক্রমণ করার জন্যে। 'দেখেছ?' বলল রানা। 'মরিয়া হয়ে উঠেছে কোসেঞ্জা। আমরা সবাই এখুনি ওদের দিকে ছুটব, তা নাহলে ওরা ছুটে আসবে। পিছনের ওরা আবার আক্রমণ শুরু করার আগেই আমাদের কাজ হাসিল হয়ে যাবে বলে মনে করি।'

'কাজ হাসিল?'

'আমাদের এবারের আক্রমণের একটাই লক্ষ্য। কোসেঞ্জাকে ছিনতাই করা। ম্যাটাপ্যান কোথায়?'

'পাশেই আছি।'

'গুড! তোমার লোকদের বলো আমার কাছ থেকে সিগন্যাল পেলেই যেন আক্রমণ চালায়। তুমি আর লার্দো আমার সাথেই থাকো। আমরা তিনজন কোসেঞ্জাকে আনতে যাব।'

রানার ডান কনুইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে আছে মোনিকা। 'বস্তার ভিতর লুকিয়ে থাকার কথা ছিল না তোমার?'

জেদের বসে মাটিতে পা ঠুকল মোনিকা। তার পিছনেই বুড়ো গলভিয়ো। 'সিনর গলভিয়ো, এই বেয়াড়া মেয়েটার ওপর দয়া করে চোখ রাখবেন, এখান থেকে যেন নড়তে না পারে।'

চোখ বুজে মাথা কাত্ করল গলভিয়ো। সহাস্যে একটা হাত তুলে দিল মোনিকার কাঁধে।

'একটা কথা,' লার্দোকে বলল রানা। 'মনে রাখবে, শুধু কোসেঞ্জাকে আনতে যাচ্ছি আমরা, অন্য কোন ব্যাপারে দেরি করা চলবে না। নিয়েই ফিরে আসব।'

আক্রমণ শুরু হলো। কোন বাধা মানল না ওরা তিনজন, দমকা বাতাসের মত ছুটে চলল সামনের দিকে। বাধা দিতে যেই এল সামনে, তাকেই ধাক্কা দিয়ে ঘুসি মেরে বা কনুই চালিয়ে পথ থেকে সরিয়ে দিল ওরা। কোথাও লড়াই করার জন্যে থামল না, ছুটে চলল সামনের দিকে। উদ্দেশ্যটা পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে লার্দো, তার দু'পাশে প্রচুর টোপ থাকলেও সেদিকে সে ভ্রূক্ষেপই করল না। ছোটার মাঝেই এদিক-সেদিক দু'চারটে লাথি ঘুসি চালাল বটে সে, কিন্তু দৌড়ের গতি কমাল না।

কি ঘটতে যাচ্ছে তা ঠিকমত টের পাবার আগেই ওরা তিনজন পৌঁছে গেল কোসেঞ্জার কাছাকাছি। ওদেরকে দেখেই নেকড়ের মত দাঁত মুখ বিকৃত করে ভেঙচাবার ভঙ্গি করল সে। হাতের নীলচে ইস্পাতের টুকরোটা তুলল ওদের দিকে।

'ছড়িয়ে পড়ো,' চিৎকার করল রানা। ছড়িয়ে পড়ে তীরের ফলার মত এগোল ওরা। চঞ্চল হয়ে উঠল কোসেঞ্জা। পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে সে, এই তিনজনের আক্রমণের লক্ষ্য সে নিজেই। রানা আশা করল, গুলি করবে না কোসেঞ্জা—গোলাগুলির শব্দে পুলিসের দৃষ্টি আকর্ষিত হোক, চাইবে না। কিন্তু মিথ্যে আশা। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কোসেঞ্জা তিন সেকেন্ডেই।

পিস্তলের নলে ঝলসে উঠল আগুন। প্রচণ্ড একটা হোঁচট খেল লার্দো, পরমুহূর্তে ম্যাটাপ্যান আর রানা লাফ দিয়ে পড়ল কোসেঞ্জার উপর। ডান হাতটা দা দিয়ে কোপানোর ভঙ্গিতে নামিয়ে আনল রানা তেরছা ভঙ্গিতে। কলার বোনের ওপর পড়ল মারটা। মড়াৎ করে হাড় ভাঙার শব্দ হলো। চেঁচিয়ে উঠেই পিস্তল ছেড়ে দিল কোসেঞ্জা। গুলি খাওয়া কানি বকের মত ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে।

কোসেঞ্জার চিৎকার থামতেই হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল গোটা উঠান। ঘাড় ফিরিয়ে

তাকিয়ে আছে সবাই। কোসেঞ্জার অবস্থা দেখে কি করবে ভেবে ঠিক করতে পারছে না ওর লোকজন। পিস্তলটা তুলে নিয়ে কোসেঞ্জার মাথার পাশে ঠেকাল রানা। 'তোমার লোকদের থামতে বলো কোসেঞ্জা, নইলে, কসম খোদার, মাথার ঘিলু ছিটিয়ে দেব চারদিকে।'

কয়েক সেকেন্ড নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করল কোসেঞ্জা নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে। ব্যথায় সংজ্ঞা লোপ পাবার অবস্থা হয়েছে তার। 'থামো!' ফিস ফিস করে বলল সে।

পিস্তল দিয়ে পাঁজরে খোঁচা মারল রানা, 'জোরে!'

ব্যথায় ককিয়ে উঠল কোসেঞ্জা, তারপর রানাকে আবার পিস্তল তুলতে দেখে চেঁচিয়ে উঠল, 'লড়াই থামাও—লড়াই থামাও—আমি কোসেঞ্জা বলছি।'

ভাড়াটে লোক সবাই, মজুরির বিনিময়ে গুণ্ডামি করতে এসেছিল। জানে, বস্ যখন বেকায়দায় ধরা পড়েছে তখন আর মজুরি পাবার কোন আশা নেই। এক্ষুণি কেটে না পড়লে বেধড়ক পিট্টি আছে কপালে। সবাই একসাথে হাঁটতে শুরু করল। বিরক্ত মুখে এক-একজন এক-এক দিকে হেঁটে চলে যাচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে।

ডান হাত দিয়ে বাম কাঁধটা চেপে ধরে ঘাসের উপর বসে রয়েছে লার্দো। আঙুলের ফাঁক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে নামছে একটু একটু। চোখের সামনে হাতটা নিয়ে এসে বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখল লাল রঙটা।

'ঠিক আছ তুমি?' তার কাছে দাঁড়াল এসে রানা।

কাঁধটা এক হাতে চেপে ধরেই উঠে দাঁড়াল লার্দো। 'ঠিক আছি,' কোসেঞ্জার দিকে তাকাল ভুরু কুঁচকে। 'শালা, ধরে একটা চিপি দিলে মট মট করে ভেঙে যাবে তোর দুশো ছ'খানা হাড়, তা জানিস!'

পিছিয়ে গেল কোসেঞ্জা এক পা।

'যা বেটা, তোকে মেরে হাত গন্ধ করতে চাই না।'

'চমৎকার!' বলল রানা। 'তাছাড়া, ক্ষমা মহত্ত্বেরও লক্ষণ। তবে, আমি আবার তোমার মত অতটা মহৎ হতে পারছি না এর ব্যাপারে। বিশ্বাস করো, সোনার লোভ জীবনের তরে মিটিয়ে দেব আমি এর। চলো এখন, লার্দো, সানফ্লাওয়ারকে মুক্ত করতে হবে।'

পাঁচিল টপকে লোক নামছে ইয়ার্ডে। এরা ওদেরই মোবাইল ফোর্সের লোক। মিছিলের মত রানার পিছু নিল সবাই।

সানফ্লাওয়ারের কাছাকাছি এসে আবার পিস্তল ধরল রানা কোসেঞ্জার মাথায়। 'কি বলতে হবে তুমি জানো।'

'বোট থেকে নামো,' চেঁচাল কোসেঞ্জা। 'চলে যাও। আমি বিবো কোসেঞ্জা বলছি!'

সানফ্লাওয়ারের চারদিকে ভিড় করে আছে লোকজন। সবাই নির্বিকার, নড়ার কোন লক্ষণ নেই কারও মধ্যে।

হাসতে হাসতে কোসেঞ্জার কাঁধ ধরে চাপ দিল ম্যাটাপ্যান। অসহ্য যন্ত্রণায়

হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল তার, বসে পড়তে যাচ্ছে দেখে ছেড়ে দিল ম্যাটাপ্যান। কোসেঞ্জা চিৎকার ছাড়ল। 'হেরে গেছি আমরা! এই হারামজাদারা, শুনতে পাচ্ছিস। পরাজয় হয়েছে আমাদের। ভাগ সবাই!'

কোন প্রতিক্রিয়া নেই। সবাই রানাদের পিছনের মিছিলটাকে দেখছে চোখ তুলে। সংখ্যার দিক থেকে তারা দুর্বল এটা বুঝতে পেরে ধীরে ধীরে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও ডিঙিগুলোর দিকে এগোল একজন দু'জন, তাদের দেখাদেখি বাকি সবাই।

'ওরা সবাই লা স্পেজিয়ার লোক,' মৃদু স্বরে রানাকে বলল ম্যাটাপ্যান। 'ওই যে লাল জার্সি পরা লোকটা ওর নাম বোরলেক্স, ওদের লীডার।' বোটগুলো খুঁটিয়ে লক্ষ করল ম্যাটাপ্যান। 'ওর তরফ থেকে বিপদ এখনও আসতে পারে, রানা। কোসেঞ্জা মরল কি বাঁচল তাতে কিছু এসে যাবে না ওর।'

বোরলেক্সের লোকেরা বোটে চড়ছে। সেদিকে চোখ রেখে বলল রানা, 'বিপদের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা যাবেখন। প্রথম কাজ, এখান থেকে কেটে পড়া। হৈ-হল্লা আর গুলির আওয়াজ হয়েছে, কেউ যদি পুলিসে খবর দিয়ে থাকে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বলতে পারো ক'জন আহত হয়েছে আমাদের?'

'খোঁজ নিচ্ছি।'

মোনিকাকে পাশে নিয়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসছে বুড়ো গলভিয়ো। 'সানফ্লাওয়ারের কোন ক্ষতি হয়নি,' হাসছে বুড়ো। 'বললেই ওটাকে আমরা পানিতে নামাতে পারি, সিনর।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। মোনিকার দিকে তাকাল, 'ভেবে দেখেছ সত্যি আমার সাথে যাওয়াটা ঠিক হবে কিনা?'

'নতুন করে ভাবব কেন?' এক কথায় চুপ করিয়ে দিল মোনিকা রানাকে।

কোসেঞ্জাকে সামনে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লার্দো। 'এই গরুটাকে নিয়ে কি করব আমরা?'

'খানিক দূর পর্যন্ত সাথে করে নিয়ে যাব,' বলল রানা। 'এখনও হয়তো ওর প্রয়োজন ফুরায়নি আমাদের কাছে। মোনিকা, আলিবাবা গুলি খেয়েছে, ওর ব্যান্ডেজটা বেঁধে দেবে তুমি?'

'গুলি খেয়েছে!' আঁতকে উঠল মোনিকা। 'কোথায়? দেখি, দেখি!'

'কাঁধে,' অন্যমনস্কভাবে বলল লার্দো। একদৃষ্টিতে সানফ্লাওয়ারের ডেকে দাঁড়ানো পেপিনোর দিকে চেয়ে আছে সে। 'আশ্চর্য! কোথায় ছিল এতক্ষণ বাঁদরটা?'

'জানি না,' বলল রানা। 'শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোথাও দেখিনি ওকে।'

আট

সানফ্লাওয়ারকে পানিতে নামানোর কাজে প্রচুর সাহায্যের হাত পাওয়া গেল।

কোন অসুবিধেই হলো না। পায়ের নিচে জ্যান্ত, চলমান ডেক পেয়ে খুশি হয়ে উঠল রানার মন।

বোটে চড়ার আগে ম্যাটাপ্যানকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলেছে রানা, 'কাউন্টকে বলো মোনিকাকে কিছুদিনের জন্যে নিয়ে যাচ্ছি আমি। যা ঘটে গেল তার প্রেক্ষিতে ওর এখানে কিছুদিন না থাকাই ভাল। তাছাড়া, ওকে কিছু কাজ বুঝিয়ে দিতে হবে আমার।'

'রানা এজেন্সির কাজ, আমি জানি!'

হাসল রানা। 'মোনিকাকে বলেছিলাম শুধু তোমাকে যেন কথাটা বলে ও। মোনিকার সাথে তুমিও ইটালিতে কাজ করবে। রাজি তো?'

'গর্বিত,' গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

'কোসেঞ্জা যাতে আর কোন গণ্ডগোল না করে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করব আমি, তবে তোমরা খুব সাবধানে থেকো! জুয়েল বিক্রির টাকা যেভাবে খরচ করতে বলেছে মোনিকা সেভাবে খরচ করো। ভাল কথা, কতজন আহত হয়েছে বললে না তো?'

'উল্লেখযোগ্য কিছু নয়,' বলল ম্যাটাপ্যান। 'একজনের হাত ভেঙেছে, তিনজন ছোরা খেয়েছে এখানে-সেখানে, আর ছয়-সাতজনের গায়ে আঁচড় লেগেছে।'

'কেউ খুন হয়নি, সেজন্যে ভাগ্যকে ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'ম্যাটাপ্যান, মোনিকার সাথে তাড়াতাড়ি কথা বলে বিদায় দাও ওকে।'

ম্যাটাপ্যানের সাথে মিনিটখানেক কথা বলে সানফ্লাওয়ারে এসে উঠল মোনিকা। তার পায়ের দিকে রানাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে লজ্জা পেল সে, কিন্তু, তাকিয়ে থাকার কারণটা বুঝল না। 'কি দেখছ?'

'পা কাঁপছে কিনা!'

'কেন কাঁপবে?'

'ভয় লাগছে না? যদি আর কখনও ফিরতে না পারো?'

'ফিরতে চাই তা কে বলল তোমাকে?' দুপদাপ শব্দ করে রানার পাশ ঘেঁষে চলে গেল মোনিকা।

ককপিটে গিয়ে বসল রানা। একটা হাত টিলারে। এঞ্জিনে স্টার্ট দিল পেপিনো। শব্দ শুনেই গিয়ার দিল রানা। ধীরে ধীরে সরে যেতে শুরু করল সানফ্লাওয়ার।

অনেক, অনেকক্ষণ ধরে শেডের আলোটা দেখা গেল বোট থেকে। উজ্জ্বল সাদা রঙের একটা ছোট্ট দাগ হয়ে উঠল সেটা। সেই দাগে বিন্দু বিন্দু কালো দাগ, নড়াচড়া করছে—হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছে ইটালিয়ানরা। দেখতে পাচ্ছে না অন্ধকারে, কিন্তু হাত নাড়ার বিরাম নেই তবু। 'কোনদিন হয়তো আবার আমরা ফিরে আসব এখানে,' মোনিকাকে বলল রানা।

'হয়তো,' শান্ত ভাবে বলল মোনিকা। 'কে বলতে পারে!' ওর চোখের কোণে চিক চিক করে উঠল পানি।

অন্ধকার চিরে ছয় নট গতিতে দক্ষিণ দিকে, পোর্টোভেনটো হেডল্যান্ড অতিক্রম

করার জন্যে ছুটছে সানফ্লাওয়ার। উপর দিকে মুখ তুলে কালো আকাশের গায়ে তারার মেলা দেখছে রানা। আবছা ভাবে দেখা যাচ্ছে মাস্তুলটা। পাল খাটাতে হবে, দড়িদড়া বাঁধার কাজ বাকি আছে—ভাবছে রানা কত সময় লাগবে তার ঠিক নেই। আগোছাল পড়ে আছে ডেক, দিনের আলো না পাওয়া পর্যন্ত সাফ করার উপায় নেই।

নিচে পেপিনো একা। ফোরডেকে লার্দো, পাহারা দিচ্ছে কোসেঞ্জাকে। পাশে মোনিকাকে নিয়ে ককপিটে বসে আছে রানা। ওর একটা হাত নিজের কোলের উপর তুলে নিয়ে আপন মনে নাড়াচাড়া করছে মোনিকা চুপচাপ।

হঠাৎ গলা ভেসে এল লার্দোর, 'রানা?'

'কি হলো?'

'হাম্বা কি বলছে শোনো…বলছে…'

খিলখিল করে হেসে উঠল মোনিকা। কোসেঞ্জাকে লার্দো এর আগে পর্যন্ত গরু বলে সম্বোধন করেছে, এখন হঠাৎ হাম্বা বলায় না হেসে পারল না।

'…জানতে চাইছে, কোথায় ওকে ছাড়ব আমরা। বললাম, রেলিঙের ওপর দিয়ে পানিতে নামিয়ে দেব—বলছে, সাঁতার জানে না।'

'পোর্টোভেনটোর কাছাকাছি তীর ঘেঁষে যাব আমরা,' বলল রানা। 'তখন ডিঙিতে নামিয়ে দেব ওকে।'

অসন্তোষ প্রকাশ পেল লার্দোর চেহারায়। এই মুহূর্তে কোসেঞ্জাকে বিদায় করে দিতে চাইছে সে। তবে রানার ইচ্ছেটাকে মেনে নিয়ে চুপ করে গেল।

একটা সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল মোনিকা, তারপর ওটা রানার ঠোঁটের ফাঁকে ধরিয়ে দিল। হঠাৎ ভুরু কুঁচকে উঠল তার। 'এঞ্জিনে কোন গণ্ডগোল, রানা? বিদঘুটে আওয়াজটা কিসের?'

মন দিয়ে শুনতে চেষ্টা করল রানা। এক সেকেন্ড পর পরিষ্কার ধরা পড়ল শব্দটা। কিন্তু ওদের এঞ্জিন থেকে নয়। থ্রটল বন্ধ করে দিতেই আরও স্পষ্ট হলো আওয়াজ। সানফ্লাওয়ারের স্টারবোর্ড সাইড থেকে আসছে, শব্দটা অন্য কোন আউটবোর্ড মোটরের—আসছে খুব কাছ থেকে।

'নিচে যাও, জলদি!' মোনিকাকে বলল রানা, তারপর নিচু গলায় ডাকল লার্দোকে। 'অবাঞ্ছিত মেহমান, লার্দো!'

দ্রুত ককপিটে চলে এল লার্দো। স্টারবোর্ডের দিকে আঙুল তুলে দেখাল রানা। সদ্য ঘোমটা সরানো চাঁদের আলোয় ওরা দেখল সাদা পালকের মত ফেনামাখা ঢেউ কাছে এগিয়ে আসছে।

পানির উপর থেকে ভেসে এল একটা কণ্ঠস্বর, 'সিনর মাসুদ রানা, শুনতে পাচ্ছেন?'

'ব্যাটা বোরলেক্স,' বলল রানা, তারপর গলা চড়াল, 'হ্যাঁ, পাচ্ছি। লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার।'

'আপনাদের বোটে আসছি আমরা,' হাঁক ছেড়ে বলল বোরলেক্স, 'বাধা দিয়ে লাভ নেই।'

'কানমলা খেয়েও শিক্ষা হয়নি দেখছি। দূরে সরে থাকো, বোরলেক্স—খামোকা নাকানি চোবানি খেতে এসো না।'

গরগর করে বাঘের মত চাপা একটা গর্জন ছেড়ে সামনের দিকে চলে গেল লার্দো। পকেট থেকে কোসেঞ্জার পিস্তলটা বের করে সেফটি ক্যাচ অফ করল রানা।

'তোমরা ওখানে মাত্র চারজন,' বোরলেক্স সম্বোধন বদলে ফেলল, 'আর আমরা এখানে তোমাদের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি। কারা জিততে যাচ্ছে, রানা?'

তার বোটের ঢেউ আরও কাছে এসে পড়েছে। ওদেরকে দেখতে পাচ্ছে রানা আবছা ভাবে। বোটভর্তি লোক। হঠাৎ বাঁক নিয়ে একেবারে কাছে চলে এল বোটটা। যে-কোন মুহূর্তে গানওয়েলের সাথে ধাক্কা লাগবে। লাফ দিয়ে সানফ্লাওয়ারের ডেকে নামল বোরলেক্স। চার ফিট দূর থেকে ঠিক তার হাঁটুর ওপর গুলি করল রানা।

প্রচণ্ড একটা ধমক মারল বোরলেক্স, অন্তত গলার আওয়াজ শুনে তাই মনে হলো। আসলে ব্যথার চোটে বেরিয়ে এল আওয়াজটা তার গলা থেকে। গুলি খেয়ে তাল হারিয়ে ফেলল সে। আধ পাক ঘুরে পড়ে গেল কিনারা থেকে সানফ্লাওয়ারের বাইরে। সাথে সাথে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর কয়েকজন অনুগামী।

ওদিকে মরিয়া হয়ে হাত-পা ছুঁড়ছে কোসেঞ্জা। দু'হাত দিয়ে ধরে তাকে মাথার উপর তুলে নিয়ে আসছে লার্দো। কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে কোটর থেকে চোখ দুটো ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইছে কোসেঞ্জার।

ইতিমধ্যে ডেকে পৌঁছে গেছে বোরলেক্সের কয়েকজন লোক। কোসেঞ্জাকে ছুঁড়ে দিল লার্দো তাদের দিকে। অন্ধকারে মুক্তোর মত দাঁত দেখা যাচ্ছে তার। হাসছে। শূন্যে দু'বার পাক খেল কোসেঞ্জা, তারপর আড়াআড়ি ভাবে গিয়ে পড়ল ডেকের কিনারায় সদ্য এসে দাঁড়ানো লোকগুলোর উপর। সবাইকে সাথে নিয়ে তাদের বোটে গিয়ে পড়ল কোসেঞ্জা।

এই গোলমালের মাঝখানে সুযোগ পেয়েই সানফ্লাওয়ারকে দ্রুত সরিয়ে নিল রানা পোর্ট সাইডে, দুটো বোটের মাঝখানের ফাঁক বড় হতে থাকল ক্রমশ। বেসামাল অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারছে না বোরলেক্সের বোট। রানা অনুমান করল, ওদের স্টিয়ারম্যান সম্ভবত আহত হয়েছে।

আর বিরক্ত করতে এল না ওরা। দূরে শোনা যাচ্ছে ওদের চেঁচামেচি, বোরলেক্সকে পানি থেকে তোলার ব্যবস্থা হচ্ছে।

চাঁদের আলোয় ক্রমশ আরও অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে সাগর। আকাশে এখন আরও অনেক তারা। ঢেউয়ের দোলায় দুলছে সানফ্লাওয়ার। খোলা সাগরের দিকে এগোচ্ছে ওরা।

আরেক দোদুলদোলায় দুলছে রানার মন। সময়ের একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা আছে, তার আগেই পৌঁছুতে হবে ওকে তাঞ্জিয়ারে।

হাতে সময় খুবই কম।

নয়

প্রথম দিকে অঢেল বাতাস পেয়ে তরতর করে এগিয়ে চলল সানফ্লাওয়ার। মনে মনে একটা সন্দেহ ছিল রানার, সেটা সত্যি প্রমাণিত হলো। সীসা এবং সোনার ওজন একরকম নয়, এই পার্থক্যের দরুন ওজনের ঘনত্বের তারতম্য ঘটেছে—ফলে টালমাটাল অবস্থা সানফ্লাওয়ারের। জ্যান্ত সাগরে ধীর গতিতে দুলছে বোটটা ডাইনে বাঁয়ে। প্রতি দুই মিনিটে এক দোল।

ভোগান্তিটা সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই। উপযুক্ত বোট ইয়ার্ড এবং প্রচুর সময় ছাড়া এই রোগের চিকিৎসা সম্ভব নয়। সবচেয়ে বেশি ভুগছে লার্দো। এমনিতেই জাহাজের দুলুনি সহ্য করতে পারে না, এর সাথে যোগ হয়েছে তার কাঁধের ক্ষতটা। 'বেচারার অবস্থা কেরোসিন!' করুণার সুরে বলল মোনিকা।

কষ্টকর রাতটা যেন ফুরোতেই চায় না। খানিক পরপরই বমি করল লার্দো। এমন কি পেপিনোর অবস্থাও, মোনিকার ভাষায়, 'গোলমেলে'। এই ধরনের মন্তব্য করার ফাঁকে সারাক্ষণ সে ওদের সেবা শুশ্রূষায় ব্যস্ত রাখল নিজেকে। অবশ্য, পেপিনোর কাছে মাত্র দু'বার গেল, দ্বিতীয়বার ফিরে এসে বলল, 'ওর কাছে যেতে আমার ভয় করছে।'

'কেন?' মোনিকার বাড়িয়ে দেয়া হাত থেকে ধূমায়িত কফির পেয়ালাটা নিয়ে জানতে চাইল রানা।

'আমি কি ভূত না পেত্নী যে আমাকে দেখলেই চমকে উঠতে হবে?'

কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকল রানা।

তারপর এক সময় বিদায় নেয়ার সময় হলো অন্ধকারের। ধীরে ধীরে ফর্সা হচ্ছে পুবের আকাশ। ওরা দেখল চারদিকে কোথাও তীরের চিহ্নমাত্র নেই। আর কোন বোটও দেখা যাচ্ছে না। অথৈ সাগরে ভাসছে ওরা একা।

সাগরের মাঝখানে থেকে ভোরের উন্মেষ দেখা এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। কিন্তু এই মুহূর্তে ওদের জন্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আস্বাদের চেয়ে অনেক বেশি দরকার পালটা টাঙিয়ে নেয়া। সবাইকে নিয়ে কাজে হাত দিল রানা।

কাজটা শেষ করতে যতখানি ভেবেছিল ততটা সময় লাগল না। দড়িদড়া যেখানে যা বাঁধবার কথা, কোন্ ফাঁকে তার প্রায় সবটাই টাঙিয়ে দিয়েছে গলভিয়ো। পালে বাতাস পেয়ে চঞ্চল হয়ে উঠল সানফ্লাওয়ার। এবং দুলুনির মাত্রাও বাড়ল সেই সাথে।

ঘড়ির কাঁটা ধরে কাজ ও বিশ্রামের রুটিন চালু করল রানা। মোনিকা থাকায় সুবিধে হলো অনেক। কিচেনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিল সে। নরেলির বোন, কেউ অনুরোধ করার আগেই নার্সের দায়িত্বও তুলে নিয়েছে নিজের কাঁধে। চলন্ত ছোট বোটের ক্রুদের পরস্পরের সাথে দেখা সাক্ষাৎ বা কথাবার্তা প্রায় হয় না বললেই

চলে, যেটুকু যা হয় শুধু পালা বদলের সময়। কিন্তু পেপিনোর সাথে সেটুকুর সুযোগও পাচ্ছে না রানা। দূর থেকে দেখল ওকে কয়েকবার। যতবার তাকাল ও, দেখল ওর দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই দ্রুত দৃষ্টি ফিরিয়ে নিচ্ছে।

ভয়ে মরে যাচ্ছে পেপিনো, বুঝতে পারছে রানা। তার ভয়, সিগারেট কেসটার কথা ও যদি বলে দেয় লার্দোকে! আস্ত চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে ওকে লার্দো। সেরকম কোন ইচ্ছে অবশ্য নেই রানার। সানফ্লাওয়ারকে চালু রাখার জন্যে পেপিনোকে এখন দরকার ওর। কিন্তু কথাটা জানাল না ও তাকে। ভাবল, ভিজছে ভিজুক, রক্ত তো আর নয়, শুধু ঘাম।

লার্দোর কাঁধের অবস্থা এখন ভালর দিকে। ক্ষতটা শুধু মাংসে, বুলেট হাড় ছোঁয়নি। ধমক-ধামক দিয়ে তাকে কোয়ার্টার বার্থে থাকতে রাজি করাল রানা, বোটের ওই জায়গাটাতেই সবচেয়ে কম দোলা লাগে। জায়গা বদল করে মেইন কেবিনের পোর্ট পাইলট বার্থে চলে গেল রানা, স্টারবোর্ড পাইলট বার্থ দখল করল মোনিকা। বার্থের সামনে পালের এক টুকরো কাপড় টাঙিয়ে আব্রুর ব্যবস্থা করল সে।

ঘুমাবার জন্যে ফোক্যাস্‌লের অব্যবহৃত পাইপ বার্থটা বেছে নিল পেপিনো। নোঙর ফেলা অবস্থায় বোটে কোন অতিথি এলে তার জন্যে নির্ধারিত ওই বার্থ, সাগরে চলমান অবস্থায় ব্যবহার করার জন্যে নয়। বোটের ওই জায়গাটাই সবচেয়ে বেশি দোলা খায়। যেমন কুকুর তেমনি মুগুর, ভাবল রানা।

প্রথম পাঁচদিন সময়ের সাথে চমৎকার পাল্লা দিল সানফ্লাওয়ার। লিগুরিয়ান সাগরের উপর দিয়ে প্রতিদিন একশো মাইলের বেশি এগোল। সন্তুষ্টির একটা ভাব এসে গেল সবার মধ্যে।

মোনিকার সান্নিধ্যে এই পাঁচটা দিনের প্রতিটি মুহূর্ত মধুর হয়ে উঠল রানার কাছে। মেয়েটির আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব আর ধ্যান-ধারণা চিন্তা-ভাবনার গভীরতা, সেই সাথে অদ্ভুত সংবেদনশীল মনের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলো সে। সবচেয়ে জোরাল ভাবে স্পর্শ করল ওকে মেয়েটির নিরহঙ্কার সততা। শুভ্র, উজ্জ্বল একটা জ্যোতি রয়েছে মেয়েটির চলায়, বলায়—চরিত্রে। নিজেকে অসম্পূর্ণ, অনুপযুক্ত মনে হয়। কিন্তু সংস্পর্শে এলে, তার দৃষ্টিভঙ্গিতে নিজের দিকে চাইলে আবার নিজের প্রতিও সম্মান-বোধ জাগে, উথলে উঠতে চায় নিজের ভেতরের ভাল যা কিছু।

অদ্ভুত মেয়ে—মনে মনে স্বীকার করল রানা। কৃতজ্ঞ বোধ করল মেয়েটির মনে স্থান পেয়েছে বলে।

ধীরে ধীরে গ্রাস করছে ওকে মোনিকার অন্তরঙ্গ সঙ্গ।

মোনিকার উপর আগের সেই বিরূপ ভাব আর নেই লার্দোর মধ্যে, ব্যাপারটা লক্ষ করে কিছুটা বিস্ময়, কিছুটা মজা অনুভব করল রানা। সম্পূর্ণ বদলে গেল লোকটা। আচরণে বা কথাবার্তায় সেই রুক্ষতা দূর হয়ে গেছে কখন যেন। সোনাটা রয়েছে তার পায়ের নিচেই, পরিবর্তনের এটাই প্রধান কারণ হতে পারে। তাছাড়া, বোটের

দোলা তার পেটের ভেতর থেকে রাগ-বিদ্বেষ ইত্যাদি বের করে দিচ্ছে দিনে দু'তিনবার করে। মোনিকার সাথে তাকে খোশ-আলাপ করতেও দেখল রানা।

একবার আড়াল থেকে ওদের আলাপ শুনে হাসি চেপে রাখা কঠিন হয়ে পড়ল রানার পক্ষে।

'তোমার ভাগের টাকা দিয়ে কি করবে তুমি?' লার্দোর কাঁধের ব্যান্ডেজ নতুন করে বাঁধছে মোনিকা।

'মাঠ কিনব,' সংক্ষেপে, দৃঢ় গলায় বলল লার্দো।

'কি বললে? মাঠ? নাকি ভুল শুনলাম?'

'ভুল শোনোনি।'

'মাঠ?' প্রায় আঁতকে উঠল মোনিকা। ভয় পেয়েছে বলে মনে হলো। 'তোমার মাথার ঠিক আছে, লার্দো?'

'আছে,' লার্দো গম্ভীর। 'আমি প্রায় সব টাকাটাই মাঠ কিনে খরচ করব।'

'তারপর? কি খেলবে সেখানে? ফুটবল?'

'খেলব না। চাষ করব।'

'তাই বলো!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে মোনিকা। 'খেত কিনবে। বুঝেছি। ফসল ফলাবে। তাই না?'

'হ্যাঁ,' লার্দো বলল। 'বহু দিনের শখ আমার এটা। প্রকাণ্ড একটা খামার-বাড়ির মালিক হব। গম, জব, ভুট্টা, আখ—সব বুনব আমার খেতে।'

'বুঝেছি,' বলল মোনিকা। 'খুব বড় একজন চাষী হতে চাও তুমি।'

'চাই-ই তো! এতে লজ্জার কিছু নেই, বরং হতে পারলে গর্ব অনুভব করব আমি।'

পাঁচদিনের দিন সন্ধ্যায় বাতাস তার গতি হারিয়ে ফেলল, এবং পরদিন তার দোনোমোনো, ইতস্তত ভাব দেখে রানার মনে হলো এরপর কি করবে তা যেন ঠিক করতে পারছে না। তার তেজ কখনও ফোর্স থ্রী পর্যন্ত উঠল, কখনও স্থির, স্পন্দনহীন হয়ে থাকল। পাল নিয়ে সারাটা দিন গলদঘর্ম হলো ওরা। সেদিন মাত্র সত্তর মাইল এগোল ইয়ট।

পরদিন ভোর। বাতাসের গতি তো দূরের কথা, কোন সাড়াই পাওয়া গেল না বাতাসের। সাগরে দোলা আছে, কিন্তু ঢেউ নেই। পানিতে তেলতেলে একটা পিচ্ছিল ভাব। বিকেলের দিকে হাত-পা গুটিয়ে বসে আকাশের গায়ে মাস্তুলের অলস বৃত্ত রচনা দেখা ছাড়া করার কিছু পাওয়া গেল না। সময়ের দাম এখন সোনার চেয়েও বেশি, কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে, তাঞ্জিয়ারের দিকে এক ইঞ্চিও এগোচ্ছে না সানফ্লাওয়ার।

প্রচণ্ড একটা অস্থিরতা জাগল রানার মনে, কিন্তু তা প্রকাশের কোন মাধ্যম না থাকায় অস্বাভাবিক গম্ভীর দেখাচ্ছে তাকে। মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে সবাই। ভয়ে কেউ কথা বলছে না ওর সাথে। এক সময় কাউকে কিছু না বলে নিচে নেমে গেল রানা।

নিচে নেমে কাগজ কলম নিয়ে বসল ও। হিসেব কষে দেখল, গত বিকেল

থেকে আজ বিকেল পর্যন্ত, চব্বিশ ঘন্টায়, মাত্র বিশ মাইল এগিয়েছে সানফ্লাওয়ার। এই গতিতে এগোলে নির্দিষ্ট সময়ের তিন মাস পর তাঞ্জিয়ারে পৌঁছুবে ওরা।

ফুয়েল ট্যাঙ্ক চেক করে রানা দেখল মাত্র পনেরো গ্যালনের মত অবশিষ্ট আছে। ত্রিশ ঘন্টায় একশো পঞ্চাশ মাইল নিয়ে যাবে এই তেল, সানফ্লাওয়ারের কাছ থেকে যদি সম্ভাব্য সবটুকু গতি আদায় করা যায়।

ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকার চেয়ে যা হোক কিছু একটা করা দরকার। ফুয়েল খরচ করার মধ্যে ঝুঁকি আছে। জরুরী অবস্থার জন্যে পনেরো গ্যালন রেখে দেয়া একান্তই দরকার। কিন্তু বর্তমান স্থবিরতাকেই জরুরী অবস্থা হিসেবে ধরে নিল রানা। এঞ্জিন স্টার্ট দিল ও। জ্যান্ত হয়ে উঠল সানফ্লাওয়ার পায়ের নিচে।

কোর্স পাল্টাতেও ইতস্তত করল না রানা। যথাসম্ভব তীর ঘেঁষে যেতে চায় ও। মাজোরকার কাছ বরাবর পৌঁছে আরও সরিয়ে নিল বোটকে তীরের দিকে। কোন কারণে যদি বন্দরে নোঙর ফেলতেই হয়, এখন হাতের কাছে পাওয়া যাবে পালমাকে।

রাত কাটল। সকালটাও পেরিয়ে গেল। এঞ্জিন ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে সানফ্লাওয়ারকে। বাতাসের নামগন্ধ নেই কোথাও, আবার তার আবির্ভাব ঘটবে তার কোন লক্ষণও নেই আকাশের কোথাও।

জ্বলজ্বলে নীল আকাশ। ঢেউহীন সাগরে আরও উজ্জ্বল তার প্রতিচ্ছবি। অদ্ভুত একটা সৌন্দর্য, কিন্তু রানার গা জ্বালা করতে লাগল এই সৌন্দর্য দেখে। বাতাস ছাড়া সেইলিং বোট অসহায়। ফুয়েল শেষ হয়ে গেলে তখন কি করবে ওরা?

ব্যাপারটা নিয়ে লার্দোর সাথে আলোচনা করল ও। 'পালমা থেকে ফুয়েল নিতে হবে আমাদের।'

টোকা দিয়ে সিগারেটের অবশিষ্টাংশ ডেকের উপর দিয়ে পানিতে ছুঁড়ে মারল লার্দো। 'কি রকম সময় নষ্ট হবে ভেবে দেখেছ? বন্দরে ওরা খামোকা দেরি করিয়ে দিতে পারে আমাদেরকে।'

'কিন্তু ফুয়েল ফুরিয়ে গেলে সময় আরও বেশি নষ্ট হতে পারে। বাতাসের এই মরণদশা কবে ঘুচবে ঠিক আছে?'

'তুমিই স্কিপার, যা ভাল বোঝো করো।'

উত্তর দিকে কোর্স সেট করল রানা, পালমার দিকে ঘুরে গেল সানফ্লাওয়ারের নাক। ফুয়েল ট্যাঙ্ক চেক করতে গিয়ে সন্দেহের দোলা লাগল ওর বুকে। পালমায় পৌঁছুবার আগেই যদি ফুয়েল শেষ হয়ে যায়, খারাবির আর সীমা থাকবে না।

ঠিক পালমার ইয়ট হারবারে ঢুকেই খক্ খক্ করে কেশে উঠল সানফ্লাওয়ারের এঞ্জিন। ফুয়েলের শেষ কয়েকটা ফোঁটা নিঃশেষ হয়ে গেল, তারই সঙ্কেত। মুরিং জেটির দিকে এগোবার সময় অচল হয়ে গেল এঞ্জিন। তাতে অবশ্য অসুবিধে হলো না কিছু, ভাসতে ভাসতে জেটিতে গিয়ে ঠেকল বোট।

ঠিক তখনই মুখ তুলে দেখতে পেল রানা গগলকে।

দশ

তীরে নামব না, শুধু ফুয়েল নিতে এসেছি, এই কথা বলে কাস্টমসের ঝামেলা থেকে মুক্ত হলো রানা। অফিসার প্রতিশ্রুতি দিল একজন এজেন্টকে টেলিফোন করে সানফ্লাওয়ারের প্রয়োজন সম্পর্কে খোঁজ নিতে বলবে সে।

অফিসারকে বিদায় দিয়ে গগলের দিকে ফিরল রানা কথা বলার জন্যে। কুশল বিনিময় ছাড়া আর কিছু বলতে বা জানাতে উৎসাহ প্রকাশ করল না গগল। গা জ্বালার উদ্রেক করে এমন একটা দেঁতো হাসি ধরে রাখল সে সারাক্ষণ। যেন এই হাসিটার সাথে ওদের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যেই বোটে এসেছে সে। বিদায় নিয়ে চলে যাবার সময় হাসিটা আরও প্রশস্ত হলো মাত্র।

'মতলব ভাল না ওর,' বলল লার্দো।

'না। শকুনগুলো পিছু ছাড়েনি আমাদের।'

'যতক্ষণ আমাদের পায়ের নিচে চার টন সোনা থাকবে ততক্ষণ ওরা ক্ষান্ত হবে না,' বলল মোনিকা। 'সোনা জিনিসটাই আসল ম্যাগনেট। ভাবছি, এত দেরি করছে কেন লোকটা আক্রমণ করতে?'

ফোরডেকে একা বসে আছে পেপিনো, তার দিকে তাকাল রানা। বোকা পাঁঠা! ভাবল রানা। ওর বোকামিই ডেকে এনেছে শকুনগুলোকে।

'ও কি করবে বলে মনে করো তুমি?' জানতে চাইল মোনিকা।

'আমার বিশ্বাস, সরাসরি জলদস্যুর ভূমিকা নেবে ও খোলা সাগরে,' বলল রানা। 'সাগরেই ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করবে সোনাটা।'

ডেকে পিঠ দিয়ে শুয়ে পড়ল লার্দো। দড়িদড়া একটু দুলছে দেখে লাফ দিয়ে আবার উঠে বসল সে। 'ইস! এতক্ষণে বাতাস বইতে শুরু করেছে!'

'এই বন্দরে আমরা না এলেও গগল আমাদেরকে খুঁজে বের করত,' বলল রানা। গগলের বোট আর রাডারের বৈশিষ্ট্যগুলো মনে পড়ে গেছে ওর। 'আমরা ইটালি ছাড়ার সময় থেকেই সারাক্ষণ চোখে চোখে রেখেছে সম্ভবত ও আমাদেরকে। ওর রাডারের রেঞ্জ পনেরো মাইল, তার মানে যে-কোন মুহূর্তে সাতশো বর্গ মাইল সাগরে চোখ বুলাতে পারে ও। আমাদেরকে চোখে চোখে রাখছে, কিন্তু তা আমরা জানতে পারছি না—পারবও না।'

'কি করব তাহলে আমরা?'

'যেভাবে যাচ্ছি সেভাবেই যাব। করার বিশেষ কিছু নেই। তবে, এই সোনা আমাদের,' দৃঢ় হলো রানার কণ্ঠস্বর। 'কাউকে ছিনিয়ে নিতে বা ভাগ বসাতে দিচ্ছি না।'

রাত নামার আগেই ফুয়েল আর ওয়াটার ট্যাঙ্ক ভরে নিয়ে নিজেদের পথ ধরল আবার ওরা। সূর্য অস্ত যাবার সময় কাবো ফিগুয়েরা পেরোচ্ছে সানফ্লাওয়ার।

হেলমের দায়িত্ব মোনিকাকে দিয়ে চার্ট দেখার জন্যে নিচে নেমে গেল রানা। গগলকে বোকা বানাবার জন্যে একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়—হয়তো কার্যকরী হবে না, তবে চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি।

অন্ধকার গাঢ় হতে মোনিকাকে বলল রানা, 'একশো আশি ডিগ্রীতে সেট করো কোর্স।'

'দক্ষিণ দিকে?' অবাক হয়ে গেল মোনিকা।

'হ্যাঁ, দক্ষিণ দিকেই,' লার্দোর দিকে ফিরল রানা। 'মাস্তুলের মাঝামাঝি জায়গায় চৌকো যে জিনিসটা ঝুলছে, ওটা কি তুমি জানো?'

'কিভাবে জানব? বলোনি তো।'

'ওটা একটা রাডার রিফ্লেক্টর। কাঠের তৈরি বোট জোরাল রাডার রিফ্লেকশন দিতে অক্ষম, তাই নিরাপত্তার জন্যে বিশেষ রাডার রিফ্লেক্টর ব্যবহার করা হয়। এটা স্ক্রীনে বেশ বড় একটা বিন্দু ফুটিয়ে তোলে। গগল আমাদেরকে অনেক আগে থেকে অনুসরণ করছে, ধরেই নিচ্ছি। তার মানে, এই বিন্দুটা দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে সে। রাডার স্ক্রীনে সানফ্লাওয়ারকে চিনতে পারছে ওরা এই বিন্দু দেখেই।'

'রিফ্লেক্টরটা সরিয়ে নিতে চাইছ তুমি, তাই না?'

'হ্যাঁ। তা নিলেও একটা ইকো পাবে সে, তবে সেটা হবে অন্যরকম, অনেক অস্পষ্ট।'

মাস্তুলের মাঝখান পর্যন্ত উঠল রানা। নাড়াচাড়া হয়নি অনেক দিন, যন্ত্রটার নাটবল্টু জাম হয়ে আছে। পঁয়তাল্লিশ মিনিট লড়াই করে নেমে এল রানা। যন্ত্রটাকে ডেকে রেখে লার্দোকে বলল, 'পেপিনো কোথায়?'

'ঝিমুচ্ছে।'

'হুঁ,' বলল রানা। 'এবার, আলো বদলাতে হবে।' নিচে নেমে চার্ট টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল ও। মাস্টহেডে সাদা রঙের একটা আলোর ব্যবস্থা করা আছে, চারদিক থেকে দেখা যায় ওটাকে, সাথেই সঙ্কেত দেয়ার জন্যে মোর্স কী-এর বন্দোবস্ত। কী নামিয়ে বেঁধে রাখল রানা, যাতে সারাক্ষণ জ্বলে আলোটা।

এরপর লার্দোকে ডাকল সে। বলল, 'ফোক্যাসল থেকে একটা লণ্ঠন নিয়ে এসো, ঝুলিয়ে দাও একটা দড়ির সাথে।'

নিচে নেমে এল লার্দো। 'এসবের উদ্দেশ্য কি, রানা?'

'গগলকে ধোঁকা দেবার জন্যে সম্ভাব্য সব কৌশল খাটাচ্ছি আমরা। সানফ্লাওয়ার এখন তাঞ্জিয়ারের দিকে নয়, অন্য দিকে যাচ্ছে। রিফ্লেক্টর সরিয়ে নিয়েছি দেখে আমাদেরকে চামড়ার চোখে দেখার জন্যে কাছে আসতে পারে সে। তাই সানফ্লাওয়ারকে আলো দিয়ে হুবহু স্প্যানিশ জেলেদের মাছ ধরা বোটের মত করে সাজাচ্ছি আমরা। অন্ধকার রাত—আলো দেখে আমাদেরকে জেলে ছাড়া আর কিছু মনে করার উপায় থাকবে না তার। বলা যায় না, সে হয়তো আমাদের পাশ ঘেঁষে সামনে এগিয়ে যাবে সানফ্লাওয়ারের খোঁজে।'

প্রশংসার দৃষ্টি লার্দোর চোখে। 'কাজ হবে এতে?'

'কি জানি! এভাবে একবার মাত্র ধোঁকা দিতে পেরেছিলাম একজনকে,' বলল

রানা। 'দেখা যাক, এবারও এটা কাজে লাগে কিনা। ভোরে আমরা তাঞ্জিয়ারের দিকে কোর্স সেট করব আবার।'

রাতে প্রবাহ বাড়ল বাতাসের। হালকা ওয়েদার সেইলটা তুলল রানা, ফলে মুহূর্তে বেড়ে গেল সানফ্লাওয়ারের গতি। তবে লাভের পরিমাণ শূন্য, ভাবল রানা, তাঞ্জিয়ারের দিকে এক ইঞ্চিও এগোচ্ছে না ওরা।

সকালে বাতাসের তেজ দাঁড়াল ফোর্স ফাইভ। কোর্সপাল্টে কোয়ার্টার সাইডে বাতাস পাবার ব্যবস্থা করল রানা। একদিকে হেলে পড়ল বোট, লী রেইল পানির নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল, এবং বোটের আগায় ধাক্কা খেয়ে ফুলে ওঠা ঢেউয়ে সাদা ফেনা দেখতে পাওয়া গেল। লগ চেক করল রানা। সানফ্লাওয়ারের স্পীড এখন সেভেন নট। পাল টাঙানো অবস্থায় এটাই তার দ্রুততম গতি। সন্তুষ্ট হলো রানা। শেষ পর্যন্ত সব ঠিকঠাক মত চলছে। তাঞ্জিয়ারের দিকেই ছুটে চলেছে ইয়ট দ্রুতবেগে।

দিগন্তরেখার উপর তীক্ষ্ণ চোখ রেখেছে রানা, কিন্তু ফেয়ারমেইলকে কোথাও দেখা গেল না। তাকে দেখতে না পেয়ে খুশি হবে না বিষণ্ন বোধ করবে ভেবে পেল না ও। গগলের গতিবিধি জানার কোন উপায়ই নেই ওদের হাতে।

বাতাসের নতুন তেজ সারাদিন অক্ষুণ্ন থাকল, রাতে একটু বরং বাড়তির দিকে গেল। ঢেউগুলো আকারে আগের চেয়ে বড়, প্রতিটির মাথায় সাদা ফেনার মুকুট; মাঝেমধ্যে সানফ্লাওয়ারের কোয়ার্টার সাইডে ধাক্কা খেয়ে ভাঙছে। এইরকম ঘটলেই প্রতিবার শিউরে উঠে নিজেকে মুক্ত করে নিচ্ছে সানফ্লাওয়ার, লাফ দিচ্ছে আবার সামনের দিকে।

পেপিনোকে হেলমের দায়িত্ব দিয়ে বার্থে গিয়ে উঠল রানা। ঘুমাবার আগে নির্ধারণ করার চেষ্টা করল গগলের জায়গায় ও হলে কি করত এখন।

কয়েকটা বাস্তবতাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। ওদেরকে স্ট্রেইটস অফ জিব্রালটারের ভিতর দিয়ে যেতেই হবে। যদি সোজা ওখানে গিয়ে অপেক্ষা করে গগল, তার রাডার গোটা চ্যানেলটা কাভার করবে, এক তীর থেকে আরেক তীর পর্যন্ত।

স্ট্রেইটের পানিতে বোটের ভিড় থাকবেই। কোন্‌টা সানফ্লাওয়ার সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হলে প্রত্যেকটা বোটের কাছে গিয়ে স্বচক্ষে দেখতে হবে ওর। এটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার, ফাঁক গলে বেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব নাও হতে পারে।

আর একটা ব্যাপার। ডাকাতি করাই যদি উদ্দেশ্য থাকে, স্ট্রেইটে সে সুযোগ নেই গগলের। করতে গেলেই কারও না কারও চোখে পড়ে যাবে ঘটনাটা। জিব্রাল্টারে অত্যন্ত দ্রুতগতি সম্পন্ন ন্যাভাল পেট্রল বোট আছে অনেকগুলো। গগলের তা জানার কথা। সুতরাং, বিশেষ করে দিনের বেলা ডাকাতি করার মত ভুল সে করতে যাবে না।

সমাধানটা আপনাআপনি বেরিয়ে এল। স্ট্রেইট অতিক্রম করবে ওরা দিনের বেলা।

কিন্তু স্ট্রেইটের আগে? খোলা সমুদ্রে?

কিছুই বলা যায় না। ফেয়ারমেইলের রাডার যদি সানফ্লাওয়ারকে ধরে রেখে থাকে, ফাঁকি দেয়া যদি না গিয়ে থাকে, তাহলে যে-কোন মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে গগল।

তবে, আবহাওয়া যদি তাকে অনুমতি দেয়, তাহলেই।

বাতাসের গতিবেগ বাড়ছে। ঘুমের ঠিক আগে অনুভব করল রানা, সানফ্লাওয়ারের যেন অতিরিক্ত আর এক জোড়া পাখা গজিয়েছে। বাতাস যদি আরও বাড়ে, ফেয়ারমেইল কিছুতেই ধরতে পারবে না ওদের। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল রানা।

ঠিক তিন মিনিট পর ভাঙল ঘুম। খুট করে মৃদু একটা শব্দ হয়েছে দরজার কাছে। এক ইঞ্চির ষোলোভাগের এক ভাগ খুলে গেল রানার বাম চোখের পাপড়ি।

মোনিকা।

পিছন ফিরে রয়েছে। অতি সন্তর্পণে লাগিয়ে দিচ্ছে দরজার ছিটকিনি।

এগারো

ঘুম থেকে জাগাল ওকে লার্দো।

'মনে হচ্ছে পাল-টাল কিছু নামিয়ে নেয়া দরকার,' সাগরের গর্জনকে ছাপিয়ে উঁচু গলায় চেঁচিয়ে বলল সে। 'বাতাস বাড়ছে।'

হাতঘড়ির দিকে তাকাল রানা। দুটো বাজে। ঝাড়া ছয় ঘণ্টা একটানা ঘুমিয়েছে সে। একলাফে বিছানা থেকে নেমে জামা কাপড় পরতে শুরু করল। দুলছে সানফ্লাওয়ার। প্যান্টের ভেতর এক পা ঢুকিয়ে আরেক পা তুলতে যাবে, জোর এক দুলুনির ফলে এক পায়ে লাফাতে লাফাতে গিয়ে ধাক্কা খেল মোনিকার কেবিনের দেয়ালে।

'কি হলো?' দেয়ালের ওপাশ থেকে জানতে চাইল মোনিকা।

'কিচ্ছু না,' বলল রানা। 'সব ঠিক আছে, ঘুমাও তুমি।'

'ঘুমাও বললেই হলো? এর মধ্যে ঘুমানোও যায় কখনও?'

হাসল রানা। 'অভ্যেস হয়ে যাবে। বাতাস একটু জোর। কিছু না, ঘাবড়াবার কিছুই নেই।'

কাপড় পরে ককপিটে গিয়ে হাজির হলো রানা। অবস্থা দেখে বুঝল, ঠিকই বলেছে লার্দো, ফোর্স সেভেনে বইছে বাতাস, কিছু পাল খুলে নেয়া দরকার। আগেকালের নাবিকরা এই বাতাসকেই বলত ইয়টসম্যানস গেইল।

ছেঁড়া মেঘ সাঁই সাঁই উড়ে যাচ্ছে মাথার ওপর দিয়ে। ভৌতিক আলো-ছায়ার সৃষ্টি হচ্ছে চাঁদ-মেঘের লুকোচুরিতে। ঢেউয়ের আকার বৃদ্ধি পেয়েছে, মাথায় সাদা ফেনা। খানিক পরপরই সানফ্লাওয়ারের সামনের গলুই চুবানি খাচ্ছে পানির নিচে,

আর যখনই এটা ঘটছে ঝাঁকি খেয়ে গতি হারাচ্ছে। পাল কমিয়ে দিলে মাথা উঁচু রাখতে পারবে বোটটা, ফলে ঠিক থাকবে গতি। গলা উঁচু করে চেঁচাল রানা, 'ঠিকই বলেছ, লার্দো। নামাতে হবে পাল। হালটা ধরে রাখো যেমন আছে তেমনি।'

সেফটিবেল্টে একটা লাইফ লাইন বেঁধে নিয়ে টালমাটাল ডেকের ওপর দিয়ে এগিয়ে গেল রানা মাস্তুলের দিকে। আধঘণ্টার চেষ্টায় মেইন সেইলের বুম থেকে দুই রোল কমিয়ে ফেলল রানা, গুটিয়ে নিল জিব; আশা করল ফোর সেইলটাই ভারসাম্য রক্ষা করবে সামনের দিকের। ঠিকই। জিব নামিয়ে ফেলার সাথে সাথেই গতির তারতম্য স্পষ্ট হয়ে উঠল, ঝাঁকুনিও কমে গেল শতকরা আশি ভাগ।

'কি বুঝলে?' ভুরু নাচাল রানা লার্দোর উদ্দেশে ককপিটে ফিরে এসে।

'আগের চেয়ে অনেকটা ভাল,' চেঁচিয়ে উত্তর দিল লার্দো। 'মনে হচ্ছে আগের চেয়ে গতিও বেড়েছে।'

'বেড়েছে। বাধা পাচ্ছে না তো আর, তাই।'

প্রকাণ্ড মাথাটা এপাশ-ওপাশ ঘুরিয়ে ফুঁসে ওঠা সাগরের চেহারা দেখল লার্দো। 'আরও খারাপ হবে নাকি আবহাওয়া?'

'আরে না,' হাসল রানা। 'এটাকে খারাপ আবহাওয়া বলা যায় না। ছোট্ট বোট থেকে মনে হয় না জানি কি তাণ্ডব লীলা চলছে সাগর জুড়ে। চমৎকার এগোচ্ছি আমরা।' মনে মনে ভাবল একবার, অবস্থা এর চেয়ে খারাপ না হলেই বাঁচোয়া, অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে যাবে নিজেদের জান বাঁচাতেই।

লার্দোর স্বস্তিবোধ ফিরিয়ে আনার জন্যে আরও কিছুক্ষণ রয়ে গেল রানা ককপিটে। অবশ্য ওর ডিউটির সময় হয়ে এসেছে প্রায়, এখন আর ঘুমাতে যাওয়ারও কোন অর্থ হয় না। খানিক বাদে গেলিতে গিয়ে কফি তৈরি করল এক কেতলি। স্টোভটা এত নড়ছে যে ক্ল্যাম্প দিয়ে আটকাতে হলো কফি পটটাকে স্টোভের সাথে।

নিজের বার্থে শুয়ে রানাকে দেখছে মোনিকা। কফি তৈরি হয়ে যেতে হাতছানি দিয়ে ডাকল ওকে রানা। একলাফে উঠে এল মোনিকা, নিজের কাপ হাতে তুলে নিয়ে বসল রানার পাশে।

'অবস্থা কি রকম মনে হচ্ছে তোমার? এই ঝড়ের?' জিজ্ঞেস করল মোনিকা।

'দূর! একে ঝড় বলে নাকি?' হাসল রানা। 'চমৎকার বাতাস।'

'আমার কেমন একটু ভয়-ভয় করছে।'

'কিচ্ছু নেই ভয়ের,' বলল রানা। 'শুধু একটা জিনিস ছাড়া।'

'কি সেটা?'

'চালক,' বলল রানা। 'আসলে এই সব ছোট ছোট ইয়টের ডিজাইন আজকাল এমন এক পারফেকশনে পৌঁছে গেছে যে যে-কোন রকম সামুদ্রিক দুর্যোগ মোকাবিলা করার উপযুক্ত এগুলো। নিরাপদে পেরিয়ে যেতে পারবে তুমি, যত তুফানই উঠুক না কেন, যদি,' হাসল রানা, 'এটা একটা মস্তবড় যদি, যদি ঠিকমত চালাতে পারো একে। বোটের কোন ভুল নেই, ভুল করে বসে আসলে চালক।

ক্লান্তি যখন চরমে পৌঁছোয়, ছোট্ট একটা ভুল করে ফেলে চালক। ব্যস খতম। সমুদ্রের সাথে ছেলেখেলা চলে না।'

'চরম ক্লান্তির পর্যায়ে যেতে কি রকম সময় লাগে?'

হাত নাড়ল রানা। 'সে ভয় নেই আমাদের। যথেষ্ট লোক রয়েছি আমরা, সময় ভাগ করে বিশ্রাম নিতে পারছি আমরা সবাই—আমরা টিকে যাব একমাস, এমন কি দু'মাসও। মারা পড়ে একা সাগর পাড়ি দেয়া হিরোরা!'

'খুব অভয় দিতে পারো তুমি,' হাসল মোনিকা। উঠে গিয়ে আর এক কাপ কফি ঢালল। 'যাই, লার্দোকে দিয়ে আসি এক কাপ।'

'বরং কাপটা আমাকেই দাও,' বলল রানা। 'ককপিট পর্যন্ত নিতে নিতে অর্ধেক পড়ে যাবে, বাকি অর্ধেক নুনে জহর হয়ে যাবে নোনা পানির ছিটেয়। এখুনি, কয়েক মিনিটের মধ্যেই নেমে আসবে ও—ডিউটি শুরু হচ্ছে আমার।'

আর এক কাপ কফি খেয়ে জ্যাকেটের সব বোতাম এঁটে নিয়ে গলায় স্কার্ফ পেঁচিয়ে তৈরি হয়ে গেল রানা। এক পা বাড়িয়ে থামল আবার। 'অবস্থা কি ওর জখমের?'

'সেরে এসেছে প্রায়। দারুণ টাফ লোক!'

'ঠিক। আর ছয় ইঞ্চি নিচে দিয়ে গুলিটা গেলেই কারবার খতম হয়ে যেত ওর। অথচ কোন পরোয়া নেই। যেন কিছুই হয়নি।'

'ওর সম্পর্কে মতামত পাল্টাচ্ছে আমার,' বলল মোনিকা। 'আসলে লোক খারাপ না ও।'

'কঠিন বহিরাবরণের ভেতর একটা স্বর্ণহৃদয়?' জিজ্ঞেস করল রানা। মোনিকাকে মাথা ঝাঁকাতে দেখে হেসে উঠল কাঁধ কাঁপিয়ে। 'স্বর্ণের প্রতি নিবেদিত হৃদয়—তাতে কোন সন্দেহ নেই। গগলের থাবা যদি এড়াতে পারি, মনে রেখো, ওকে সামলাতে হতে পারে আমাদের। ওর অতীত ভুলে যেয়ো না। যাই হোক, তাই বলে কফি থেকে বঞ্চিত কোরো না ওকে আবার।'

নির্ধারিত সময়ের কিছু আগেই ছুটি পেয়ে কৃতজ্ঞচিত্তে উঠে দাঁড়াল লার্দো। নিচে গরম এক কাপ কফি অপেক্ষা করছে শুনেই ছুটল গেলির দিকে।

বসে আছে রানা। আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট। মাইলের পর মাইল এগিয়ে চলেছে সানফ্লাওয়ার। হাওয়ার গতি বাড়ছে ক্রমে। আকার বাড়ছে ঢেউয়ের। চুপচাপ বসে বসে জীবনের অনেক—অনেক কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। এই বিক্ষুব্ধ সাগরের সাথে কোথায় যেন অদ্ভুত এক মিল রয়েছে ওর নিজের। নানান কথা ভাবতে ভাবতে কোথা দিয়ে যে সময় পেরিয়ে গেল টেরই পেল না। মেঘ ভারাক্রান্ত ঘোলাটে সকালে পেপিনো এল ডিউটিতে। এতক্ষণ পালের আর কোন অদলবদল করেনি রানা, কিন্তু নিচে নেমে যাওয়ার আগে স্থির করল মেইন সেইল থেকে আরেক রোল কমিয়ে দেয়াই ভাল।

কাজটা সেরে সিঁড়ির কাছাকাছি আসতেই পেপিনো বলল, 'আরও খারাপ হবে আবহাওয়া।'

থমকে দাঁড়াল রানা, চাইল আকাশের দিকে। 'আমার তা মনে হয় না।

এরচেয়ে খারাপ হয় না ভূমধ্যসাগরের আবহাওয়া।'

কাঁধ ঝাঁকাল পেপিনো। 'ভূমধ্যসাগরে কি হয় আমার জানা নেই। তবে কেমন যেন অনুভব করতে পারছি, অবস্থা খারাপ হতে যাচ্ছে আরও।'

মনটা খারাপ হয়ে গেল রানার। নিচে নেমে গেল নাস্তা খেতে। আবহাওয়ার ব্যাপারে আশ্চর্য এক আন্দাজ আছে পেপিনোর, আগেই লক্ষ করেছে সে। ওর ভবিষ্যদ্বাণী ফলে গেছে কাঁটায় কাঁটায়। কথাটা হেসে উড়িয়ে দিতে পারল না সে, কিন্তু মনে মনে আশা করল এবারের মত ভুল হোক পেপিনোর আন্দাজ।

কিন্তু হলো না।

দুপুর বেলা গতিপথের রীডিং নিতে পারল না রানা। মেঘে ছেয়ে গেছে গোটা আকাশ। যদি সূর্যের দেখা মিলতও, দোদুল্যমান ডেকের ওপর সেক্সট্যান্ট স্থির রাখা সম্ভব হত না ওর পক্ষে। লগে দেখা গেল গত চব্বিশ ঘণ্টায় পাড়ি দিয়েছে ওরা একশো বাহান্ন মাইল।

দুপুরের কিছু পরেই বেড়ে গেল হাওয়ার গতি, ফোর্স এইট ছাড়িয়ে নাইন প্রায় ধরে ধরে। স্ট্রং গেইল। মেইন সেইলটা পুরোপুরি নামিয়ে নিয়ে ছোট্ট তিনকোনা ট্রাই সেইল টাঙানো হলো। ভেবে চিন্তে ফোর সেইলটাও নামিয়ে নিল রানা।

ঢেউয়ের আকারও বৃদ্ধি পেয়েছে। ভয়ঙ্কর আক্রমণাত্মক ভঙ্গি। ঢেউ ভেঙে সৃষ্টি হচ্ছে সাদা ফেনা, সাথে সাথেই উড়িয়ে নিচ্ছে সেগুলো জোর বাতাস। পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনা দেখা গেল কিছুক্ষণ, জমে আছে সাগরের এখানে ওখানে, তারপর গোটা সাগরটা ঢাকা পড়ে গেল ফেনায়। মনে হচ্ছে বিশাল একটা কাপড় ধোয়ার বাউলে কয়েক লক্ষ মন গুঁড়ো সাবান গুলিয়েছে যেন কেউ।

হুকুম দিয়ে দিল রানা, ডিউটিতে যে থাকবে সে ছাড়া আর কেউ যাবে না ডেকে। ওয়াচ-ডিউটিতে যে থাকবে, সর্বক্ষণ সেফটি লাইন বেঁধে রাখতে হবে তাকে কোমরে। নিজের বার্থে ফিরে বাংকে উঠে পড়ল রানা, বাংক বোর্ড তুলে দিল যাতে ঝাঁকুনি খেয়ে ছিটকে নিচে না পড়ে, তারপর সমুদ্র সংক্রান্ত একটা ম্যাগাজিন পড়ার ব্যর্থ চেষ্টা চালাতে লাগল। বারবার ঘুরে ফিরে উদয় হচ্ছে মনের মধ্যে গগলের হাসিমাখা মুখটা। ধাওয়া করছে এখনও? তাহলে বড়ই বিপদের মধ্যে আছে বেচারা। মুচকি হাসল রানা। এই রকম উত্তাল সাগরে পাল টাঙানো ইয়টের চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট পাবে এঞ্জিন চালিত ইয়ট।

বিকেল নাগাদ অবস্থার অবনতি হলো আরও। ফলে ট্রাই সেইল নামিয়ে ইয়টটাকে প্রকৃতির হাতে সমর্পণের সিদ্ধান্ত নিল রানা। বাতাসের ঠিক উল্টোদিকে কোর্স সেট করে দিয়ে নেমে এল সে নিচে, আটকে দিল হ্যাচ। মেইন কেবিনে বসে রয়েছে ওরা, বাইরের তুমুল শব্দের ফাঁকে ফাঁকে কথা বলছে এক-আধটা।

ভেতরে ভেতরে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে রানা। বলেনি কাউকে, কিন্তু নিজেদের সঠিক অবস্থান হারিয়ে ফেলেছে সে বেশ অনেকক্ষণ হয়। মোটামুটি গতিপথ জানা আছে, লগ দেখে বোঝা যাচ্ছে কত মাইল চলছে—ব্যস, এই পর্যন্তই। একপাশে স্পেন, আরেক পাশে মরোক্কো, মাঝখান দিয়ে চলছে ওরা এখন। রানা জানে, মূল ভূখণ্ডের সাথে ধাক্কা খাওয়ার ভয় নেই, কিন্তু সেই ছোট্ট মাছির মত দ্বীপটা? কি যেন

নাম···আলবোরান। কাছাকাছিই কোথাও রয়েছে আলবোরান দ্বীপ, ধাক্কা খেলে···

'মেডিটারেনিয়ান পাইলট' পত্রিকাটি উল্টেপাল্টে দেখল রানা আবারও। ঠিকই বলেছিল সে পেপিনোকে: এ সময়ে ভূমধ্যসাগরের আবহাওয়া এর চেয়ে খারাপ হতে পারে না। লেখা আছে পরিষ্কার। কিন্তু লেখা পড়ে সান্ত্বনা পাওয়া যাচ্ছে না আর, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে আবহাওয়ার মালিক এই বিজ্ঞপ্তিটা পড়তে ভুলে গেছে। বাড়িয়েই চলেছে হাওয়ার জোর।

পাঁচটার দিকে দিনের আলো থাকতে থাকতে শেষবারের মত চারদিকটা একবার দেখে নেয়ার জন্যে ডেকে উঠে গেল রানা। কম্প্যানিয়ান এন্ট্রান্সের ব্যাটন বোর্ড খুলতে সাহায্য করল লার্দো রানাকে, রানা উঠে গেল ককপিটে। তিন তিনটে দু'ইঞ্চি ড্রেন থাকা সত্ত্বেও হাঁটুপানি জমে গেছে ককপিটে। চারপাশে একবার নজর বুলাতেই কলজে শুকিয়ে এল রানার। বিশাল সব ঢেউ। ঢেউয়ের মাথা বাঁকা হয়ে রয়েছে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে। হুড়মুড় করে একটা ঢেউ ভেঙে পড়ল ডেকের ওপর। শিউরে উঠল সানফ্লাওয়ারের গোটা শরীর। নাহ্। এরকম মার বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারবে না বোটটা, একটা কিছু ব্যবস্থা না করলেই নয়। একমাত্র সমাধান: একজন লোককে থাকতে হবে ককপিটে, ঢেউয়ের সাথে তাল মিলিয়ে চালাতে হবে ইয়ট, ভিজতে হবে সারারাত। পেপিনোর ওপর নির্ভর করা যায় না, জখম নিয়ে লার্দোর সারারাত নোনা পানিতে ভেজা ঠিক হবে না। তাহলে? ম্লান হাসল রানা। দুর্ভোগটা পোহাতে হবে ওকেই। নেমে এল সে নিচে।

'পেপিনো, ফোকাস্‌ল্ থেকে চার ইঞ্চি মোটা নাইলন রশির গোছাটা নিয়ে এসো। লার্দো, অয়েলস্কিনটা পরে নিয়ে চলো ওপরে। বাতাসে পিঠ দিয়ে এগোতে হবে এখন আমাদের।'

ককপিটে ফিরে এল রানা লার্দোকে নিয়ে। একটু পরে পেপিনো এল রশির গোছা নিয়ে। বাঁধন খুলে দু'হাতে ধরল রানা হালের চাকা। 'বাতাসের দিকে পিছন ফিরলেই অনেক বেড়ে যাবে আমাদের গতি, সেটা বিপজ্জনক। গতি কমাবার জন্যে এই রশি। পেপিনো, বেঁধে ফেলো রশির এক মাথা। লার্দো, আমি যেই মুখটা ঘোরাব ওমনি রশি ছাড়তে শুরু করবে তুমি পানিতে।'

ছাড়া হলো রশি, গতি কিছু কমল, কিন্তু বিপদ কমল না। বোটের পিছন দিকটা ঢেউয়ের সাথে ঠিক এক লাইনে রাখতে পারলে চমৎকার ভাবে পিছন দিকটা উঠে যাচ্ছে ঢেউয়ের মাথায়, নিচ দিয়ে সাবলীল ভঙ্গিতে পার হয়ে যাচ্ছে ঢেউটা; কিন্তু এদিক বা ওদিক সামান্য একটু বাঁকা থাকলেই দড়াম করে ধাক্কা মারবে এসে ঢেউ, ভাসিয়ে দেবে পানিতে, গায়ের জোরে চেপে ধরেও আয়ত্তে রাখা যাবে না টিলার।

গতি আর একটু কমানো দরকার বুঝতে পেরে বিশ ফ্যাদম লম্বা আরও দুটো তিন ইঞ্চি রশির গোছা নিয়ে আসতে বলল রানা পেপিনোকে। লার্দোকে হুকুম করল ফোকাস্‌ল্ থেকে চার গ্যালনের ডিজেল জেরিক্যানটা নিয়ে মোনিকার কাছে পৌঁছে দিতে। 'বলবে, প্রতি তিন মিনিট অন্তর অন্তর যেন এক গ্লাস করে তেল ল্যাট্রিনে ঢেলে ফ্লাশের চেন টেনে দেয়।'

কোন রকম জবাবদিহি না চেয়ে মাথাটা একবার ঝাঁকিয়েই ছুটল লার্দো। রানা

শুনেছে, এই রকম বিক্ষুব্ধ সাগরে তেল ঢাললে নাকি ঢেউয়ের তেজ কিছুটা কমে, পরীক্ষা করে দেখতে চাইছে সত্যিই কমে কিনা। যৎসামান্য যাই হোক, কিছুটা সাহায্য হলেও এখন অনেক।

ঘড়ির দিকে চাইল রানা। সাড়ে ছ'টা। ভীতিকর এক বিচ্ছিরি রাত পড়ে রয়েছে ওর সামনে। ইতিমধ্যে ঢেউয়ের দিকে বোটটাকে পিছন ফিরিয়ে রাখায় অনেকখানি সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেছে রানা। মনে হচ্ছে সারাটা রাত যদি গভীর অভিনিবেশ আর কষ্টসহিষ্ণুতার পরীক্ষা দিয়ে টিকে যেতে পারে তাহলে এ যাত্রা ভয়ের তেমন কিছু নেই।

ফিরে এল লার্দো। 'তেল ফেলা হচ্ছে।'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা পিছন দিকে। তেমন কিছুই চোখে পড়ল না ওর। তবু হয়তো কোন কাজ হতে পারে মনে করে তেল ফেলাটা চালিয়ে যাওয়াই স্থির করল।

বিরাট সব ঢেউ। আন্দাজ করল রানা, মাথা থেকে তল পর্যন্ত মাপলে চল্লিশ ফুটের কম হবে না। যখন নিচে নেমে যাচ্ছে ইয়ট, পাহাড়ের মত মনে হচ্ছে ওগুলোকে। বিশাল চলন্ত পাহাড়, ভয়ঙ্কর। পিছনে আরেকটা ঢেউয়ের স্পর্শ লাগলেই সামনেটা ডুবে যাচ্ছে পানির নিচে, নাক নিচু করে ক্রমে খাড়া হয়ে যাচ্ছে ইয়টের পিছনের দিক—মনে হচ্ছে ডাইভ দিয়ে তলিয়ে যাবে এবার সমুদ্রের গভীরে। ঢেউয়ের মাথায় চড়ে সোজা হচ্ছে বোট। অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সাগর, বহু নিচে রয়েছে ওদের পরবর্তী গন্তব্যস্থল—ভয় লাগে। ঢেউটা নিচ থেকে সরে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেই আসমানের দিকে মুখ করে নামতে থাকে ইয়ট, নেমে এলে আবার চারপাশে দৈত্য প্রমাণ ঢেউয়ের হুমকি।

মাঝে মাঝে, ঘণ্টায় বার চারেকের বেশি নয়, দুটো ঢেউ মিশে তৈরি হচ্ছে মহাদৈত্য ঢেউ—ষাট ফুট বা তার চেয়েও উঁচু। এইসব ঢেউয়ের বেলায় অতিরিক্ত সাবধান হতে হচ্ছে রানাকে, কারণ সামান্য এদিক-ওদিক হলেই প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটাবে এইসব মহাদৈত্য।

এদিক-ওদিক কিন্তু হয়েই গেল একবার। ওই মহা ঢেউয়ের বেলাতেই। পিছন দিকটায় হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল ঢেউয়ের একাংশ, মুহূর্তে পানির নিচে তলিয়ে গেল ককপিট। একটা আর্ত চিৎকারের একাংশ কানে গেল রানার। চোখের সামনে দেখতে পেল, ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ঢেউটা পেপিনোকে। ককপিট থেকে বেরিয়ে ডেকের ওপর দিয়ে ভেসে রেলিঙ টপকে চলে গেল দেহটা।

একলাফে এগিয়ে গিয়েছিল লার্দো, ধরার চেষ্টা করল, কিন্তু হাত ফসকে চলে গেল পেপিনো নাগালের বাইরে।

'সেফটি লাইন!' চিৎকার করে বলল রানা। 'সেফটি লাইন ধরে টেনে তোলো!'

চোখ থেকে লোনা পানি মুছে চেঁচিয়ে উঠল লার্দো, 'পরেনি! সেফটি লাইন বাঁধেনি!'

'গাধা কোথাকার!' ভাবল রানা, কিংবা হয়তো উচ্চারণই করেছিল কথাটা,

মনে নেই ওর।

হঠাৎ প্রচণ্ড এক হুঙ্কার দিয়ে উঠল লার্দো। আঙুল তুলে কিছু একটা দেখাচ্ছে পিছনে। ঘাড় ফিরিয়েই দেখতে পেল রানা আবছা মত একটা শরীর ওলটপালট খাচ্ছে পানিতে, দুটো ফর্সা হাত খামচে ধরে আছে একটা নাইলন রশি। কপাল জোরে হাতের কাছে পেয়ে গিয়েছে সে রশিটা।

আবার ঘাড় ফেরাতেই দেখতে পেল রানা দ্রুত-হাতে গুটিয়ে তুলছে লার্দো রশিটা। সুস্থ শরীরেই কাউকে এভাবে পানির মধ্যে দিয়ে কাছে টেনে আনা যথেষ্ট কষ্টকর, কিন্তু জখম কাঁধ নিয়ে লার্দো যেভাবে টানছে রশিটা, মনে হচ্ছে খালি রশি টেনে আনছে। ইয়টের গায়ের কাছে টেনে এনে হাঁক ছাড়ল সে রানার উদ্দেশে, 'রেলিঙের ওপারে যাচ্ছি, আমার পায়ের ওপর চেপে বসতে হবে তোমাকে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। এছাড়া পেপিনোকে তোলার উপায় নেই আর। চারপাশটা চট করে একবার দেখে নিয়ে লার্দোর পায়ের ওপর চেপে বসল রানা, উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল লার্দো—নাভি থেকে উপরের অংশ ইয়ট থেকে বাইরে ঝুলছে শূন্যে, রানার ওজনটা সরে গেলেই ঝুপ করে পড়বে পানিতে।

দুই হাতে রশি ধরে টেনে তুলছে লার্দো পেপিনোকে। কিলবিল করছে কাঁধের পেশীগুলো। মোটা শরীরটাকে পাঁচ ফুট ওপরে টেনে তোলা সোজা কথা নয়। খামচে ধরা রশিটা এখন পেপিনো ছেড়ে না দিলেই হয়, ভাবছে রানা। তাহলে নিজে তো তলিয়ে যাবেই, ঝাঁকি খেয়ে লার্দোও ছিটকে পড়বে পানিতে। দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছে লার্দো, তারই ফাঁক দিয়ে বলে চলেছে, 'খবরদার, মাতাল ব্যাটা! রশি ছাড়বি তো খুন করে ফেলব!'

পেপিনোর হাত দেখা দিল। রশিতে আর এক টান দিয়ে একহাতে ওর কোটের হাতা ধরে ফেলল লার্দো। ঠিক সেই সময়ে চিৎকার করে উঠল রানা, 'সাবধান! আরেকটা ঢেউ আসছে। খবরদার!'

আরেকটা ডবল ঢেউ ছুটে আসছে পিছন থেকে তুফান মেইলের মত। এখুনি আছড়ে পড়বে সানফ্লাওয়ারের ওপর। আরেক হেঁচকা টানে অনেকটা তুলে ফেলল লার্দো পেপিনোকে, খপ করে কোটের কলার চেপে ধরে পার করে দিল রেলিং, নিজেও চলে এল এপারে। এক লাফে চলে গেল রানা টিলারের সামনে, পরমুহূর্তে পেপিনোকে নিয়ে ককপিটে পৌঁছে গেল লার্দো। ঠিক এই সময়ে প্রচণ্ড বেগে আছড়ে পড়ল ঢেউটা ওদের ওপর।

যেমন দ্রুত এসেছিল, তেমনি দ্রুত সরে গেল পানি। রানা দেখল ককপিটের মেঝের ওপর পড়ে আছে পেপিনো, মৃত না অজ্ঞান বোঝার উপায় নেই, ওর পাশে বসে হিংস্র জানোয়ারের মত হাঁপাচ্ছে লার্দো জিভ বের করে।

তিন মিনিটের মধ্যে সামলে নিল লার্দো নিজেকে। রশির গায়ে শক্ত হয়ে এঁটে বসা পেপিনোর হাত ছাড়াল অনেক কষ্টে।

'ওকে নিচে নিয়ে যাও, লার্দো,' বলল রানা। 'তুমিও বিশ্রাম নাও গিয়ে। তার আগে মোনিকাকে দিয়ে ক্ষতটা দেখিয়ে নিয়ো একটু।'

চলে গেল লার্দো। রানার মনে হলো মস্ত বড় একটা সমস্যার সমাধান

আবিষ্কার করে ফেলেছে সে, কিন্তু সময় নেই এখন, সমস্যাটা যে কি ছিল পরিষ্কার মনে পড়ছে না এই মুহূর্তে। হাতের কাজে মনোনিবেশ করল সে। টিলার আঁকড়ে ধরে পরবর্তী ঢেউয়ের ওপর নজর রাখছে, প্রয়োজন মত এদিক-ওদিক ঘোরাচ্ছে হুইল, সেই সাথে একটু একটু করে রশিটা নামিয়ে দিচ্ছে আবার সাগর জলে।

একটি ঘণ্টা একা যুদ্ধ করল রানা উত্তাল সমুদ্রের সাথে। মনে হলো ঝড়টা বাড়ছে আরও। সমস্ত মনোযোগ একত্রীভূত করেও ঢেউয়ের সাথে পাল্লা দেয়া কঠিন হয়ে পড়ছে ক্রমে। এক-আধবার মনে হলো আর বুঝি রক্ষা করা গেল না, কিন্তু প্রতিবারই ওকে অবাক করে দিয়ে যেন অলৌকিক শক্তির বলে ভেসে উঠল বোটটা ঢেউয়ের মাথায়।

এক ঘণ্টা পর উঠে এল লার্দো।

'বেঁচে আছে ব্যাটা,' বলল সে। 'কন্টেসা দেখছে ওকে। এক কলসী পানি বের করেছি শালার পেট থেকে!' বলেই হোহো করে গলা ফাটিয়ে অট্টহাসি ছাড়ল একটা। বাতাস আর সাগরের সম্মিলিত হট্টগোল ছাপিয়ে উঠল লার্দোর হাসি।

অবাক চোখে দেখল ওকে রানা।

বারো

ভূমধ্যসাগরের তুফান বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে পারে না—পত্রিকার এই বক্তব্যটি সত্য প্রমাণিত হলো। ভোর চারটের সময় লার্দোর হাতে টিলারের ভার দিয়ে নিচে নেমে গেল রানা। নিজের বার্থে ঢুকেই ধপ করে বসে পড়ল সে একটা চেয়ারে। লক্ষ করল থর থর করে কাঁপছে ওর হাত দুটো।

ছুটে এল মোনিকা। 'খাবার নিয়ে আসি কিছু? খিদেয় নিশ্চয়ই তোমার···'

'নাহ্,' মাথা নাড়ল রানা। 'ভয়ানক ক্লান্তি···· খেতে পারব না। ঘুমাব এখন।' জামা-কাপড় ধরে পাগলের মত টানাটানি করতে দেখে দ্রুত এগিয়ে এসে সাহায্য করল মোনিকা। রানা জিজ্ঞেস করল, 'পেপিনোর কি অবস্থা?'

'ভাল আছে, কোয়ার্টার বার্থে ঘুমাচ্ছে এখন।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। নিজের বার্থে শুতে দিয়েছে ওকে লার্দো। মিলে যাচ্ছে এটাও।

'ঠিক আছে, মোনিকা,' বলল সে, 'ঠিক দু'ঘণ্টা পর জাগিয়ে দিয়ো আমাকে। একা রয়েছে লার্দো ওপরে, ওকে রিলিফ দিতে হবে।' কথাটা শেষ করেই সটান শুয়ে পড়ল রানা। এবং ঘুমিয়ে পড়ল সাথে সাথেই। ঘুমে ঢলে পড়বার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে এক সেকেন্ডের জন্যে দেখতে পেল রানা ছবিটা—কলার চেপে ধরে রেলিঙের এপারে নিয়ে আসছে লার্দো পেপিনোকে।

ঠিক ভোর সাড়ে ছ'টায় এক কাপ কফি হাতে নিয়ে ঘুম থেকে তুলল মোনিকা রানাকে। 'নাস্তা তৈরি করব?'

কফির কাপে চুমুক দিয়ে অনেকখানি চাঙ্গা বোধ করল রানা। কান খাড়া করে বাইরের শব্দ শুনল। ইয়টের দুলুনিটা বিশ্লেষণ করে বোঝার চেষ্টা করল কয়েক সেকেন্ড। 'সবার নাস্তাই বানাও,' বলল রানা। 'টিলার ফিক্স করে দিয়ে খানিক বিশ্রাম নেব আমরা। লার্দো আর পেপিনোর সাথে কিছু কথাও আছে।'

কাপড় পরে নিয়ে ককপিটে চলে এল রানা। জোর বাতাস বইছে এখনও, কিন্তু আগের চেয়ে অনেক কম। বিশ ফ্যাদমের রশি দুটো তুলে একপাশে গুছিয়ে রেখেছে লার্দো। দুজনে মিলে চার ইঞ্চি নাইলনের রশিটাও তুলে ফেলল।

'বিশ্রাম দরকার তোমার,' বলল রানা। 'আমারও। এখন আর বিপদের সম্ভাবনা নেই, নিজে নিজেই চলুক কিছুক্ষণ।'

টিলার বেঁধে নেমে এল ওরা গেলিতে। ডিমের ওমলেট আর পাঁউরুটি টোস্টের গন্ধ পেয়ে ক্ষুধার্ত বাঘের মত এক লাফে টেবিলের সামনে দাঁড়াল লার্দো। দ্রুত হাতে মাখন লাগাল একটা রুটিতে, তারপর রানাকে অবাক করে দিয়ে বাড়িয়ে ধরল হাতটা রানার দিকে।

লার্দোর হাত থেকে নিয়ে মচমচে রুটিতে একটা কামড় বসাল রানা, তারপর বসল একটা চেয়ারে। বসল লার্দোও। রানা ভাবছে কথাটা পাড়া যায় কিভাবে। কিভাবে গ্রহণ করবে লার্দো ব্যাপারটাকে বোঝার উপায় নেই। রগচটা লোক, যদি খেপে ওঠে সামলানো মুশকিল হবে। যাই হোক, নরম সুরে শুরু করল রানা, 'তোমাকে ঠিকমত ধন্যবাদ জানাতে পারিনি কিন্তু, লার্দো। গুহামুখে যখন পাথর চাপা পড়েছিলাম...'

'আরে দূর!' বাটার টোস্টের তিন-চতুর্থাংশ চালান দিল সে মুখের মধ্যে, চিবানোর ফাঁকে বলল, 'আমারই বরং ক্ষমা চেয়ে নেয়া উচিত ছিল অনেক আগে। দোষটা আমার ছিল। গুহামুখ খোলার সময় শেষ দিকটায় তাড়াহুড়ো করেছিলাম।'

'পেপিনোর কাছ থেকেও পাওনা হয়েছে তোমার ধন্যবাদ। কাল রাতে জীবন বাঁচিয়েছ তুমি ওর।'

'ওর আবার জীবন!' নাক দিয়ে ঘোঁত শব্দ করল লার্দো। 'ধন্যবাদ দিল কি দিল না—কি এসে যায়?'

এইবার আসল প্রসঙ্গে এল রানা। শান্ত সহজ ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, বলো তো, কেন করলে তুমি কাজটা? ওকে টেনে না তুললে কয়েক লক্ষ পাউন্ড বেড়ে যেত তোমার ভাগ।'

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে রানার মুখের দিকে কয়েক সেকেন্ড চেয়ে রইল লার্দো, যেন বুঝতেই পারেনি রানার প্রশ্নটা। চিবাতে ভুলে গেছে। তারপর লাল হয়ে উঠল ওর মুখটা। 'কী বলছ তুমি! তুমি কি মনে করো আমি একটা ব্লাডি মার্ডারার?'

তাই মনে করেছে রানা এক সময়, কিন্তু চেপে গেল সে কথা। 'ফার্নান্দো, পার্ক আর তারমোলিকে তুমি খুন করোনি তাহলে?'

বেগুনী হয়ে গেল লার্দোর মুখটা। 'কোন্ শালা বলেছে আমি করেছি?'

কোয়ার্টার বার্থের দিকে বুড়ো আঙুল দিয়ে দেখাল রানা, যেখানে ঘুমিয়ে রয়েছে পেপিনো।

'ও বলেছে।'

মনে হলো এক্ষুণি ফেটে চৌচির হয়ে যাবে লার্দো। নিচের চোয়ালটা নড়ছে ওর কিছু বলার চেষ্টায়, কিন্তু একটা শব্দও বেরোচ্ছে না গলা দিয়ে। শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে ওর। রানা বলল, 'ওর মতে ফাঁদে আটকে পাহাড় থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছ তুমি ফার্নান্দোকে, মাথা গুঁড়িয়ে দিয়েছ তারমোলির, পিছন থেকে গুলি করে মেরেছ পার্ককে।'

'দাঁড়াও! কুত্তার বাচ্চা মিথ্যুকের নাকটা ছেঁচে সমান করে দেব আমি!' উঠে দাঁড়াতে গেল লার্দো।

একটা হাত তুলল রানা। 'এক্ষুণি নয়। ওর সাথে বোঝাপড়ার আগে তোমার বক্তব্য শুনতে চাই আমি। কাল রাতের ঘটনায় আগের অনেক ধারণা পাল্টাতে হচ্ছে আমাকে, ঢেলে সাজাতে হচ্ছে আবার। ও যা বলেছে ঠিক তাই যদি হতে তুমি, অমন করে ওর জীবন রক্ষার চেষ্টা করতে পারতে না। সহচর যোদ্ধার পিঠে যে লোক ছুরি বসাতে পারে তাকে আমি অন্তর থেকে ঘৃণা করি। সত্য জানতে চাই আমি, জানতে চাই ঠিক কি ঘটেছিল।'

ধীরে ধীরে বসল লার্দো। একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে টেবিলের দিকে। অনেকক্ষণ পর বলল, 'ফার্নান্দোর মৃত্যুটা পিওর অ্যাকসিডেন্ট, চেষ্টা করেছিলাম প্রাণপণ, কিন্তু রক্ষা করতে পারিনি।'

'গত রাতে যা ঘটেছে সেটা দেখে এ ব্যাপারে তোমার মুখের কথাই সত্য বলে মেনে নিতে রাজি আছি আমি। কিন্তু আর সবার বেলায়?'

'তারমোলির ব্যাপারটাও কিচ্ছু জানি না আমি। মনে পড়ছে সে-সময় বেশ অবাকই হয়েছিলাম ওই ঘটনায়। শখ করে বেহুদা পাহাড়ে চড়তে যাবে কেন তারমোলি? যখন-তখন যত্রতত্র যেতে হত আমাদের কাউন্টের আদেশে, পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরতে হত দিনরাত, তারপরেও কারও পাহাড়ে ওঠার শখ থাকার কথা নয়।'

'আর পার্ক?'

'আমি চাইলেও পার্ককে খুন করা সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে,' বলল লার্দো।

'কেন?'

'আমরা তখন আলবার্তোর অধীনে কাজ করছিলাম। অ্যামবুশের সময় আমাদের দুই ভাগে ভাগ করে আলবার্তো দুটো গ্রুপে পাঠিয়েছিল উপত্যকার দুই দিক থেকে। পার্ক বা পেপিনো কেউই ছিল না আমার গ্রুপে। ওরা ছিল অন্য গ্রুপে। ফ্লপ করেছিল অ্যামবুশটা। আলাদা পথে ফিরেছিল ক্যাম্পে গ্রুপ দুটো। ফিরেই আমি সংবাদ পাই মারা পড়েছে পার্ক।' হাতের তালু দিয়ে গাল ঘষল লার্দো। 'মাথার পেছনে গুলি খেয়েছিল পার্ক—এই কথা বলেছে তোমাকে পেপিনো?'

'হ্যাঁ।'

টেবিলের ওপর নিবদ্ধ হলো লার্দোর দৃষ্টি। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলল, 'হয়তো…কথাটা উচ্চারণ করতে বাধছে আমার মুখে…হয়তো ও নিজেই

করেছিল কাজটা। পেপিনোর পক্ষে এ কাজ সম্ভব।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আমারও তাই মনে হয়। যাই হোক, কেপ টাউনে তুমি আমাকে বলেছিলে যুদ্ধের সময় কয়েক বারই প্রায় খুন করে ফেলেছিল ও তোমাকে। ঠিক কখন ঘটে ঘটনাগুলো? সোনা পাওয়ার আগে, না পরে?'

ভুরু কুঁচকে অতীতে ফিরে গেল লার্দো। 'একবার অস্ত্র পরিষ্কার করবার সময় গুলি ছুটে যায় পেপিনোর রাইফেল থেকে।' কপালের বাঁ পাশের দাগটার ওপর আঙুল বুলাল লার্দো। 'একটুর জন্যে বেঁচে যাই আমি। এই যে দাগ। আরেকবার অ্যামবুশের সময় আমার গ্রুপ থেকে কয়েকজনকে ডেকে নিয়ে যায় ও। সামনে বিপদ, লোক ছাড়তে চাইনি আমি। ও বলল আলবার্তোর আদেশ। ফলে আমার দিকটা একেবারে দুর্বল হয়ে গেল, দুটো ছেলে মারা পড়ল, আমিও বেয়োনেট খেয়েছিলাম পাঁজরে—কোনমতে বেঁচেছিলাম সেবার। আলবার্তোকে চার্জ করতেই সে বলল এই ধরনের কোন নির্দেশ সে দেয়নি। পেপিনোকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল আলবার্তোর নির্দেশ বুঝতে ভুল করেছিল সে।' আরও কুঁচকে উঠল লার্দোর ভুরু জোড়া। 'দুটোই সোনা পুঁতে রাখার পরের ঘটনা।'

'ঠিক মনে আছে তোমার?' জানতে চাইল রানা।

'মনে আছে।' এতদিন পর ওইসব ঘটনাকে অন্য আর একটা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পেয়ে কালো একটা ছায়া পড়ল লার্দোর মুখের উপর। 'আলবার্তোর দলে কাজ করছিলাম আমরা সোনা পাওয়ার পর থেকেই। এখন মনে হচ্ছে, এখন মনে হচ্ছে…'

'হয়তো ও-ই গুলি করেছিল পার্কের মাথার পেছনে,' বলল রানা। 'হয়তো ও-ই পাথর দিয়ে ছেঁচে দিয়েছিল তারমোলির মাথা। দুই-দুইবার তোমার ওপর অ্যাটেমট নিয়েও যখন তোমাকে খুন করা সম্ভব হলো না, ভয় পেয়ে কেটে পড়েছিল নিজেই। হয়তো ভেবেছিল, তুমি টের পেয়ে গেছ ওর উদ্দেশ্য।'

'এখন মনে পড়ছে, একই সাথে থাকত ও আর তারমোলি, পাহাড়ের পাশে,' বলল লার্দো। 'চোখের দৃষ্টিতে গভীর বিষাদ ফুটে উঠল। মাই গড! কি রকম মানুষ হলে করতে পারে এই কাজ?'

'পেপিনোর মত মানুষ হলে,' বলল রানা। 'জানতে ইচ্ছে হচ্ছে, আমার জন্যে কি প্ল্যান তৈরি করে রেখেছে ও। অবশ্য ওর মুখ থেকে বের করা যাবে না কথাটা। যাকগে, নাস্তা খেয়ে নাও, তারপর কথা বলব আমরা ওর সাথে।'

আরও এক ডজন টোস্ট করা পাঁউরুটি, আর এক জগ কফি নিয়ে কেবিনে ঢুকল মোনিকা। সব কথাই খুলে বলল রানা মোনিকাকে। তিনজনের নাস্তা শেষ হলে মোনিকাকে বলল ও, 'তুমিও চলো।'

ঘুম থেকে তুলতে হলো না পেপিনোকে। জেগে বসে রয়েছে। মুখ দেখে রানা টের পেল, কি ঘটতে চলেছে আঁচ করে নিয়েছে পেপিনো। রানার পেছনে লার্দোকে ঢুকতে দেখেই এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে লুকোবার জায়গা খুঁজল। ঘরে ঢুকেই ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল লার্দো, কিন্তু ওর একটা হাত ধরে ফেলল রানা। 'আগে কথা, পরে কাজ।'

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল লার্দো। এক পা এগিয়ে গেল রানা।

'লার্দোর ধারণা, তুমি মিথ্যুক। তোমার বক্তব্য কি, পেপিনো?'

ভয়ার্ত দৃষ্টিতে চট করে লার্দোকে একবার দেখে নিয়েই চোখ নামাল পেপিনো। 'আমি তো বলিনি ও-ই খুন করেছে।'

'পরিষ্কার ভাষায় বলোনি, ঠিক,' মেনে নিল রানা। 'কিন্তু হাবেভাবে বুঝিয়ে দিয়েছ, ও ছাড়া আর কেউ নয়।'

ছোট্ট একটা গর্জন ছাড়ল লার্দো, নড়ে উঠল ওর মুঠি পাকানো হাত দুটো, কিন্তু সামনে এগোল না। অনেক কষ্টে ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, কথা শেষ হোক, তারপর···

'পার্কের মৃত্যুর ব্যাপারে কি বলেছিলে তুমি আমাকে? বলেছিলে যখন সে গুলি খায় লার্দো ছিল ওর কাছাকাছি, লার্দো বলছে ছিল না ও। এই ব্যাপারে তোমার কি বক্তব্য?'

'আমি তোমাকে ও কথা বলিনি,' মাথা নিচু করে বলল পেপিনো।

'ফের মিথ্যে কথা!' ধমক মারল রানা। 'যা যা বলেছ সব মনে আছে আমার। মিথ্যে বলে পার পাবে না তুমি, পেপিনো। বলো, পার্ক গুলি খাওয়ার সময় ছিল লার্দো কাছাকাছি?'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল পেপিনো। গর্জে উঠল রানা, 'জবাব দাও!'

'ছি-ছিল না,' গলার স্বর উঠে গেছে এক পর্দা, ভয়ে। 'ওটা আমি বা-বানিয়ে বলেছিলাম। ওখানে ও ছিল না, ও ছিল উপত্যকার অন্য দিকটায়।'

'তাহলে কে? কে খুন করেছে ওকে, পেপিনো?'

'জা-জার্মানরা!' চেঁচিয়ে উঠল পেপিনো। 'সত্যি বলছি, জার্মানরা।'

রানা বুঝল খুনের কথা ওকে দিয়ে স্বীকার করানো যাবে না কিছুতেই। স্বীকার করা সম্ভব নয়। কিন্তু ওর চেহারাই বলে দিচ্ছে আসল সত্য। হাবভাব দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে কে ওদের খুন করেছিল, এবং কেন। লার্দোর দিকে ফিরল রানা। 'মাতাল অবস্থায় তাজ্জিয়ারে গগলকে সোনার কথা সব বলে দিয়েছিল ও। সেই থেকে আঠার মত লেগে আছে গগল আমাদের পেছনে। কোসেঞ্জার আক্রমণের জন্যে দায়ী কে জানো? ও।'

চমকে উঠল লার্দো। 'ও? কিভাবে?'

সিগারেট কেসের কথাটা খুলে বলল রানা। তারপর ফিরল পেপিনোর দিকে। 'কাল রাতে জান বাঁচিয়েছে লার্দো তোমার। মনে হচ্ছে না বাঁচালেই ভাল করত। তোমার মত বিষাক্ত গোক্ষুরের ওষুধ একটাই। লার্দোর হাতে ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি আমি তোমাকে, যা ভাল বুঝবে, তাই করবে ও।'

রানা পিছন ফিরছে দেখে ককিয়ে উঠে এক পা এগিয়ে এল পেপিনো। রানার কোটের আস্তিন খামচে ধরে বলল, 'ন-না! ওর হাতে ছেড়ে দিয়ো না আমাকে!' যে ভয় করেছিল সেটাই ঘটতে চলেছে দেখে আতঙ্কে থর থর করে কাঁপছে সে।

'তাহলে বলো, কে খুন করেছে পার্ক আর তারমোলিকে?'

'আমি না!' চোখমুখ বিকৃত হয়ে গেছে পেপিনোর। 'সোনার লোভে···না,

আমি না! মাইরি বলছি···আমি···' হঠাৎ পাগলের মত ছুটোছুটি আরম্ভ করল পেপিনো, নিচু হয়ে লার্দোর পায়ের ফাঁক গলে মোনিকাকে ধাক্কা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল কেবিন থেকে। দড়াম করে আওয়াজ হলো। নিজের কেবিনে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিয়েছে পেপিনো।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। মুচকে হাসল লার্দো। মোনিকা বলল, 'বেঁচে গেলে লার্দো, ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে হলো না।'

'এখন?' প্রশ্ন করল লার্দো।

'বিশ্রাম দরকার,' বলল রানা। 'ঘুমিয়ে নাও একটু। আমি ওপরে গিয়ে দেখে আসি চারপাশের অবস্থাটা।'

'চলো, আমিও যাই তোমার সাথে,' বলল মোনিকা। 'হাঁপ ধরে গেছে, একটু খোলা বাতাস খেয়ে আসি।'

লার্দো রয়ে গেল, ওপরে উঠে এল রানা আর মোনিকা।

'আরে! দেখেছ?' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল মোনিকা। আঙুল তুলে দেখাচ্ছে রানার পিছনে। সাঁই করে ঘুরল রানা।

কয়েকশো গজ দূরে ঢেউয়ের মাথায় নাচতে নাচতে এগিয়ে আসছে ফেয়ারমেইল।

ডেকের উপর দাঁড়িয়ে এইদিকে চেয়ে রয়েছে গগল।

তেরো

মুহূর্তে তেতো হয়ে গেল রানার মনটা।

'জলদি! ডেকে আনো লার্দোকে!' বলল রানা মোনিকাকে। 'না। ডেকে আনার দরকার নেই, ওকে বলো এক্ষুণি এঞ্জিন স্টার্ট করতে। কুইক!' মোনিকার পিঠে দুটো মৃদু চাপড় দিল। 'তুমি থেকে যেয়ো নিচেই।'

এক ছুটে নেমে গেল মোনিকা। চারপাশে নজর বুলাল রানা। দৃষ্টি স্থির হলো এসে ফেয়ারমেইলের ওপর। খুব একটা সুখে নেই গগল, বুঝতে পারল সে। যতক্ষণ বাতাস ছিল, একটা নিয়ম শৃঙ্খলা ছিল ঢেউগুলোর, কিন্তু বাতাস বন্ধ হতেই এলোপাতাড়ি নাচানাচি শুরু করেছে সাগরময়। ছোট, বড়, খুব বড়—নানান জাতের ঢেউ দাপাদাপি করছে যতদূর দৃষ্টি যায় সাগর জুড়ে; কখন যে কোন্‌টা বেমক্কা ধাক্কা দেবে ঠিক নেই। ফলে খুব সাবধানে এগোতে হচ্ছে ফেয়ারমেইলকে, গতি বড়জোর আট নট।

পায়ের নিচে এঞ্জিনের সাড়া পেয়েই থ্রটল খুলে দিল রানা। সাত মাইল বেগে ছুটতে পারবে সানফ্লাওয়ার। অর্থাৎ ঘণ্টাখানেকের জন্যে গগলের ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকা যাবে এখন। এরই মধ্যে কিছু একটা ভেবে বের করতে হবে।

ওপরে উঠে এল লার্দো। ওর হাতে টিলার ছেড়ে দিয়ে নিচে নেমে গেল রানা।

কি করতে হবে বলতে হলো না লার্দোকে, এখন একটাই কাজ, ফেয়ারমেইন থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকা। নিজের কেবিনে ঢুকে বার্থের নিচের লকার থেকে মেশিন-পিস্তলটা বের করল রানা। ছানাবড়া হয়ে গেল মোনিকার চোখ। মুচকি হেসে উঠে গেল রানা ককপিটে।

'আরি! এটা পেলে কোথায়?' জানতে চাইল বিস্মিত লার্দো।

'টানেলে,' বলল রানা। 'গুলিগুলো ফুটলে হয়—প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগের জিনিস।'

লম্বা একটা ম্যাগাজিন ফিট করল রানা মেশিন-পিস্তলে, শোল্ডার রেস্টটা জায়গামত ক্লিপ করে নিল। লার্দোকে বলল, 'তোমার লুগারটা সাথে রাখা ভাল।'

তিক্ত হাসল লার্দো। 'পেরেক ঠুকবার জন্যে? বুলেট যা ছিল সব তো ফেলে দিয়েছ।'

'ধ্যাত্তেরি!' ভুলেই গিয়েছিল রানা। 'ওহ্-হো, কোসেঞ্জার পিস্তলটা রয়েছে আমার ড্রয়ারে, ওটা নিয়ে এসো।'

নিচে নেমে গেল লার্দো। পিছন ফিরে ফেয়ারমেইলের দিকে চাইল রানা। অনেকটা কাছে এসে গেছে। হঠাৎ খুশি হয়ে উঠল রানা। পিছনের আকাশ কালো হয়ে যাচ্ছে দ্রুত, ঝড় আসছে আরেকটা—এইদিকেই। রানা জানে এ ঝড় বেশিক্ষণের নয়। বড়জোর আধঘণ্টা কি এক ঘণ্টা এর দৌড়। যদি এটাকে ঠিকমত ব্যবহার করা যায় তাহলে গগলের খপ্পর থেকে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব হতে পারে। মনে মনে প্রার্থনা করল যেন দেরি না করে ঠিক সময়মত এসে পড়ে ঝড়টা। গগলকে কিছুক্ষণ দেরি করিয়ে দিতে পারলেই এ যাত্রা পার পাওয়া সম্ভব ঝড়ের হাওয়া ব্যবহার করে।

পিস্তল নিয়ে ফিরে এল লার্দো। পিছনে মেঘ দেখেই ভুরু কুঁচকে উঠল ওর। 'আবার ঝড় আসছে নাকি!'

'ঝড়ের শেষ ঝাপটা। এটাই আমাদের ভরসা। গগলকে ঠেকিয়ে রাখতে হবে ততক্ষণ।' কি করতে হবে বুঝিয়ে দিল রানা লার্দোকে।

এখন শুধু অপেক্ষার পালা। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ফেয়ারমেইল। অধৈর্য হয়ে ছটফট করছে লার্দো উৎকণ্ঠিত অপেক্ষায় চুপচাপ বসে থাকতে হচ্ছে বলে। ওকে দুই কাপ কফি তৈরি করে আনতে পাঠাল রানা—একটা কিছু করলে উৎকণ্ঠা কমবে ওর।

দশ মিনিটের মধ্যেই কফি নিয়ে ফিরে এল লার্দো। কিছু খেল, কিছু ছলকে পড়ল দোল খেয়ে। কাপ শেষ হতে ত্রিশ গজের মধ্যে পৌঁছে গেল ফেয়ারমেইল।

'কিভাবে কি করতে চাইছে ব্যাটারা? নিজেকেই প্রশ্ন করল লার্দো। 'সাগরের এই অবস্থায় আমাদের গায়ে ভিড়তে গেলে ধাক্কা লেগে উল্টে যেতে পারে সানফ্লাওয়ার, ব্যাটার আমও যাবে ছালাও যাবে। আমার মনে হচ্ছে আমাদের থামতে বাধ্য করতে চাইবে গগল, সাগর শান্ত হলে তারপর ভিড়বে সানফ্লাওয়ারের গায়ে।'

লার্দোর কথাটা শেষ হতে না হতেই লাউড হেইলারের মাধ্যমে ভেসে এল

গগলের কণ্ঠ।

'ভাগছ কেন, রানা? কোন সাহায্য আবার চেয়ে বসি কিনা, সেই ভয়ে?'

হাসি হাসি কণ্ঠস্বর। রানার মনে পড়ল সুকুমার রায়ের সেই কবিতাটা: ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না, তোমায় আমি মারব না!

মুখের সামনে দুই হাত তুলে চিৎকার করল রানা, 'সাহায্য দরকার বলে তো মনে হচ্ছে না, গগল?'

'ঠিকই ধরেছ। তোমাদের কোন ক্ষতি হয়নি তো ঝড়ে?'

'ওহ্ নো, থ্যাংকিউ!' ভদ্রতা প্রদর্শনে রানাই বা কম যাবে কেন। বলল, 'অসংখ্য ধন্যবাদ, গগল! আমরা ঠিকই আছি। সাহায্য ছাড়াই পৌঁছে যেতে পারব সামনের বন্দরে।' চট করে দ্রুত এগিয়ে আসা মেঘটা দেখে নিল রানা। গগল কি লক্ষ্য করেনি এটা? এদিকে ফিরে রয়েছে বলে লক্ষ্য না করাই স্বাভাবিক। ভদ্রতা বিনিময় করে আর কয়েকটা মিনিট কাটিয়ে দেয়া কি সম্ভব হবে না?

'যেয়ো। কিন্তু তার জন্যে এত তাড়াটা কিসের? দাঁড়াও না একটু, তোমার বোটে আসি, কয়েকটা কথা আছে জরুরী।'

অনেক কাছে এসে পড়েছে ফেয়ারমেইল। টিলার ঘুরিয়ে সানফ্লাওয়ারকে একটু দূরে সরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দিল রানা লার্দোকে। মুখের কাছে দু'হাত জড়ো করে গগলকে বলল, 'খোলা সমুদ্রে অনেকে আবার বন্দুকের মুখ ছাড়া কথা বলতে পারে না। আমি সেই দলে।'

'বন্দুক?' বিস্ময় প্রকাশ পেল গগলের কণ্ঠে। 'বন্দুক পেলে কোথায়, রানা? গুল মারছ? শোনো, বোট থামাও। নইলে জোর করে উঠব তোমার বোটে। বললাম না, কথা আছে জরুরী?'

'তোমার এতদিনের পুরানো বন্ধু আমি, গগল,' বলল রানা, 'আমার সাথেও জোর খাটাবে?'

'এছাড়া উপায়ও তো দেখছি না। কিছুই বুঝতে পারছ না তুমি। সেই ছড়াটা শোনোনি: জ্ঞানী বোঝে ইশারা পেলে, বলদ বোঝে পোতায় লাথি খেলে। থামাও বোট!'

একেবারে গায়ের কাছে এসে পড়েছে ফেয়ারমেইল। আর কয়েকটা মিনিট দেরি করতে পারলেই এসে পড়বে ঝড়ের প্রথম ঝাপটা। গগলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে পোকরু। লার্দোকে একটু বাঁয়ে চাপাতে বলেই মেশিন-পিস্তল বের করল রানা। 'খবরদার, গগল! গুলি ছুঁড়তে বাধ্য করো না আমাকে!'

হাসছে গগল। পরিষ্কার দেখতে পেয়েছে সে জার্মান মেশিন-পিস্তলটা। কিন্তু দেখেই ধরে নিয়েছে নিশ্চয়ই খেলনা হবে ওটা। কয়েকবার করে সার্চ করা হয়েছে সানফ্লাওয়ার, ওর কাছে এরকম একটা মেশিন-পিস্তল থাকতেই পারে না। খেলনা-পিস্তল তাক করে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে রানা ওকে। এক পেট হেসে নিয়ে কিছু একটা বলবার জন্যে লাউড হেইলারে মুখ লাগাতে গেল। গুলি করল রানা।

গগলের হাত থেকে ছিটকে পড়ল লাউড হেইলার। কট্ কট্ শব্দে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে গুলি। ম্যাগাজিন শেষ না হওয়া পর্যন্ত টিপে রাখল রানা ট্রিগার।

হতবুদ্ধি গগল দাঁড়িয়ে রয়েছে, হাঁ হয়ে গেছে মুখ। রানাকে দ্বিতীয় ম্যাগাজিন ভরতে দেখে এক সাথে ঝাঁপ দিল গগল আর পোকরু, মাথা নিচু করে ডেকের সাথে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করছে।

দ্বিতীয় ম্যাগাজিনটা খালি করল রানা ফেয়ারমেইলের হুইল হাউসের ওপর। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল সামনের কাঁচ, কন্ট্রোল প্যানেলে গিয়ে ঢুকছে বুলেট বৃষ্টির মত। শেষ রাউন্ডটা ফুটল না, খুব সম্ভব ত্রুটি রয়েছে বুলেটটায়, জাম হয়ে গেল মেশিন-পিস্তল।

দ্রুত সরে যাচ্ছে সানফ্লাওয়ার বামে। স্লাইড টেনে মরা বুলেটটা বের করে আরেকটা ক্লিপ ভরল রানা মেশিন-পিস্তলে। অনেকটা সরে এসেছে ওরা ফেয়ারমেইলের কাছ থেকে। গগল বা পোকরুর দেখা নেই। তবু পিছু ধাওয়াটাকে আর একটু দেরি করিয়ে দেয়ার জন্যে তৃতীয় ম্যাগাজিনটাও খালি করল রানা ওদের মাথার অনেক ওপর দিয়ে।

মিনিট তিনেক নিজের কোর্স ধরেই চলল ফেয়ারমেইল, তারপর ধীরে ধীরে ঘুরল বামে। ততক্ষণে অনেক দূর সরে গেছে সানফ্লাওয়ার। আর আধ মিনিটের মধ্যেই হুড়মুড় করে এসে গেল ঝড়টা। সেই সাথে তুমুল বৃষ্টি।

আড়াল হয়ে গেল ফেয়ারমেইল।

চোদ্দ

অফ্ করে দেয়া হলো এঞ্জিন। এই দমকা হাওয়ায় এঞ্জিনের সাহায্যে সানফ্লাওয়ারকে ঠেলে নিয়ে এগোবার চেষ্টা করাটা আত্মহত্যারই সামিল হবে। রানা জানে আধ ঘণ্টার বেশি টিকবে না ঝড়-বৃষ্টি। এরই মধ্যে সরে যেতে হবে ওকে গগলের আওতার বাইরে।

দৌড়ে গিয়ে ট্রাই সেইলটা টাঙিয়ে দিল রানা।

কিন্তু ব্যাপারটা পছন্দ করল না সানফ্লাওয়ার। একেই সীসার জায়গায় বেয়াড়া সাইজের সোনার কীল ফিট করায় টালমাটাল অবস্থা, তার ওপর এই দমকা হাওয়ায় ট্রাই সেইল টাঙানোয় রীতিমত পাগলামি শুরু করে দিল বোটটা। কেমন যেন অপরিচিতি একটা মড়মড় শব্দ হচ্ছে।

কীলটা নয়তো!

কথাটা মনে হতেই আত্মা চমকে গেল রানার। গত দু'দিনের অত্যাচার কিভাবে গ্রহণ করেছে সোনার কীল? আজকের ঝড়ে খুলে-টুলে পড়ে যাবে না তো! যদি যায়, সানফ্লাওয়ারকে রক্ষা করবার কোন উপায় থাকবে না। এক লাফে টিলারের কাছে ফিরে এল সে।

'দৌড় দাও, লার্দো!' চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'মোনিকাকে উঠে আসতে বলো। আর হ্যাঁ, লাইফ জ্যাকেট। লাইফ জ্যাকেট পরে নেবে তোমরা। আমার জন্যেও

একটা এনো।'

এত তাড়াহুড়োর কি আছে বুঝতে পারল না লার্দো, কিন্তু দেরি করল না, একছুটে নেমে গেল নিচে।

ঠিক এমনি সময়ে হঠাৎ খুব জোরে কেঁপে উঠল সানফ্লাওয়ার। মনে হলো লাফ দিল একটা। ভয়ানকভাবে দুলছে বোটটা। হালটা একটু এদিক-ওদিক করেই বুঝে নিল রানা ব্যাপারটা। এক্কেবারে হালকা। একটু নড়ালেই সাঁই করে ঘুরে যাচ্ছে সানফ্লাওয়ারের নাক। এক লাফে রেলিঙের ধারে চলে এল রানা। নিশ্চিত হলো স্বচক্ষে দেখে। পানির নিচে যতটা ডুবে থাকার কথা তার চেয়ে বেশ অনেকটা উপরে ভেসে রয়েছে সানফ্লাওয়ার।

খসে গেছে সোনার কীল। কমপক্ষে চার ভাগের তিন ভাগ খসে পড়ে গেছে নিচে।

কেবিন হ্যাচের ওপর দমাদম আওয়াজ করল রানা। চিৎকার করে ডাকল, 'জলদি, লার্দো! জলদি উঠে এসো মোনিকাকে নিয়ে! খসে গেছে কীল—ডুবছি আমরা!'

ভীত সন্ত্রস্ত চেহারা নিয়ে ওপরে উঠে এল মোনিকা, পিছনে লার্দো। 'কি বলছ, রানা! সোনা ডুবে গেছে?' জিজ্ঞেস করল লার্দো।

'অন্তত চারভাগের তিনভাগ। আমরাও ডুবব। জলদি নামাও ট্রাই সেইলটা।'

খোলার ঝামেলায় গেল না লার্দো, বেল্টে বাঁধা খাপ থেকে ছুরিটা বের করে এক পোঁচে কেটে দিল দড়ি। কিছুটা সুবিধে হলো তার ফলে, কিন্তু বেশি না। কীল-হারা ইয়টকে আয়ত্তে রাখা যাচ্ছে না কিছুতেই। ঢেউয়ের সাথে তাল রাখতে গিয়ে সামান্য ঘুরালেই ঘুরে যাচ্ছে অনেকখানি। বিশাল মাস্তুলটার দিকে চাইল রানা। সমস্যা আসলে ওটাই। ওটাকে ব্যালেন্স করবার জন্যে নিচে যতটা ওজন দরকার তা নেই!

'লার্দো!' চিৎকার করে উঠল সে। আঙুল তুলে ককপিটের দেয়ালে আটকানো কুঠারটা দেখাল রানা। 'শ্রাউডগুলো কেটে ফেলো। খসাতে হবে মাস্তুলটাকে, নইলে...'

নইলে কি হবে জানে লার্দো, কুঠারটা হাতে নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ল কাজে। স্টেনলেস স্টীলের তার, দশটা ঘা মারতে হলো ওর ওটা কাটতে। সামনের শ্রাউডের দিকে এগোল সে।

'কিছুক্ষণের জন্যে পারবে তুমি হাল ধরতে?' জিজ্ঞেস করল রানা মোনিকাকে। 'ওকে সাহায্য করা দরকার।'

'কি করতে হবে আমার?'

'আগের মতই সবকিছু, কিন্তু যা করবে হালকা হাতে করবে, ধীরে ধীরে। অল্পতেই অনেক বেশি ঘুরে যেতে চাইবে বোট।'

সেকেন্ড দশেক সাথে থেকে দেখাল রানা মোনিকাকে ঠিক কতটা হালকা হাতে ধরতে হবে হাল, তারপর মারলিনস্পাইক দিয়ে ফোর-স্টে-র রিগিং স্ক্রু ঢিল করার জন্যে চলে গেল বো পুলপিটে। কয়েকটা স্ক্রু ঢিল হতেই মাছ ধরার ছিপের

মত ল্যাগব্যাগ করতে শুরু করল মাস্তুলটা। ওদিকে বিপুল বিক্রমে কেটে চলেছে লার্দো শ্রাউডগুলো। এখন যে-কোন মুহূর্তে আশা করা যায়, মড়াৎ করে দুই টুকরো হয়ে যাবে মাস্তুল, কিন্তু যাই যাই করেও কিছুতেই যাচ্ছে না।

ফোর হ্যাচের কাছে এসে হঠাৎ মনে পড়ে গেল রানার পেপিনোর কথা। দমাদম পিটল সে হ্যাচের ওপর। চিৎকার করে ডাকল, 'পেপিনো, বেরিয়ে এসো! ডুবে যাচ্ছি আমরা।'

কোন শব্দ না পেয়ে কম্প্যানিয়নওয়ে দিয়ে দৌড়ে নেমে গেল রানা মেইন কেবিনে। সেখান থেকে কোনমতে ভারসাম্য বজায় রেখে ফোকাস্‌লের দরজার সামনে পৌঁছল। দরজা ভেতর থেকে আটকানো। কিল মারল রানা দরজায়। 'বেরিয়ে এসো, পেপিনো। ডুবে যাচ্ছে ইয়ট।'

আবছা একটা শব্দ হলো ওপাশে। আবার ডাকল রানা পেপিনোকে, বেরিয়ে আসতে বলল।

'আমি বেরোচ্ছি না,' জবাব দিল পেপিনো।

'আর গাধামি কোরো না পেপিনো, যথেষ্ট হয়েছে!' চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'যে কোন মুহূর্তে এখন ডুবে যাবে ইয়ট।'

'জানি, ফাঁকি দিয়ে বের করতে চাইছ আমাকে!' বলল পেপিনো। 'লার্দো দাঁড়িয়ে আছে বাইরে।'

'গর্দভ কোথাকার! আমি কথা দিচ্ছি, কেউ তোমার গায়ে হাত তুলবে না। সত্যিই ডুবে যাচ্ছি আমরা। বেরিয়ে এসো, পেপিনো!'

জবাব দিল না পেপিনো। আরও আধ মিনিট দমাদম দরজা পিটিয়ে শেষ পর্যন্ত ক্ষান্ত দিল রানা।

ঘুরতে যাবে, মৃত্যু যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল যেন সানফ্লাওয়ার। মড় মড় শব্দ হচ্ছে। উন্মাদের মত ছুটল রানা সিঁড়ির দিকে। আছড়ে পাছড়ে ককপিটে উঠেই দেখতে পেল, ভেঙে পড়ছে মাস্তুল। ডেক থেকে দশ ফুট ওপরে ভাঙল মাস্তুল, ধড়াস করে পড়ল উন্মাতাল সাগরে, অদৃশ্য হয়ে গেল পরমুহূর্তে।

এতক্ষণে সময় পেল রানা লাইফ জ্যাকেট পরবার। মেইন হ্যাচটা আটকে দিল সে। যদি উল্টে যায়, ডুবতে সময় লাগবে ওটা আটকা থাকলে। ফোর হ্যাচ দিয়ে ইচ্ছে করলেই বেরিয়ে আসতে পারবে পেপিনো।

ঝড়ের শেষ ঝাপটা সেরে দিল শেষ কাজটা। সেই সাথে জুটল একটা ডবল ঢেউ। কাত হয়ে যাচ্ছে সানফ্লাওয়ার। টিলার ঘোরাল রানা। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কাত হয়ে গেল ডেক, তারপর আরও। 'সাবধান!' চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'ডুবছি আমরা!' পরমুহূর্তে ছিটকে পড়ল সে সাগর জলে।

পাশেই ভেসে উঠল মোনিকার মাথা। একটু দূরে উঠল লার্দো।

কাত হয়ে পড়ে আছে সানফ্লাওয়ার। ঝড়টা থেমে গেছে, যেন ইয়টটাকে উল্টে দেয়াই ওর কাজ ছিল, কাজও শেষ, সে-ও শেষ। ঢেউয়ের তালে নাচছে সানফ্লাওয়ার কাত হয়ে শুয়ে, ডুবতে এখনও অনেক দেরি আছে, কাজেই ফিরে এল ওরা তিনজন বোটের কাছে। ডিঙিটা নামাতে হবে দড়ি কেটে।

কিন্তু তার আর প্রয়োজন হলো না। খাড়া হয়ে থাকা ডেক বেয়ে ওপরে উঠেই দেখতে পেল রানা ফেয়ারমেইলকে, পাঁচশো গজ দূরে। সোজা এগিয়ে আসছে এদিকেই। কাছাকাছি এসে ওর সেই বাঁকা হাসি হাসল গগল।

'দড়ি ছুঁড়ে দিলে ধরতে পারবে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফেয়ারমেইলের ডেকে উঠে এল ওরা, রানার দুই কাঁধে হাত রেখে ঝাঁকি দিল গগল। 'বোকা কোথাকার! বারবার তোমাকে বলেছি কীলটা সাবধানে বানাও!' রানাকে ছেড়ে ফিরল সে লার্দোর দিকে। কিছুটা আছে দেখতে পাচ্ছি। কতটা আছে?'

'সিকি ভাগ বড়জোর।'

একপাশে সরে গেল গগল। মৌলা ইস্রাফিল আর পোকরুর সাথে কথা বলল নিচু গলায়। মোটা একটা কাছি নিয়ে ডিঙিতে নেমে গেল পোকরু। বোঝা গেল, সানফ্লাওয়ারকে টো করে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে আছে গগলের। ওদিকে ফেয়ারমেইলের নোঙর নামাচ্ছে ইস্রাফিল।

হঠাৎ মনে পড়ল রানার পেপিনোর কথা। 'হায়, হায়! ওর ভেতর রয়ে গেছে পেপিনো!'

'ওই দেখো!' রানার বাম কাঁধ খামচে ধরল মোনিকা। 'ওই যে ককপিটে!'

মেইন হ্যাচটা খুলছে কেউ ভেতর থেকে। দুই সেকেন্ডের জন্যে পেপিনোর মাথাটা দেখতে পেল রানা। তুমুল পানির তোড় ঠেলে ওপরে ওঠার চেষ্টা করছে সে। হাত বাড়িয়ে কিছু ধরার চেষ্টা করল। কিছুই বাধল না হাতে। পানি ঢুকছে ভেতরে। পানির প্রবল চাপ সহ্য করতে না পেরে অদৃশ্য হয়ে গেল সে বোটের ভিতর।

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল রানা। এদিক থেকে বেরোবার চেষ্টা না করে যদি ফোর হ্যাচ দিয়ে বেরোত, নিরাপদে বেরিয়ে আসতে পারত লোকটা। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও ভুল করা চাই ওর। গগলের আশা ভরসাও শেষ হয়ে গেল পেপিনোর ভুলে। মেইন হ্যাচ দিয়ে ঢুকছে পানি, ডুবে যাচ্ছে সানফ্লাওয়ার। এখন আর ওটাতে কাছি বাঁধার কোন অর্থ হয় না, হাতের ইশারায় পোকরুকে ফিরে আসতে বলল গগল।

ভিতরে বাতাসের চাপে ফোর হ্যাচটাও খুলে গেল। দুদিক দিয়েই ঢুকছে এখন পানি। দ্রুত নেমে যাচ্ছে সানফ্লাওয়ার। হঠাৎ, কি মনে করে, কাত হয়ে ছিল, উপুড় হলো ইয়টটা। যেন শেষ দেখা দেখিয়ে দিচ্ছে। ঝিলিক দিয়ে উঠল উজ্জ্বল হলুদ। এক টন সোনা নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সানফ্লাওয়ার পানির নিচে।

পনেরো

সেদিনই বিকেল। ডেকের ওপর চেয়ার টেবিল পেতে বসেছে ওরা তিনজন। শান্ত মনোহর রূপ ধারণ করেছে আবার সাগর। অলস ভঙ্গিতে মৃদু চাপড় দিচ্ছে ফেয়ারমেইলের গায়ে ছোট ছোট ঢেউ। সেই যে নোঙর ফেলেছে, নড়বার নাম নেই গগলের। সোনার মোহ হয়তো টেনে রেখেছে ওকে।

শুকনো জামা কাপড় দিয়েছে ওদেরকে গগল, খাতির যত্নেরও কমতি নেই, কিন্তু দেখা পাওয়া যাচ্ছে না ওর। কোথায় আবার কি শয়তানি পাকাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না।

'মাঠ কেনা তো আর হলো না তোমার,' লার্দোর কাঁধে হাত রেখে মোলায়েম ভাবে বলল মোনিকা। 'কি করবে এবার ভেবেছ কিছু?'

বেপরোয়া ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল লার্দো। 'যা ছিলাম তাই—ফিরে যাব কেপ টাউনে, যা করছিলাম তাই করব। আর এইসব ঘটনা নিয়ে ভাবব। এতে চমৎকার কাটবে আমার দিন।'

'আর রানা?'

'আমিও তাই। হঠাৎ বড়লোক হতে চেয়েছিলাম, ভেবেছিলাম এক লাফে দাঁড় করিয়ে ফেলব আমার প্রতিষ্ঠানটাকে। হলো না। বরং ক্ষতি হয়ে গেল অনেক টাকা। যাকগে, তার জন্যে ভাবি না। দ্বিগুণ পরিশ্রম করব, আবার ঠিক হয়ে যাবে সব।'

'আচ্ছা, মোট কত গেছে তোমার বলো তো?' জানতে চাইল লার্দো।

'হিসেব করে লাভ আছে কিছু?'

'না তবু, শুনি না!' আবদার ধরল মোনিকা।

মনে মনে হিসেব করল রানা। ইয়টটা গেছে, এতদিনের খরচা গেছে, তাঞ্জিয়ারের বাড়ি ভাড়া আর মেরামতে গেছে, গলভিয়োর বোটইয়ার্ড ভাড়া নিতে গেছে···সব মিলে কত হবে? 'পঞ্চাশ হাজার পাউন্ডের মত হবে,' বলল ও। 'দু'এক হাজার কম বা বেশি।'

চকচকে চোখে তাকাল লার্দো। প্যান্টের ব্যাক পকেটে হাত ঢোকাল। 'এগুলোতে কিছুটা পূরণ হবে না?' বড় বড় চারটে হীরক খণ্ড বের করে রাখল সে টেবিলের ওপর।

'আরি! সর্বনাশ!' বলল রানা। 'কোথায় পেলে এগুলো?'

'টানেলের ভেতর,' খিক খিক করে হাসল লার্দো। 'হাতে উঠে এল, কি করে যেন পকেটে চলে গেল। তোমার ওই মেশিন-পিস্তলটার মত।'

হেসে উঠল মোনিকা। হাসতে হাসতে হাত ঢোকাল ব্লাউজের ভেতর। ছোট্ট একটা শ্যাময় লেদারের মুখ-বাঁধা ব্যাগ বের করল। সুতোর ফাঁস খুলে উপুড় করল

ওটা টেবিলের ওপর। দুটো হীরের টুকরো পড়ল টেবিলে, সেই সাথে গোটা চারেক দামী এমারেল্ড।

বিস্ফারিত চোখে দু'জনের মুখের দিকে চাইল রানা। 'চোট্টা কাহিঁকে! তোমাদের লজ্জা পাওয়া উচিত। জুয়েল সব ইটালিতেই থাকার কথা ছিল না?'

কথাটা বলেই মুচকি হেসে পকেট থেকে পাঁচটা বড় বড় ডায়মন্ড বের করল সে।

তারপর হাসি। বদ্ধ উন্মাদের মত হাসতে শুরু করল তিন জনে। হাসি আর থামতেই চায় না।

ওদের কণ্ঠ ছাপিয়ে হা-হা করে উচ্চগ্রামে হেসে উঠল চতুর্থ আরেকজন। চমকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ওরা, দাঁড়িয়ে রয়েছে গগল। হাতে চকচক করছে একটা সোনার সিগারেট কেস। টেবিলের ওপর পাথরগুলোর পাশে রাখল সে কেসটা।

'কোসেঞ্জার পকেটে ছিল, কি করে যেন চলে এল আমার হাতে।' বলেই পিছন ফিরে চলে যাচ্ছিল গগল, থেমে দাঁড়িয়ে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল রানার চোখে। 'ওটার ভেতর তোমার জন্যে মেসেজ আছে।'

পেপিনোর পকেট থেকে খোয়া যাওয়া সেই সিগারেট কেস। টেবিল থেকে তুলে খুলল রানা। ভেতরে একটা কাগজ। কাগজের ওপর বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে: ধন্যবাদ!

'অর্থাৎ?' সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইল রানা গগলের মুখের দিকে। 'ধন্যবাদ মানে?'

'তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলে, রানা। এতদিন ধন্যবাদ জানাতে পারছিলাম না। খালি হাতে কি করে জানাই বলো? কাগজটা উল্টে দেখো, আরও দু'একটা কথা লেখা আছে ওতে।'

সিগারেট কেসের ভেতর থেকে বের করল রানা কাগজটা। উল্টাল। ছোট ছোট অক্ষরে লেখা রয়েছে কয়েকটা শব্দ। পড়ে কুঁচকে উঠল রানার ভুরুজোড়া।

'আমাদের জন্যে তোলা হচ্ছে মানে?'

'খুঁজে পাওয়া গেছে,' হাসিমুখে বলল গগল। 'পুরো চার টনই উদ্ধার হয়ে যাবে দুই ঘন্টার মধ্যে। পানি মাত্র তিনশো ফিট। ক্রেন আছে আমার। ডুবুরি-পোশাক আছে।'

'তাহলে ধাওয়া করছিলে কেন আমাদের পেছনে?'

'ধাওয়া করছিলাম না, পাহারা দিচ্ছিলাম,' হাসল গগল। 'তাছাড়া তাঞ্জিয়ারের লাস্ট-ডেটে পনেরো দিন পিছিয়ে দেয়া হয়েছে—এই খবরটা জানাতে চাইছিলাম।'

কি নিয়ে কথা হচ্ছে বুঝতে পেরে একলাফে উঠে দাঁড়াল লার্দো। ছানাবড়া হয়ে গেছে ওর চোখ।

'কার ভয়ে পালাচ্ছিলাম আমরা, রানা?' গগলকে এক ঝটকায় কাঁধে তুলে নিয়ে ধিনতা ধিনাক নাচতে শুরু করে দিল সে। মোটা কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে উঠল,

'থ্রী-চিয়ার্স ফর ভিনসেন্ট গগল।

রানা আর মনিকা যোগ দিল ওর সাথে।

'হিপ হিপ হুররে! হিপ হিপ হুররে!'

সেদিনের সেই পাগলামি ভুলবে না ওরা কোনদিন।

****